2.5

উপনিষদ্

জড় ও জীবতত্ত্ব

উপনিষদ্ - জড় ও জীবতত্ত্ব

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

উপনিষদ্

জড় ও জীবতত্ত্ব

'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর',
'প্রেমধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ., বি. এল., বেদান্তরত্ন
প্রণীত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

মূল্য পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালে, অর্থাৎ প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে যখন গ্রন্থকার প্রণীত 'উপনিষদ্-ব্রহ্মতত্ত্ব' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গ্রন্থান্তরে উপনিষদুক্ত জড়তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের আলোচনা করিবেন। উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে ঐ প্রতিশ্রুতি উল্লিখিত হইলেও, জীবিতাবস্থায় তিনি তাহা পালন করিতে সমর্থ হন নাই। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে উপনিষদ্ সম্বন্ধে তৎপ্রণীত প্রভূত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও, সুসংবদ্ধভাবে অর্থাৎ গ্রন্থোপযোগী করিয়া তাহা রচিত হয় নাই। 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামক মাসিক পত্রিকায় জড়তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইলেও, তাহার পুনর্লেখনের প্রয়োজন হয়। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যের কতকাংশ তিনি 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ' গ্রন্থে প্রকাশিত করেন। পরে যখন ঐ অংশ সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তখন বর্তমান গ্রন্থের দশম অধ্যায় হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত 'পরিচয়' নামক মাসিক পত্রে, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। তখনও জড়তত্ত্বের পুনর্লেখন সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে ঐ-অংশ-রচনা সম্পূর্ণ হইলে, 'পরিচয়ে' তাহা প্রকাশিত হইতে থাকে, কিন্তু তাঁহার জীবিতাবস্থায় উহার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় নাই।

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় তিনি এই গ্রন্থ মুদ্রণের উদ্যোগ করিলেও, তদানীন্তন যুদ্ধের বাজারে তাহা করা সম্ভব হয় নাই এবং কালও তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। যুদ্ধোত্তর-যুগে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, দুর্মূল্যতা ও ছাপিবার নানা অসুবিধা হেতু, আমরাও, আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁহার সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। বহু পাঠক এ সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাতে অসাক্ষাতে অভিযোগ-অনুযোগ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। বর্তমানেও বৎসরাধিক

কাল মুদ্রাযন্ত্রের কবলে থাকিয়া তবেই এ গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইল। পুস্তক যাহাতে নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয়, তাহার জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজী উদ্ধৃতি যথা-সম্ভব মূলের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রাকরপ্রমাদ অনিবার্য, তাই স্থানে স্থানে ভুল এড়ান সম্ভব হয় নাই।

গ্রন্থকার-প্রণীত অন্য কয়েকখানি গ্রন্থেরও সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছে বা নিঃশেষিতপ্রায়। আমরা বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও, এখনও সেগুলির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। ভগবদ্-আশীর্বাদে আমাদের প্রচেষ্টা অবিলম্বে সফল হউক, ইহাই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থ রচনার প্রতিশ্রুতি ও তৎপালনে দীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিলেও, আমাদের দৃঢ় ধারণা যে সে জন্য সুধী পাঠক কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। কারণ, গ্রন্থকার তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও সাধনার ফলে মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও অপরিপক্ক বয়সের রচনা অপেক্ষা বহু গুণ উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

১লা ফাল্গুন, ১৩৫৯ সাল।

সূচী পত্র

———

উপনিষদ্—
জড় ও জীব-তত্ত্ব

উপক্রম

আমরা যাহাকে বিদ্যা বলি, প্রাচীন কালে তাহার নাম ছিল 'বেদ'। বেদের যাহা চরম পরম—তাহাই বেদান্ত। বেদান্তই পরাবিদ্যা—বেদান্তেই হিন্দু চিন্তা তুঙ্গতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল, পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছিল। এই বেদান্তের 'প্রস্থান' বা 'পিটক'—উপনিষদ্—বেদান্তো নাম উপনিষদ্—উপনিষদ্ই মূল ও মুখ্য বেদান্ত।*

বৈদিক সাহিত্য চারি বিভাগে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। সংহিতায় মুখ্যতঃ যজ্ঞে প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহের সঙ্কলন; ব্রাহ্মণে যজ্ঞের প্রণালী ও পদ্ধতির বিবৃতি; আরণ্যকে যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক-ভাবনা ও প্রতীক-উপাসনা এবং উপনিষদ্ বা বেদান্তে বেদের চরম পরম উপদেশ।

প্রাচীন আর্যসমাজে মানবজীবন চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত ছিল—প্রথম ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ, পরে বানপ্রস্থ এবং সর্বশেষে সন্ন্যাস।

---

* ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি বলিতেন—The Upanishads contain the beginning and end of all human wisdom.—Secret Doctrine, Vol I, p. 291 R. E.

আর একজন অভিজ্ঞের অভিমত শুনাইব—No great soul has appeared in India during the last three thousand years that has not accepted the call of the teaching of the Upanishads, the spirit of the oldest and most enduring religious philosophy, based not on speculation, but on real experience and summed up in three words—Tat, Twam, Asi.—Rev. J. T. Davies.

ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ—জাবাল, ৪

ব্রহ্মচারী অবস্থায় আর্য বালক সংহিতায় রক্ষিত মন্ত্রসমূহের 'স্বাধ্যায়' করিতেন (স্বাধ্যায় অর্থে সু-আবৃত্তি)। অধ্যয়ন সমাপনান্তে আর্য-যুবক গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সংসারী হইতেন এবং পত্নীর সহিত ব্রাহ্মণোক্ত বিধানে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। গৃহস্থ কিন্তু চিরদিন সংসারে থাকিতেন না, নিজ শরীরে বলিপলিত লক্ষ্য করিলে পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত আরণ্যক ; উহাই ছিল বানপ্রস্থ আশ্রম। অরণ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভব হইত না—সেজন্য তিনি আরণ্যক-গ্রন্থে উপদিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক-ভাবনা ও প্রতীক-উপাসনা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতেন। বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। ইহাই ছিল চতুর্থ আশ্রম। বানপ্রস্থী বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইলে তবে ঐ চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত ভিক্ষু। তাঁহারই আলোচ্য গ্রন্থ ছিল উপনিষদ্। চতুর্থাশ্রমী ঐ উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত করতঃ মুক্তি পথের পথিক হইয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদন করিতেন।

উপনিষদ্ সম্পর্কে দার্শনিক প্রবর শোপেনহাওয়ারের বাণী সর্বজন-বিদিত। তিনি উপনিষদ্‌কে জীবের স্বস্তি ও শান্তির অজস্র উৎস মনে করিতেন।*

এই উপনিষদের প্রতি আমারও বিশেষ পক্ষপাত। শোপেনহাওয়ারের সহিত সুর মিলাইয়া আমিও বলিতে পারি—এই উপনিষদ্‌ই আমার জীবনের শান্তি এবং মরণের স্বস্তি।

*** In the whole range of literature there is no study as elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.—Schopenhauer.**

উপনিষদের নাম ব্রহ্মবিদ্যা। শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ-শব্দবাচ্যা।

উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যা বলে কেন? যেহেতু ব্রহ্মই উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।—মুণ্ডক, ১।২।১৩

'সেই সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে (ব্রহ্ম বস্তুকে) যদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, (ঋষি) সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিলেন।'

সেই জন্য উপনিষদ্ প্রধানতঃ এবং বিশেষভাবে ব্রহ্মেরই প্রতিপাদনে নিযুক্ত। তথাপি ব্রহ্ম ব্যতীত জড় ও জীব সম্বন্ধেও উপনিষদে অনেক সার-সত্যের উপদেশ দৃষ্ট হয়। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, জড়ের বিবর্ত, বিকার বা পরিণাম, জীবের লক্ষ্য ও গতি, বিকাশ ও বিরাম, বন্ধ ও মোক্ষ এবং জীবের ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ এবং উভয়ের সহিত ব্রহ্মের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়েও উপনিষদ্ প্রভৃত তত্ত্বজ্ঞান মানবের আয়ত্ত করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত জড়তত্ত্বের ও জীবতত্ত্বের আলোচনা না করিলে উপনিষদের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি যথাসাধ্য উপনিষদের আলোচনা করিয়াছি। ঐ আলোচনার আংশিক ফলস্বরূপ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'উপনিষদ্-ব্রহ্মতত্ত্ব' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করি। আর্য ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল তত্ত্বরত্ন উপনিষদের খনিতে নিহিত রাখিয়া গিয়াছেন, ঐ গ্রন্থে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় আমি উপনিষদ্-উক্ত জড় ও জীবতত্ত্ব বিবৃত করিয়া গ্রন্থান্তর রচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। সে আজ ২৮ বৎসরের কথা। তারপর জড়তত্ত্ব বিবৃত করিয়া 'ব্রহ্মবিদ্যা' পত্রিকায় কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ

করিয়াছিলাম এবং যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ উপলক্ষ্য করিয়া 'পরিচয়ের' প্রথম বর্ষে জীবতত্ত্বের আংশিক আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ আলোচনা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ ছিল। জড়তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্বতন ঋষিগণ যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ উপনিষদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া বেদান্ত-জিজ্ঞাসু পাঠককে এই গ্রন্থ উপহার দিলাম। ফলে ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় আমার দীর্ঘকালের সেই প্রতিশ্রুতি এত দিনে পালিত হইতে চলিল।

এই গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে—প্রথম খণ্ডে জড়তত্ত্ব ও দ্বিতীয় খণ্ডে জীবতত্ত্ব আলোচিত হইবে। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ আমার ধীকে উজ্জ্বলিত করুন।

প্রথম খণ্ড

জড়তত্ত্ব

উপনিষদে জড়তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

উপনিষদে জড়ের স্থান

(১)

উপনিষদের অকুণ্ঠ উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য, ৬।২।১)। ব্রহ্ম কেবল এক নন, তিনি অ-দ্বিতীয়—অর্থাৎ, তিনি শুধু Unit নন, তিনি Unique।

ন তু তদ্-দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততোহন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩,

'তিনি অদ্বিতীয়—তিনি ব্যতীত অন্য কেহ যখন নাই, তখন দ্বিতীয় কিরূপে দৃষ্ট হইবে ?'

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ—শ্বেত, ৩।৯

'তাঁহা হইতে অপর পরতর অন্য কিছু নাই।'

ইহা ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন বাণী—

তস্মাৎ হান্যৎ ন পরং কিঞ্চ নাস—১০।১২৯।২

'তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাস্তি নাস্তি।' এক কথায় তিনি সর্বেসর্বা—বিশ্বে কোন কিছু বিষয় নাই,—আছেন এক অ-দ্বিতীয় ব্রহ্ম।

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ * * * আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১-২

'তিনিই অধে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে * * * আত্মাই অধে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে।'

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

'সেই অমৃত ব্রহ্ম সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধে ও উর্দ্ধে।'

ইহা নিপট অদ্বৈতবাদ (Uncompromising Idealism)—যে বাদে 'The Atman is the sole Reality'—এক-রস, সর্বাংশে একরূপ, নির্দোষভাবে সম পরমাত্মাই সৎ আর সমস্তই অসৎ—যে বাদে জড় ও জীব সত্য নয়, বস্তু নয়—প্রতিভাস মাত্র—'The Individual Soul (জীব) is an apparition as the External World (জড়) is an appearance.'* —যে বাদে দার্শনিক বিচারের বিষয়ীভূত তত্ত্বত্রয়—ব্রহ্ম, জীব ও জড়ের মধ্যে ব্রহ্মই পরমার্থ, জীব ও জড় অবিদ্যার বিজৃম্ভণ মাত্র—It is all Avidya—'মায়া-মাত্রং তু'।

ফলতঃ দেখা যায় উপনিষদ্ এ ভাবে স্পষ্ট ভাষায় নানাত্বের নিষেধ করিয়াছেন—নো এতৎ নানা (কৌষীতকী, ৩।৮)। পুনশ্চ—'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন'—'It is not plurality that is real but only Unity.'

এই বচন উপনিষদে অনেকবার দেখা যায়।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

—বৃহ, ৪।৪।১৯

* ইহুদি ধর্মগ্রন্থ জোহরে (Johar-এ) আমরা এই ধরণের কথা শুনিতে পাই—It is a sort of illusion * * It is a thing, which merely appears to be but is not.

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
—কঠ, ২।১।১০

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
—কঠ, ২।১।১১

'মনের দ্বারা ইহা দৃষ্টি করা কর্তব্য যে, এখানে কোন কিছু নানা (বহু) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

'যিনি এখানে তিনিই সেখানে, যিনিই সেখানে তিনিই এখানে। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

'মনের দ্বারা ইহা নিশ্চয় করা উচিত যে, এখানে কিছু নানা (বহু) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

নৃসিংহ-তাপনীর উপদেশ আরও বিস্পষ্ট।

নাত্র কাচন ভিদা অস্তি, নৈবাত্র কাচন ভিদা অস্তি;
অত্র ভিদাম্ ইব মন্যমানঃ ** মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি
—নৃসিংহ, উত্তরভাগ, ৮ম খণ্ড, ৫

'ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই নাই। যে এখানে যেন ভেদ মনে করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

এই নানাত্ব-নিষেধের তাৎপর্য কি?

. . . It involves that all plurality (consequently all proximity in space, all succession in time, and interdependance of cause and effect, all contrast of subject and object) has no reality in the highest sense.—অর্থাৎ, দৈশিক দূরান্তিকত্ব, কালিক

পূর্বাপরত্ব, নৈমিত্তিক কার্যকারণত্ব* এবং জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের 'ত্রিপুটী'রূপী নানাত্ব, পরমার্থ-দৃষ্টিতে অসৎ, অবস্তু—একমেবাদ্বিতীয় অদ্বয়ই বস্তু, সৎ। ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

তথান্য-প্রতিষেধাৎ—ব্রঃ সূ, ৩।২।৩৬

'উপনিষদ্ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্তের বারণ করিয়াছেন।'

কিন্তু এ নিপট অদ্বৈতে মানব চিন্তা সুস্থিত হইতে পারে না—এ তুঙ্গ শৃঙ্গে উন্নীত হইলে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়—'With this thought, a height was reached on which a prolonged stay was impracticable.' (Prof. Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 162)। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই আমরা বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিতেছি—অতএব 'ইদং'কে, দ্বৈতকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করি কিরূপে? সেই জন্য উপনিষদ্ দ্বৈতকে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়া বলিলেন,—এই যে 'ইদং' তোমার সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে, ঐ ইদং বস্তুতঃ ব্রহ্ম—

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

'এ সমস্তই ব্রহ্ম।'

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্ ইদং বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

'এ বিশ্ব বরিষ্ঠ ব্রহ্মই।'

ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্—নৃসিংহ, উ, ৭।৪

'ব্রহ্মই এ সমস্ত।'

আত্মৈবেদং সর্বম্—ছা, ৭।২৫।২

'আত্মাই এ সকল।'

---

* Not as though God (ব্রহ্ম) were to be sought on the other side of the universe, for He is not at all in space; nor as though He were before or after, for He is not at all in time; nor as though He were the cause of the universe, for the law of causality has no application here.—Deussen, p. 161.

ইদং সর্বম্ যদয়মাত্মা—বৃহ, ২।৪।৬

'এই সব সেই পরমাত্মা।'

ইহা ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন উপদেশ—পুরুষ এবেদং সর্বম্ (ঋগ্বেদ, ১০।৯০।২)—ইহাই উপনিষদের Pantheism (বিশ্বব্রহ্মবাদ)।*

এই যে 'ইদং-কে' ব্যাবহারিক (pragmatic) ভাবে স্বীকার করিয়া পারমার্থিক ভাবে ব্রহ্মের প্রতিপাদন—শ্রুতি কি কৌশলে তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন? উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, শ্রুতি কোথাও বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত—আর কোথাও বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা,—এবং এই কথার সমর্থন জন্য উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিশ্ব যাঁহার বিবর্ত বা বিধা—তাঁহাকে জ্ঞাত হইলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। এ সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের ঋষি বলিতেছেন—

আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্
—বৃহ, ২।৪।৫

'পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান হইলে সমস্তই বিদিত হয়।'

মুণ্ডক উপনিষদে দেখিতে পাই, শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করিতেছেন—কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি—মুণ্ডক, ১।১।৩। উত্তরে গুরু বলিলেন—পরাবিদ্যা দ্বারা যে অক্ষর ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়; সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া

---

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডয়সনের কয়েকটি সুচিন্তিত বাণী প্রণিধানযোগ্য—

'The universe was still something existing; it lay there before their eyes. It was necessary to endeavour to find a way back to it. This was accomplished without abandoning the fundamental idealistic principle, by conceding the reality of the manifold universe, but at the same time maintaining that this manifold universe is in reality Brahman. Idealism therefore entered into alliance with the realistic view natural to us, and became thereby Pantheism.'

—Philosophy of the Upanishads, p. 162.

পূর্বতন মহর্ষিরা বলিতেন যে, অদ্য হইতে আমাদের আর কোন কিছু অ-শ্রুত, অ-মত, অ-বিজ্ঞাত রহিল না।

এতৎ হ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চন অশ্রুতম্ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ উদাহরিষ্যতীতি—ছান্দোগ্য, ৬।৪।৫

এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যখন সমস্তই ব্রহ্ম, যখন জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, যখন সমস্ত জাগতিক পদার্থ ব্রহ্মেরই বিধা বা প্রকার-ভেদ মাত্র, তখন ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইলে আর কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি, উপনিষদ্ কি ভাবে বিশ্বকে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়াছেন। ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য এই যে, নানা-দ্বৈত-ভেদ মায়া মাত্র, অসৎ, অবস্তু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ জড়কে স্পষ্টভাবে মায়া মাত্র বলিয়াছেন—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—শ্বেত, ৪।১০। এই 'মায়া' শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঋগ্বেদে প্রথম আমরা এই শব্দের সাক্ষাৎ পাই—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে * (ঋগ্বেদ, ৬।৪৭।১৮)।

---

* ঋগ্বেদের এই মন্ত্র বৃহদারণ্যকের ২।৫।১৯ ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিত্যানন্দমুনি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ মায়য়া (নাম-রূপ-বিষয়-মিথ্যাভিমানাত্মনা পরিণতয়া) পুরুরূপঃ (বহুরূপঃ) ঈয়তে (প্রতীয়তে)—মিথ্যৈব জলসূর্যবৎ। মহেশ্বরের এই মায়াশক্তির কথা আমরা চুলিকা উপনিষদেও শুনিতে পাই—

বিকারজননীং মায়াম্ অষ্টরূপাম্ অজাং ধ্রুবাম্।
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ॥
পিবন্তে নামবিষয়ম্ অসংখ্যাতাঃ কুমারকাঃ।
একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দেন বশানুগঃ॥

—চুলিকা, ৩, ৬

মায়াং ধ্যায়তে চিন্তয়তি (ঈশ্বরঃ) জগৎসৃষ্ট্যর্থম্ সংভাবয়তি নারীমিব ঋতুস্নাতাম্—(নারায়ণ)।

অথর্ব বেদে হিরণ্যগর্ভকে মায়া দ্বারা ছন্ন বলা হইয়াছে—

যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ অরা নাভাবিব শ্রিতাঃ।
অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্ মায়য়া হিতম্॥

—অথর্ববেদ, ১০।৮।৩৪

অর্থাৎ 'The flower of the water (Hiranyagarbha) is concealed by illusion (maya)'.*

নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদ্‌ও এই বিশ্বকে মায়া মাত্র বলিয়াছেন—

ইদং সর্বং যদয়মাত্মা মায়ামাত্রম্।

পুনশ্চ—তদ্ যথা বট-বীজ-সামান্যম্ একম্ অনেকান্ স্বাব্যতিরিক্তান্ বটান্ সবীজান্ উৎপাদ্য তত্র তত্র পূর্ণং সৎ তিষ্ঠতি, এবমেব এষা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি পরিপূর্ণাণি ক্ষেত্রাণি দর্শয়িত্বা জীবেশৌ আভাসেন করোতি—মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি। সৈষা বিচিত্রা সুদৃঢ়া বহ্বঙ্কুরা

—নৃসিংহ-উত্তর (৯ম খণ্ড), ৫-৬

'এই মায়া বিচিত্রা, সুদৃঢ়া, বহু-অঙ্কুর সমন্বিতা। যেমন একটি বটবীজ-সামান্য অনেক স্ব-অভিন্ন সবীজ বট উৎপাদন করিয়া স্বয়ং পূর্ণভাবে ব্যবস্থিত

এই সহযোগের ফলে যে সকল সন্ততি উৎপন্ন হয় তাহারা মায়ার স্তন্য পান করে (drinks from the breasts of the foster-mother, Maya)। কিন্তু ঈশ্বর (মায়া যাঁহার বশে) তিনি স্বচ্ছন্দে সে দুগ্ধ পান করেন।

নৃসিংহতাপনীও বলিতেছেন—মহামায়ং মহাবিভূতি সচ্চিদানন্দমাত্রম্ একরসং পরমেব ব্রহ্ম। জগৎ মায়াবেষ্টিত বটে—মায়য়া এতৎ সর্বং বেষ্টিতং ভবতি—কিন্তু তিনি মায়াতীত—নাত্মানং মায়া স্পৃশতি।

* অন্যত্র অথর্ববেদ বলিয়াছেন—

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমমিব জনাঃ বিদুঃ।
উতো সন্ মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখাম্ উপাসতে॥

—অথর্ববেদ, ১০।৭।২১

অর্থাৎ, 'The common people however do not know this ; they regard as the real not the stem but that which He is not—the branches that conceal Him (অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীম্)।

থাকে, সেইরূপ এই মায়া স্ব-অভিন্ন পূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ প্রদর্শন করিয়া জীব ও ঈশ্বরের অবভাস করে এবং নিজে মায়া ও অবিদ্যারূপে অবভাসিত হয়।'

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া পঞ্চদশী-কার বলেন—মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ—কামধেনু মায়ার দুইটি বৎস্য—জীব ও ঈশ্বর।

জগৎ মায়া মাত্র (Illusion) বলিয়াই উপনিষদ্ একাধিক বার বলিয়াছেন—'জগৎ যেন আছে' 'দ্বৈত যেন আছে' 'দ্বিতীয় যেন আছে' 'নানা যেন আছে' (The world exists as it were—ইব); অর্থাৎ, দ্বৈত দ্বিতীয় বস্তুতঃ নাই—তাহার ভাণ হয় মাত্র।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি ইত্যাদি—বৃহ, ২।৪।১৪
যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ ইত্যাদি—বৃহ, ৪।৩।৩১
য ইহ নানা ইব পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।১৯, কঠ, ২।১।১০, ১১

অন্যত্র উপনিষদ্ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

ধ্যায়তীব লেলায়তীব—বৃহ, ৪।৩।৭
'জীব যেন ধ্যান করে, যেন ক্রীড়া করে'।

এই 'ইব' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। জগৎ যদি মায়া-মাত্র না হইত, তবে শ্রুতি জগতের সম্বন্ধে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, শ্বেতকেতু ঋষি-পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি—ছান্দোগ্য, ৬।১।৩

'হে ভগবন্! সেই আদেশ (রহস্য উপদেশ) কি—যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়।' অর্থাৎ, এমন কি আছে, যাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না।

ঋষি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বস্তুর উপদেশ করিলেন—

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবং সোম্য! স আদেশো ভবতীতি—ছান্দোগ্য, ৬।১।৪-৬

'হে সোম্য! যেমন এক খণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, স্বর্ণই সত্য; যেমন এক খণ্ড লৌহকে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য; হে সোম্য! এ আদেশও সেইরূপ।'

অর্থাৎ, এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত মাত্র—ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র। একথা আমরা পূর্বেই ঋগ্বেদের ঋষির মুখে শুনিয়াছিলাম—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—১।১৬৪।৪৬

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

যদ্ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে—২।৬

অর্থাৎ, 'It is a mere matter of speech'. বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রেও এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪

'ব্রহ্ম হইতে জগৎ অনন্য (অভিন্ন)—শ্রুত্যুক্ত বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে।'

যথা ন তোয়তো ভিন্নাঃ তরঙ্গাঃ ফেন-বুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বম্ আত্ম-বিনির্গতম্॥

'যেমন জলরূপী তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদ জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়।'

বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত। 'বিবর্ত' কি?

অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ

—স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইয়া বস্তুর অন্যরূপে যে ভাণ, তাহাই বিবর্ত। ইহার দার্শনিক নাম 'অধ্যাস'—অধ্যাসো নাম অ-তস্মিন্ তদ্-বুদ্ধিঃ (শঙ্কর)। উহা মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, মরীচিতে মরীচিকা (mirage)-ভ্রম। ইহা প্রতীতি মাত্র—'mere matter of seeming'—ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত (ভাগবত)—ইহার জননী মায়া। এইরূপ মায়াবশেই ব্রহ্ম বিশ্বরূপে বিবর্তিত হইতেছেন—

প্রতীতিমাত্রম্ এবৈতৎ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।

অর্থাৎ, 'The entire unfolding in space and time is a merely *subjective* phenomenon.' এই প্রতীতিকেই এ দেশের দার্শনিক ভাষায় 'বিজ্ঞান' বলে। যাঁহারা বিজ্ঞানবাদী (Idealists)—তাঁহাদের মতের সার এই যে—নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞান-বি-সহচরঃ—'বিজ্ঞান'-ব্যতিরিক্ত বস্তুর সত্তা নাই।*

এই যে জগতের ভাণ হইতেছে—তাহা কি নিরাধার? মাধ্যমিক বৌদ্ধ যাহাকে 'শূন্য' বলেন, ইহা কি সেই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? ব্রহ্মবাদী ঋষি বলেন—তা নয়—ব্রহ্মই জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন—

---

* এ-সম্পর্কে 'শঙ্কর-বেদান্তে বিজ্ঞানবাদ' অধ্যায়ে সম্যক্ আলোচনা আছে। জিজ্ঞাসু পাঠক উহা হইতে বিবর্তবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

তদাস্পদং হি ইদং সমস্তং কার্যম্ (শঙ্কর)। অধিকন্তু,—প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাৎ বিয়দাদি-প্রপঞ্চো ব্যবস্থিত-রূপো ভবতি (৩৷২৷৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য) অর্থাৎ, যতদিন না জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যানুভূতি হয়, ততদিন পর্যন্ত আকাশাদি প্রপঞ্চ অ-বাধিত থাকে।

কিন্তু—যত্র বা অস্য সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ

—বৃহ, ২৷৪৷১৪

পুনশ্চ শঙ্কর বলিতেছেন (শারীরক ভাষ্য, ৩৷২৷২২):—

ন তাবদ্ উভয়-প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদ-প্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিৎহি পরমার্থম্ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং পরিষেধতি, পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ।

অর্থাৎ, 'জগৎ ও জগতের আধার—উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে; কারণ, তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয়। 'পরমার্থ সৎ' (ব্রহ্ম) অবাধিত—তিনি আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ (প্রপঞ্চ) বাধিত হয়। কিন্তু নির্বাদ ব্রহ্ম কখনও কোনও দিন প্রতিষিদ্ধ হন না—হইতে পারেন না।'

মাধ্যমিক বলেন—বিজ্ঞানই বিশ্ব—নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞান-বি-সহচরঃ—আর ঐ বিজ্ঞান ক্ষণিক বিজ্ঞান। বৈদান্তিক বলেন, বিজ্ঞানই বিশ্বরূপে প্রতিভাত হন বটে কিন্তু সে বিজ্ঞান ব্রহ্ম—বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। তিনি ক্ষণিক নহেন, তিনি পরমার্থ সৎ—Eternal and Immutable—সেই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জগৎ নিবৃত্ত হইলেও 'অভাব' হয় না, শূন্য হয় না।

নাভাব উপলব্ধেঃ—ব্রঃ সূ, ২৷২৷২৮

দ্রব্য যে ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, উপনিষদের মতে তাহা ব্যাবর্ত (phenomenon) মাত্র, পরমার্থ (noumenon) নহে। ঐ নশ্বর ব্যাবর্তের পশ্চাতে কিন্তু এক অবিনশ্বর, অজর, অমর, অক্ষর পরমার্থ বিদ্যমান

আছেন। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলিলেন, 'পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ'। ঐ পরমার্থসৎ ব্রহ্মই বস্তু, আর যাহা কিছু সমস্তই অ-বস্তু।

বস্তুতঃ বিশ্বের এই যে বিবিধ বৈচিত্র্য—মূলতঃ উহা কেবল নামরূপের প্রভেদ। যেমন হারে ও কিরীটে নামের ও রূপের ভেদ থাকিলেও উভয়েই স্বুবর্ণ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থ নিচয়ের মধ্যে নামরূপের প্রভেদ সত্ত্বেও সকলেই ব্রহ্মের বিবর্ত—

নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে—বৃহ, ১।৪।৭

কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।

সেই জন্য কৌষীতকী উপনিষদ্ জগতের নানাত্ব নিষেধ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—

তদ্ যথা রথস্য অরেষু নেমিরর্পিতো নাভৌ অরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ—কৌষীতকী, ৩।৮

'যেমন রথের চক্র অরে অর্পিত থাকে এবং অর নাভিতে অর্পিত থাকে, এইরূপ ভূতসমূহ ইন্দ্রিয়ে অর্পিত আছে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে অর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ—অজর, অমর, ব্রহ্ম।'

এইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, ভূত যাহা কিছু—এ সমস্তই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ * * সর্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়ম্ আত্মা—বৃহ, ২।৪।৬

এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি আরুণি পুত্র-শ্বেতকেতুকে প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিবিধ ব্যাপারের (নদীর প্রবাহ, বীজের অঙ্কুর, জীবের

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতির) মূল তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন—

স য এষঃ অণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো !—ছান্দোগ্য, ৬৮৭

'যে সেই অণিমা, তদাত্মক এই সমস্ত—তিনিই সত্য তিনিই আত্মা। তুমিই তিনি, হে শ্বেতকেতু !'

অর্থাৎ, জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু ব্যাপার ঘটিতেছে, সে সমস্তই ব্রহ্মের বিবর্ত। তিনিই সব, তিনিই সত্য, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই।

উপনিষদের ঋষিরা বিশ্বকে কি ভাবে ব্রহ্মের বিবর্ত বলেন, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিলাম। বিশ্ব কি ভাবে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার—এইবার তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

(২)

উপনিষদে জড়ের স্থান নির্দেশ করিতে আমরা দেখিয়াছি যে, বিশ্বের চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম কেবল এক নন—তিনি অ-দ্বিতীয়—শুধু Unit নন, তিনি Unique.

একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য, ৬২১

অর্থাৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কিছু নাস্তি—

তস্মাৎ হান্যৎ ন পরং কিঞ্চ নাস—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২

এক কথায়,—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ —ছা, ৭।২৫।১

ঋষিদিগের দৃষ্টিতে ব্রহ্মই যখন একমাত্র পরমার্থ, তখন দ্বৈত (জড় ও জীব)—'মায়ামাত্রং তু' এবং নানাত্বের বস্তুতঃ সত্তা নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

অথচ প্রতিমুহূর্তে বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে। অতএব বিশ্বকে, 'ইদং'কে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা যায় কিরূপে? সেজন্য উপনিষদ্ দ্বৈতকে কথঞ্চিৎ প্রশ্রয় দিয়া বলিয়াছেন—এই যে 'ইদং' তোমার সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, ঐ 'ইদং' বস্তুতঃ ব্রহ্ম—

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

পুরুষ এবেদং সর্বম্—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।২

আমরা দেখিয়াছি যে, বিশ্বের ঐ ব্যাবহারিক সত্তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উপনিষদ্ কোথাও কোথাও বিশ্বকে ব্রহ্মের বিবর্ত—আবার কোথাও কোথাও বিশ্বকে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিরা বিশ্বকে কি ভাবে ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়াছেন, আমরা তাহা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্ব কি ভাবে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার—বর্তমান অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব। দেখা যায় এ প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেৎ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদ্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—

বৃহ, ২।১।২০

'যেমন উর্ণনাভি হইতে তন্তু নির্গত হয়, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত বেদ, নির্গত হইয়াছে।'

সেইজন্য ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি

চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম—ঐতরেয়, ৫।৩

'এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ্ ও জ্যোতিঃ, এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, যাহা কিছু প্রাণী, জঙ্গম, পক্ষী, স্থাবর—সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই লোকের নেত্র, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।'

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকার—চিৎ-অচিৎ-প্রকারং ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য বৃহদারণ্যক কয়েকটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন,—

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—বৃ, ২।৪।৭

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—বৃ, ২।৪।৮

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—বৃ, ২।৪।৯

অর্থাৎ, 'যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ।'

অর্থাৎ, যেমন, একই বাদ্য হইতে নানা প্রকার শব্দ উত্থিত হয়,—সে নানাত্বভেদ এক বাদ্যেরই প্রকার বা বিধা মাত্র; সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে জগতের এই নানাত্ব প্রতিভাত হইতেছে। এই নানা তাঁহারই

বিধা বা প্রকার-ভেদ। অতএব তাঁহাকে জানিলে তাঁহার প্রকারও বিজ্ঞাত হয়। *

আমরা দেখিয়াছি যে, the obtrusive reality of the manifold universe is merely 'maya'; আমরা আরও দেখিয়াছি যখন 'there is no second beside Him, no other distinct from Him—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ (বৃহ, ৪।৩।২৩)'—তখন 'there can be no question of a universe in the proper sense of the term.'†

অর্থাৎ, there is not and never can be for us reality outside of the Atman, a universe outside of our consciousness. তথাপি উপনিষদের ঋষিরা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন কেন? যাহা অসৎ, অ-বস্তু, যাহা ব্রহ্মের বিবর্ত বা বিধা মাত্র, তাহার প্রতিপাদনের জন্য এত বাক্য ব্যয় করেন কেন? যখন মাথা নাই তখন মাথা ব্যথা কেন? অধ্যাপক ডয়সন্ এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—It is a concession to the empirical consciousness of man * * an unconscious (?) accomodation to the 'forms' of our intellectual capacity. অর্থাৎ, মানবের পঙ্গু চিত্তবৃত্তিকে চলৎশক্তি দিবার জন্য।

অধ্যাপক ডয়সনের উক্তি এই :—

The inquiring mind of man could not however rest here

---

* This is also the meaning of the illustrations in Brih. 2. 4. 7-9. The Atman is the musical instrument (Drum, Conch, Lyre), the phenomena of the universe are its notes. Just as the notes can only be seized, when the instrument is seized, so the world of plurality can only be known when the Atman is known.—Deussen, p. 76.

† From this point of view, no creation of the universe by the Atman can be taught, for there is no universe outside of the Atman.—Deussen, p. 183-4.

(উৎতুঙ্গ নিপট অদ্বৈতে) ; * * and inspite of the *unreality* of the universe outside of the Atman, it proceeded to concern itself with the universe, as though it were real.—p. 236.

পুনশ্চ—The sacred writings teach a creation of the universe only by way of concession to man's faculty of understanding.—p. 185.

—এবং প্রমাণ স্বরূপ ডয়সন বাদরায়ণ, গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্যের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাদরায়ণের সূত্র এই—

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪

অর্থাৎ, এই যে বিশ্বে ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত ভোক্তা ভোগ্যের বিভাগ—ইহা ব্যাবহারিক (pragmatic) মাত্র, পারমার্থিক নহে—ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি। ইহা 'অভ্যুপগম' মাত্র—ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিৎ অস্তি। * * এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ সর্বে। * * সূত্র-কারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ 'তদনন্যত্বম্' ইত্যাহ, ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু 'স্যাৎ লোকবৎ' (ব্র সূ, ২।১।১৩) ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি (শঙ্কর)।

শারীরক-ভাষ্যের অন্যত্র আচার্য শঙ্করের আরও স্পষ্ট উক্তি এই :—

জগদুৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-হেতুত্ব-শ্রুতেঃ অনেকশক্তিত্বম্ ব্রহ্মণ ইতি চেৎ ন। বিশেষ নিরাকরণ-শ্রুতীনাম্ অনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদি-শ্রুতীনামপি সমানম্ অনন্যার্থত্বম্ ইতি চেৎ ন। তাসাম্ একত্ব-প্রতিপাদন-পরত্বাৎ। মৃদাদি-দৃষ্টান্তৈর্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বম্, বিকারস্য চ অনৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুম্ অর্হতি।

—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।১৪ সূত্রের ভাষ্য।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু বলাতে তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে বিবিধ শক্তিমান্ বলা হয় না, কারণ অন্যত্র শ্রুতি

তাঁহার সবিশেষত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। সে সকল শ্রুতি-বাক্যের কি গতি হইবে? যদি বল, সৃষ্টি স্থিতি লয় সম্বন্ধীয় শ্রুতিরই বা কি গতি হইবে? তাহার উত্তরে বলি, তাহারা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে যে মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে একমাত্র সৎ ব্রহ্মই সত্য এবং অন্য সমস্ত বিকার অর্থাৎ জড়-জগৎ অসত্য। অতএব এ সকল শ্রুতির দ্বারা জগতের বাস্তবিক সৃষ্টি স্থিতি লয় উপদিষ্ট হয় নাই।'

ইহার ভাবার্থ এই যে, অ-তত্ত্বজ্ঞানীর ব্রহ্মতত্ত্বে বুদ্ধি-প্রবেশের জন্য এই সকল উপদেশের অবতারণা। এ সম্বন্ধে শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডূক্য-কারিকায় আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥—৩।১৫

অর্থাৎ, 'উপনিষদে যে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা নানাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।' কারিকার অন্যত্র গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥—১।১৮

অর্থাৎ, 'শিষ্যের উপদেশের জন্যই সৃষ্টিবিষয়ে উপদেশ কল্পিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানের পর তাহা নিবৃত্ত হইবে, তখন আর কোন দ্বৈতই থাকিবে না।'

মোট কথা এই—উপনিষদের ঋষিরা 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই বলিয়া যখন 'ইদং'কে স্বীকার করিলেন, তখনই দ্বৈতকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল। একবার প্রশ্রয় দিলে আর কি রক্ষা আছে? আমরা জানি কুকুরকে 'নাই' দিলে সে মাথায় চড়িয়া বসে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল।

More or less far-reaching concessions were made to the empirical consciousness of the reality of the universe, that could never be entirely cast off; and thus the universe disowned by the fundamental idealistic view of the sole reality of the Atman was yet again partially rehabilitated. —Deussen, p. 161.

এইরূপে জগতের আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকৃত হইলে, ঋষিরা ইহাকে 'সত্য' বলিতে আরম্ভ করিলেন—

যদ্ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে—তৈত্তি, ২।৬

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্—মুণ্ডক, ১।১।৮

'অন্ন (অব্যাকৃত) হইতে প্রাণ, মনঃ ও 'সত্যে'র আবির্ভাব হইল ?' সত্য কি ? সত্যাখ্যম্ আকাশাদি-ভূতপঞ্চকম্ (শঙ্কর)।

আদিতে ব্রহ্মের নাম ছিল 'সত্য'।

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি—ছা, ৮।৩।৪

তৎ সত্যং স আত্মা—ছা, ৬।৮।৭

কিন্তু এখন জগতের সত্যতা হইতে ব্রহ্মের সত্যতা বিশেষিত করিবার জন্য তাঁহার নাম হইল 'সত্যস্য সত্যম্'—

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্—বৃহ, ২।১।২০

This was the case already in the definition of Brahman as সত্যস্য সত্যং ('the reality of reality'). The universe is reality (সত্যম্) but the real in it is Brahman alone.—Deussen, p. 162.

সঙ্গে সঙ্গে যদিও ব্রহ্ম দেশকাল ও নিমিত্তাতীত—তথাপি making a further concession to the empirical consciousness ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ এবং বিশ্বকে ব্রহ্মের কার্য বলা হইতে লাগিল—

A causal relation (was framed) between the Atman as first cause and the universe as its effect and a theory (was formulated) to explain how the universe as effect had proceeded from or been created by the Atman.—Deussen, p. 184.

তখন ব্রহ্ম 'ভূতযোনি' হইলেন—

তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—মুণ্ডক, ১।১।৬

শুধু ভূতযোনি কেন—ব্রহ্ম ভূত-নিধানও হইলেন।

তস্মিন্ ইদং সংচ বি চৈতি সর্বম্—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩২।৮

'বিশ্বের তাঁহা হইতে জনন এবং বিশ্বের তাঁহাতেই নিধন'—

এক কথায় তিনি 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডূক্য, ১।৬) হইলেন। অধিকন্তু তিনি 'তজ্জলান্' হইলেন—'সৃজন পালন লয়—তাঁহা হতে সমুদয়।'

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ৩।১

—এবং আমরা ঋষিদিগের মুখে শুনিলাম, ব্রহ্ম জড় সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—তৈত্তি, ২।৬

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য—ছা, ৬।৩।২

এ সকল কথার আমরা যথাস্থানে সম্প্রসারণ করিব। কিন্তু এই জড়-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠক যেন সর্বদা উপনিষদের নিপট অদ্বৈতবাদের (uncompromising Idealism-এর) কথা স্মরণে রাখেন। নহিলে তাঁহার বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

শঙ্কর-বেদান্তে 'বিজ্ঞানবাদ'

দার্শনিক দৃষ্টি দ্বিবিধ—এক বাস্তববাদীর দৃষ্টি, অন্য বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টি। পাশ্চাত্যে বাস্তববাদের নাম Realism ও বিজ্ঞানবাদের নাম Idealism.

Realism in metaphysics, as opposed to Idealism, is the doctrine that there is an immediate or intuitive cognition of external objects ; while according to idealism all we are conscious of is our ideas. According to Realism, external objects exist independently of our sensations or conceptions ; according to Idealism, they have no such independent existence.—The Modern Cyclopedia, vol. vii, p. 143.

এই বিবাদস্থলে মোট কথাটি এইরূপ :—এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব প্রতিক্ষণ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা কি সত্য না অলীক—ইহার কি বাস্তবিক সত্তা আছে কিম্বা ইহা 'বিজ্ঞান' বা Idea মাত্র? যাঁহারা বাস্তববাদী—Realists, তাঁহারা বলেন—জগতের যেরূপে ভাণ হয়, উহা ঠিক সেই প্রকারই।

কিন্তু এ মত কি যুক্তিসহ? আমরা জবাফুল লাল দেখি—আকাশ নীল দেখি—কিন্তু তাহারা বস্তুতঃ কি তাই? সেইজন্য পাশ্চাত্য দর্শন 'Primary' ও 'Secondary' qualities—মুখ্য ও গৌণ গুণের প্রভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। বর্ণ, গন্ধ, শব্দ—এ সকল গৌণ গুণ এবং আকার, সংস্থান প্রভৃতি মুখ্য গুণ। বুঝিয়া দেখিলে কিন্তু এই মুখ্য-গৌণের প্রভেদ আপেক্ষিক মাত্র—মৌলিক নহে। অতএব পশ্চিমের দার্শনিকেরা Phenomenon ও Noumenon-এর ভেদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। Phenomenon = ব্যাবর্ত—উহা appearance মাত্র—উহার তাত্ত্বিক সত্তা

নাই। ব্যাবর্তের পশ্চাতে পরমার্থ—যাহাকে দার্শনিকপ্রবর কাণ্ট (Kant) 'Thing in itself' (Ding an sich) বলিতেন।

হার্বার্ট স্পেন্‌সরের বিখ্যাত 'Transfigured Realism' এই মতের অনুরূপ। তাহার সারকথা এই যে, দ্রব্য যেরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, সে তাহার প্রকৃত রূপ নহে। দ্রব্যের স্ব-রূপ পরিবর্তিত (transfigured) হইয়া phenomena-রূপে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাহার পশ্চাতের noumenon সর্বদা আমাদের অজ্ঞাত থাকে। ইহাও বাস্তববাদ—তবে বিশিষ্ট বাস্তববাদ।

আর বিজ্ঞানবাদ কি? বিজ্ঞানবাদের সার কথা এই যে—'নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞানবিসহচরঃ' অর্থাৎ, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব নাই। এক কথায় ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত (ভাগবত), অর্থাৎ 'বস্তু নাই—অথচ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে'—'It is a matter of seeming'—'প্রতীতিমাত্রমেবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্ * *' অর্থাৎ 'Its esse is its percepi'।

সূর্যরশ্মিতে জলভ্রম—ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। রশ্মিতে ত আর জল নাই —অথচ ঐ স্থলে জলের ভাণ হয়। এইরূপ জলভ্রমকে মরীচিকা বলে। শ্রীশঙ্করাচার্য বেদান্তভাষ্যে (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪) লিখিয়াছেন—

যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনাম্ উষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণানুপাখ্যত্বাৎ।

ইয়ুরোপে এই মরীচিকার নাম Mirage বা Fata Morgana.

এ সম্পর্কে Tissandar তাঁহার 'Popular Scientific Recreations' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—The mirage or Fata Morgana is a very curious but sufficiently common phenomenon and in the Asiatic and African plains it is frequently observed. * * The Fata Morgana and the inverted images of ships at sea are not uncommon on European coasts. Between Sicily and Italy, this effect is seen in the sea of Reggio with fine

effect. Palaces, towers, fertile plains with cattle grazing on them, are seen with many other terrestrial objects upon the sea,—the palaces of the Fairy Morgana.—P. 649.

অন্ধকারে রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, আলোকে শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়,—মরীচি বা সূর্যরশ্মিতে সেইরূপ ঐ মরীচিকাভ্রম। ইহার দার্শনিক নাম 'অধ্যাস'—অধ্যাসো নাম অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ (শঙ্কর)। উহা মিথ্যা-জ্ঞান-বিজৃম্ভিত। এই অধ্যাসের নামান্তর 'বিবর্ত'।

অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

'বস্তুর স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইয়া অন্যরূপে যে ভাণ, তাহাকেই বিবর্ত বলে।'

যাহাকে হিপ্‌নটিজম (Hypnotism) বলে, সেখানেও আমরা এই অধ্যাসের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কোন ব্যক্তিকে হিপনটিক্ নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া হিপনটিষ্ট সঙ্কল্প শক্তিদ্বারা (by mere suggestion) সহজেই তাহার নানা ভ্রম (Hallucinations) উৎপাদন করেন। দেখা গিয়াছে, তিনি ঐরূপ নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন,—'একটা প্রকাণ্ড সিংহ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে',—সে অমনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি রৌদ্রের সময় বলিলেন,—'আজ বড় শীত',—সংকল্পমাত্রে সে অমনি শীতে কাঁপিতে লাগিল। আকাশে মেঘের সম্পর্ক নাই, তিনি বলিলেন,—'মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে', সে অমনি ধারাহতের অভিনয় করিতে লাগিল। এ সকলই সংকল্প-শক্তির অঘটন-ঘটন-পটুত্ব। ঐ স্থলে হিপনটাইজড্ ব্যক্তি যাহা দেখে বা শুনে, তাহা বিজ্ঞানমাত্র। লক্ষ্য করা উচিত যে, যে সমর্থ যাদুকর সে দর্শককে hypnotic নিদ্রাচ্ছন্ন না করিয়াও তাহার মনে ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে। শুধু একজন নয়, সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সকলেরই মনে একটা সর্ব-সাধারণ ভ্রম বা collective hallucination উৎপাদন করিবার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নহে।

বাঙ্গালা হইতে একদল যাদুকর একবার দিল্লীতে গিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ ও তাঁহার পারিষদবর্গের এইরূপ ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর আত্মজীবনচরিতে সে ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

They produced a man whom they divided limb from limb, actually severing his head from the body. They scattered these mutilated members along the ground and in this state they lay for some time. They then extended a sheet of curtain over the spot, and one of the men putting himself under the sheet, in a few minutes came from below, followed by the individual supposed to have been cut into joints, in perfect health and condition, and one might have safely sworn that he had never received any wound or injury whatever.—Memoirs of the Emperor Jahangir by Major David Price.

যাহাকে Rope trick বা শূন্যমার্গে সূত্রক্রীড়া বলে, উহা ঐ ধরণের যাদুকরী। শ্রীশঙ্করাচার্য ১।১।১৭ ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

যথা মায়াবিনঃ চর্মখড়্গধরাৎ সূত্রেণ আকাশম্ অধিরোহতঃ স এব মায়াবী পরমার্থরূপো ভূমিষ্ঠোঽন্যঃ।

এই বাজী এখনও ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হয় নাই। সঙ্কল্পশক্তির দ্বারা কিরূপে অঘটন ঘটাইতে পারা যায়, এই বাজী তাহার চরম দৃষ্টান্ত—It is the 'acme of conjuring.'

এইরূপ বাজীকরীকে পাশ্চাত্যদেশে Glamour বলে। Glamour এর এদেশীয় নাম 'মায়া' বা 'ইন্দ্রজাল' এবং যিনি Magician তাঁহার নাম মায়াবী। শ্রীশঙ্করাচার্য ২।১।২৮ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদি-সৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে।

Sir Walter Scott তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'Lay of the Last Minstrel'এ (Canto III) glamour বা ইন্দ্রজালের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

It had much of glamour-might,
Could make a ladye seem a knight ;
The cob-webs on a dungeon-wall
Seem tapestry in lordly hall ;
A nut-shell seem a gilded barge,
A sheeling* seem a palace large,
And youth seem age, and age seem youth—
All was delusion, nought was truth.

সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে এই ইন্দ্রজালের উল্লেখ আছে। রামায়ণে দেখা যায়, মারীচ রাক্ষস ঐ ইন্দ্রজাল-শক্তির প্রভাবে রাম সীতার নিকট মায়ামৃগ রূপে ভাণ করিয়াছিল ; মায়াবী রাবণ ঐ ইন্দ্রজাল শক্তি প্রভাবে রামের মায়ামুণ্ড ও মায়া ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

এ সকলই মায়ামাত্র—illusion ! এস্থলে ঐ ঐ প্রতীয়মান বস্তুর বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ, তাহারা আদৌ তাত্ত্বিক বা বাস্তবিক নয়। এই বিশাল বিচিত্র বিশ্ব বিজ্ঞানবাদীর মতে ঐরূপই অবাস্তবিক। তাহারও কোন তাত্ত্বিক সত্তা নাই। 'বিজ্ঞানমাত্রম্ এবৈতৎ তথা জাগ্রৎ চরাচরম্'। ইহাই বিজ্ঞানবাদ (Idealism)।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহাদের নাম মাধ্যমিক। তাঁহারা নিপট বিজ্ঞানবাদী (Uncompromising Idealists)। তাঁহারা আত্মস্থ বিজ্ঞান (সম্বিৎ) ভিন্ন অন্য কোন সত্তা স্বীকার করেন না—

কেবলাং সংবিদাং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ।

—বিবেকবিলাস

* Sheeling—Shepherd's hut.

মরীচিকায় ও ইন্দ্রজালে যেমন 'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি',—এ স্থলেও অবিকল সেইরূপ। এ মতে বাহ্যজগৎ (external world) একেবারে প্রত্যাখ্যাত। মাধ্যমিক বলেন—

'বিজ্ঞান (idea) ব্যতিরিক্ত বাহ্যার্থ (external world) কোন কিছু নাই। স্বপ্নানুভূতির ন্যায় ইহা বুঝিতে হইবে। স্বপ্ন, মায়া (illusion) মরীচিকা (mirage) প্রভৃতিতে যেমন বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকেও জল, জন্তু, গন্ধর্বপুরী প্রভৃতির প্রতীতি হয়, জাগরিত অবস্থাতেও সেইরূপ বাহ্য বস্তু না থাকা সত্ত্বেও স্থূল জগতের প্রত্যয় হইয়া থাকে।'

অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থে এই মাধ্যমিক মতের সমর্থন পাওয়া যায় বটে—

অহো বিকল্পিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানাৎ ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ, ফণী রজ্জৌ, বারি সূর্যকরে যথা॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ২।৯

কিন্তু এ সম্পর্কে শ্রীশঙ্করাচার্যের অভিমত কি? একটু নিবিষ্টভাবে দেখিলে প্রতীত হয়, শঙ্কর-বেদান্তে বিজ্ঞানবাদের সমর্থন থাকিলেও শঙ্করাচার্য মাধ্যমিকের মত নিপট বিজ্ঞানবাদী ছিলেন না। মাধ্যমিকের বিজ্ঞানবাদ হইতে শঙ্করের বিজ্ঞানবাদের বৈশিষ্ট্য কোথায়? What is its point of departure?

আমরা দেখিয়াছি, মাধ্যমিক বলেন—স্বপ্নাদিবৎ চ ইদং দ্রষ্টব্যম্—'স্বপ্নসৃষ্টির ন্যায় জাগ্রৎ সৃষ্টিও অলীক'। ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় লিখিয়াছেন—

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রৎ ন সংশয়ঃ।
মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্॥—৩।৩০-১

'স্বপ্নে যে দ্বৈত জগতের ভাণ হয়, তাহা নিঃসংশয় মনঃ কল্পিত

জাগ্রতের দ্বৈত-ভাণও নিশ্চয় ঐরূপ। চরাচর যাহা কিছু দ্বৈত, তাহা সমস্তই মনঃকল্পিত (অর্থাৎ বিজ্ঞান মাত্র)।'

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ কিন্তু এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন —'বৈধর্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ' (বেদান্ত সূত্র, ২।২।২৯)। কারণ,—মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (৩।২।৩ সূত্র)।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—

'মায়ৈব সংধ্যে সৃষ্টির্ন পরমার্থ-গন্ধোঽপ্যস্তি। * * তস্মাৎ মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনং।' * * 'পারমার্থিকস্তু নায়ং সংধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবৎ ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে।' (৩।২।৪ সূত্র)

অর্থাৎ, 'স্বপ্নে যে সৃষ্টি তাহা মায়িকমাত্র ; তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র। সুতরাং স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া যে সৃষ্টি উদ্ভূত হয়, সে সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক নয়।'

বাদরায়ণ 'বৈধর্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ' এই সূত্রে স্বপ্ন সৃষ্টি ও জাগ্রৎ সৃষ্টির যে ভেদ নির্দেশ করিলেন, তাহার ভিত্তি এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হয় ; কিন্তু আকাশাদি প্রপঞ্চ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বের অনুভব না হইলে বাধিত হয় না।

'প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাদ্ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি, সংধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইতি। অতো বৈশেষিকমিদং সংধ্যস্য মায়ামাত্রত্বম্ উদিতম্'—৩।২।৪ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য

অধিকন্তু মাধ্যমিকের মতে, যে বিজ্ঞান জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা 'ক্ষণিক' বিজ্ঞান। কিন্তু সকল বৈদান্তিক-আচার্যই একবাক্যে বিজ্ঞানকে 'পরমার্থ সৎ,' অর্থাৎ, eternal and immutable বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এইজন্য দেখা যায় গৌড়পাদের ন্যায় আত্যন্তিক বিজ্ঞানবাদীও লিখিতেছেন (৩।৩০ মাণ্ডূক্য-কারিকার শাঙ্করভাষ্য)—

'নহি স্বপ্নে হস্ত্যাদি-গ্রাহ্যং তদ্‌গ্রাহকং বা চক্ষুরাদিদ্বয়ং বিজ্ঞান-ব্যতিরেকেনাস্তি। জাগ্রদপি তথৈব। পরমার্থসদ্‌ বিজ্ঞান-মাত্রাবিশেষাৎ।'

অর্থাৎ, 'স্বপ্নে গ্রাহ্য-গ্রাহক—বিষয়-ইন্দ্রিয়, এই দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা নাই ; কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে। জাগ্রতেও এরূপ। উভয় অবস্থাতেই বিজ্ঞানই সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়। এই বিজ্ঞান কিন্তু 'পরমার্থসৎ' —আত্যন্তিক সত্য।'

ঐ যে 'পরমার্থসৎ' বিজ্ঞান—উহা ব্রহ্মেরই নামান্তর—বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে ঐ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত হন—তদাস্পদং হি ইদং সমস্তং কার্যম্‌ (শঙ্কর)। মাধ্যমিক বৌদ্ধ যে বলেন—'জগৎ নিরাধার—শূন্যেই ইহার প্রতিষ্ঠান'—শঙ্কর একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—ন তাবদ্‌ উভয়-প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্‌ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ।

অর্থাৎ, 'জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে। কারণ, তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয়। 'পরমার্থসৎ' (ব্রহ্ম) অ-বাধিত, তিনি আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ (প্রপঞ্চ) বাধিত হয়।' অতএব ইহাই স্থির যে, তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মায়ার নিবৃত্তি ঘটিলে মুক্ত পুরুষের নিকট প্রপঞ্চ বাধিত হয়, জগৎ নিমীলিত হয়—

যত্র বা অস্য সর্বং আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ—বৃহ, ২।৪।১৪

—কিন্তু নির্বাধ ব্রহ্ম কখন, কোনদিন প্রতিষিদ্ধ হন না—হইতে পারেন না! সত্য বটে, যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্রেতে হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি।

গীতার ভাষায়, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'।

—কিন্তু, প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি (৩।২।৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য)।

অর্থাৎ, আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত অবাধিত ব্যবস্থিত-রূপই থাকে।

আর এক কথা। শঙ্কর-বেদান্ত বলেন, তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জগৎ নিবৃত্ত হইলেও 'অভাব' হয় না—শূন্য হয় না। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে একথা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—

নাভাবঃ উপলব্ধেঃ—২।২।২৮ সূত্র

ইহার উপর শঙ্করভাষ্য এইরূপ :—

'ন খল্বভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ। উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ, কুড্যং, ঘটঃ, পট ইতি।'

'জগতের অভাব (নাস্তিত্ব) সিদ্ধ করা যায় না কেন? যেহেতু আমরা প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিতেই বাহ্যার্থ উপলব্ধি করি স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি।'

অন্যত্র বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

ভাবে চোপলব্ধেঃ—২।১।১৫ সূত্র

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ—২।২।৩০ সূত্র

'যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয়; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি হয় না।'

অর্থাৎ, বিশ্বের যখন উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিশ্ব অলীক নয়,—নশ্বর বটে। দ্রব্য যেভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, বেদান্তের মতে তাহা ব্যাবর্ত (phenomenon) মাত্র, পরমার্থ (noumenon) নহে। ঐ নশ্বর ব্যাবর্তের পশ্চাতে কিন্তু এক অবিনশ্বর, অজর, অমর, অক্ষর পরমার্থ বিদ্যমান আছেন। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলিলেন—'পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ'। 'ঐ পরমার্থসৎ' ব্রহ্মই বস্তু, আর যাহা কিছু সমস্ত অ-বস্তু।

———

'নহি স্বপ্নে হস্ত্যাদি-গ্রাহ্যং তদ্‌গ্রাহকং বা চক্ষুরাদিদ্বয়ং বিজ্ঞান-ব্যতিরেকেনাস্তি। জাগ্রদপি তথৈব। পরমার্থসদ্ বিজ্ঞান-মাত্রাবিশেষাৎ।'

অর্থাৎ, 'স্বপ্নে গ্রাহ্য-গ্রাহক—বিষয়-ইন্দ্রিয়, এই দ্বৈতের বাস্তবিক সত্তা নাই ; কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে। জাগ্রতেও এরূপ। উভয় অবস্থাতেই বিজ্ঞানই সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়। এই বিজ্ঞান কিন্তু 'পরমার্থসৎ' —আত্যন্তিক সত্য।'

ঐ যে 'পরমার্থসৎ' বিজ্ঞান—উহা ব্রহ্মেরই নামান্তর—বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে ঐ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত হন—তদাস্পদং হি ইদং সমস্তং কার্যম্ (শঙ্কর)। মাধ্যমিক বৌদ্ধ যে বলেন—'জগৎ নিরাধার—শূন্যেই ইহার প্রতিষ্ঠান'—শঙ্কর একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—ন তাবদ্ উভয়-প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ।

অর্থাৎ, 'জগৎ ও জগতের আধার উভয়েরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে। কারণ, তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয়। 'পরমার্থসৎ' (ব্রহ্ম) অ-বাধিত, তিনি আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ (প্রপঞ্চ) বাধিত হয়।' অতএব ইহাই স্থির যে, তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মায়ার নিবৃত্তি ঘটিলে মুক্ত পুরুষের নিকট প্রপঞ্চ বাধিত হয়, জগৎ নিমীলিত হয়—

যত্র বা অস্য সর্বং আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ—বৃহ, ২।৪।১৪

—কিন্তু নির্বাধ ব্রহ্ম কখন, কোনদিন প্রতিষিদ্ধ হন না—হইতে পারেন না! সত্য বটে, যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্রেতে হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি।

গীতার ভাষায়, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'।

—কিন্তু, প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি (৩।২।৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য)।

অর্থাৎ, আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত অবাধিত ব্যবস্থিত-রূপই থাকে।

আর এক কথা। শঙ্কর-বেদান্ত বলেন, তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জগৎ নিবৃত্ত হইলেও 'অভাব' হয় না—শূন্য হয় না। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে একথা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—

নাভাবঃ উপলব্ধেঃ—২।২।২৮ সূত্র

ইহার উপর শঙ্করভাষ্য এইরূপ :—

'ন খল্বভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ। উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ, কুড্যং, ঘটঃ, পট ইতি।'

'জগতের অভাব (নাস্তিত্ব) সিদ্ধ করা যায় না কেন? যেহেতু আমরা প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিতেই বাহ্যার্থ উপলব্ধি করি স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি।'

অন্যত্র বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

ভাবে চোপলব্ধেঃ—২।১।১৫ সূত্র

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ—২।২।৩০ সূত্র

'যে বস্তু আছে, তাহারই উপলব্ধি হয়; যে বস্তু নাই, তাহার উপলব্ধি হয় না।'

অর্থাৎ, বিশ্বের যখন উপলব্ধি হইতেছে, তখন বিশ্ব অলীক নয়,—নশ্বর বটে। দ্রব্য যেভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, বেদান্তের মতে তাহা ব্যাবর্ত (phenomenon) মাত্র, পরমার্থ (noumenon) নহে। ঐ নশ্বর ব্যাবর্তের পশ্চাতে কিন্তু এক অবিনশ্বর, অজর, অমর, অক্ষর পরমার্থ বিদ্যমান আছেন। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলিলেন—'পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ'। 'ঐ পরমার্থসৎ' ব্রহ্মই বস্তু, আর যাহা কিছু সমস্ত অ-বস্তু।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টির মুহূর্ত

আদিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই ছিলেন,—আর কিছুই ছিল না।

আত্মা বা ইদং এক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ—ঐত, ১।১

সে অবস্থায় তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন।

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ—শ্বেত, ৪।১৮

যদেতৎ জানথ সদসদ্ বরেণ্যং—মুণ্ডক, ২।২।১

সদসৎ চ অমৃতঞ্চ যৎ—প্রশ্ন, ২।৫ *

অর্থাৎ, Being and non-being, like all other pairs of opposites, are transcended by Brahman.

সেইজন্য উপনিষদ্ ঐ অবস্থাকে অসৎ ও সৎ—উভয়ই বলিয়াছেন।

অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ। তদ্ আহুঃ কিং তদ্ অসদ্ আসীৎ ইতি। ঋষয়ো বাব তে অগ্রে অসদ্ আসীৎ তদ্ আহুঃ। কে তে ঋষয়ঃ? প্রাণা বা ঋষয়ঃ। তে যৎ পুরা অস্মাৎ সর্বস্মাৎ ইদম্ ইচ্ছন্তঃ শ্রমেণ তপসা রিষন্ তস্মাৎ ঋষয়ঃ †—শতপথ, ৬।১।১।১

অসদ্ এবেদম্ অগ্র আসীৎ। তৎ সদ্ আসীৎ তৎ সমভবৎ

—ছান্দোগ্য, ৩।১৯।১

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদ্ অজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত, তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি—তৈত্তি, ২।৭

---

* সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে—যোগবাশিষ্ট
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসৎ উচ্যতে—গীতা, ১৩।১২
অর্থাৎ, পরব্রহ্ম সৎ ও অসতের অতীত।

† This universe in truth in the beginning was not-being; for they say, what was this not-being?

—অর্থাৎ, It self-fashioned out of itself indeed, the universe being as we know only a self-manifestation of Brahman.

এখানে ঐ অবস্থাকে অসৎ বলা হইল। আবার অন্যত্র উপনিষদ্ ঐ অবস্থাকে 'সৎ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

—এবং পাছে অসৎ বলিলে শূন্যবাদের প্রসঙ্গ হয়, এজন্য আমাদের সতর্ক করিতেছেন—

তদ্ হ এক আহুঃ অসদ্ এবেদম্ অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়েত।

কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত ইতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥—ছান্দোগ্য, ৬।২।১-২

'অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সৎই আদিতে বিদ্যমান ছিলেন।'

বস্তুতঃ ঐ অবস্থা অনির্বচনীয়—উহা সৎও নহে, অসৎও নহে। ঋগ্বেদ গম্ভীর ঝঙ্কারে এ অবস্থার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন :—

নাসদ্ আসীৎ নো সদ্ আসীৎ তদানীং
নাসীদ্ রজো নো ব্যোম পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্
অম্ভঃ কিম্ আসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ ন পরং কিঞ্চ নাস ॥
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে
অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।

—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।১-৩

'তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না। তখন অন্তরীক্ষও ছিল না, ব্যোমও ছিল না। কিসে সমস্ত আবৃত ছিল? কিসে সমস্ত আশ্রিত ছিল? কেবল কী গহন গভীর অম্ভঃ (অপ্) বিদ্যমান ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিবা রাত্রির প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক (অদ্বিতীয়) স্বধার (মায়ার) সহিত অনিল ভিন্ন প্রাণন করিতেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছু ছিল না। তমঃ তমসের দ্বারা অগ্রে আবৃত ছিল—এ সমস্তই অপ্রকেত (নিরঞ্জন) সলিল মাত্র ছিল।'

এইরূপে ব্রহ্মের সদসদের-অতীত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাবের বর্ণনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন :—

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্। হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥

—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৪

'অগ্রে 'কাম' উচ্ছ্বসিত হইল; ইহাই মনের প্রথম বীজ। কবিগণ প্রকৃষ্ট মনীষা দ্বারা সেই সতের সুহৃদকে অসতের (জড়ের মধ্যে) জ্ঞাত হইয়াছেন।'

ইহাই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা—একের বহু হইবার ইচ্ছা। ঋগ্বেদ ইহাকে 'কাম' বলিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ।
ন দ্যৌরাসীৎ, ন পৃথিবী, নান্তরিক্ষম্।

তদ্ অসদেব সন্ মনঃ অকুরুত স্যাম্ ইতি (This Being conceived a wish—'May I be'.)। তদ্ অতপ্যত।

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।২।৯।১

উপনিষদ্ এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি—তৈত্তি, ২।৬

'তিনি কামনা করিলেন—এক আমি বহু হইব।'

পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ অকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয় ইতি—নারায়ণ, ১

অন্যত্র উপনিষদ্ এই ব্যাপারের নাম দিয়াছেন—'ঈক্ষা'।

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি—ছা, ৬।২।৩

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি—ঐত, ১।১

'তিনি ঈক্ষা করিলেন—এক আমি বহু হইব, লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।'

কোথায়ও উপনিষদ্ এই ব্যাপারকে ব্রহ্মের 'তপঃ' বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ

—তৈত্তি, ২।৬

'তিনি তপঃ তপিয়াছিলেন; তিনি তপঃ তপিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।'

ঋগ্‌বেদ ঐ তপঃকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বেই বলিয়াছিলেন—

তপসঃ তৎ মহিনা অজায়তৈকম্—১০।১২৯।৩

'সেই অদ্বিতীয় এক তপের মহিমা দ্বারা প্রকট হইলেন।'

তপঃ কি? ঈক্ষা বা সংকল্প।

তপসঃ স্রষ্টব্য-পর্যালোচনরূপস্য মহিনা মাহাত্ম্যেন অজায়ত—সায়ণ

বৃহদারণ্যক অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

সঃ অর্চন্ অচরৎ। তস্যার্চত আপঃ অজায়ন্ত—১।২।১

অর্চন্ অচরৎ = সংকল্পাদিলক্ষণং করণং কৃতবান্—নারায়ণ

অর্থাৎ, 'তিনি সৃষ্টির সংকল্প করিলে অপ্ উৎপন্ন হইল।'

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে—মুণ্ডক, ১।১।৮

'ব্রহ্ম তপের দ্বারা স্ফীত হন; তখন অন্ন (জড়) উৎপন্ন হয়।'

যঃ পূর্বং তপসো জাতম্ অদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত—কঠ, ২।১।৬

'যাহা তপঃ হইতে পূর্বে জাত হইয়াছিল—যাহা অপের (কারণার্ণবের) পূর্বে জন্মিয়াছিল।'

'তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না। তখন অন্তরীক্ষও ছিল না, ব্যোমও ছিল না। কিসে সমস্ত আবৃত ছিল? কিসে সমস্ত আশ্রিত ছিল? কেবল কী গহন গভীর অম্ভঃ (অপ্) বিদ্যমান ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিবা রাত্রির প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক (অদ্বিতীয়) স্বধার (মায়ার) সহিত অনিল ভিন্ন প্রাণন করিতেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছু ছিল না। তমঃ তমসের দ্বারা অগ্রে আবৃত ছিল—এ সমস্তই অপ্রকেত (নিরঞ্জন) সলিল মাত্র ছিল।'

এইরূপে ব্রহ্মের সদসদের-অতীত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাবের বর্ণনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন :—

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ॥
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্। হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥

—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৪

'অগ্রে 'কাম' উচ্ছ্বসিত হইল; ইহাই মনের প্রথম বীজ। কবিগণ প্রকৃষ্ট মনীষা দ্বারা সেই সতের সুহৃদ্‌কে অসতের (জড়ের মধ্যে) জ্ঞাত হইয়াছেন।'

ইহাই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা—একের বহু হইবার ইচ্ছা। ঋগ্বেদ ইহাকে 'কাম' বলিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ।
ন দ্যৌরাসীৎ, ন পৃথিবী, নান্তরিক্ষম্।

তদ্ অসদেব সন্ মনঃ অকুরুত স্যাম্ ইতি (This Being conceived a wish—'May I be'.)। তদ্ অতপ্যত।

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।২।৯।১

উপনিষদ্ এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি—তৈত্তি, ২।৬

'তিনি কামনা করিলেন—এক আমি বহু হইব।'

পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ অকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয় ইতি—নারায়ণ, ১

অন্যত্র উপনিষদ্ এই ব্যাপারের নাম দিয়াছেন—'ঈক্ষা'।

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি—ছা, ৬৷২৷৩

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি—ঐত, ১৷১

'তিনি ঈক্ষা করিলেন—এক আমি বহু হইব, লোকসমূহ সৃষ্টি করিব।'

কোথায়ও উপনিষদ্ এই ব্যাপারকে ব্রহ্মের 'তপঃ' বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ

—তৈত্তি, ২৷৬

'তিনি তপঃ তপিয়াছিলেন; তিনি তপঃ তপিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।'

ঋগ্‌বেদ ঐ তপঃকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বেই বলিয়াছিলেন—

তপসঃ তৎ মহিনা অজায়তৈকম্—১০৷১২৯৷৩

'সেই অদ্বিতীয় এক তপের মহিমা দ্বারা প্রকট হইলেন।'

তপঃ কি? ঈক্ষা বা সংকল্প।

তপসঃ স্রষ্টব্য-পর্যালোচনরূপস্য মহিনা মাহাত্ম্যেন অজায়ত—সায়ণ

বৃহদারণ্যক অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

সঃ অর্চন্ অচরৎ। তস্যার্চত আপঃ অজায়ন্ত—১৷২৷১

অর্চন্ অচরৎ = সংকল্পাদিলক্ষণং করণং কৃতবান্—নারায়ণ

অর্থাৎ, 'তিনি সৃষ্টির সংকল্প করিলে অপ্ উৎপন্ন হইল।'

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে—মুণ্ডক, ১৷১৷৮

'ব্রহ্ম তপের দ্বারা স্ফীত হন; তখন অন্ন (জড়) উৎপন্ন হয়।'

যঃ পূর্বং তপসো জাতম্ অদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত—কঠ, ২৷১৷৬

'যাহা তপঃ হইতে পূর্বে জাত হইয়াছিল—যাহা অপের (কারণার্ণবের) পূর্বে জন্মিয়াছিল।'

অতএব দেখা গেল, একই ব্যাপারকে (অর্থাৎ ব্রহ্মের সিসৃক্ষাকে) উপনিষদ্ 'কাম', 'ঈক্ষা', 'তপঃ'—এই তিন সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

কেন ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইল? কেন তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন? উপনিষদ্ কোথাও এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। তবে স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদ্ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স হ এতাবান্ আস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ। স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা-পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্—বৃহ, ১।৪।৩

'(অদ্বিতীয়) পরমাত্মা প্রীতি অনুভব করিলেন না। সেই জন্য একাকী প্রীতি হয় না। তিনি দ্বিতীয়ের জন্য ইচ্ছা করিলেন। পূর্বে তিনি একীভূত ছিলেন—যেন সংযুক্ত স্ত্রীপুরুষ, এখন তিনি নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন —যেমন পতি ও পত্নী।'

এই পতি ও পত্নী আর কেহ নহেন—আমাদের পরিচিত জীব ও জড়। অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

সঃ অকাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েত ইতি—বৃহ, ১।২।৪

'পরমাত্মা কামনা করিলেন, আমার দ্বিতীয় আত্মা উৎপন্ন হউক।' ইহা হইতেই দ্বৈতের উৎপত্তি—সৃষ্টির আরম্ভ।

এই মর্মে মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ বলিতেছেন—

প্রজাপতির্বা একোঽগ্রেঽতিষ্ঠৎ। স নারমত একঃ। সোঽত্মানম্ অভিধ্যাত্বা বহ্বীঃ প্রজাঃ অসৃজত—২।৬

'প্রজাপতি অগ্রে একক ছিলেন। তিনি একক প্রীতিলাভ করিলেন না। তিনি আত্মাকে অভিধ্যান করিয়া বহু প্রজা সৃষ্টি করিলেন।'

আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মা যখন আপ্তকাম, তখন কি প্রয়োজনে,

কোন্ অভাবের পূরণে তিনি সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে ইহার উত্তর দিয়াছেন :—

লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্—২।১।৩৩ সূত্র

'সৃষ্টি তাঁহার লীলাবিলাস মাত্র ; যেমন শিশু প্রয়োজন-ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাঁহার সৃষ্টিকার্যও তদ্রূপ।'

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম সৃষ্টির মূল কথা 'একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়'। এই মন্ত্রে সৃষ্টির তিনটি মুখ্য মুহূর্ত উক্ত হইল—the three moments of creation. (উহাই সাংখ্যদিগের সমষ্টি-মহৎ, অহংকার ও মনঃ)।

ঐ তিনটি মুহূর্ত কি কি ? উপনিষদের ভাষায়—ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইলে তিনি এইরূপ ঈক্ষা করেন (স ঈক্ষাং চক্রে)—

(১) একোঽহং—ইহাই cosmic অভিমান বা অহংকার—এ মুহূর্তে তিনি 'সর্বাহংমানী' হয়েন।

(২) বহু স্যাম্—ইহাই cosmic বুদ্ধি—এ মুহূর্তে তিনি 'অধ্যবসায়' করেন (অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ)—He resolved.

(৩) প্রজায়েয়—ইহাই cosmic মনঃ বা সঙ্কল্প—এই মনঃ—'is Divine mind in creative mood'—সিসৃক্ষাযুক্ত মনঃ—ঋগ্বেদের সেই কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি। এ মুহূর্তে 'মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া' (মনু, ১।৭৫)।*

বলা বাহুল্য, যাঁহার সিসৃক্ষার কথা বলা হইল তিনি সগুণ ব্রহ্ম—নির্গুণ নহেন। সগুণ ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি। তিনি যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করেন, তিনি যখন সবিশেষ

---

* এ বিষয়ে যাঁহার জিজ্ঞাসা আছে তিনি আমার 'সাংখ্য পরিচয়,' ২য় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় দৃষ্টি করিবেন।

সবিকল্প সোপাধি হইয়া সগুণ মহেশ্বর হন, তখনই তাঁহাতে সিসৃক্ষার উদয় হয় এবং তিনি বিশ্ব-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বম্ এতৎ—শ্বেত, ৪।৯

মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেত, ৪।১০

সৃষ্টির প্রাক্কালে মায়া-শবলিত হইবার পূর্বে ব্রহ্ম ঐ মায়ার সহিত একীভূত থাকেন। এ কথা আমরা ঋগ্বেদের ঋষির মুখে শুনিয়াছি—

আনীৎ অবাতম্ স্বধয়া তদেকম্—১০।১২৯।২

স্বধা=মায়া। তয়া তদ্ ব্রহ্ম একম্ অবিভাগাপন্নম্ আসীৎ—সায়ন

সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঋগ্বেদ বলিতেছেন :—

তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ—১০।১২৯।৩

'তুচ্ছ্যের' দ্বারা 'আভু' আচ্ছাদিত ছিলেন।

(তুচ্ছ্যেন তুচ্ছকল্পেন সদসদ্‌বিলক্ষণেন ভাবরূপাজ্ঞানেন অপিহিতং ছাদিতম্ আসীৎ—সায়ন)।

ইহাকেই ভাগবত বলিয়াছেন—মায়া-যবনিকাচ্ছন্নম্। ঐ ভাবরূপ অজ্ঞান তুচ্ছ্যই বৈদান্তিকের মায়া—সদ্-অসদ্‌ভ্যাম্ অনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। আর 'আভু' কি?

মনিয়ার উইলিয়ম্‌স (Monier Williams) বলেন 'আভু'র অর্থ শূন্য (empty, void) এবং প্রমাণস্থলে তিনি ঋগ্বেদের অন্যত্র ঐ অর্থে প্রযুক্ত 'আভু' শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন—জানামি বেৎ ক্ষেম আ-সন্তম্ আভুম্ (১০।২৭।৪)। নির্বিশেষ, নিরুপাধি, নিরঞ্জন ব্রহ্মকে শূন্য বা আভু বলা খুব সঙ্গত নয় কি? কারণ, যাঁহার পরিচয় 'নেতি নেতি' মাত্র (অথাত আদেশো নেতি নেতি), তিনি empty, void, শূন্য বৈ আর কি?

প্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির প্রাক্কালে ঐ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বা 'আভু' ঐরূপে তুচ্ছ্য বা মায়ার দ্বারা শবলিত ছিলেন—সেইজন্য তত্ত্বদর্শী শুভরাও বলিয়াছেন, দৈবী প্রকৃতি পরব্রহ্মের যবনিকা বা veil।

এইরূপে ব্রহ্ম মায়ী বা মায়া-শবলিত হইলে তবে প্রলয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয়। এজন্য ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম স্বতঃ নির্গুণ কিন্তু তিনি সৃষ্টির অভিমুখে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করতঃ সগুণ হন।

গৃহীত-মায়োরুগুণঃ সর্গাদৌ অগুণঃ স্বতঃ—২।৬।২৯

ঐ সগুণ ব্রহ্ম মহেশ্বরই জগৎ-জাল রচনা করিয়া নিজেকে যেন আবৃত করেন।

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতঃ দেব একঃ স্বম্ আবৃণোৎ—শ্বেত, ৬।১০

'মাকড়সা যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, স্বভাবতঃ অদ্বয় ব্রহ্ম তেমনি প্রধানজ জালে নিজেকে আবৃত করেন।'

এইরূপে ব্রহ্ম 'বিশ্বযোনি' হন—

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ—শ্বেত, ৫।৫
তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—মুণ্ডক, ১।১।৬

যোনি অর্থে কারণ। কারণ দ্বিবিধ—উপাদান ও নিমিত্ত; যেমন অলঙ্কারের প্রতি স্বর্ণ উপাদান-কারণ ও স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ; ঘটের প্রতি মৃত্তিকা উপাদান-কারণ ও কুম্ভকার নিমিত্ত-কারণ। ব্রহ্ম জগতের কোন্ কারণ—নিমিত্ত না উপাদান? বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি দুই-ই, নিমিত্তও বটেন, উপাদানও বটেন।

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ, বাদরায়ণ উপনিষদের অনুসরণ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

জগদ্বাচিত্বাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৬
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা—মুণ্ডক, ১।১।১
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্—শ্বেত, ৬।৬

ঐ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—

পরমেশ্বরশ্চ সর্বজগতঃ কর্তা সর্ববেদান্তেষু অবধারিতঃ।

শঙ্করের মতানুসারী ভারতীতীর্থ লিখিতেছেন ঃ—এতৎ কৃৎস্নম্ জগদ্ যস্য কার্যং স এব বেদিতব্য ইতি। কৃৎস্ন-জগৎ-কর্তৃত্বঞ্চ পরমাত্মন এব।

অর্থাৎ, পরমাত্মা 'পরমেশ্বর'ই সমস্ত জগতের কর্তা (নিমিত্ত-কারণ)। তিনি যে কেবল নিমিত্ত-কারণ, তাহা নহেন, উপাদান-কারণও বটেন। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাদরায়ণ একাধিক সূত্র নিয়োজিত করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ, ইত্যাদি—ব্রঃ সূঃ, ১।৪।২৩-২৭

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন ঃ—

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণং চ ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্ত-কারণং চ। ন কেবলং নিমিত্ত-কারণমেব।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।'

আমরা দেখিলাম, উপনিষদের মতে বিশ্বযোনি ব্রহ্ম 'মায়ী'—মায়িনং তু মহেশ্বরম্। এই মায়া কি? প্রথম অধ্যায়ে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি।

বিশ্বকে যদি ব্রহ্মের বিবর্ত ধরা যায়, জড় যদি অসৎ, অবস্তু, কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র হয়—তবে মায়া ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ইন্দ্রজাল শক্তি (Power of Glamour)—সেই ঐশ্বরী শক্তি, যদ্দ্বারা জীবের জগদ্-ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। এ ভাবে ব্রহ্ম মহা-ঐন্দ্রজালিক।

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ—শ্বেত, ৩।১

'সেই এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি-দ্বারা ঈশন করেন।'

যাদুকর যেমন ইন্দ্রজাল ক্রীড়ার বিস্তার করিয়া দর্শকের সমক্ষে নানা অঘটন ঘটন সম্পন্ন করে—তখন দর্শকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হয়, সে যেন কত কি অদ্ভুত দেখিতেছে, শুনিতেছে; অথচ সেই দৃষ্ট-শ্রুত সমস্তটাই ভ্রম।

'হিপ্‌নটাইজর' (hypnotiser) যেমন সঙ্কল্পবলে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মনে নানা ভ্রম উৎপাদন করে—সে ব্যক্তির তখন মনে হয় যে, তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহ মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, অজগর সর্প তাহাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে, অশনিসম্পাতে পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যাইতেছে—অথচ সে সমস্তই অলীক কল্পনামাত্র। সেইরূপ ব্রহ্ম যে শক্তিবলে—বস্তুতঃ জগৎ নাই অথচ জীবের মনে জগদ্‌-ভ্রান্তি উৎপন্ন করিতেছেন—তাহার প্রতীতি হইতেছে, যেন বাস্তবিক জগৎ রহিয়াছে ; যে ভ্রান্তির বশে জীব সংসার করিতেছে, জড়ের সহিত সংঘর্ষে আসিতেছে—ব্রহ্মের সেই শক্তির নাম মায়া। ইহাই মায়ার প্রত্যক্‌ (subjective) ভাব।

কিন্তু মায়ার পরাক্‌ (objective) ভাবও আছে। সে ভাবে বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার। সে ভাবে মায়া পূর্বকল্পের জগতের সংস্কার (latent অবস্থা)। কল্পের অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে থাকে—সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইয়া শেষে সমস্ত জড় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই প্রলয়ের অবস্থা। জগৎ থাকে না কিন্তু জগতের সংস্কার বীজভাবে ঈশ্বরে বিলীন থাকে। আমরা দেখিব কল্পারম্ভে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়—এই latent ক্রমশঃ patent হয়, অব্যাকৃত ব্যাকৃত হয়, অব্যক্ত ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন সৃষ্টি আবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাই মায়ার পরাক্‌ (objective) ভাব।

পুরাণের ভাষায় এই সৃষ্টি ও প্রলয়কে ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি বলা হয়। গীতা বলেন—

অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥—৮।১৮

'দিবাগমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের আবির্ভাব হয় ; আবার রাত্র্যাগমে ব্যক্তের অব্যক্তে তিরোভাব হয়।'

দিবা ও রাত্রির সহিত সৃষ্টি ও প্রলয়ের তুলনা সুসঙ্গত। কারণ, প্রতি-রাত্রিতে ও প্রতি-দিবসে আমরা নিজেদের মধ্যে এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন রাত্রিতে আমরা সুষুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন হই, তখন সমস্ত মনোবৃত্তি চিত্তে বিলীন হইয়া যায়,—বিলুপ্ত হয় না, অব্যক্ত হইয়া সংস্কাররূপে অবস্থান করে। আবার দিবাগমে যখন আমরা জাগরিত হই, তখন সেই সকল অব্যক্ত বৃত্তি ব্যক্তাবস্থা ধারণ করে, সেই বিলীন সংস্কার উদ্‌বোধিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, সুষুপ্তিতে চিত্তের প্রলয় হয়, আবার জাগ্রতে চিত্তের সৃষ্টি হয়। এই দিবারাত্রি, এই সৃষ্টিপ্রলয়, চক্রাকারে পরিবর্তিত হইতেছে—পর্যায়ের নিয়মে প্রবাহিত হইতেছে। উপনিষদ্ এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিযন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি। তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মি ইয়মহ-মস্মীতি। এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি।

—ছান্দোগ্য, ৬।১০।১-২

'এই সমস্ত নদী পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়, পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত হয়। ইহারা যখন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তখন ইহাদিগের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। 'আমি এই নদী', 'আমি এই নদী'—ইহা আর তাহারা জানিতে পারে না। সেইরূপ হে সোম্য! এই সমস্ত জীব, সৎ (ব্রহ্ম) হইতে নির্গত হইয়া জানিতে পারে না যে, তাহারা ব্রহ্ম হইতে নির্গমন করিয়াছে।'

ব্রহ্মেরও ঐরূপ দিবা ও রাত্রি, নিদ্রা ও জাগরণ, সৃষ্টি ও প্রলয়। যখন রাত্রিকালে তিনি যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত হন, তখন জগৎ তাঁহাতে লীন হইয়া যায়, অব্যক্ত অবস্থা ধারণ করে। আবার যখন দিবাগমে তিনি জাগরিত

হন, তখন তাঁহাতে লীন জগদ্-বীজ অঙ্কুরিত হয়, অব্যক্ত ব্যক্তাবস্থা ধারণ করে। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

আসীদিদং তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতম্ অলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যম্ অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥

—মনু, ১।৫

'প্রলয়ে এ সমস্তই তমোভূত ছিল—যেন প্রসুপ্তিতে আচ্ছন্ন ছিল।'

সেই অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ, নামরূপের অবস্থাতীত অব্যাকৃত জগৎ ব্রহ্মে লীন ছিল—যেমন জীবের সুষুপ্তিতে জীবের ক্ষুদ্র জগৎ তাহাতে লীন থাকে।

সৃষ্টির মুহূর্ত সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। আগামী অধ্যায়ে সৃষ্টির-ক্রম সম্পর্কে আলোচনা করিব।

———

তৃতীয় অধ্যায়

রয়ি ও প্রাণ

আমরা দেখিয়াছি, নির্গুণ-ব্রহ্ম মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ মহেশ্বর হইলে, তাঁহার মধ্যে সিসৃক্ষার উদয় হয়—বহু স্যাং প্রজায়েয়। তখন প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া 'ঈক্ষা' বা তপঃ করেন। ঐ ঈক্ষার ফলে তাহা হইতে রয়ি ও প্রাণ—এই মিথুন বা যুগ্মের (dualityর) উদ্ভব হয়।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনম্ উৎপাদয়তে রয়িং চ প্রাণং চেতি। এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥

—প্রশ্ন, ১।৪

'প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপঃ করিলেন। তিনি তপঃ তপিয়া রয়ি ও প্রাণ এই যুগ্মকে উৎপাদন করিলেন। ইহারাই আমার জন্য বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।'

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ও এই মর্মে বলিয়াছেন :—

সঃ অকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপঃ অতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বং অসৃজত যদিদং কিং চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ।—২।৬

'মহেশ্বর কামনা করিলেন—'আমি যেন বহু হই, আমি যেন প্রজা সৃষ্টি করি।' তিনি তপঃ করিলেন। তিনি তপঃ করিয়া এ সমস্ত যাহা কিছু—সৃষ্টি করিলেন। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তিনি 'সৎ' ও 'ত্যৎ' হইলেন।'

এ প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

স এব পরমেশ্বর স্তেন তেনাত্মনা অবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ন্ তং তং

বিকারং সৃজতি। * * 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়।' ইতি প্রস্তুত্য সং চ ত্যচ্চ অভবৎ—২।৩।১৩ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই সেই বিকার সৃষ্টি করেন।—তিনি সৎ ও ত্যৎ-রূপে সংভিন্ন হন'।

এই যে রয়ি ও প্রাণ—যাহাকে সৎ ও ত্যৎ বলা হইল—ইহারা কি? রয়ি=মাতর্ (matter) এবং প্রাণ=মাতরি-শ্বা—মাতরি অর্থাৎ matter-এ যাহা শ্বসতি (moves)—খৃষ্টানী ভাষায়, The spirit of God moving on the face of the waters.

রয়ির একটি নাম অপ্। অপ্=কারণার্ণব (Sea of homogeneous cosmic matter)—সাংখ্যের অমূল-মূল, নির্বিশেষ প্রকৃতি, বেদান্তের অ-প্রকেত অব্যাকৃত (Primeval Deep), বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বতন ভূমিকায় অনাদি প্রোটাইল। প্রলয়কালে ঐ অপ্ প্রাণের সহিত পরব্রহ্মে বিলীন থাকে—

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ, ৪

প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভৌ এতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৪।৩৮

'ব্যক্তাব্যক্তরূপা প্রকৃতি (অপ্) এবং পুরুষ (মাতরিশ্বা বা প্রাণ)—প্রলয়ে পরমাত্মাতে বিলীন থাকে।'

তখন, আসীদ্ ইদং তমোভূতম্ (মনু)। সেজন্য উপনিষদ্ বলেন—

অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি।

'অক্ষর (প্রাণ) তমসে লীন হয়—তমঃ পরমাত্মায় একীভূত হয়।' (তমঃ প্রকৃতির একটি পারিভাষিক নাম—তমঃ-শব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মনি একীভাবশ্রবণাৎ—রামানুজ দর্শন।)

তমো বা ইদমগ্র আসীদ্ একম্—তৎপরে স্যাৎ—মৈত্রা, ৫।২

তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে—ঋগ্‌বেদ, ১০।১২৯।৩

এখন সৃষ্টির অভিমুখে পরমাত্মার সিসৃক্ষার ফলে ব্রহ্মে বিলীন (latent) রয়ি ও প্রাণ প্রকটিত বা patent হয়।

যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতির্দেবতাময়ী—কঠ, ২।১।৭

'প্রাণের সহিত অদিতি (অপ্) সৃষ্টিতে সংজাত হন।' এই অদিতি= the celestial Virgin Mary, the অদিতি of the Hindus. (The Secret Doctrine)

প্রশ্ন-উপনিষদ্ রয়ির সৃষ্টির কথা বলিয়া বলিতেছেন,—মূর্ত ও অমূর্ত—যাহা কিছু সমস্তই রয়ি—রয়ির্বা এতৎ সর্বং যৎ মূর্তং চ অমূর্তং চ (১।৫)—কারণ, রয়িই ত' বিশ্বের চরম উপাদান—তাই, মূর্তিরেব রয়িঃ।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ এই সূত্রের উপর বার্তিক রচনা করিয়াছেন—

আপ এব ইমা মূর্তাঃ—যেয়ং পৃথিবী, যদ্ অন্তরিক্ষং, যদ্ দ্যৌঃ, যৎ পর্বতাঃ, * * যৎ পশবঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি আ-কীটপতঙ্গ-পিপীলকম্—আপ এব ইমা মূর্তাঃ—৭।১০।১

'এই পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌঃ, এই পর্বত পশুপক্ষী তৃণ বনস্পতি পশু কীট পতঙ্গ, পিপীলিকা—অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ঘনীভূত অপ্।' অতএব, মূর্তিরেব রয়িঃ।

গীতাতেও ভগবান্ এই মর্মে বলিয়াছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় ! মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম-মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥—১৪।৪

'বিশ্বে যে কোন মূর্তি আছে, মহৎ-ব্রহ্ম (অপ্ বা মূল প্রকৃতি) তাহার যোনি এবং (প্রাণরূপী) ব্রহ্ম তাহার রেতোধাঃ (বীজপ্রদ) পিতা।'

রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্—ঋগ্বেদ (১০।১২৯।৫)। The face of the 'waters' was incubated by the Spirit.—Secret Doctrine.

এই অপ্ সম্পর্কে আরও অনেক কথা আমাদের আগামী অধ্যায়ে বলিতে হইবে। এখন প্রাণের কথা বলি।

আমরা দেখিলাম, প্রজাকাম প্রজাপতি রয়ি ও প্রাণ—এই যুগ্ম উৎপন্ন করিলেন।

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ—মুণ্ডক, ২।১।৩

অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ অকাময়ত 'প্রজাঃ সৃজেয়' ইতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে—নারায়ণ উপনিষদ্, ১।১

ঐ প্রাণ কি?

এই প্রাণ পাশ্চাত্য জৈববাদীদিগের Vitalism বা জীবন-শক্তি মাত্র নহে—উহা মনীষী বার্গসোঁর Elan Vital—যাহা বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের প্রেরক ও চালক—যাহা 'has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies.' (Bergson)। এই প্রাণই জগৎকে ধারণ, পালন ও পোষণ করিতেছে, নিখিল নিসর্গ উহারই বশে প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্—প্রশ্ন, ২।১৩

সেজন্য ঋষিরা প্রাণকে 'বিশ্বের সৎপতি' আখ্যা দিয়াছেন এবং 'পিতা' বলিয়া উপাসনা করিয়াছেন।

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক-ঋষিঃ অত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়ম্ আদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বম্ মাতরিশ্ব নঃ॥
—প্রশ্ন উপনিষদ্, ২।১১

'হে প্রাণ! তুমি আমাদিগের পিতা, এই বিশ্বের সৎ-পতি। তুমি ব্রাত্য, তুমি অত্তা, তুমি এক-ঋষি।'

এ সমস্তের মূল, আমরা অথর্ববেদের একাদশ খণ্ডের চতুর্থ অনুবাকে প্রাপ্ত হই। সে অনুবাকের আরম্ভ এই :—

প্রাণায় নমো যস্য সর্বমিদং বশে।
যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

ঐ অনুবাকে ঋষি প্রাণের সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন—

প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্।
প্রাণো হ সর্বস্যেশ্বরো যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন ॥১০
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥১২
প্রাণমাহুঃ মাতরিশ্বানং বাতো হ প্রাণ উচ্যতে।
প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫

তবেই আমরা বুঝিলাম—ঐ প্রাণ 'মহাপ্রাণ'—থিয়সফিষ্টরা যাহাকে 'Fohat' বলেন—উহা ব্যষ্টি প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের অন্যতম নহে—উহা সমষ্টি-প্রাণ (Universal Life-Principle)—উহা অজর, অমর (কৌষী, ৩৷৩)—উহা ঈশ-উপনিষদের 'বায়ুরনিলম্ অমৃতম্'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখি, কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবৌ—এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—অন্নঞ্চৈব প্রাণশ্চ ইতি—অর্থাৎ, রয়ি ও প্রাণ। পুনশ্চ যখন প্রশ্ন হইল—কতম একো দেব ইতি—তখন উত্তর পাইলাম—প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যৎ ইতি আচক্ষতে—বৃহ, ৩৷৯৷৯

এখানে প্রাণকে রয়ির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইল।

ইহার পূর্বাভাষ আমরা ঋগ্বেদে পাইয়াছি। ঋগ্বেদ বলেন—

স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ—১০৷১২৯৷৫

ইহার সায়ণকৃত ভাষ্য এইরূপ :—

তত্রচ ভোক্তৃভোগ্যয়োর্মধ্যে স্বধা (অন্ন নামৈতৎ) ভোগ্য-প্রপঞ্চঃ অবস্তাৎ অবরো নিকৃষ্ট আসীৎ। প্রয়তিঃ প্রয়তিতা ভোক্তা পরস্তাৎ পরঃ উৎকৃষ্ট আসীৎ।

এই সূক্তে জগতের যে মহাদ্বৈত (Ultimate Duality),—রয়ি ও প্রাণ—ঐ যুগ্মকে 'স্বধা' ও 'প্রয়তি' বলা হইল। রয়ি=Form এবং

প্রাণ = Life। ঋষি বলিলেন, ঐ স্বধা বা রয়ি অবর বা নিকৃষ্ট এবং ঐ প্রয়তি বা প্রাণ পর বা উৎকৃষ্ট। কেন?

'It is Life which creates forms.' (H. P. Blavatsky)

যে হেতু প্রাণ ব্রহ্মের প্রথম প্রতীক, অতএব উহাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা অসঙ্গত নয়। আমরা দেখিলাম, যাজ্ঞবল্ক্য তাহাই বলিলেন— প্রাণো বৈ ব্রহ্ম। এ কথা আমরা উপনিষদে পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাই।

প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকিঃ * * প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ পৈঙ্গ্যঃ
—কৌষী, ২।১

বিজানামি অহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৪।১০।৫

অব্রবীৎ মে উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি—বৃহ, ৪।১।৩

ঐ প্রাণকে উপনিষদের স্থানে স্থানে 'বায়ু' বলা হইয়াছে। অবশ্য এ প্রাণ ব্যষ্টি-বায়ু নহে, সমষ্টি-বায়ু—স বায়ুমেব প্রশশংস তস্মাৎ বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ—বৃহ, ৩।৩।২

অন্যত্র ঐ বায়ু অন্তর্যামীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম! তৎসূত্রম্। বায়ুনা বৈ গৌতম। সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি—বৃহ, ৩।৭।২

অর্থাৎ, 'বায়ু বা মহাপ্রাণই সূত্র। ঐ বায়ুরূপ সূত্রে ইহলোক ও পরলোক এবং সমস্ত ভূত গ্রথিত আছে।' অন্যত্র বৃহদারণ্যক এই মহা-প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অথ এষ শ্লোকো ভবতি—যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণে অস্তমেতি—তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি—বৃহ, ১।৫।২৩

অর্থাৎ, 'সূর্য প্রাণেই উদিত হয়; প্রাণেই অস্তমিত হয়। দেবতারা এই প্রাণকেই ব্রতধর্ম করেন। ঐ প্রাণের উদয়াস্ত নাই।'

কৌষীতকী উপনিষদে দেখি, ঋষি 'দৈব পরিমর' ব্যাখ্যান করিয়া

বলিতেছেন—অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি দেবতারা প্রাণেই প্রবেশ করেন আবার প্রাণ হইতে নির্গত হ'ন।

তা বা এতাঃ সর্বা দেবতাঃ বায়ুমেব প্রবিশ্য বায়ৌ সুপ্তা ন মূর্ছন্তে তস্মাদ্ এব উ পুনরুদীরত—কৌষী, ২।৮

এই প্রাণের মহিমা কীর্তন করিয়া মহাভারতকার লিখিয়াছেন :—

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্।
শ্রেষ্ঠং তদেব ভূতানাং ব্রহ্মযোনিম্ উপাস্মহে।
স জন্তুঃ সর্বভূতাত্মা পুরুষ স সনাতনঃ॥

—বনপর্ব, ২১৩।৪-৫

অর্থাৎ, 'ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, প্রাণীই ভূতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মযোনি বলিয়া উপাস্য। প্রাণ জনিতা, সর্বভূতাত্মা এবং সনাতন পুরুষ।'

সেইজন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ শেষের শান্তি মন্ত্রে বলিয়াছেন :—

নমস্তে বায়ো, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি।

'হে বায়ু! তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়া নির্বর্ণন করি।'

এই রয়ি ও প্রাণকে উপনিষদ্ নানা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। কোথাও 'ক্ষর ও অক্ষর,' কোথাও 'অন্ন ও অত্তা,' কোথাও 'স্বধা ও প্রয়তি,' কোথাও 'অপ্ ও মাতরিশ্বা,' কোথাও 'ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ,' কোথাও 'মূল-প্রকৃতি ও প্রত্যগাত্মা' বলিয়াছেন—

এতাবৎ বা ইদং সর্বং অন্নঞ্চৈব অন্নাদশ্চ—বৃহ, ১।৪।৬
তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ, ৪
ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ—শ্বেত, ১।১০
স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৫
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ—শ্বেত, ৬।১৬

গীতায় ভগবান্ এই রয়ি ও প্রাণকে তাঁহার অপরা ও পরা 'প্রকৃতি' বা প্রকার বলিয়াছেন। অপরা প্রকৃতি — রয়ি, এবং পরা প্রকৃতি — (জীবভূত) প্রাণ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

—গীতা, ৭।৪-৫

'মহেশ্বরের দুই প্রকৃতি—অ-পরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম মনঃ বুদ্ধি অহংকার—এই অষ্টধা বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি জীব-ভূতা—যদ্দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।'*

বলা বাহুল্য, এই গীতোক্ত ভগবানের জীবভূতা পরা প্রকৃতি জীবাত্মা বা Individual Soul নহে। ইহা উপনিষদুক্ত সেই জীবরূপ বিশ্বাত্মা (Cosmic Principle)—যাহা বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া নামরূপের ব্যাকরণ করে।

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি

—ছান্দোগ্য, ৬।৩।২

আমরা যে প্রাণের কথা বলিতেছি—যাহা রয়ির মিথুন, যাহা মহাপ্রাণ —কৌষীতকী উপনিষদ্ তাহাকে 'প্রজ্ঞাত্মা' বলিয়াছেন :—

অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা * * যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ—কৌষী, ৩।৩

অর্থাৎ, ঐ প্রাণ যাহা বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া বিশ্বকে বৈচিত্র্যময় বিবর্তন পথে পরিচালনা করে, ঐ প্রাণ অন্ধ জড়শক্তি নয়, blind force

---

* ইহার প্রতিধ্বনি আমরা রামানুজ-দর্শনে শুনিতে পাই—একমেব ব্রহ্ম নানাভূত-চিৎ-অচিৎ-প্রকারঃ নানাত্বেন অবস্থিতম্ (সর্বদর্শন সংগ্রহ)।

নয়। উহা হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় 'Power'—an all-pervading energy operating wisely and beneficially according to fixed laws of its own। সেই জন্য ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি উহাকে 'The Universal Mind' বলিয়াছেন—

Manwantaric impulse commences with the reawakening of cosmic *ideation*, the Universal Mind, concurrently with, and parallel to the primary emergence of cosmic substance.

—Secret Doctrine, Vol. I, p. 328.

আমরা দেখিলাম, প্রজাকাম প্রজাপতি অর্থাৎ, মায়া-উপহিত মহেশ্বর 'ঈক্ষা' দ্বারা এক মিথুনের সৃষ্টি করেন—রয়ি ও প্রাণ। ঐ যুগ্মেরই নামান্তর সৎ ও ত্যৎ বা মাতর্ ও মাতরিশ্বা। রয়ি=অপ্ বা কারণার্ণব —সাংখ্যের অমূল মূল নির্বিশেষ প্রকৃতি। আর প্রাণ=Fohat বা বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের প্রেরক বা চালক Elan Vital—যাহা সমষ্টি-বায়ু, যাহা অজর, অমর, বিশ্বের সৎপতি—প্রাণস্তেদং বশে সর্বম্—যাহা গীতার জীবভূতা পরা প্রকৃতি, যাহা উপনিষদের 'অনেন জীবেন আত্মনা'। আমরা আরও দেখিয়াছি, ঐ প্রাণ বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত অন্ধ জড়শক্তি নয়, blind force নয়—উহা হার্বার্ট স্পেনসারের ভাষায় 'Power'—an all-pervading energy operating wisely and beneficially according to fixed laws of its own. কথাটা একটু বুঝিবার চেষ্টা করি।

আমরা জানি, উপনিষদের ঋষিরা অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তিত অদ্বৈত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মবস্তু। অবশ্য জড়বাদীদেরও একরূপ অদ্বৈত আছে। তাঁহাদের অদ্বৈত জড়াদ্বৈত। তাঁহাদের মতে 'Matter'-ই সর্বেসর্বা এবং ঐ 'Matter' হইতেই কেবল বিশ্ব কেন, বিজ্ঞান বা চৈতন্যেরও উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই বিশ্বজগৎ অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জের সংশ্লেষ দ্বারা রচিত এবং ঐ পরমাণু পুঞ্জের উপর গতি (Motion), তাপ (Heat), আলোক (Light), তাড়িত (Electri-

city) প্রভৃতি অন্ধ জড়শক্তির নিরন্তর ক্রীড়া চলিতেছে। অতএব তাঁহাদের মতে নিসর্গ ঐরূপ অন্ধ জড়শক্তির 'যদৃচ্ছা' মাত্র। ইহার প্রতিবাদে ঋষিরা বলেন, না না—বিশ্ব চিন্ময়ের বিলাস এবং বিশ্বের অভ্যন্তরে লীলায়িত যে প্রাণ, তাহা প্রজ্ঞাময় চিন্ময় ঈক্ষাময়—ঈক্ষতের্নাশব্দম্ —ব্র, সূ, ১।১।৫

বৈজ্ঞানিকের প্রতিভূ হইয়া একদিন অধ্যাপক হাক্স্‌লি বলিয়াছিলেন—Nature has no purpose or design। অর্থাৎ, It is a mighty maze without a plan। এ মত কিন্তু এখন প্রায়শঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে দুইজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অভিমত উদ্ধৃত করি :—

There is evidence of mind at work, benificient and contriving mind, actuated by purpose; a purpose inspired by a far-seeing insight, a deep understanding and adaptation to conditions.

—Making of Man by Sir Oliver Lodge.

The universe begins to look more like a great thought than a great machine. * * * The universe shows evidence of a designing and controlling power that has something in common with our individual mind.

—Sir James Jeans's Mysterious Universe.

এ সম্পর্কে আর একজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই—হেকেল্ (Haeckel)—ইনি জড়বাদী বলিয়া খ্যাত।

Without the assumption of an atomic *Soul*, the commonest and the most general phenomena of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate ; for, the movement of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical

compound can be explained only by attributing to them sensation and will.—Hæckel in the Perigenesis of the Plastidule cited in Martineau's Types of Ethical Theory, vol. ii, p. 339 (3rd edition).

এই যে হেকেল sensation, will, desire, aversion প্রভৃতির কথা বলিলেন, এ সমস্তই ঐ অন্তঃস্থিত প্রাণের স্পন্দন।

আর একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার রে ল্যাঙ্কাষ্টারের মুখেও আমরা 'Nature's predestined plan'-এর কথা শুনিতে পাইয়াছি।

তাঁহার উক্তি এই :—They justify the view that man forms a new departure in the general unfolding of Nature's *predestined plan.*

এই প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিকপ্রবর বার্গসোঁর (Bergson) উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য (বার্গসোঁ দার্শনিক হইলেও বিজ্ঞানে বেশ সুপ্রবিষ্ট)। তিনি বিবিধ যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নিসর্গের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে,—সেই 'Elan Vital'-এর একটা original impulse, একটা internal push, একটা প্রেরণা আছে, যাহার প্রেরণায় Creative Evolution সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, Elan Vital কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই নিখিল নিসর্গ অভ্রান্ত গতিতে সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় বিবর্তন-পথে অগ্রসর হইতেছে। বার্গসোঁর নিজের কথা এই—

(There is) an internal push that has carrried life, by more and more complex forms to higher and higher *destinies.* * * * It begins to be evident that there is something of the psychological order, immanent in all things, low as well as high, which feels and strives and achieves.

বস্তুতঃ যদি নিসর্গের পশ্চাতে অভিসন্ধি (purpose) না থাকিত—যদি একথা ঠিক না হইত যে,

মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি
যুগযুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি।
—Yet I doubt not through the ages
One increasing purpose runs.—Tennyson

—তাহা হইলে শঙ্করের ভাষায় 'জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত'। সেই জন্য ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্স্কি বলিতেন—'Universal mind has to appear before there can be manifestation.'

মহামনীষী এমার্সনও ঐ মর্মে বলিয়াছেন—There is a soul at the centre of Nature, অর্থাৎ, ঈক্ষা হইতেই বিশ্বের বিবর্তন।

সেই জন্যই ঋষি প্রাণকে 'প্রজ্ঞাত্মা' বলিলেন। নিসর্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ঐ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া বাইবেলও বলিয়াছেন—'It sweetly and mightily ordereth all things'—অমোঘ ও অকুণ্ঠভাবে নিখিল নিসর্গের ব্যবস্থাপন করিতেছেন। সেই উপনিষদের প্রাচীন কথা—

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—ঈশ, ৮

'প্রাণ চিরদিনের জন্য নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।'

প্রশ্ন-উপনিষৎ বলিয়াছেন—প্রজাপতি রয়ি ও প্রাণ সৃষ্টি করিয়া সংকল্প করিলেন—এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতঃ (১।৪)—'এ মিথুন হইতেই সৃষ্টি কার্য সমাধা হইবে'। হইয়াছেও তাহাই। তাই গীতা বলিতেছেন—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর-জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥—১৩।২৬

'স্থাবর বা জঙ্গম—যাহা কিছু পদার্থ, সমস্তই জানিবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, রয়ি ও প্রাণ—এই যুগ্মের সংযোগ-জনিত।'

স্থাবর=Mineral এবং জঙ্গম=পাদপ (Vegetable), পশু (Animal) ও মানব (Human)। অনুগীতায় সংসার-বৃক্ষের চিত্র আছে।

সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ সদাশুভফলোদয়ঃ।
আজীবঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবীজঃ সনাতনঃ॥
—মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, ৩৫।২২

'এই বিশ্ব ব্রহ্মবৃক্ষ—ব্রহ্ম হইতে উহার উৎপত্তি—ইহার পত্র পুষ্প ফল সনাতন। এই বৃক্ষ সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল।'

এই বিশ্ববৃক্ষের উপাদান ঐ রয়ি ও প্রাণ—সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। ঐ মহা দ্বৈতের উপরেই এই বৃক্ষ প্রোথিত।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়—গীতা, ৭।৬

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এই যে বিশাল বিশ্ব, যাহার বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হই, ধীর ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উহা স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই কোটিতে বিভক্ত। স্থাবর=Inorganic, এবং জঙ্গম=Organic। সাগর, ভূধর, নদী, আকাশ, জল, স্থল, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্প—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপ, মনুষ্য—এ সমস্তই জঙ্গমের অন্তর্গত। বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাহা কিছু স্থাবর পদার্থ আছে, যদি তাহার বিশ্লেষণ করা যায়, তবে আমরা ৯২টি মূলভূত বা atoms-এ উপনীত হই। আর যে কোন জঙ্গম পদার্থেরই বিশ্লেষণ করিনা কেন, দেখা যায় যে, তাহার শরীর কোষাণু বা cell দ্বারা গঠিত, এবং ঐ কোষাণুকে বিশ্লিষ্ট করিলে সেই ৯২টি মূল ভূতের মধ্যে কয়েকটি atom-এরই সাক্ষাৎ পাই। অতএব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ ঐ ৯২টি মূল ভূত—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বণ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির—সংযোগ ও সংহননে রচিত।

অনেক দিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, ঐ সমস্ত মূল

ভূতের পরমাণু পরস্পর-স্বতন্ত্র ও নিত্য। কিন্তু এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, রসায়নোক্ত ঐ বিরানব্বইটি মূল ভূত বস্তুতঃ মূল ভূত নহে; তাহারা প্রোটাইল (protyle) নামক এক চরম ভূতের বিকার মাত্র। ঐ প্রোটাইলই উচ্চ ভূমিকায় উপনিষদুক্ত 'রয়ি', উহাই জগতের নির্বিশেষ চরম উপাদান, এবং ঐ প্রোটাইল-রূপ পরম-পরমাণুর সংহনন ভেদেই রাসায়নিকের তথাকথিত বিরানব্বইটি ভিন্ন জাতীয় atom-এর উৎপত্তি। এই প্রোটাইলই সাংখ্যের 'প্রকৃতি'।

প্রকৃতেঃ আদ্যোপাদানতা—সাংখ্য সূত্র, ৬।৩২

কিন্তু প্রোটাইল ছাড়া বিশ্বে আর একটি বস্তু আছে। বিজ্ঞান তাহার নাম দিয়াছেন Force বা শক্তি। প্রথম দৃষ্টিতে শক্তির বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা বিস্মিত হই—আমরা মনে করি শক্তির অনন্ত ভেদ; কিন্তু নিবিষ্ট-ভাবে জাগতিক শক্তিপুঞ্জের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভৌতিক শক্তি যতই বিচিত্র হউক না কেন, তাহারা ছয়টি মাত্র বিভাগের অন্তর্গত—গতি (Motion), তাপ (Heat), আলোক (Light), তাড়িত (Electricity), চুম্বকশক্তি (Magnetism) এবং কিমিয়া-যুতি (Chemical Affinity)। ইহা ছাড়া আর দুইটি শক্তি আছে—প্রাণশক্তি (Vital Force) এবং জীবশক্তি (Psychic Force)। অতএব বিজ্ঞানের প্রতিপাদিত শক্তির ঐ অষ্ট ভেদ।

বিজ্ঞান সেদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে, ঐ অষ্টবিধ শক্তি পরস্পর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। কিন্তু যখন স্যার উইলিয়াম গ্রোভ্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে, প্রাগুক্ত ষড়্‌বিধ ভৌতিক শক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ, তাড়িত হইতে তাপ, আলোক প্রভৃতি উৎপন্ন করা যায়, আবার তাপ বা আলোককে তাড়িতে আবর্তিত করা যায়, তখন তাঁহারা শক্তির সমাবর্তনের (Co-relation of physical forces-এর *)

* The principle that any one of the various forms of physical force may be converted into one or more of the other forms.

কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে হেল্‌ম্‌হোলস্‌ (Helmholtz), হার্বার্ট স্পেন্‌সার প্রভৃতি দার্শনিকগণ ঐ তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, কেবল ভৌতিক শক্তি নহে—প্রাণশক্তি ও জীবশক্তিও ঐ সমাবর্তন-বিধির অন্তর্ভুক্ত।

Each force is transformable, directly or indirectly, into the others ; they differ from each other chiefly in the character of the motion involved in the phenomena.

—Dolbear.

The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power, which in ourselves wells up under the form of consciousness.

—Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions, p. 829.

অর্থাৎ, সকল জাতীয় শক্তিই অন্য জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। শক্তির বস্তুতঃ হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি বিনাশ নাই, উপচয় অপচয় নাই, শুধু আছে আবির্ভাব ও তিরোভাব, শুধু আছে রূপান্তর ও ভাবান্তর। ঐ যে শক্তি বা Power—উহাই রয়ির সহচর আমাদের পরিচিত প্রাণ—যাহা অজর ও অক্ষর। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই হার্বার্ট্ স্পেনসার বলিয়াছেন—বিশ্বের মধ্যে কোন এক অজ্ঞেয় অচিন্ত্য Power অনুস্যূত আছে—যাহা রূপান্তরিত হয় কিন্তু বিনষ্ট হয় না।

এ সকল কথা আমরা গীতাকারের মুখে অনেকদিন পূর্বেই শুনিয়াছিলাম। বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত শক্তিই যে এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর—এ কথা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎতেজো বিদ্ধি মামকম্॥

—গীতা, ১৫।১২

'আদিত্যে, চন্দ্রে, অগ্নিতে যে তেজঃ আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা তাঁহারই তেজঃ।'

তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ—গীতা, ৭।৯

'অগ্নিতে উত্তাপরূপে যে শক্তি প্রকাশ পায়, সে তাঁহারই।'

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা

—গীতা, ১৫।১৩

'পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণরূপে যে শক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহা তাঁহারই।'

জীবনং সর্বভূতেষু—গীতা, ৭।৯

'তিনিই সমস্ত জীবে প্রাণশক্তি।'

পুনশ্চ— অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ

—গীতা, ১৫।১৪

'তিনিই বৈশ্বানররূপে প্রাণীর দেহে অবস্থিত।'

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত—গীতা, ১৩।২

'সমস্ত ক্ষেত্রে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত।'

এই যে রয়ি ও প্রাণ, মাতর্ (Matter) ও মাতরিশ্বা (Force)—ইহারা সর্বদা সংযুক্ত বা পরস্পর মিলিত—

সংযুক্তম্ এতৎ ক্ষরম্ অক্ষরং চ—শ্বেত, ১।৮

যেখানেই রয়ি, সেখানেই প্রাণ—যেখানেই Matter, সেখানেই Force. সেজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন—No matter without force, no force without matter; matter and force are co-existent and inseparable, অর্থাৎ, যেখানেই জড় সেখানেই শক্তি, যেখানেই প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ—জড় ও শক্তি পরস্পরের অভিন্ন সহচর। সেই জন্য উপনিষদ্ এই দোঁহাকে 'মিথুন' বলিলেন—কারণ, ঐ ক্ষর ও অক্ষর, ঐ জড় ও জীব, ঐ রয়ি ও প্রাণ সর্বক্ষণ মিথুনিত হইয়াই এই বিচিত্র বিশ্ব রচনা করে। এই বিশ্ব চিৎ-জড়ের গ্রন্থি—রয়ি-প্রাণের যুগল-মিলন।

অধিকন্তু এই রয়ি ও প্রাণ—সেই 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি' ব্রহ্মেরই বিবর্ত বা বিধা—তাঁহাতেই ঐ মহা দ্বৈতের ঐক্য সমন্বয়। ঐ মিথুন স্বতন্ত্র নহে—ঈশ্বর-পরতন্ত্র। তিনি 'প্রকারী'—রয়ি ও প্রাণ তাঁহার 'প্রকার' (modes)।

যতঃ প্রধান-পুরুষৌ—বিষ্ণু পুরাণ

তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্—তিনিই সর্বে সর্বা—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

—ছা, ৩।১৪।১

এইবার সিসৃক্ষু ব্রহ্মের সৃষ্টি-ক্রমের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়ের শেষ করি। এ সম্পর্কে মুণ্ডক-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নম্ অভিজায়তে।

অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥—১।১।৮

অর্থাৎ, তপের দ্বারা, সিসৃক্ষার ফলে ব্রহ্ম যেন স্ফীত হইলে তাঁহা হইতে 'অন্ন' উৎপন্ন হয়। এখানে অন্নম্=অব্যাকৃতম্ (শঙ্কর)। এই অন্নই আমাদের রয়ি বা অপ্। অপ এব সসর্জাদৌ।

আপ এবেদম্ অগ্র আসুঃ—বৃহ, ৫।৫।১

আপঃ কি? জগদ্-বীজভূতা অব্যাকৃতাত্মনা অবস্থিতাঃ—নিত্যানন্দ

অর্থাৎ, অপ্ অর্থে অব্যাকৃত, বিশ্বের মূল আদ্য উপাদান রয়ি।

রয়ির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ—অন্নাৎ প্রাণ এবং মনঃ।

সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, এখানে প্রাণের দ্বারা সাংখ্যের মহৎ তত্ত্ব এবং মনের দ্বারা সাংখ্যের অহঙ্কার তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহংকারঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১

২।১০ সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষুর কথা এই :—

কিঞ্চ 'এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী'—ইতি শ্রুত্যন্তরস্থ-পাঠক্রমানুরোধেন 'স প্রাণম্ অসৃজৎ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুম্' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরেণ চ পঞ্চভূত-সৃষ্টেঃ প্রাক্ মহদাদি-সৃষ্টিরবধার্যত ইতি। * * অতোঽস্যাং শ্রুতৌ

প্রাণ এব মহৎতত্ত্বমিতি * * মনসি চাহংকারস্য প্রবেশ ইতি। অর্থাৎ, শ্রুতিতে পঞ্চভূত সৃষ্টির পূর্বে প্রাণের ও মনের সৃষ্টির কথা শুনিতে পাওয়া যায়—এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ ইত্যাদি। এই শ্রুত্যুক্ত প্রাণই মহৎ তত্ত্ব এবং মনঃই অহংকার তত্ত্ব।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এ মনঃ সমষ্টি-মনঃ (cosmic mind)—যে মনঃ 'মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে', যে মনঃ সিসৃক্ষায় 'প্রজায়েয়' এই সঙ্কল্প করেন। আচার্য শঙ্কর বলেন যে, 'এতস্মাৎ জায়তে প্রাঃ' এই শ্রুতিতে প্রাণ=ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ—যাঁহার কথা আমরা মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্রে শুনিয়াছিলাম—ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব—যিনি প্রথমজ—যো হৈতং মহৎ যক্ষম্* প্রথমজং বেদ—বৃহ, ৫।৪।১

—যাঁহার কথা মুণ্ডক পুনরায় নবম মন্ত্রে বলিয়াছেন—তস্মাৎ এতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপম্ অন্নঞ্চ জায়তে—মুণ্ডক, ১।১।৯

অতএব এ ব্রহ্ম=ব্রহ্মা।

মহৎ-তত্ত্ব যখন হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার উপাধি—Universal mind is the objective basis of cosmic ideation,—তখন উপাধি ও উপহিতের তাদাত্ম্য করিয়া মহৎ তত্ত্বকে ব্রহ্মা বলা অসঙ্গত নয়। সেজন্য বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন—মনোমহান্ মতির্ব্রহ্মা—৪।২৭

কিন্তু এত সূক্ষ্ম তর্কে না গিয়া, অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্—ঐ মন্ত্রে প্রাণ-শব্দে রয়ির সহচর মহাপ্রাণকে বুঝিলেই সঙ্গত হয়—বিশেষতঃ যখন তৎপূর্বেই প্রাণের মিথুন অন্ন বা রয়ির উল্লেখ রহিয়াছে।

রয়ি ও প্রাণের অনন্তর সৃষ্টির ক্রম কি? তাহার পরই 'সত্যম্'-এর উদ্ভব। সত্যম্ কি? আচার্য শঙ্কর বলেন—সত্যং=সত্যাখ্যমাকাশাদিভূত-পঞ্চকম্।

এই ভূতসৃষ্টির আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব এবং দেখিব যে,

---

* যক্ষম্=পূজ্যম্

ব্রহ্মের সিসৃক্ষার পূর্বোক্ত তিনটি মুহূর্ত ব্যতীত হইলেই—তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (তৈত্তি, ২।১)—এই পঞ্চ তত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

বৃহদারণ্যকেও আমরা এই 'সত্য'-সৃষ্টির কথা শুনিতে পাই।

আপ এবেদম্ অগ্র আসুঃ। তা আপঃ সত্যম্ অসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম
—বৃহ, ৫।৫।১

এখানেও ব্রহ্ম-অর্থে—ব্রহ্মা। ইহার প্রকাশিকা টীকায় রঙ্গরামানুজ বলেন :—

সত্যম্—পঞ্চীকৃত-পঞ্চভূতাত্মকম্ কার্যম্—অর্থাৎ, আদিতে অব্যাকৃত নির্বিশেষ অপ্ ছিল, এখন পঞ্চীকৃত হইয়া তাহা সবিশেষ পঞ্চভূতে পরিণত হইল। এ প্রসঙ্গে রঙ্গরামানুজ পুনশ্চ বলিতেছেন—সচ্চ ত্যচ্চ মূর্তামূর্তঞ্চ সত্যম্ অব্যাকৃত-পঞ্চভূতাত্মকং ভবতি।

এই সত্যসৃষ্টির পরবর্তী সৃষ্টি কি ? লোক-সৃষ্টি। এ জন্য মুণ্ডক বলিলেন—সত্যং, আর তার পরই লোকাঃ। 'লোকাঃ'-অর্থে, সপ্তলোকাঃ ভূরাদয়ঃ—শঙ্কর। অর্থাৎ, ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোক। এই লোকসৃষ্টির কথাও আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। ঐ সকল লোকই জীবের বিহরণ-ভূমি—fields of evolution—যেখানে জীব কর্ম করে,—যে কর্ম অবিনাশী, ভোগ ভিন্ন যাহার ক্ষয় হয় না। সেজন্য মুণ্ডক বলিলেন—

লোকাঃ—কর্মসু চামৃতম্—

অমৃতং = কর্মজং ফলং—ফলং ন বিনশ্যতি ইত্যমৃতম্—শঙ্কর।

সংক্ষেপে ইহাই সৃষ্টির ক্রম।

চতুর্থ অধ্যায়

'তজ্জলান্'

ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন—'এ সমস্তই ব্রহ্ম—তিনি তজ্জলান্'—

সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্—৩।১৪।১

'তজ্জলান্'—ব্রহ্মের একটি রহস্য-নাম।

'তজ্জলান্'—অর্থে তজ্জ তল্ল তদন—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎ জাত, ব্রহ্মে জগৎ স্থিত এবং ব্রহ্মেই জগৎ লীন—অতএব ব্রহ্ম তজ্জলান্। শ্রীশঙ্করাচার্য উক্ত ছান্দোগ্য মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন :—

তজ্জলান্ ইতি—তস্মাৎ ব্রহ্মণো জাতং তেজঃ-অপ্-অন্নাদি-ক্রমেণ সর্বম্ —অতঃ তজ্জম্। তথা তেনৈব জননক্রমেণ প্রতিলোমতয়া তস্মিন্ এব ব্রহ্মণি লীয়তে তদাত্মতয়া শ্লিষ্যত ইতি তল্লম্। তথা তস্মিন্ এব স্থিতিকালে অনিতি প্রাণিতি চেষ্টত ইতি তদনম্। অর্থাৎ, 'তজ্জলান্' ইহার ভাব এই :—সেই ব্রহ্ম হইতে তেজঃ-অপ্-ক্ষিতি ইত্যাদি (অনুলোম)-ক্রমে সমস্ত বিশ্ব জাত হয়—এ জন্য তিনি 'তজ্জ'। আবার তাঁহাতেই ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ ইত্যাদি প্রতিলোম-ক্রমে ঐ জাত বিশ্ব লীন হয়, ব্রহ্মাত্মভাবে তিরোহিত হয়—এ জন্য তিনি 'তল্ল'। আবার তাঁহা দ্বারাই বিশ্বস্থিতিকালে বিশ্ব জীবিত থাকে—এ জন্য তিনি 'তদন'।

অন্যত্র উপনিষদ্ ব্রহ্মের নির্দেশস্থলে বলিয়াছেন :—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,* যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি—তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব—তৎব্রহ্ম—তৈত্তিরীয়, ৩।১

'যাঁহা হইতে এ সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা

---

* সেজন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে 'ভূতযোনি' বলেন :—

তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—মুণ্ডক, ১।১।৬

'সেই অব্যয় ভূতযোনিকে ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন।'

জীবিত রহিয়াছে, অন্তে যাঁহাতে লীন হইবে—তাঁহাকে জানিতে হইবে—তিনিই ব্রহ্ম।'

পুনশ্চ—ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি আকাশো হ্যেব এভ্যো জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্
—ছান্দোগ্য, ১৷৯৷১

'এই সমস্ত ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হয়—আকাশে (ব্রহ্মে) অস্তমিত হয়। আকাশ ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—আকাশ (ব্রহ্মই) পরায়ণ।'

এই শ্রুতিবাক্যকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

জন্মাদ্যস্য যতঃ—ব্রহ্মসূত্র, ১৷১৷২

'তিনিই ব্রহ্ম—যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয়।'

উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব অনুভব করিয়া অন্যত্র ঐ মর্মেই বলিয়াছেন—

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়ম্ অস্ম্যহম্ ॥—কৈবল্য, ১৯

তবেই আমরা জানিলাম—ব্রহ্ম হইতে কেবল জগতের সৃষ্টি নয়, তাঁহা দ্বারাই জগতের স্থিতি এবং অন্তে তাঁহাতেই জগতের লয়।

নারায়ণাৎ প্রবর্তন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে—নারা, ১

'নারায়ণ হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, নারায়ণে বিশ্ব বিলীন হয়।'

যস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্বম্—শ্বেত, ৪৷১১ ; নারায়ণ, ১৷২

অর্থাৎ, 'In whom the universe is lost and reappears'.

ব্রহ্মের রুদ্র-ভাবে জগৎ-সংহর্তৃত্ব লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বিশেষভাবে বলিয়াছেন—

অস্মিন্ চ প্রত্যস্তং যাতি—মৈত্র, ৬৷১৭

'তাঁহাতেই জগৎ অস্তমিত হয়।'

বি চৈতি চান্তে বিশ্ব আদৌ স দেবঃ—শ্বেত, ৪৷১

যদা শেতে রুদ্রস্তদা সংহার্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমস আপঃ—অথর্বশিরঃ, ৬

'রুদ্র যখন নিদ্রিত হন, তখন সমস্ত প্রজার সংহার হয়। তিনি উচ্ছ্বসিত (অর্থাৎ, সিসৃক্ষু) হইলে তমের প্রকাশ হয়। ঐ তমঃ হইতে অপ্ সৃষ্টি।'

যঃ সর্বান্ প্রাণান্ সংভক্ষ্য সংভক্ষণেন অজঃ সংসৃজতি বিসৃজতি চ —অথর্বশিরঃ, ৪

অজ—'যিনি সমস্ত প্রাণ গ্রাস করিয়া (অর্থাৎ, তাহাদের সহিত একীভূত হইয়া) সর্জন ও বর্জন করেন।'

একো হি রুদ্রঃ * * সংচুকোচান্তকালে।
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥—শ্বেত, ৩।২

সেই ব্রহ্মরূপী রুদ্র অন্তকালে সমস্ত বিশ্বভুবনকে সংহার করেন, সেজন্য মুণ্ডক বলিতেছেন—ব্রহ্মই বিশ্বের নিধান—

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্—মুণ্ডক, ৩।২।১

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ, ৪

'(প্রলয়ে) মাতরিশ্বা (প্রাণ) তাঁহাতে (ব্রহ্মে) অপ্ নিহিত করেন।'

এ দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে অদিতি বা অত্তা (Devourer) বলা অসঙ্গত নয়।

স যৎ যৎ এব অসৃজত তৎ তৎ অত্তুম্ অধ্রিয়ত।
সর্বং বা অত্তি ইতি তদ্ অদিতেঃ অদিতিত্বম্।
সর্বস্য এতস্য অত্তা ভবতি সর্বং অস্য
অন্নং ভবতি।—বৃহ, ১।২।৫*

এই মর্মে কঠ উপনিষদ্ বলিতেছেন—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥—কঠ, ১।২।২৫

---

* 'All that he created he resolved to devour ; because he devours everything, therefore he is the অদিতি (i.e., অত্তা)'।

'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্ন এবং মৃত্যু যাঁহার আচমন—তাঁহার মহিমা কে জানিবে ?'

শুধু জড়ের নহে, জীবেরও আবির্ভাব তাঁহা হইতে এবং তিরোভাব তাঁহাতে।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—মুণ্ডক, ২।১।১

'যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সজাতীয় বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ হে সৌম্য! সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই লীন হয়।'

তস্মাৎ চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥—মুণ্ডক, ২।১।৭

'তাঁহা হইতে বিবিধ দেব, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী উৎপন্ন হইয়াছে—তাঁহা হইতে প্রাণ অপান, ব্রীহি যব, তপঃ শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, বিধি উদ্ভূত হইয়াছে।'

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেৎ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥

—বৃহ, ২।১।২০

'যেমন উর্ণনাভ জাল উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার রহস্য নাম 'সত্যস্য সত্যং'।

প্রাণ সকল সত্য—তিনি সেই সকল সত্যের সত্য।' অর্থাৎ, 'তাঁহার সত্য দ্বারা সমস্ত সত্য উদ্ভাসিত।'

সেইজন্য মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ এক কথায় বলিয়াছেন—

এষ যোনিঃ সর্বস্য, প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—৬

'ইনি সকলের যোনি—ভূতসমূহের উৎপত্তি ও লয়স্থান।'*

এই মর্মে চূলিকা উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

যস্মিন্ সর্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্বুদাঃ সাগরে যথা॥
যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাস্চা ব্যক্ততাং যযুঃ।
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্‌বুদা ইব॥—চূলিকা, ১৭, ১৮

'যাঁহাতে স্থাবর জঙ্গম সমস্তই প্রোত রহিয়াছে—সাগরে বুদ্‌বুদের ন্যায় তাঁহাতেই সমস্ত বিলীন হয়। তাঁহাতে সমস্ত পদার্থ লীন হইয়া আবার তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়—আবির্ভূত হইয়া আবার তাঁহাতে তিরোহিত হয়—সমুদ্রে যেমন বুদ্‌বুদ।'

উপমানের দ্বারা শ্রুতি এই বিষয় বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যাম্ ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥—মুণ্ডক, ১।১।৭

'যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা) জাল সৃষ্টি করে আবার সংহার করে, যেমন ক্ষিতিতে ওষধি উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়, যেমন জীবিত মনুষ্য হইতে কেশ, লোমের উদ্গম হয় ও বিগম হয়—সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের উদয় ও বিলয় ঘটে।'

---

* এই মর্মে গ্রীক দার্শনিক বলিয়াছেন—**That from which existing things originate, into it they necessarily also disappear.—Anaximander.**

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদের মতে জীব ও জড়—উভয়েরই আবির্ভাব ব্রহ্ম হইতে এবং তিরোভাব ব্রহ্মেতে। এই আবির্ভাবের নাম সৃষ্টি এবং এই তিরোভাবের নাম লয়।

কিন্তু ব্রহ্ম হইতে শুধু জগতের সৃষ্টি ও লয় সাধিত হয় না—ব্রহ্ম দ্বারাই জগতের স্থিতি।

গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েৎ যঃ—শ্বেত, ৫।৫

ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েৎ যঃ—শ্বেত, ৬।৪

'সমস্ত গুণের সমস্ত ভাবের তিনিই ব্যবস্থাপন করেন।'

তিনিই জগৎকে ঋতমার্গে পরিচালনা করেন, জগতের অলংঘ্য মর্যাদা নির্দিষ্ট করেন। তিনি বিধাতা।

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—ঈশ, ৮

'তিনি চিরদিনের জন্য অর্থসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন।'

তাঁহারই নিয়মে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; সূর্য উদিত ও অস্তমিত হইতেছে; অগ্নি, ইন্দ্র, যম স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।

ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥—তৈত্তি, ২।৮

সেইজন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে 'সেতু' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন :—

অমৃতস্যৈষ সেতুঃ—মুণ্ডক, ২।২।৫

অমৃতস্য পরং সেতুম্—শ্বেত, ৬।১৯

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানামসম্ভেদায়—ছা, ৮।৪।১

'সেই পরমাত্মা সেতু-স্বরূপ, এই সমস্ত লোকের মর্যাদার বিধৃতি।'

এষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়—বৃ, ৪।৪।২২

'তিনি ভূতের পালক, তিনি এই সমস্ত লোকের মর্যাদা-বিধারক সেতু।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় ব্রহ্মের এই 'স্থিতি' ভাবের বর্ণন করিয়াছেন :—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য

বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণি অর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ—বৃ, ৩৮।৯

'হে গার্গি ! ইহারই প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে স্বর্গ-মর্ত বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নিমেষ-মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস, ঋতু, সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি ! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে পূর্বদিগ্‌বাহী নদীচয় শ্বেত পর্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে ; পশ্চিম দিগ্‌বাহী নদীচয় অন্য দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, মনুষ্যগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইতেছে।'

এইরূপে ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধিত হইতেছে ; তিনি 'তজ্জলান্'—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহা দ্বারা জগৎ স্থিত এবং তাঁহাতেই জগৎ লীন হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

বীজ ও বৃক্ষ

আমরা দেখিয়াছি, 'তজ্জলান্' ব্রহ্ম হইতেই জগৎ জাত। তিনিই জগতের সনাতন বীজ।

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম্
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।—শ্বেত, ৬।১২

'এই এক বীজ জগতের বিবিধ বৈচিত্র্যে পরিণত হয়।'

গীতাও বলিয়াছেন :—

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্—৭।১০

'ব্রহ্মই সর্ব ভূতের সনাতন বীজ।'

ব্রহ্ম বীজ—জগৎ বৃক্ষ।

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ—কঠ, ২।৩।১

'এই সনাতন (জগদ্রূপী) অশ্বত্থের মূল ঊর্ধ্বে এবং শাখা অধে।'

যেমন একটী মাত্র মূল হইতে নানা-শাখা-প্রশাখাযুক্ত বিচিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম হইতে এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

উপনিষদ্ অন্যত্রও জগৎকে বৃক্ষের সহিত উপমিত করিয়াছেন :—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—শ্বেত, ৩।৯
স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ—শ্বেত, ৬।৬

এই তত্ত্ব ছান্দোগ্য উপনিষদের ঋষি অতি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি

কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥

তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি ॥

শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা ॥—ছা, ৬।১২।১-৩

'শ্বেতকেতুর পিতা পুত্রকে বলিতেছেন :—বৎস ! বট ফল আনয়ন কর। পুত্র—এই আনিয়াছি। পিতা—ফল ভাঙ্গ দেখি। পুত্র—ভাঙ্গিয়াছি। পিতা—কি দেখিতেছ ? পুত্র—এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ। পিতা—একটি বীজ ভাঙ্গ দেখি ? পুত্র—এই ভাঙ্গিলাম। পিতা—কি দেখিতেছ ? পুত্র—কিছুই না। পিতা—এই যে অণিমা (যাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না)—এই অণিমাতেই ঐ মহান্ বটবৃক্ষ নিহিত রহিয়াছে। বৎস ! বিশ্বাস কর। সেই যে অণিমা (অণু-স্বরূপ ব্রহ্ম), এ সমস্তই তদাত্মক। তিনিই সত্য, তিনিই পরমাত্মা।' অর্থাৎ, বীজে যেমন সূক্ষ্মভাবে প্রকাণ্ড বৃক্ষের অবস্থান, ব্রহ্মে সেইরূপ অব্যক্তভাবে এই বিশাল জগতের অবস্থান। বীজ যেমন স্ফীত হইয়া অঙ্কুরিত, পল্লবিত হইবার পর বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়, ব্রহ্মও যেন সেইরূপ জগদ্রূপে আকারিত হন।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নম্ অভিজায়তে—মুণ্ডক, ১।১।৮

'ব্রহ্ম তপের দ্বারা যেন স্ফীত হন। তাঁহা হইতে অন্ন (জগৎ) উৎপন্ন হয়।'

অন্নম্ = অব্যাকৃতম্ (শঙ্কর)

ব্রহ্মকে জগতের বীজ বলার বিশেষ সার্থকতা আছে। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ; আবার বৃক্ষ বীজে বিলীন হয়। আবার বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ; আবার বীজে বৃক্ষ লীন হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে বীজ হইতে বৃক্ষের আবির্ভাব এবং বীজে বৃক্ষের তিরোভাব সংঘটিত হইতেছে।

ব্রহ্মকে যখন জগতের বীজ বলা হইল, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম হইতে পুনঃ পুনঃ জগতের আবির্ভাব হইতেছে এবং বার বার ব্রহ্মে জগতের তিরোভাব হইতেছে। ইহারই নাম সৃষ্টি ও লয়। পর্যায়ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও লয় সাধিত হইতেছে। সৃষ্টির সময় জগৎ ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত হইতেছে এবং প্রলয়ের সময় জগৎ ব্রহ্মে অব্যক্ত হইতেছে। সৃষ্টি প্রবাহ-রূপে অনাদি ও অনন্ত। সৃষ্টির পর লয়; লয়ের পর আবার সৃষ্টি; আবার লয়; এইরূপ পর্যায়ের নিয়মে জগৎপ্রবাহ বহমান হইতেছে।* ঋগ্‌বেদের ঋষি বলিয়াছেন :—

সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ—১০।১৯০।৩

'বিধাতা সূর্য চন্দ্রকে পূর্বের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন।'

উপনিষদের মতে সংসার অনাদি—প্রবাহরূপে নিত্য। সেজন্য বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

ন কর্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন, অনাদিত্বাৎ—ব্র, সূ, ২।১।৩৫

ইহা উপনিষদের অনুরূপ কথা।

শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন—

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা যতয়ঃ তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥ ‡ —শ্বেত, ৫।৩

'সেই বিশ্বপতি মহেশ্বর এই বিশ্ব ক্ষেত্রে বারংবার সৃষ্টিজাল বিস্তার করেন, আবার সংহার করেন। তাঁহার মহিমা অচিন্ত্য!'

---

* অর্থাৎ, an eternally recurring process, a re-creation of the universe occurring after each dissolution.

‡ 'The God who many times spreads forth one net after another in space, and again draws it in.'

যে কাল ধরিয়া এক সৃষ্টি-নাটকের অভিনয় চলে—তাহার নাম 'কল্প'। কল্পান্তে প্রলয়—কল্পাদৌ পুনঃ সৃষ্টি।

গীতা এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় ! প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥—গীতা, ৯।৭

'কল্পক্ষয়ে সমস্ত ভূত মহেশ্বরের 'প্রকৃতি'তে প্রবিষ্ট হয়—আবার কল্পারম্ভে পুনর্বার বিসৃষ্ট হয়।'

যেমন সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্ ফুটিয়া উঠে, আবার বিলীন হয়, আবার ফুটে, আবার মিলাইয়া যায়; সেইরূপ ব্রহ্ম-সাগরে সৃষ্টি পুনঃপুনঃ ফুটিয়া উঠে, আবার বিলীন হয়।

যস্মিন্ সর্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমং।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্‌বুদাঃ সাগরে যথা॥
যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাস্চা ব্যক্ততাং যযুঃ।
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্‌বুদা ইব॥
—চূলিকা, ১৭, ১৮

অর্থাৎ, 'এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্রহ্মেই প্রোত রহিয়াছে, সমুদ্রে বুদ্‌বুদের ন্যায় তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। তাঁহাতে বিলীন হইয়া আবার অভিব্যক্ত হইবে, আবার বিলীন হইবে,—সাগরে যেমন বুদ্‌বুদ্ ফুটিয়া উঠে এবং মিশিয়া যায়।' সেইজন্য জগতের আবির্ভাবের নাম সৃষ্টি। সৃষ্টি অর্থে বিসর্গ (emergence)—তিরোহিতের আবির্ভাব, মগ্নের পুনরুত্থান, অব্যক্তের ব্যক্তি। সৃষ্টি অর্থে উৎপত্তি নহে।* জগতের নূতন জন্ম হয় না; ব্রহ্মে তিরোহিত জগতের আবার আবির্ভাব হয় মাত্র, ব্রহ্মে লীন জগতের

---

* According to the meaning of the Indian word for creation (সৃষ্টি), this is to be thought of as a discharge, a setting free or emission, an emergence therefore of the universe from Brahman.
—Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 195.

অভিব্যক্তি হয় মাত্র। উপনিষদ্ creation ex nihilo—অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি স্বীকার করেন না। কারণ, ব্রহ্মরূপ সনাতন বীজ হইতে এই জগৎ-বৃক্ষের আবির্ভাব।

উপনিষদের ঋষিরা বলেন, অভাব হইতে কখনও ভাব সৃষ্টি হয় না। —নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ (গীতা, ২।১৬)—অর্থাৎ, 'অসতের কখনও ভাব হয় না এবং সতেরও কখনও অ-ভাব হয় না।' সত্য বটে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কোথাও কোথাও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে—যেমন,

দেবানাং পূর্ব্যে যুগে অসতঃ সদ্ অজায়ত—ঋগ্বেদ, ১০।৭২।২

দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদ্ অজায়ত—ঐ, ১০।৭২।৩

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, এখানে অসতের অর্থ অভাব নয়—অব্যাকৃত।

সাংখ্যাচার্যদিগেরও ঐ কথা—তাঁহারা বলেন—

নাসৎ উৎপদ্যতে, ন সৎ বিনশ্যতি।

'অসতের উৎপত্তি হয় না, সতের বিনাশ হয় না।'

আমরা কিন্তু দেখিতে পাই পাশ্চাত্যে সেদিন পর্যন্ত বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, 'In the beginning there was nothing.'—অর্থাৎ, শূন্য হইতেই বিশ্বের আবির্ভাব এবং শূন্যেই বিশ্বের তিরোভাব। এ সম্পর্কে দার্শনিক-প্রবর হার্বার্ট স্পেন্সার 'First Principles' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

There was once universally current a notion, that things could vanish into absolute nothing or arise out of absolute nothing. * * The current theology, in its teaching, respecting the beginning and end of the world, is clearly pervaded by it.

সুখের বিষয়, বিজ্ঞানের—বিশেষতঃ Quantitative Chemistryর

কল্যাণে ঐ ভ্রান্ত ধারণা এখন নিরস্ত হইয়াছে। এখন সকলেই স্বীকার করেন যে 'ম্যাটারের' উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই—আছে মাত্র রূপান্তর।

'Matter never either comes into existence or ceases to exist.' বিশ্বের যে চরম উপাদান—উপনিষদ্ যাহাকে 'অব্যাকৃত' বলেন —যাহার পাশ্চাত্য নাম Matter, ঐ Matter-এর বিবিধ বিচিত্র পরিণাম বা রূপান্তর হয় বটে কিন্তু উহার জায়ফলের (total quantity-র) কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

It has grown into an axiom of science that whatever metamorphoses Matter undergoes, its *quantity* is fixed. * * * The total quantity of matter in the universe cannot really be conceived as diminished any more than it can be conceived as increased. * * The annihilation of matter is unthinkable for the same reason, that the creation of matter is unthinkable.—Herbert Spencer's First Principles.

হার্বার্ট স্পেন্সার ব্যষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, সমষ্টি জগৎ—বিশ্ব সম্পর্কেও ঋষিদিগের ঐ কথা। এই বিচিত্র বিশ্ব নিয়ত পরিবর্তনশীল— সদা সর্বদা ইহার পরিণাম ঘটিতেছে—নাপরিণম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠতে। এই বিকারী জগৎ প্রতিক্ষণ রূপান্তরিত হইতেছে—সেইজন্য ইহার সার্থক নাম 'জগৎ'—গচ্ছতি গচ্ছতি ইতি জগৎ—'what is in a constant state of flux'। সুদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে বটে, যেদিন এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব একাকার হইয়া প্রলয়ের অন্ধকারে বিলীন হইবে। কিন্তু সে তিরোভাব মাত্র—তিরোধান নহে—প্রলয় মাত্র, উচ্ছেদ নহে। প্রলয়ে-অব্যাকৃত-জগতের সৃষ্টিতে আবার উদয় হইবে—যে বিশ্ব latent হইয়াছিল, তাহা আবার patent হইবে। তাই বলিতেছিলাম, ইহারই নাম সৃষ্টি—অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি, প্রলীনের পুনঃপ্রকাশ।

পর্যায়ক্রমে বিশ্বের এইরূপে তিরোভাব ও আবির্ভাব হইয়াছে—সৃষ্টির পর প্রলয়, আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়—অনন্তকাল ধরিয়া এই ধারাবাহিক

অভিনয় চলিয়াছে—Latency ও Patency, অব্যক্তি ও ব্যক্তি, উদয় ও অস্ত, সর্জন ও বর্জন—কিন্তু উচ্ছেদ বা বিনাশ নহে। সেইজন্য প্রাচীন গ্রন্থে প্রকৃতি বা matter-এর সার্থক নাম 'অজা'। আচার্য শঙ্কর ১।২।১ বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এই কথারই বিস্তার করিয়াছেন ঃ—

কার্যস্য হি সতো জায়মানস্য কারণে সতি উৎপত্তিদর্শনাৎ, অসতি চাদর্শনাৎ। ** সর্বং হি কারণং কার্যমুৎপাদয়ৎ, পূর্বোৎপন্নস্য আত্মকার্যস্য তিরোধানং কুর্বৎ কার্যান্তরম্ উৎপাদয়তি। ** অতঃ সিদ্ধঃ প্রাক্কার্যোৎপত্তেঃ কারণ-সদ্ভাবঃ। ** কার্যস্য চ সদ্ভাবঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সিদ্ধঃ।

এই যে পর্যায়ক্রমে, সৃষ্টি ও প্রলয়, প্রলয় ও সৃষ্টি—এই Cyclic Law বা পর্যায়-নিয়মকে হার্বার্ট স্পেন্সর 'Law of Rhythm' বলিয়াছেন। তিনি বলেন, যে নিয়মে দিনের পর রাত্রি, শীতের পর গ্রীষ্ম, জোয়ারের পর ভাঁটা, উত্থানের পর পতন, জাগরণের পর নিদ্রা, নিঃশ্বাসের পর প্রশ্বাস সংঘটিত হয়, সেই বিশ্বব্যাপক নিয়মেই সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য প্রাচীন গ্রন্থে এই সৃষ্টি ও লয়ের ব্যাপারকে শ্বাস-ক্রিয়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। The Great Breath—আনীৎ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্ (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৩)—এই যে বাতশূন্য প্রাণ—তাহার প্রশ্বাস (out-breathing)-কালে সৃষ্টি এবং নিঃশ্বাস (in-breathing)-কালে প্রলয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অব্যাকৃত

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ—ঐত, ১।১

'অগ্রে একমাত্র পরমাত্মাই এ সমস্ত ছিলেন। অন্য কিছুই ছিল না।'

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছা, ৬।২।১

'অগ্রে সৎ (ব্রহ্মই) এ সমস্ত ছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।'

ইহা প্রলয়ের অবস্থা—যখন সমস্ত জীব ও জড় ব্রহ্মে অব্যক্ত (latent) হইয়া, লীন হইয়া থাকে, তখন কেবল এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তু বিদ্যমান থাকেন। তখন—

তমঃ পরে দেবে একীভবতি।*

'তমঃ (প্রকৃতি, জড়) পরমেশ্বরে একীভূত হয়।'

সেই একাকার অবস্থায়—

তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ, ৪

'অপ্ (জগৎ) তাঁহাতে (অব্যক্তভাবে) নিহিত থাকে।' ‡

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ—ঐত, ১।১

'অন্য কিছু থাকে না।'

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ—বৃহ, ১।৪।৭

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

---

* তমঃ শব্দ-বাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্মনি একীভাবশ্রবণাৎ। পৃথক্-গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ।—রামানুজ দর্শন

‡ সেইজন্য পুরাণের ভাষায় তিনি নারায়ণ। নারায়ণ=নারের অয়ন (আশ্রয়)। নার=অপ্ (কারণার্ণব, প্রকৃতি)। আপোনারা ইতি প্রোক্তাঃ—মনু, ১।১০

অথৈতস্যৈব সাধ্যসাধনলক্ষণস্য ব্যাকৃতস্য জগতো ব্যাকরণাৎ প্রাগ্‌-বীজাবস্থা যা তাং নির্দিদিক্ষতি—অঙ্কুরাদি-কার্যানুমিতাম্‌ ইব বৃক্ষস্য * * তদ্ধেদং তদিতি বীজাবস্থং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ। তর্হি তস্মিন্‌ কালে পরোক্ষত্বাৎ সর্বনাম্না অপ্রত্যক্ষাভিধানেন অভিধীয়তে। * * ইদং ব্যাকৃতনামরূপাত্মকং সাধ্যসাধনলক্ষণং যথাবর্ণিতম্‌ অভিধীয়তে। তদিদং-শব্দয়োঃ পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থ-জগদ্বাচকয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদেকত্বমেব পরোক্ষপ্রত্যক্ষাবস্থস্য জগতোঽবগম্যতে। তদেবেদমিদমেব চ তদব্যাকৃতমাসীদিতি। অথৈবং সতি নাসত উৎপত্তির্ন সতো বিনাশঃ কার্যস্যেত্যবধৃতং ভবতি।

অর্থাৎ 'যেমন অঙ্কুরাদি কার্যের দ্বারা বীজে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান বৃক্ষের অনুমান করা যায়, সেইরূপ এই জগৎও ব্যাকৃত হইবার পূর্বে সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল, ইহারও অনুমান হইতেছে।

'উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ বীজাবস্থায় ছিল। তখন ইহা প্রত্যক্ষগোচর ছিল না। সেইজন্য উপনিষদ্‌ সেই অবস্থাকে 'তৎ' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিলেন (তৎ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্‌ আসীৎ)। এবং 'ইদং' শব্দ দ্বারা এই নামরূপাত্মক সাধ্যসাধনলক্ষণ ব্যাকৃত জগৎকে নির্দেশ করিলেন। যাহাই 'তৎ' তাহাই 'ইদং'—প্রত্যক্ষ অবস্থায় ও পরোক্ষ অবস্থায় (সূক্ষ্ম অবস্থায় ও স্থূল অবস্থায়) এই জগৎ একই—ইহাই ইহার দ্বারা নির্দিষ্ট হইল। এই দৃশ্যমান্‌ জগৎ সেই অব্যাকৃত এবং সেই অব্যাকৃতই এই দৃশ্যমান্‌ জগৎ—ইহারই পূর্বে অব্যাকৃত অবস্থা ছিল,—শ্রুতি 'সামানাধিকরণ' দ্বারা ইহাই নির্দেশ করিলেন। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, অসতের উৎপত্তি নাই এবং সতের বিনাশ নাই।'

নৈবেহ কিঞ্চন অগ্র আসীৎ। মৃত্যুনৈব ইদমাবৃতমাসীৎ—বৃহ, ১।২।১

'এখানে আদিতে কিছুই ছিল না। এ সমস্ত মৃত্যুর দ্বারা আবৃত ছিল।'

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন :—

সর্বস্য জগতঃ প্রাগুৎপত্তের্ন কারণং কার্যঞ্চোপলভ্যতে। তস্মাৎ

সর্বস্যৈবাভাবোঽস্তু। ন, মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদিতি শ্রুতেঃ। যদি হি কিঞ্চিদপি নাসীৎ, যেনাব্রিয়তে যচ্চাব্রিয়তে তদা নাবক্ষ্যন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমিতি। * * তস্মাদ্ যেনাবৃতং কারণেন যচ্চাবৃতং কার্যং প্রাগ্ উৎপত্তেঃ তদ্ উভয়ং আসীৎ। শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাৎ।

অর্থাৎ 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগতের কারণ বা কার্য কিছুরই উপলব্ধি হয় না। অতএব জগতের অভাবই সিদ্ধ হইল (ইহাই শূন্যবাদ। এই মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন)। না, তাহা নহে, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—'মৃত্যুর দ্বারা ইহা আবৃত ছিল।' যদি আবরণকারী এবং আবরণের বিষয়—কিছুই না থাকিত, তবে শ্রুতি এরূপ বলিবেন কেন? অতএব শ্রুতিপ্রমাণে জানা যাইতেছে যে, সে অবস্থার কারণ (যাহা আবৃত করিয়াছিল) এবং কার্য (যাহা আবৃত হইয়াছিল), এ উভয়ই বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, সে অবস্থায় জগৎ বীজাবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন ছিল—বৃক্ষ যেমন অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে বীজে বিলীন থাকে।'

এই বিলীন অবস্থাই উপনিষদের 'অব্যাকৃত'। ঐ অব্যাকৃত সম্পর্কে আর যা বক্তব্য আছে, আগামী অধ্যায়ে বলিব।

সপ্তম অধ্যায়

কারণার্ণব

ঋগ্বেদের ঋষি সৃষ্টি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥—১০।১২১।৯

অর্থাৎ, 'যিনি পৃথিবীর জনক, যিনি স্বর্গের জনক, যিনি উজ্জ্বল বৃহৎ 'অপ্' সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সত্যধর্মা পুরুষের উদ্দেশ্যে আমরা হবিঃ অর্পণ করি।'

অথর্ববেদেও আমরা এই অপ্-এর কথা শুনিতে পাই।

যঃ শ্রমাৎ তপসো জাতো লোকান্ সর্বান্ সমানশে। * *
মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে, তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।

—অথর্ব, ১০।৭।৩৬,৩৮

'In তপস্ the first-born স্কম্ভ was rocked on the surface of the primeval waters'.

বাইবেলেও আমরা শুনি, 'Holy Ghost moving on the face of the Waters.'

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া ভগবান্ মনু (১।৮) বলিতেছেন—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ।

'প্রজাপতি নিজ শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া অভিধ্যান পূর্বক আদিতে 'অপ্' সৃষ্টি করিলেন।'

এই অপ্‌ই কারণার্ণব,* সাংখ্যদিগের মূল-প্রকৃতি, জগতের অমূল মূল, অব্যক্ত কারণ, নির্বিশেষ উপাদান। অন্যত্র ঋগ্বেদ এই কারণার্ণবকে 'অপ্রকেতং সলিলম্' বলিয়াছেন—

তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্—১০।১২৯।৩

---

*Sea of cosmic matter.

অর্থাৎ, 'আদিতে তমঃ তমসের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, এ সমস্তেই অ-প্রকেত সলিল (অর্থাৎ, নির্বিশেষ কারণার্ণব) ছিল।' অন্যত্র ঋগ্বেদ এই কারণার্ণবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে।

যদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী-অপ্রথেতাং ॥—১০।৮২।১

অর্থাৎ, আদিতে ঐ ঘৃতে (primeval slime-এ) দ্যাবা-পৃথিবী লুক্কায়িত ছিল।

এমন কি দেবতারাও ঐ সলিলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলেন—

যদ্ দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত—ঋগ্বেদ, ১০।৭২।৬

উপনিষদেও মূল-প্রকৃতির একটী সুপরিচিত নাম 'অপ্'।

অথৈতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরং। * * যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপঃ

—বৃহ, ১।৫।১৩

'অপ্ এই প্রাণের শরীর। যেমন প্রাণ, তেমন অপ্।'

এখানে অপ্ = প্রকৃতি (matter) এবং প্রাণ = পুরুষ (force)।

ঐতরেয় বলেন—

স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। অম্ভো মরীচীর্মরমাপঃ * * অধস্তাৎ তা আপঃ—ঐত, ১।১।২

'তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন, অম্ভঃ, মরীচি (অন্তরিক্ষ), মর (পৃথিবী) ও অপ্। অপ্‌ই সকলের অধে (মূলে)।'*

পুনশ্চ—তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ, ৪

'মাতরিশ্বা (প্রাণ) তাঁহাতে অপ্ নিহিত করেন।'

আপো বৈ খলু মে হ্যসৌ অয়ং তে লোকঃ—কৌষী, ১।৬

---

* ইহার সহিত ঋগ্বেদের পূর্বোদ্ধৃত ১০।৮২।১ মন্ত্র তুলনীয়—'The creator having first fastened the extreme ends out of the waters, spread out দ্যাবা পৃথিবী between them.

'অপ্ আমার (ব্রহ্মার) লোক। উহাই তোমার লোক।'

অদ্ভ্যঃ পূর্বম্ অজায়ত—কঠ, ২।১।৬

'অপের পূর্বে তিনি (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছিলেন।'

যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্

—নারায়ণ, ১।৪

'যাঁহা হইতে জগতের প্রসূতি প্রসূত হইয়াছেন; যিনি তোয়ের সহিত জীবকে ভূমিতে বপন করিয়াছেন।'*

তোয়=অপ্=কারণার্ণব। সমস্ত জগৎ যে মূল-প্রকৃতি অপেরই বিকার, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ স্পষ্ট বাক্যে ইহার উপদেশ করিয়াছেন—

আপো বা অন্নাৎ ভূয়ঃ। * * আপ এব ইমা মূর্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্ দ্যৌঃ যৎ পর্বতা যদ্ দেবমনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণ-বনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গপিপীলকম্ আপ এব ইমা মূর্তাঃ

—ছা, ৭।১০।১

'অন্ন হইতে অপ্ শ্রেষ্ঠ। এ সমস্তই ঘনীভূত অপ্। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, পর্বত, দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা সমস্তই মূর্ত অপ্।'

এ অপের আদি অন্ত নাই, এ কারণার্ণবের কূল কিনারা নাই; সেই জন্য উপনিষদ্ স্থানে স্থানে ইহাকে অ-দিতি নাম দিয়াছেন।

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী—কঠ, ২।১।৭

'অদিতি প্রাণের সহিত দেবতাদিগের সঙ্গে সম্ভূত হইলেন।'

আমরা দেখিয়াছি, অন্যত্র উপনিষদে এই অপ্‌কে রয়ি বা অন্ন বলা হইয়াছে।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ * * স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি

—প্রশ্ন, ১।৪

* He has sown by water the germ of life on the earth. c. f. —তাসু বীজম্ অবাসৃজৎ—মনু, ১।৮

এতাবদ্ বা ইদং সর্বম্ অন্নং চৈব অন্নাদশ্চ—বৃ, ১।৪।৬
‘অন্ন ও অন্নাদ্—এই উভয় এ সমস্ত।’
অন্ন = অপ্, অন্নাদ = প্রাণ।
তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে—মুণ্ড, ১।১।৮
‘তপের দ্বারা ব্রহ্ম স্ফীত হন, তাহা হইতে ‘অন্ন’ উৎপন্ন হয়।’
অতএব সৃষ্টি-নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্ক এই অপ্-সৃষ্টি।

অষ্টম অধ্যায়

অনুপ্রবেশ

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বিশ্বের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

স তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্বম্ অসৃজত—যদ্ ইদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ। তদ্ অনুপ্রবিশ্য সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ—২।৬

'তিনি তপঃ তপিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। অনুপ্রবেশ করিয়া 'সৎ' ও 'ত্যৎ' হইলেন।'

পরমাত্মা জড় সৃষ্টি করিলেন। ঐ সৃষ্ট জড়ের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ রহিল ? ঋষি বলিলেন—জড় সৃষ্টি করিয়া তিনি জীবরূপে তাহাতে অনু-প্রবিষ্ট হইলেন।

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য—ছান্দোগ্য, ৬।৩।২

এই অনুপ্রবেশের শিক্ষা বেশ সুপ্রাচীন। অধ্যাপক ডয়সন বলিতেছেন—

The traditional doctrine of the Rig Veda, according to which the First Principle creates the material universe and then as first-born enters into it.—Deussen, p. 184.

ঋগ্‌বেদের বিখ্যাত পুরুষ-সূক্ত পাঠকের স্মরণে আসিবে—

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা—১০।৯০।১

অথর্ব বেদে (১০।৭।৩৬) ইহার প্রতিধ্বনি আছে। 'From শ্রম and তপঃ the first-born স্কম্ভ arose and permeated the universe'। পুনশ্চ—স্কম্ভ 'entered into the universe with a part of himself' (অথর্ব, ১০।৭।৭,৮)। গীতাও এ ভাবে বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ—১০।৪২

এই মর্মে নারায়ণ উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

যেনাবৃতং খং চ দিবং মহীঞ্চ * * বিবেশ ভূতানি চরাচরাণি—১।৩-৪

অর্থাৎ, 'তিনি চরাচর বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।'

এইরূপে জড়ে জীব অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে জড় আর জড় রহিল না—জড় চিতের অনুপ্রবেশে চিন্ময় হইল। জড় ও জীব—সৎ ও ত্যৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ এই দ্বৈত লইয়াই সৃষ্টি। অদ্বৈত ব্রহ্ম এই দ্বৈতে সংভিন্ন হইলে, তবেই সৃষ্টি হয়।

যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া—স্কন্দপুরাণ, উৎকল, ২।২৯

'ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইলে তাঁহার প্রকৃতি পরা ও অপরা—এই দ্বিধা সংভিন্ন হয়।' অপরা প্রকৃতি—জড়, পরা প্রকৃতি—জীব। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

—গীতা, ৭।৪-৫

অর্থাৎ, 'আমার দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি—জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।'

ঐ পরা ও অপরা প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন :—

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়—৭।৬

'সমস্ত ভূত এই উভয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন।'

অপরা প্রকৃতি বা জড়—ক্ষর, পরা প্রকৃতি বা জীব—অক্ষর।

ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানৌ ঈশতে দেব একঃ—শ্বেত, ১।১০

স ঈশ্বরঃ ক্ষরাত্মানৌ প্রধান-পুরুষৌ ঈশত ঈষ্টে দেব একঃ চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা—শঙ্কর

'এক অদ্বিতীয় দেব (পরমাত্মা), ক্ষর ও অক্ষর (জড় ও জীব)—উভয়কেই শাসন করেন।'

এই জড় ও জীব পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ—শ্বেত, ১।৮

'এই ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ) পবস্পর সংযুক্ত।'

যেখানেই জড়, সেখানেই জীব; যেখানেই জীব, সেখানেই জড়। কারণ, জড় সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মা জীবরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন।

স এব ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে—বৃহ, ১।৪।৭

'তিনি জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নখাগ্র পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলেন—ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে প্রবিষ্ট হয়, অগ্নি যেমন অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়।'

সোত্মানমভিধ্যাত্বা বহ্বীঃ প্রজা অসৃজত। তা অশ্মেব অপ্রবুদ্ধা অপ্রাণাঃ স্থাণুরিব তিষ্ঠমানা অপশ্যৎ স নারমত। সোহমন্যত এতাসাং প্রতিবোধনায় অভ্যন্তরং বিবিশামি। স বায়ুরিব আত্মানং কৃত্বা অভ্যন্তরং প্রাবিশৎ—মৈত্রায়ণী, ২।৬

'তিনি আত্মাকে অভিধ্যান করিয়া বহু প্রজা সৃষ্টি করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহারা পাষাণের মত জড়, অপ্রাণ, স্থাণুর মত রহিয়াছে। তিনি প্রীত হইলেন না। তিনি মনে করিলেন—ইহাদের প্রতিবোধনের জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। তিনি আপনাকে বায়ুর ন্যায় করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।'

এ সকলের সার সংগ্রহ করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন :—

অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ—(৩।২।৩৭ সূত্র)। অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম সর্বগত'—শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

জগতের মধ্যে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বৈদিক সাহিত্যের অন্যত্রও উপদিষ্ট দেখা যায়।

'Brahman, after having created the three worlds with that which lies above and beyond them, himself entered 'into the half beyond."—শতপথ, ১১।২।৩

প্রজাপতির্বাব তৎ। আত্মনা আত্মানং বিধায়। তদেবানুপ্রাবিশৎ ইতি—তৈত্তি আরণ্যক, ১।২৩

অর্থাৎ, 'প্রজাপতি আপনা দ্বারা আপনাকে বিধান করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।'

বিধায় লোকান্বিধায় ভূতানি বিধায় সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ। প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য। আত্মনা আত্মানমভিসংবিবেশতি।

অর্থাৎ, 'প্রজাপতি (যিনি ঋতের আদি-জাত সন্তান) লোক সকল ও ভূত সকল এবং দিক্ ও বিদিক্ সকল সৃষ্টি করিয়া আপনাকে আপনি তন্মধ্যে প্রবেশ করাইলেন।'

জগতের মধ্যে পরমাত্মার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করিয়া ঋগ্‌বেদের ঋষি রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন :—

রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ

—১০।১২৯।৫

অর্থাৎ, 'স্বধা (মূল প্রকৃতির) অভ্যন্তরে পরম পুরুষ বীজের আধান করিয়াছিলেন—তাহা হইতেই সৃষ্টি।' অন্যত্র ঋগ্‌বেদ বলিয়াছেন :—

কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যংত বিশ্বে।

তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছংত বিশ্বে॥

—১০।৮২।৫,৬

অর্থাৎ, 'অপ্ (মূল প্রকৃতি) প্রথমতঃ কি গর্ভ ধারণ করিয়াছিল? সমস্ত দেবগণ যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।'

বলা বাহুল্য যে, এখানে ঋষি প্রকৃতিতে পুরুষের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করিতেছেন।

ইহার সহিত গীতার নিম্নোক্ত বাক্য তুলনীয়।

সর্ব-যোনিষু কৌন্তেয়! মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম-মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥—১৪।৪

ভগবান্ বলিতেছেন—

'জগতে যাহা কিছু মূর্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, মহৎ-ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাহার যোনি এবং আমি তাহার বীজপ্রদ (রেতোধাঃ) পিতা।'

মনুসংহিতার ঋষি বলিয়াছেন ঃ—

অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজম্ অবাসৃজৎ—১।৮

'(মহেশ্বর) আদিতে অপ্ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ আধান করিলেন', অর্থাৎ জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিলেন।

জড় জীবের ক্ষেত্র, জীব জড়ের ক্ষেত্রজ্ঞ। জড় অন্ন, জীব অত্তা বা অন্নাদ; জড় রয়ি, জীব প্রাণ; জড় স্বধা, জীব প্রয়তি; জড় অপ্, জীব মাতরিশ্বা; জড় তমঃ, জীব অক্ষর; জড় অদিতি, জীব প্রত্যগাত্মা।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ * * স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি। এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি—প্রশ্ন, ১।৪

'প্রজাপতি প্রজা কামনা করিয়া 'রয়ি ও প্রাণ' এই যুগ্ম উৎপাদন করিলেন; ইহারাই আমার নিমিত্ত বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।'

এতাবদ্ বা ইদং সর্বম্। অন্নং চৈব অন্নাদশ্চ—বৃহ, ১।৪।৬

'ইহাই এই সমস্ত—অন্ন ও অন্নাদ।'

ব্রহ্ম বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন—তিনি যেন হারাইয়া গেলেন—

সলিলের মধ্যে লবণখণ্ড গলিয়া হারাইয়া যায়, যেন সেইরূপ হারাইয়া গেলেন। তং ন পশ্যন্তি (বৃহ, ১।৪।৭)।*

স যথা সৈন্ধব-খিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেব অনুবিলীয়েত, ন হাস্য উদ্‌গ্রহণায় ইব স্যাৎ—বৃহ, ২।৪।১২

ছান্দোগ্যেও আমরা এই দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাই—

লবণম্ এতদ্ উদকে অবধায় অথ মা প্রাতঃ উপসীদথা ইতি * * যদ্ দোষা লবণম্ উদকে অবাধা অঙ্গ তদ্ আহর ইতি। তদ্ হ অবমৃশ্য ন বিবেদ। * * অত্র বাব কিল সৎ সোম্য! ন নিভালয়সে অত্রৈব কিলেতি —ছা, ৬।১৩।১-২

পিতার আদেশে পুত্র রাত্রিতে যে লবণ জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, প্রাতে তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। পুত্রকে তখন পিতা বলিলেন—যে লবণ তুমি খুঁজিয়া পাইলে না, তাহা ঐ জলের মধ্যেই আছে। বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মও ঐরূপ।

ইহা লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ অন্যত্র বলিয়াছেন—ঘৃতম্ ইব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্ (ব্রহ্মবিন্দু, ৪।৫)—দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, বিশ্বের মধ্যে ব্রহ্ম নিগূঢ় হইয়া বসতি করেন। সেই ঋগ্‌বেদের প্রাচীন বাণী—যাহাতে বিশ্বকর্মাকে 'প্রথমচ্ছদ্' (১০।৮১।১) বলা হইয়াছে। প্রথমচ্ছদ্ কি ?

মুখ্যং নিষ্প্রপঞ্চং পারমার্থিকং রূপম্ আবৃণ্বন্—সায়ণ

—বিশ্বকর্মা 'when he entered into the lower world was veiling his original nature'.

ঋষিরা যদি এই অবধি বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে তাঁহাদের উপদেশ অসম্পূর্ণ হইত—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'Pantheism' বলেন, তাঁহাদের

---

* ইহার সহিত সুফিদিগের নিম্নোক্ত কবিতাটি তুলনীয় :—

Whose secret presence, thro' creation's veins
Running quicksilver-like, eludes your pains.

শিক্ষা তাহারই অনুরূপ হইত। দুগ্ধ যেমন দধিরূপে বিকৃত হয়, মেঘ যেমন বৃষ্টিতে পরিণত হয়, ব্রহ্ম কি তেমনি জগদ্‌রূপে হারাইয়া গেলেন? দধি হইলে আর দুগ্ধ থাকে না। বৃষ্টি হইলে আর মেঘ থাকে না—সেইরূপ বিশ্ব সৃষ্ট হইবার পর কি আর ব্রহ্ম থাকেন না? তিনি কি সৃষ্টিতে নিঃশেষ হইয়া যান?

উপনিষদের ঋষিরা মুক্ত কণ্ঠে বলেন—কখনই না—ব্রহ্ম জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও জগতের মধ্যে হারাইয়া যান না। তিনি বিশ্বানুগ (immanent) হইলেও বিশ্বাতিগ (transcendant) থাকেন। কারণ, উপনিষদ্ স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম জগতের অন্তরে আছেন, আবার জগতের বাহিরেও আছেন।

তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ—ঈশ, ৫

ভূতেষু চরতি প্রবিষ্টঃ। স ভূতানামধিপতির্বভূব। ইত্যসৌ আত্মা অন্তর্বহিশ্চ অন্তর্বহিশ্চ—মৈত্রী, ৫।২

'তিনি ভূতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ভূতের অধিপতি হইলেন। সেই পরমাত্মা ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে।'

মুণ্ডকও ব্রহ্মকে 'স বাহ্যাভ্যন্তরঃ' বলিয়াছেন (২।১।২)। কঠ উপনিষদ্‌ও চার চার বার বলিতেছেন—রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ (২।২।৯-১০)।

নারায়ণ-উপনিষদ্‌ও এই ভাবে বলিয়াছেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং
দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং
ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥—১১।৫-৬ অনুবাক্

'বিশ্বে যে কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সে সকলের অন্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন,—এবং তিনি তাহার বাহিরেও আছেন।'

গীতাও বলিয়াছেন,—

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্—গীতা, ১৩।১৫

'ব্রহ্ম ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে।'

সেইজন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ জগতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বর্ণনা করিয়া একই নিশ্বাসে বলিতেছেন :—

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদ্ অনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ। নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চ অনিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ—তৈত্তি, ২।৬*

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বানুগ হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বাতিগ রহিলেন।'

সেইজন্য ঋগ্‌বেদের পুরুষ সূক্ত বলিয়াছেন :—

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্—১০।৯০।১

'ঈশ্বর সমস্ত ভূমি আবরণ করিয়াও দশ অঙ্গুলি অধিক হইলেন।'

এ কথাই অন্যভাবে পুরুষ সূক্ত আবার বলিতেছেন :—

এতাবান্ অস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥—১০।৯০।৩

'ইহার মহিত্ব এতদূর। কিন্তু পুরুষ (পরমেশ্বর) ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ। তাঁহার এক-চতুর্থাংশে সমস্ত বিশ্ব—আর তিন অংশ বিশ্বাতিগ, অমৃত।'

এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন—যদ্ বৈ তৎ ব্রহ্মেতি ইদং বাব তৎ—৩।১২।৭

এই কথাই শতপথ ব্রাহ্মণ আর্ষ ভাষায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্র আসীৎ। * * অথ ব্রহ্মৈব পরার্ধম্ অগচ্ছৎ।

---

* Brahman, in creating the universe, enters into it as Being, expressible, self-dependent, consciousness, reality; while it, in harmony with its own nature persists as the Opposite—inexpressible, independent, unconsciousness, unreality.—Deussen, p. 83.

তৎ পরার্ধং গত্বা ঐক্ষত—কথং নু ইমান্ লোকান্ প্রত্যবেয়াম্ ইতি। তদ্ দ্বাভ্যামেব প্রত্যবৈৎ—রূপেণ চৈব নাম্না চ। * * তে হৈতে ব্রহ্মণো মহতী যক্ষে—শতপথ, ১১।২।১-৪*

'ব্রহ্মই অগ্রে এ সমস্ত ছিলেন। তিনি ঊর্ধ্ব ও অধঃ লোক—নিজের দুইটি মহৎ যক্ষ—নাম ও রূপ দ্বারা সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং 'পরার্ধে' উত্থিত হইলেন।'

* Brahman, when creating the upper and the lower worlds * * 'revealed' Himself, and projected Himself into them by means of His two 'great appearances' (যক্ষ), that is to say by means of names and forms (নামরূপ)—but He Himself 'entered into the half beyond' (পরার্ধম অগচ্ছৎ).—Deussen, p. 75.

নবম অধ্যায়

ত্রিগুণ

জগতের নির্বিশেষ মূল-উপাদান যে 'অব্যাকৃত'—যাহাকে আমরা কারণার্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি—সাংখ্যেরা উহাকে মূল প্রকৃতি বলেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ—সাংখ্য সূত্র, ১৷৬১

প্রলয়ে এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় (equilibrium-এ) থাকে, সৃষ্টির সময়ে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। এ সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ কি?

মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ এ সম্বন্ধে সাংখ্যমতের অনুমোদন করিয়া বলিতেছেন—

তমো বা ইদমগ্র আসীদ্ একম্। তৎ পরে স্যাৎ। তৎপরেণ ঈরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ রূপং বৈ রজঃ। তদ্ রজঃ খলু ঈরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ বৈ সত্ত্বস্য রূপম্। তৎ সত্ত্বম্ এব ঈরিতং রসং সংপ্রাস্রবৎ—মৈত্র, ৫৷২

'আদিতে ইহা একমাত্র তমঃ ছিল। তাহা পরে (ঈশ্বরে) নিহিত ছিল। (ইহা প্রলয়ের অবস্থা)। সেই (সাম্যাবস্থাপন্ন) তমঃ ঈশ্বর কর্তৃক ঈরিত হইয়া বিষমত্ব প্রাপ্ত হইল। উহাই রজসের রূপ। সেই রজঃ ঈরিত হইয়া বিষমত্ব প্রাপ্ত হইল। উহাই সত্ত্বের রূপ। সেই সত্ত্ব ঈরিত হইয়া রসে পরিণত হইল।'

অন্যত্র মৈত্রায়ণী বলিতেছেন—

ভোক্তা পুরুষঃ, ভোজ্যা প্রকৃতিঃ তৎস্থো ভুঙ্‌ক্তে ইতি। প্রাকৃতম্ অন্নং ত্রিগুণভেদপরিণামত্বাৎ * * পুরুষোঽব্যক্তমুখেন ত্রিগুণং ভুঙ্‌ক্তা ইতি—৬৷১০

'পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য ; প্রকৃতিস্থ হইয়া পুরুষ প্রাকৃত অন্ন (যাহা ত্রিগুণের পরিণাম হইতে উৎপন্ন) ভোজন করেন। * * পুরুষ প্রকৃতির মুখে ত্রিগুণ ভোগ করেন।'

জীবের এই ভোগ লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন...

স বিশ্বরূপ স্ত্রিগুণ স্ত্রিবর্ত্মা—শ্বেত, ৫।৭

'তিনি বিশ্বরূপ ত্রিগুণী, ত্রিমার্গী।' বস্তুতঃ কিন্তু তিনি নির্গুণ।

সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—শ্বেত, ৬।১১

'তিনি সাক্ষীমাত্র, চিন্ময়, কেবল, নির্গুণ।'

জীব গুণের বশ, প্রকৃতির ভোক্তা। কিন্তু ভগবানের বশে ঐ প্রকৃতি ; তিনি গুণাতীত, তিনি গুণেশ।

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ গুণেশঃ—শ্বেত, ৬।১৬

সৃষ্টিমূলে যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, শ্বেতাশ্বতর অন্যত্র এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

অজাম্ একাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ—শ্বেত, ৪।৫

'প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা, প্রকৃতি সজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী।'

প্রকৃতিকে 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা' বলিলে কি বুঝিব ? লোহিত রজোগুণের বর্ণ, শুক্ল সত্ত্বগুণের বর্ণ এবং কৃষ্ণ তমোগুণের বর্ণ। প্রকৃতি যখন ত্রিগুণময়ী, তখন তাহাকে 'লোহিতশুক্লকৃষ্ণা' বলা অসঙ্গত নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য কিন্তু এই শ্লোকের ভাষ্যে 'লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অজা' অর্থে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি না বুঝিয়া ক্ষিতিঅপ্‌তেজঃ-লক্ষণা প্রকৃতি বুঝিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ—

ইদানীং তেজোঽপ্-অন্নলক্ষণাং প্রকৃতিং ছান্দোগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধাম্ অজারূপকল্পনয়া দর্শয়তি। অজামেকামিতি। অজাং প্রকৃতিং লোহিতশুক্ল-কৃষ্ণাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্ উৎপাদয়ন্তীং ধ্যান-

যোগানুগতদৃষ্টাং দেবাত্মশক্তিং বা, সরূপাঃ সমানাকারা অজো হ্যেকো বিজ্ঞানাত্মা অনাদিকামকর্মবিনাশিতঃ স্বয়মাত্মানং মন্যমানো জুষমাণঃ সেবমানোঽনুশেতে ভজতে। অন্য আচার্যোপদেশ-প্রকাশাবসাদিতাবিদ্যান্ধকারো জহাতি ত্যজতি।—শ্বেত, ৪।৫

'সম্প্রতি তেজঃ-অপ্-অন্ন-লক্ষণা ছান্দোগ্য উপনিষৎ-প্রসিদ্ধা প্রকৃতিকে অজা (ছাগী)-রূপে কল্পনা করিতেছেন। অজা প্রকৃতি—লোহিতশুক্লকৃষ্ণা, তেজঃ-অপ্-অন্ন-লক্ষণা, সরূপা অর্থাৎ, সমানাকারা বহু সন্ততির প্রসবিত্রী অথবা ধ্যানযোগ-উপলব্ধা ভগবানের আত্মশক্তি। এক অজ, বিজ্ঞানাত্মা অনাদিকামকর্মজড়িত আত্মবিস্মৃত (জীব) সেই অজাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাতে উপগত হয়, কিন্তু আচার্য-উপদেশের দ্বারা তাহার অবিদ্যারূপ অন্ধকার তিরোহিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে।'

পুরুষ মায়াবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিতে কিরূপে সংলিপ্ত হন, এ স্থলে তাহার বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীশঙ্করাচার্য লোহিতশুক্লকৃষ্ণা প্রকৃতির ব্যাখ্যান উপলক্ষে ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লেখ করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই 'লোহিত-শুক্লকৃষ্ণের' সহিত ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবৃৎকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেই জন্য সেই অংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

সৎ ত্বেব সোম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তদপোঽসৃজত।

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।

—ছা, ৬।২।২-৪

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যকরোৎ।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্‌ যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি।—ছা, ৬।৩।২-৪

যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ।

যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ।—ছান্দোগ্য, ৬।৪।১-৬

ইহার ভাবার্থ এইরূপ :—

'আদিতে কেবল একমেবাদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার 'ঈক্ষা' হইল, 'এক আমি বহু হইব। আমি প্রসূত হইব।' তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজঃ ঈক্ষা করিলেন,—'আমি বহু হইব, আমি প্রসূত হইব।' তিনি অপ্ সৃষ্টি করিলেন। সেই অপ্ ঈক্ষা করিল,—'আমরা বহু হইব, আমরা প্রসূত হইব।' তাহারা অন্ন সৃষ্টি করিল। সেই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষা করিলেন,—'আমি এই তিন দেবতাতে (তেজঃ, অপ্ ও অন্নে) জীবরূপ আত্মাদ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে প্রভিন্ন করি। ইহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি।' সেই পরমাত্মা সেই

তিন দেবতাকে এই জীবরূপ আত্মার দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে বিভিন্ন করিলেন। তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন। কিরূপে প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, তাহা অবগত হও।' ইহার পর উপনিষদ্ অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ—ইহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে তেজঃ, অপ্ ও অন্নের বিকার ও প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং তেজের রূপকে রোহিতরূপ, অপের রূপকে শুক্লরূপ এবং ক্ষিতির রূপকে কৃষ্ণরূপ বলিয়াছেন। পরে শ্রুতি এই উপদেশের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্বতন মহা-শ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ পণ্ডিতেরা সেই একমাত্র সতের বিজ্ঞান অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'অতঃপর আমাদিগকে কেহ কোন বিষয়ে অশ্রুত অমত বা অবিজ্ঞাত বলিতে পারিবে না।' কারণ, সতের এই ত্রিবৃৎ-বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের মূলীভূত।

এখানেও আমরা রোহিতশুক্লকৃষ্ণের উল্লেখ পাইলাম। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ছান্দোগ্যের তেজঃ, অপ্ ও অন্ন কি? আমরা দেখিলাম যে, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা এই তেজঃ, অপ্, অন্নকে সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। তাহার ফলে অব্যাকৃত নামরূপে ব্যাকৃত হইল এবং প্রত্যেক পদার্থেই এই তেজঃ, অপ্ ও অন্নের 'ত্রিবৃৎ' রূপ (লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ) বিদ্যমান রহিল। অতএব বোধ হয় যে, এই তেজঃ, অপ্, অন্নই সাংখ্যদিগের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎকরণ ঐ গুণত্রয়েরই সমবায়। কারণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রকৃতির পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন,—

তম্ একনেমিং ত্রিবৃতম্ * * বিশ্বরূপৈকপাশম্—১।৪
'সেই একনেমি (অখণ্ডমণ্ডলাকার) ত্রিবৃৎ বিশ্বরূপাকার রজ্জু।'

তেজঃ, অপ্ ও অন্ন যদি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এই তিন মহাভূত হইত, তাহা হইলে উপনিষদ্ তেজের পূর্বে আকাশ ও বায়ুর নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। কারণ উপনিষদ্ অন্যত্র পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১ এবং ঐতরেয় ৫।৩। সুতরাং ছান্দোগ্য

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ—মাত্র এই তিন ভূতের উল্লেখ করিয়াই নিবৃত্ত হইতেন না। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পৈঙ্গল উপনিষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। পৈঙ্গল উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, আদিতে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। তস্মিন্ * * লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা গুণময়ী গুণসাম্যা অনির্বাচ্যা মূলপ্রকৃতিরাসীৎ। * * সা পুনর্বিকৃতিং প্রাপ্য সত্ত্বোদ্রিক্তা অব্যক্তাখ্যা আবরণ-শক্তিরাসীৎ।—পৈঙ্গল, ১।৩-৪

'সেই ব্রহ্মে লোহিতশুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ, রজঃ সত্ত্ব তমোগুণময়ী মূল প্রকৃতি লীনা ছিল। সে অবস্থা গুণের সাম্যাবস্থা—অনির্বাচ্যা। সেই প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বোদ্রেকবশতঃ আবরণ শক্তি হইল। সে অবস্থার নাম 'অব্যক্ত'।'

এখানে ঋষি স্পষ্ট বলিলেন যে, ত্রিগুণময়ী যে মূল প্রকৃতি, যাহার বিকারে সমস্ত বিশ্ব—সেই প্রকৃতি 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। অতএব আমরা বলিতে চাই—শ্বেতাশ্বতরের লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অজা এবং ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎ-কৃত তেজঃ, অপ্ ও অন্ন—সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

এ মত যে ভিত্তিহীন নহে, ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদীয় অষ্টম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে ধৃত পূর্বপক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার উপলব্ধি হইবে। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং' এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে পূর্ব পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন :—

অত্র হি মন্ত্রে লোহিতশুক্লকৃষ্ণ-শব্দৈঃ রজঃ-সত্ত্ব-তমাংসি অভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ রঞ্জনাত্মকত্বাৎ। শুক্লং সত্ত্বং প্রকাশাত্মকত্বাৎ। কৃষ্ণং তমঃ আবরণাত্মকত্বাৎ। তেষাং সাম্যাবস্থা অবয়ব-ধর্মৈঃ ব্যপদিশ্যতে লোহিতশুক্ল-কৃষ্ণেতি। ন জায়তে ইতি চ অজা স্যাৎ মূলপ্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ ইতি অভ্যুপগমাৎ। * * * * সা চ বহ্বীঃ প্রজাঃ ত্রৈগুণ্যান্বিতা জনয়তি। তাং প্রকৃতিম্ অজঃ একঃ পুরুষো জুষমাণঃ প্রিয়মাণঃ সেবমানঃ বা অনুশেতে।

* * অন্যঃ পুনরজঃ পুরুষ উৎপন্নবিবেক-জ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃত-ভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানাম্ ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।

অর্থাৎ, ' 'অজামেকাং' ইত্যাদি মন্ত্রে কেহ কেহ লোহিতশুক্লকৃষ্ণ শব্দের দ্বারা রজঃ সত্ত্ব তমঃ—এই ত্রিগুণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। রঞ্জনাত্মক বলিয়া রজঃ লোহিত, প্রকাশাত্মক বলিয়া সত্ত্ব শুক্ল এবং আবরণাত্মক বলিয়া তমঃ কৃষ্ণ। তাহাদিগের সাম্যাবস্থাকে, অবয়ব-ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, লোহিতশুক্লকৃষ্ণা বলা হইয়াছে। যাহার জন্ম নাই, সে-ই অজা অর্থাৎ, অবিকৃতি মূল-প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিত বহু প্রজার জননী। সেই প্রকৃতিতে কোন পুরুষ (অবিদ্যামোহে) অনুরক্ত হইয়া উপগত হয়েন। অন্য পুরুষ (বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে) বিরক্ত হইয়া ভুক্ত-ভোগা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হন। অতএব সাংখ্যোক্ত 'প্রকৃতিকল্পনা শ্রুতিসিদ্ধ।'

এই পূর্ব পক্ষ উপস্থিত করিয়া শঙ্করাচার্য বলিতেছেন,—ন অনেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমত্ত্বং সাংখ্যবাদস্য শক্যম্ আশ্রয়িতুম্। * * * ন অস্মিন্ মন্ত্রে প্রধানমেব অজাভিপ্রেতা ইতি শক্যতে নিয়ন্তুম্।

অর্থাৎ, 'এই মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যমতের শ্রুতিমূলত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ এ মন্ত্রে যে অজা শব্দের দ্বারা প্রধান (প্রকৃতিকে) লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহার স্থিরতা কি ?' শঙ্করাচার্য যে পূর্ব পক্ষীর মত এইভাবে নিরাস করিবার চেষ্টা করিলেন, সেই পূর্ব পক্ষী অনায়াসে বলিতে পারেন যে, 'আপনি স্বয়ংই অজামেকাং ইত্যাদি মন্ত্রের ভাষ্যে অজা অর্থে প্রকৃতি স্থির করিয়াছেন।' —'অজাং 'প্রকৃতিং' লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং ইত্যাদি।'

অতএব লোহিতশুক্লকৃষ্ণ শব্দের দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—যদি আমরা এরূপ বলি, তবে তাহা অসঙ্গত বলা হয় না।

প্রকৃতিকে যে 'ত্রৈগুণ্য' বলা হয়—ইহা খুব সঙ্গত—কারণ, প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের ব্যতিরিক্ত কোন কিছু নহে—'Prakriti is the triad of the Gunas—it is a string of three strands'.*

গুণা এব প্রকৃতিশব্দবাচ্যাঃ, ন তু তদতিরিক্তা প্রকৃতিরস্তি

—২।১৮ সূত্রের যোগবার্তিক

বিজ্ঞানভিক্ষু ১।৬৯ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রাকৃতং তু গুণত্রয়ম্।
এতন্ময়ী চ প্রকৃতির্মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা।
লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণেতি তস্যাস্তাদৃগ্ বহু প্রজাঃ॥

'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম নহে। প্রকৃতি ঐ তিন গুণময়ী—লোহিতশুক্লকৃষ্ণা—যাহাকে বিষ্ণুমায়া বলে। উহার বহু প্রজা বা সন্ততি,—তাহারাও ঐরূপ, অর্থাৎ, গুণময়।'

প্রাচীন অথর্ববেদে প্রকৃতির নাম নাই, কিন্তু ঐ গুণত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে :—অসুং ত আয়ুঃ পুনরভিরামি, রজস্তমো মোপগা মা প্রমেষ্টাঃ—অষ্টম কাণ্ড, প্রথম অনুবাক্, দ্বিতীয় সূক্ত।

এ মন্ত্রের ভাষ্য এইরূপ—তদর্থং তে তব অসুং প্রাণং মৃত্যুনা অপহৃতম্ আয়ুশ্চ পুনঃ অভিরামি আহরামি। তং চ রজঃ রাগম্ অস্মাকম্ সত্ত্বগুণ-প্রতিবন্ধকং মোপগা মা প্রাপ্নুহি, এবং তমঃ আবরকং হিতাহিত-বিবেক-প্রতিরোধকং তম-আখ্যগুণম্ মোপগাঃ। ন কেবলং রজস্তমসোঃ অপ্রাপ্তিরেব প্রার্থ্যতে কিং তু মৃতিনিবারণমপি মা প্রমেষ্টা ইতি। হিংসাং চ হি মা প্রাপ্নুহি। মীঙ্ হিংসায়াম্।

এই অথর্ব মন্ত্রের ভাবানুবাদ এই :—'তোমার প্রাণ ও আয়ুকে (যাহা

* যাঁহার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে তিনি আমার 'সাংখ্যপরিচয়ে' 'ত্রৈগুণ্য' অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করিবেন।

মৃত্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে) পুনরায় আহরণ করি,—তুমি রজঃ ও তমঃকে (যাহা সত্ত্বগুণের প্রতিবন্ধক) প্রাপ্ত হইও না—অপিচ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না।' এই মন্ত্রে আমরা স্পষ্টতঃ সাংখ্যোক্ত রজঃ ও তমঃ গুণের উল্লেখ পাইলাম। অথর্ববেদের অন্যত্রও ত্রিগুণের উল্লেখ আছে—

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষম্ আত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

—১০।৮।৪৩

'দেহস্থ যে নবদ্বার পুণ্ডরীক—যাহা তিনগুণের দ্বারা আবৃত—সেই পুণ্ডরীকে যে 'যক্ষ' অধিষ্ঠিত আছেন, ব্রহ্মবেত্তারা তাঁহাকে জানেন।'

ঐ পুণ্ডরীকের কথা আমরা অন্যত্র সবিশেষ বলিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তৎপ্রসঙ্গে অথর্ববেদের ঋষি ত্রিগুণের উল্লেখ করিলেন।

দশম অধ্যায়

তত্ত্ব-সৃষ্টি

আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদের মতে আদিতে একমাত্র সৎই বিদ্যমান ছিলেন।

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া পৈঙ্গল উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

তৎ নিত্যমুক্তম্ অবিক্রিয়ং সত্যজ্ঞানানন্দং পরিপূর্ণং সনাতনম্ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—১।২

'সেই 'সৎ' কে—যিনি আদিতে বিদ্যমান ছিলেন? তিনি নিত্যমুক্ত, নির্বিকার, সচ্চিদানন্দ, পরিপূর্ণ, সনাতন, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।'

তিনি—স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগদ্ আবির্ভাবয়তি—পৈঙ্গল, ১।৪

'তিনি আপনাতে বিলীন সমস্ত জগৎ আবির্ভূত করান'—যে জগৎ সংকোচিত পটবৎ তাঁহাতে পরিস্থিত ছিল—তস্মিন্ এব অখিলং বিশ্বং সংকোচিত-পটবৎ বর্ত্ততে। কিরূপে?—মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া।

অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ—শ্বেত, ৪।৯

কারণ, আমরা জানি জগৎ-আবির্ভাবের পূর্বে নির্গুণ নির্বিশেষ নিরঞ্জন পরব্রহ্ম মায়া-উপাধিযুক্ত হয়েন। তখন তিনি হন মহেশ্বর। ইহাই সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত। এই মহেশ্বর হইতেই সৃষ্টি।

স স্বাধীনমায়ঃ সর্বজ্ঞঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাম্ আদিকর্তা জগদঙ্কুররূপো ভবতি

—পৈঙ্গল, ১।৪

'তিনি মায়াধীশ হইয়া সর্বজ্ঞরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আদিকর্তা জগৎ-যোনি হন।'

এইজন্য তাঁহাকে ভূতযোনি বলে।

তদব্যয়ম্ যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—মুণ্ডক, ১।১।৬

সেই একমেবাদ্বিতীয় মায়ী মহেশ্বরের যখন ইচ্ছা হইল, 'এক আমি বহু হইব'—

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়—ছা, ৬।২।৩

তখন—তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী—তৈত্তি, ২।১

তস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী—পৈঙ্গল, ১।৬

অর্থাৎ, 'সেই পরমাত্মা হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত আবির্ভূত হইল।'

এ আবির্ভাবের মূলে ব্রহ্ম।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তি, ৩।১

'তাহা হইতেই এ সমস্ত 'ভূত' জাত হয়।'

মহেশ্বর যে আকাশাদি মহাভূত সৃষ্টি করেন, তাহার নাম কারণসৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। স্থূল হইতে সূক্ষ্মতরের গণনা করিয়া আমরা পাঁচটী তত্ত্বের উল্লেখ পাইলাম। যথা—পৃথিবীতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব, তেজস্‌তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, ও আকাশতত্ত্ব। বস্তুতঃ কিন্তু আকাশের অপেক্ষাও দুইটী সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আছে। সাধারণতঃ উহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাদের নাম অনুপাদকতত্ত্ব ও আদিতত্ত্ব। সাংখ্য-পরিভাষায় উহাদিগের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যাচার্যেরা সৃষ্টির ক্রম এইরূপে নির্দেশ করেন। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র অথবা সূক্ষ্মভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি।* এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত বা তন্মাত্রের সাংখ্য

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২৮।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ তাঁহার ভাগবত গ্রন্থে (১১ পৃঃ) ব্রহ্মাণ্ডের একটী চিত্র প্রদর্শন করিয়া এ বিষয় বিশদ করিয়াছেন। ভাগবতের মতে ব্রহ্মাণ্ডের পর পর সাতটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আবরণ আছে। ইহারা আমাদের আলোচ্য সপ্ততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ ক্ষিতি; তাহার পরে, পর পর জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, ও মহত্তত্ত্ব।

পরিভাষায় নামান্তর শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র।

মহত্তত্ত্বকে কখনও কখনও সমষ্টিবুদ্ধি (cosmic ideation) বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, মহেশ্বর ঐ মহত্তত্ত্ব উপাধিতে উপহিত হইয়া স্বষ্টির অধ্যবসায় (নিশ্চয়, resolve) করেন। আমরা দেখিয়াছি, শ্রুতি 'স ঐক্ষত' (তিনি নিশ্চয় করিলেন) এই বাক্য দ্বারা ঐ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহতের পর অহঙ্কার,—অধ্যবসায়ের পর অভিমান, অভিমানই অহঙ্কারের লক্ষণ। 'একোঽহং বহুঃ স্যাম্' এই বাক্যে শ্রুতি মহেশ্বরের স্বষ্টি-অভিমানের অতি বিশদ নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব স্বষ্টির তিনটী মুহূর্ত—পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় যাহাকে moments বলে।

প্রথম মুহূর্তে পরব্রহ্ম মায়ায় উপহিত হইয়া মহেশ্বর হন। দ্বিতীয় মুহূর্তে মহেশ্বর মহত্তত্ত্ব উপাধি সংযুক্ত হইয়া ঈক্ষা বা অধ্যবসায় করেন। তখন তাঁহার নাম হয় হিরণ্যগর্ভ। এবং তৃতীয় মুহূর্তে তিনি অহঙ্কার সংযুক্ত হইয়া 'বহু স্যাম্' এই অভিমান স্বীকার করেন। তখন তাঁহার নাম হয় বিরাট্। অতঃপর যথাক্রমে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হয়।

পৈঙ্গল উপনিষদ্ প্রকারান্তরে এই তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। মায়াকে তিনি আবরণ শক্তি বলিয়াছেন এবং মহত্তত্ত্বকে বিক্ষেপশক্তি ও অহঙ্কারতত্ত্বকে স্থূলশক্তি বলিয়াছেন। মহত্তত্ত্বাধিষ্ঠিত হিরণ্যগর্ভে রজোগুণ প্রবল এবং অহঙ্কার-তত্ত্বাধিষ্ঠিত বিরাটপুরুষে তমোগুণ প্রবল।

এ বিষয় আমি আমার 'সাংখ্য পরিচয়' গ্রন্থের 'সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি' অধ্যায়ে বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পৈঙ্গল উপনিষদ্ যে ভাবে প্রলয়ের ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনিও এই সপ্ত তত্ত্বের পক্ষপাতী।

সর্বাণি ভৌতিকানি কারণে ভূতপঞ্চকে সংযোজ্য ভূমিং জলে জলং বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ বায়ুমাকাশে চাকাশমহঙ্কারে চাহঙ্কারং মহতি মহদ্ অব্যক্তেঽব্যক্তং পুরুষে ক্রমেণ বিলীয়তে।

—তৃতীয় অধ্যায়, ৬

ঈশাধিষ্ঠিতাবরণশক্তিতো রজোদ্রিক্তা মহদাখ্যা বিক্ষেপশক্তিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্তদ্ধিরণ্যগর্ভচৈতন্যমাসীৎ। স মহত্তত্ত্বাভিমানী স্পষ্টাস্পষ্টবপুর্ভবতি। হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিতবিক্ষেপশক্তিতস্তমোদ্রিক্তাহঙ্কারাভিধা স্থূলশক্তিরাসীৎ। তৎপ্রতিবিম্বিতং যত্তদ্বিরাট্চৈতন্যমাসীৎ। স তদভিমানী স্পষ্ট-বপুঃ সর্বস্থূলপালকো বিষ্ণুঃ প্রধানপুরুষো ভবতি। তস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।—পৈঙ্গল, ১ম অধ্যায়, ৫-৬

'ঈশ্বরাধিষ্ঠিত আবরণশক্তি হইতে রজোদ্রিক্ত মহদাখ্য বিক্ষেপশক্তি আবির্ভূত হয়। তাহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ। তিনি মহত্তত্ত্বাভিমানী স্পষ্ট অথচ অস্পষ্টবপু। হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিত বিক্ষেপ শক্তি হইতে তমোদ্রিক্ত অহংকারাখ্য স্থূলশক্তি আবির্ভূত হয়। তাহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বিরাট্। তদভিমানী সর্ব স্থূলপালক প্রধান পুরুষ বিষ্ণু স্পষ্টবপু। সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ আবির্ভূত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়।'

ইহারা তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত।

এই পঞ্চভূতের আমরা উপনিষদের অন্যত্রও উল্লেখ পাই :—

আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিঃ আপঃ পৃথিবী—প্রশ্ন, ২।২

পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশম্—আত্মা, ২

পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ—বৃহ, ৪।৪।৫

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী—মুণ্ডক, ২।১।৩

'তাঁহা হইতে প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী আবির্ভূত হয়।'

স প্রাণমসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ
—প্রশ্ন, ৬।৪

'তিনি প্রাণ সৃষ্ট করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ।' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ও পঞ্চভূতের উল্লেখ করিয়াছেন :—

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিখলে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে—২।১২

তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্—৬।২

মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মরূপ বৃক্ষের শাখা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, উদক ও ভূমি :—

ঊর্ধ্বমূলং ত্রিপাৎ ব্রহ্ম শাখা আকাশবায়্বগ্ন্যুদকভূম্যাদয় একঃ

অশ্বত্থনাম—৬।৪

ঐতরেয় উপনিষদেও এই পঞ্চভূতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষি—ঐত, ৫।৩

বৃহদারণ্যকেও কয়েক স্থলে পৃথিবী, অপ্, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।*

এই পঞ্চভূতের গুণ যথাক্রমে আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, অপের রস এবং ক্ষিতির গন্ধ। অতএব তাহারা গুণময়। ব্রহ্ম কিন্তু নির্গুণ। সেইজন্য কঠ উপনিষদ্ তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন :—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ—১।৩।১৫

এই পঞ্চভূত অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র পঞ্চীকৃত হইলে সূক্ষ্মভূত স্থূলভূতে পরিণত হয়। সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র এবং স্থূল ভূতের প্রভেদ উপনিষদ্ অনেক স্থলে নির্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চতন্মাত্রা ভূতশব্দেন উচ্যন্তে অথ পঞ্চ মহাভূতানি ভূতশব্দেন উচ্যন্তে —মৈত্র, ৩।২

ভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রানি পঞ্চ মহাভূতানি—মহোপনিষদ্, ১।৫

তন্মাত্রাণি সদস্যাঃ মহাভূতানি প্রযাজাঃ—প্রাণাগ্নিহোত্র, ৪

* এ প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক, ২।১।৫-৮, ২।৫।১-৪ এবং ৩।৭।৩-৫, ৭ ও ১২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

এই সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূতের প্রভেদ প্রশ্ন উপনিষদ্ বিস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :—

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চ আপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ—প্রশ্ন, ৪।৮

সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র কিরূপে পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলভূত উৎপন্ন করে, তাহার বিবরণ আমরা পৈঙ্গল উপনিষদ্ হইতে প্রাপ্ত হই :—

তানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি ত্রিগুণানি ভবন্তি। স্রষ্টুকামো জগদ্যোনিস্তমো-গুণমধিষ্ঠায় সূক্ষ্মতন্মাত্রাণি ভূতানি স্থূলীকর্তুং সোঽকাময়ত। সৃষ্টেঃ পরিমিতানি ভূতান্যেকমেকং দ্বিধা বিধায় পুনশ্চতুর্ধা কৃত্বা স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ পঞ্চ পঞ্চধা সংযোজ্য পঞ্চীকৃতভূতৈরনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি তৎ-তৎ-অণ্ডোচিত-চতুর্দশ-ভুবনানি তৎ-তৎ-ভুবনোচিত-গোলক-স্থূল-শরীরাণি অসৃজৎ—১।৬-৭

অর্থাৎ, 'ঐ যে পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত—উহারা প্রত্যেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণান্বিত। মহেশ্বর সৃষ্টিকাম হইয়া, তমোগুণ আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্ম তন্মাত্রকে স্থূল করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সৃষ্টির পরিমিত সূক্ষ্ম ভূত সকলের প্রত্যেককে প্রথমতঃ দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। পরে সেই দ্বিধা-বিভক্ত একাংশ এবং অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ সংযোজিত করিয়া পঞ্চীকৃত বা স্থূলভূত সৃষ্টি করিলেন এবং তদ্দ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চতুর্দশ লোক এবং প্রত্যেক লোকের উপযোগী গোলক ও স্থূল শরীরাদি নির্মাণ করিলেন।'

শ্রীশঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'পঞ্চীকরণ' গ্রন্থে পঞ্চীকরণের কথা এই ভাবে বিবৃত হইয়াছে—

মহাভূতানাম্ একৈকং দ্বিধা বিভজ্য চতুর্ধা কৃত্বা সার্ধভাগং বিহায়, ইতরেষু পঞ্চধা পঞ্চীকৃতেষু পঞ্চীকরণং ভবতি।

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য-স্বামী বলিয়াছেন—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর-দ্বিতীয়াংশৈঃ যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥—১।২৭

পঞ্চীকরণ-বার্তিকে সুরেশ্বরাচার্য বিষয়টি আর একটু বিশদ করিয়াছেন—

পৃথিব্যাদীনি ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্ দ্বিধা।
একৈকং ভাগমাদায় চতুর্ধা বিভজেৎ পুনঃ॥
একৈকং ভাগম্ একস্মিন্ ভূতে সংবেশয়েৎ ক্রমাৎ।
ততশ্চাকাশভূতস্য ভাগাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি॥
বায়্বাদি ভাগাশ্চত্বারো বায়্বাদিষ্বেবম্ আদিশেৎ।
পঞ্চীকরণম্ এতৎ স্যাৎ ইত্যাহু স্তত্ত্ববেদিনঃ॥

অতএব এ মতে পঞ্চীকৃত (গৌণ) ভূতসৃষ্টি এইরূপ দাঁড়াইল। গৌণ আকাশ = ১/২ মুখ্য আকাশ + ১/৮ মুখ্য বায়ু + ১/৮ মুখ্য অগ্নি + ১/৮ মুখ্য অপ্ + ১/৮ মুখ্য ক্ষিতি। গৌণ বায়ু = ১/২ মুখ্য বায়ু + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ। গৌণ অগ্নি = ১/২ মুখ্য অগ্নি + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ। গৌণ জল = ১/২ মুখ্য জল + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ এবং গৌণ ক্ষিতি = ১/২ মুখ্য ক্ষিতি + অন্য ৪ মুখ্য মহাভূতের ১/৮ করিয়া অংশ।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক স্থূল ভূতে অপর চারি ভূতের অংশ সংমিশ্রিত আছে। তথাপি বিশিষ্টত্ব লক্ষ্য করিয়া স্থূল আকাশ প্রভৃতিকে আকাশাদি নামেই অভিহিত করা হয়। এ সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্র এই :—

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ—২।৪।২২

বিশেষস্য ভাবো বৈশেষ্যং ভূয়স্ত্বম্ ইতি যাবৎ—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, স্থূল আকাশে অন্য চারি ভূতের উপস্থিতি সত্ত্বেও আকাশের ভাগ অধিক বলিয়া স্থূল আকাশকে আকাশ বলা হয়।

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবৃৎ-করণের উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে ঋষি তেজঃ, অপ্ ও অন্ন—এই তিনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৎ তেজঃ অসৃজত। তৎ

তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তদ্ অপঃ অসৃজত। ** তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি ইতি তা অন্নম্ অসৃজন্ত। ** সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহম্ ইমাঃ তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণি ইতি ** তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ—ছান্দোগ্য, ৬।২।৩-৪,৬।৩।২-৪

অর্থাৎ, তেজঃ অপ্ অন্ন প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ হইল। তেজঃ-অপ্-অন্ন-অর্থে আমরা ত্রিগুণ বুঝিয়াছি। যদি এই তিনের দ্বারা ক্ষিতি অপ্ ও তেজঃ—এই তিন সূক্ষ্ম ভূত লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে এ ত্রিবৃৎ-করণ পঞ্চীকরণেরই নামান্তর।* কেবল ঋষি এখানে পঞ্চভূতের উল্লেখ না করিয়া তিনটি মাত্র ভূতের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপনিষদের অন্যত্রও তিনটি মাত্র ভূতের উল্লেখ আছে—যেমন বৃহদারণ্যক, ১।২।২—

তদ্ যদ্ অপাং শর (সারাংশঃ) আসীৎ, তৎ সমহন্যত (সংঘাতম্ আপদ্যত)। সা পৃথিবী অভবৎ। তস্যাম্ অশ্রাম্যৎ (শ্রমযুক্তো বভূব)। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজোরসঃ (তেজ এব রসঃ) নিরবর্ততাগ্নিঃ।

এখানে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ—মাত্র এই তিন ভূতের গণনা হইল—যেমন প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রে—'আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতম্।'

সে যাহা হউক, যে জগতের সহিত আমরা পরিচিত, তাহা ঐ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের দ্বারাই গঠিত। সেইজন্য তাহার নাম 'প্রপঞ্চ'।

এই পঞ্চভূতের স্বরূপ কি?

অনেকে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ ভূতের—ক্ষিতি অর্থে মাটি (Earth) বুঝেন। তাঁহাদের নিকট অপ্-এর অর্থ জল (water), তেজঃ-এর অর্থ অগ্নি (fire), মরুৎ-এর অর্থ বায়ু (air), এবং ব্যোম-

* অধ্যাপক ডয়সন এই ত্রিবৃৎ-করণ এই ভাবেই বুঝিয়াছেন—He alloyed each of them with constituent parts of the other three.—Philosophy of the Upanishads, p. 192.

এর অর্থ শূন্য (vacuum)। শাস্ত্রীয় ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতির যদি এই অর্থ হয়, তবে এ মত সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে জানিয়াছি যে—মাটি, জল, বায়ু কেহই মূল ভূত (Element) নয়, ইহারা সকলেই যৌগিক পদার্থ (Compounds)। অতএব জগতের মূল উপাদান নির্ধারণে তাহাদের প্রসঙ্গই উঠে না।

বাস্তবিক কিন্তু ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূতের ঐ অর্থ নহে। গর্ভোপনিষদ্ বলিয়াছেন :—তত্র যৎ কঠিনম্ সা পৃথিবী, যৎ দ্রবম্ তদ্ আপো, যৎ উষ্ণং তৎ তেজঃ, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যাহা কিছু কঠিন (solid) তাহাই ক্ষিতি, যাহা দ্রব (liquid) তাহাই অপ্ এবং যাহা উষ্ণ (gaseous) তাহাই তেজঃ।

সকলেই জানেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে ম্যাটার (matter)-এর তিনটি অবস্থা বা states—solid, liquid ও gaseous—কঠিন, দ্রব ও বাষ্পীয়। দেখা যায়, একই পদার্থ অবস্থা ভেদে কখনও কঠিন, কখনও দ্রব, কখনও বাষ্পীয় আকার ধারণ করে—যেমন জল বরফের অবস্থায় কঠিন (solid), তরল অবস্থায় দ্রব (liquid) এবং বাষ্পের (steam-এর) অবস্থায় বাষ্পীয় (gaseous)। এইরূপে গন্ধক—কঠিন, দ্রব ও বাষ্পীয় এই তিন আকারই ধারণ করিতে পারে।* একই পদার্থের ঐ অবস্থার তারতম্য তাপের তারতম্য সাপেক্ষ। এমন কি, অধুনা বিজ্ঞানশালায় হাইড্রোজেনের মত গ্যাসকেও তরল ও কঠিন অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। ঐরূপ করিবার প্রণালী আর কিছুই নয়—কেবল কৌশলে হাইড্রোজেনের তাপ হরণ করা। অতএব আর্য ঋষিরা গ্যাসকে যে 'তেজঃ' আখ্যা দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নয়।

* এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক Dolbear তাঁহার Matter, Ether & Motion গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—It will be shown how all substances may assume either of these conditions (solid, liquid or gaseous), inasmuch as it is temperature that determines whether a given substance be a solid, a liquid or a gas.—P. 6.

তবেই দেখা গেল, শাস্ত্রীয় ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের solid, liquid ও gaseous ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু মরুৎ ও ব্যোম—এই দুইটি কি ?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনেক দিন পর্যন্ত জড় বিজ্ঞানের solid, liquid and gaseous এই তিন অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা জানিতেন না। ক্রমশঃ তাঁহারা ইথার (Ether) নামক একটি পদার্থ মানিতে বাধ্য হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ইথারকে Hypothetical Ether বলিতেন। কারণ, ইথারের মত কোন একটা কিছু না মানিলে অতি দূরস্থ সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক সঞ্চরণ, বা শূন্যের মধ্য দিয়া তাড়িতের গমনাগমন সিদ্ধ করা যায় না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহারা ইথারকে একটি সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন—যদিও তাহার সংস্থান ও গঠন সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতর্ক চলিতে লাগিল।*

কিন্তু ইথার যে ম্যাটার, উহা যে বস্তুতঃ জড়ের চতুর্থ অবস্থামাত্র—তাহা প্রথমতঃ তাঁহারা ধারণা করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার উন্নতির সহিত বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, কঠিন, দ্রব ও বাষ্পীয় অবস্থার উপরেও জড়ের আর একটি অবস্থা আছে এবং সেই অবস্থাই ইথার—ঋষিদিগের মরুৎ। সেইজন্য লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা এখন জড়ের গুরু (ponderable) ও অগুরু (imponderable) এই দ্বিবিধ অবস্থার স্বীকার করিতেছে ন Solid, liquid ও gaseous—ইহাদিগের গুরুত্ব বা ভার (weight) আছে, তাহারা ponderable matter এবং Ether—ইহার ভার নাই, ইহা imponderable matter.†

* Quite within recent memory the Ether was still referred to as the hypothetical medium in which light travelled. For the last fifty years or more, Science dropped the use of the adjective, but framed various conjectures concerning the constitution of the Ether.

† Lord Kelvin, British Association Meeting-এ (August, 1901)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মরুৎ কাল্পনিক পদার্থ নহে, ইহা জড়ের ইথারীয় অবস্থা (Etheric State)।

প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, ইথার একটি নির্বিশেষ (homogeneous) পদার্থ। কিন্তু এখন ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যাহাকে বিজ্ঞান ইথার বলেন, তাহা সূক্ষ্মতর পদার্থের 'সংহননে' রচিত। জড়ের ঐ সূক্ষ্মতর অবস্থাকে কেহ কেহ 'Ether-on' বা 'Super-Ether' নাম দিয়াছেন।

'The Russian chemist (Mendeleyev) frankly treats the electron as an atom of ether, regarding ether as in the nature of an ultra-rarified gas, *distinctly molecular in its composition*, and exhibiting the optical characteristics, with which we are familiar by reason of molecular vibrations.'

মার্কিন মুলুকের স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডাঃ ফেসেন্‌ডেনের মুখেও ঐরূপ কথাই শুনা গিয়াছে—

Dr. R. A. Fessenden, one of the most eminent American physicists, shews that the so-called ether is a composite body, having a structure with elastic properties.*

ইথার যে ইথারোনের বিকার, এই ইথারোনই আমাদের ব্যোম।†

এইরূপ বলিলেন—"He had now become convinced that there did exist matter which was not subject to Newton's Law of Gravitation. This matter was not molar, as ponderable matter was, and was what was generally called Ether.

"We distinguish ponderable matter which has weight and imponderable matter which cannot be weighed. This matter is generally termed ether. * * The Ether fills the space of the Universe, certainly as far as the most distant visible stars."—Dr. Landor's Human Physiology.

* Echoes of Science in the Globe Newspaper of December 7th, 1901.

† এ সম্পর্কে 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'বেদান্ত ও বিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনা আছে। এখানে মাত্র ইঙ্গিত করিলাম।

ঐ Etheron—ম্যাটারের ether অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অবস্থা। ঐ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকপ্রবর হিসেন্‌বর্গের (Heisenberg) উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—

The result of Heisenberg's work is fully confirmed by the new 'Wave-mechanics or Quantum-mechanics' as developed by Schrodinger de Broglie and others, which based on waves or ripples, not in the ether, (the seat of light-waves etc) but in a *sub-ether* in which are vibrations one million times faster than those of light. * * * The inter-action of these waves in the *sub-ether* causes beats or splashes in the familiar ether of science and these beats are the electrons and atoms of matter, which affect our gross consciousness, the waves of the sub-ether being too rapid to affect the physical consciousness.*

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বস্তুতঃ জড়ের তিন অবস্থা নহে; পাঁচ অবস্থা—solid, liquid, gaseous, Ether ও Ether-on। ইহাই আমাদিগের ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম।

স্থূল ভূতের উপাদানে কিরূপে লোক সৃষ্টি ও দেহ সৃষ্টি হয়, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

---

* The Nature of the Physical World, pp, 211 and 215.

একাদশ অধ্যায়

লোক-সৃষ্টি

আমরা দেখিয়াছি, নির্গুণ পরব্রহ্ম মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ মহেশ্বর হইলে তাঁহাতে সিসৃক্ষার (সৃষ্টির ইচ্ছার) উদয় হয়। তখন তাঁহা হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই তত্ত্বসৃষ্টির কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর লোক-সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ প্রসঙ্গে ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত—ঐত, ১।১-২

'অগ্রে অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বে এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তিনি ঈক্ষা (সঙ্কল্প) করিলেন, 'আমি লোক সৃষ্টি করিব'। তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন।' কি কি লোক সৃষ্টি করিলেন ?—অম্ভো মরীচীর্মরমাপঃ।

অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ—ঐত, ১।২

অম্ভঃ-শব্দ-বাচ্যো লোকঃ পরেণ দিবং দ্যুলোকাৎ পরেণ পরস্তাৎ * * দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্তস্য অম্ভসো লোকস্য। দ্যুলোকাদ্ অধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ তৎ মরীচয়ঃ। * * পৃথিবী মরঃ ম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ভূতানি ইতি। যা অধস্তাৎ পৃথিব্যাঃ তা আপ উচ্যন্তে—শঙ্করভাষ্য

'অম্ভঃ, মরীচি, মর ও অপ্।'

অপ্ আমাদিগের সুপরিচিত কারণার্ণব—জড় জগতের নির্বিশেষ

উপাদান—সাংখ্যদিগের প্রধান বা মূল-প্রকৃতি। অপ্ কোন লোক-বিশেষ নহে—উহা সমস্ত লোকের উপাদানভূত মূল ভূত।

ঐতরেয় উপনিষদের উপদেশে আমরা জানিলাম যে, নিম্নে মরলোক (পৃথিবী), মধ্যে মরীচি (অন্তরিক্ষ লোক), উর্ধ্বে দিব্ বা দ্যুলোক (স্বর্গ), এবং তাহার পারে অন্তঃ। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌঃ—ইহা আমাদিগের সুপরিচিত ত্রিলোক, যাহাদিগের প্রচলিত সংজ্ঞা—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ।

পৃথিবী অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ—তৈত্তি, ১।৬

উপনিষদের বহুস্থানে এই তিন লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম—

ভূমিম্ অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ—বৃহ, ৫।১৪।১

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি —বৃহ, ১।৫।১৬

পুনশ্চ—যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকম্ এব তাভির্জয়তি। যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকম্ এব তাভির্জয়তি, যা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকম্ এব তাভির্জয়তি—৩।১।৮

—প্রজাপতিঃ * * তাম্ (ত্রয়ী-বিদ্যাম্) অভ্যতপৎ। তস্যা অভিতপ্তায়া এতানি অক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্তঃ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।২

'প্রজাপতি ত্রয়ীবিদ্যাকে অভিতপ্ত করিলেন। অভিতপ্ত ত্রয়ীবিদ্যা হইতে এই তিন অক্ষর প্রাদুর্ভূত হইল—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ।'

প্রজাপতিঃ লোকান্ অভ্যতপৎ। তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ। অগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাৎ আদিত্যং দিবঃ—ছান্দোগ্য, ৪।১৭।১

(প্রাবৃহৎ = উদ্ধৃতবান্ জগ্রাহ ইত্যর্থঃ—শঙ্কর)

'প্রজাপতি লোকসমূহকে অভিতপ্ত করিলেন। অভিতপ্ত লোক হইতে তিনি রস উদ্ধার করিলেন—পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যৌ হইতে আদিত্য।'

যদ্ উর্ধ্বং গার্গি ! দিবো যদ্ অবাক্ পৃথিব্যা যদ্ অন্তরা দ্যাবা-পৃথিবী ইমে—বৃহ, ৩।৮।৪

'হে গার্গি ! যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে, যাহা পৃথিবী (ভূলোকের) অধে, যাহা দ্যাবা পৃথিবী (অন্তরিক্ষ) লোকের মধ্যে।'

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে

—প্রশ্ন, ৫।৭

'ঋকের দ্বারা এই (পৃথিবী) লোক, যজুঃর দ্বারা অন্তরিক্ষ লোক এবং সামের দ্বারা কবিগণ-বেদ্য (উর্ধ্ব) লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক—ইহাদিগের পারে ঐতরেয় উপনিষদ্ অম্ভঃ লোকের উল্লেখ করিলেন। কোথা সে অম্ভঃলোক ? 'পরেণ দিবম্'—দ্যুলোকের পরপারে। অর্থাৎ, ভূ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকীর উর্ধ্বতন যে লোক, তাহার সাধারণ নাম অম্ভঃ। সম্ভবতঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ 'মহঃ' শব্দ দ্বারা এই উর্ধ্বতন অম্ভঃ লোককেই লক্ষ্য করিয়াছেন :-

ভূঃ ইত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবঃ ইতি বায়ৌ। সুবরিত্যাদিত্যে। মহঃ ইতি ব্রহ্মণি—১।৫

এখানে আমরা ভূ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকের উর্ধ্বে—'মহঃ' এই নামধেয় 'ব্রহ্ম'লোকের উল্লেখ পাইলাম। অম্ভঃ শব্দের ন্যায় সম্ভবতঃ এই 'মহঃ' শব্দও উর্ধ্বতন লোকের সাধারণ নামরূপে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের অন্যত্র আমরা সপ্তলোকের স্পষ্ট উল্লেখ পাই :—

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণাঃ—মুণ্ডক, ২।১।৮

'এই সপ্তলোক যাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়।'

যস্যাগ্নিহোত্রম্ অদর্শম্ অপৌর্ণমাসম্ * *

আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি—মুণ্ডক, ১।২।৩

'যাহার অগ্নিহোত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস রহিত, তাহার সপ্তম অবধি লোক বিনষ্ট হয়।'

এই সপ্তলোক কি কি? প্রথমতঃ আমাদিগের পরিচিত ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক এবং তাহার ঊর্ধ্বে মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক। এই সপ্তলোকের নামনির্দেশ আমরা উপনিষদ্ ও আরণ্যকের স্থানে স্থানে শুনিতে পাই।

ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবোলোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জগৎ॥
জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ॥--নাদবিন্দু, ৩-৪

ওঁ গায়ত্রীং আবাহয়ামি ইতি॥

ওঁ ভূঃ। ওঁ ভুবঃ। ওঁ সুবঃ। ওঁ মহঃ। ওঁ জনঃ। ওঁ তপঃ। ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ সুবরোম্ ইতি॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ সুবর্মহর্জনস্তপঃ সত্যং তদ্ব্রহ্ম—তৈত্তি-আরণ্যক, ১০।২৬-২৮

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং নিত্যমধীতে স ভূর্লোকং জয়তি স ভুবর্লোকং জয়তি স স্বর্লোকং জয়তি স মহর্লোকং জয়তি স জনোলোকং জয়তি স তপোলোকং জয়তি স সত্যলোকং জয়তি স সর্বলোকং জয়তি স সর্বলোকং জয়তি।*—নৃসিংহপূর্বতাপনী, ৫।৪

'তাঁহার পাদদেশে ভূর্লোক, জানুতে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিতে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক এবং ললাটমধ্যে সত্যলোক অবস্থিত।'—নাদবিন্দু

---

* আরুণেয় উপনিষদে সপ্ত পাতালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি আরুণিকে উপদেশ দিতেছেন:—

ভূর্লোকভুবর্লোকস্বর্লোকমহর্লোকজনলোকতপোলোকসত্যলোকং চ অতলপাতালবিতলসুতল-রসাতলমহাতলতলাতলং ব্রহ্মাণ্ডং চ বিসর্জয়েৎ।

এই অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, ও তলাতল সম্ভবতঃ ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সপ্তলোকেরই প্রতিবিম্ব। কোন কোন মতে ইহারা পৃথিবীলোকের সপ্ত স্তর।

'গায়ত্রীকে আবাহন করি, ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্য। সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদিগের ধীকে প্রেরণা করেন। অপ্, জ্যোতিঃ, রস, অমৃত ব্রহ্ম। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—সেই ব্রহ্ম।'—তৈত্তি-আরণ্যক

'যিনি এই নারসিংহ আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি ভূলোক জয় করেন, ভুবর্লোক জয় করেন, স্বর্লোক জয় করেন, মহর্লোক জয় করেন, জনঃ লোক জয় করেন, তপঃ লোক জয় করেন, সত্যলোক জয় করেন, তিনি সমস্ত লোক জয় করেন।'—নৃসিংহ পূর্বতাঃ

এইরূপে আমরা ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সপ্তলোকের উল্লেখ পাইলাম। কোথাও কোথাও (যেমন বৃহদারণ্যকের গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে) এই সপ্তলোকের বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও লোক-সমূহের সপ্ত সংখ্যাই যে উপনিষদের অভিপ্রেত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বৃহদারণ্যকের নির্দেশ এইরূপ :—

ইদং সর্বং অপ্‌সু ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি। কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খলু গন্ধর্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খলু নক্ষত্র-লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি—বৃহ, ৩৬।১

'এই সমস্ত অপে ওতপ্রোত রহিয়াছে। অপ্ বায়ুতে, বায়ু অন্তরিক্ষ-

লোকে, অন্তরিক্ষলোক গন্ধর্বলোকে, গন্ধর্বলোক আদিত্যলোকে, আদিত্য-লোক চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকে, নক্ষত্রলোক দেবলোকে, দেবলোক ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকে এবং প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোত রহিয়াছে।'*

সপ্তলোক বলিতে আমরা কি বুঝিব? লোক বলিতে ভুবন—জীবের লীলাক্ষেত্র। যেমন এই ভূলোক (পৃথিবী) স্থূল ক্ষিতি উপাদানে গঠিত জীবের আবাস-ভূমি, তাহার লীলা-ভুবন; সেইরূপ ভুবঃ প্রভৃতি অন্যান্য লোক—প্রত্যেকেই জীবের ক্ষেত্র, প্রত্যেকেই জড় উপাদানে গঠিত। উপাদানের সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে লোকের সূক্ষ্মতার তারতম্য। ভূলোক সর্বাপেক্ষা স্থূল; ভুবর্লোক তদপেক্ষা সূক্ষ্ম; ভুবর্লোকের অপেক্ষা স্বর্লোক সূক্ষ্ম; তাহার তুলনায় মহর্লোক সূক্ষ্মতর; আবার মহর্লোক অপেক্ষা যথাক্রমে জন, তপঃ ও সত্যলোক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সর্বোচ্চ লোক সত্যলোক সূক্ষ্মতম উপাদানে গঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা জড়, প্রাকৃতিক, প্রকৃতির বিকারে গঠিত।

আমরা তত্ত্বসৃষ্টির প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, সূক্ষ্মতম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থূলতর বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব হয়। সপ্তলোক যখন ভৌতিক উপাদানে গঠিত, তখন আমাদিগের জানা আবশ্যক, কোন্ ভূত কোন্ ভুবনের উপাদান। আমাদের পৃথিবী (ভূলোক) সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল; সেইজন্য ক্ষিতিতত্ত্ব ইহার উপাদান। ক্ষিতিতত্ত্বের বিকার দ্বারা এই ভূলোক গঠিত। এইরূপ অপ্ তত্ত্বের উপাদান দ্বারা ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষ নির্মিত। অগ্নি বা তেজস্তত্ত্বের উপাদানে স্বঃ বা দ্যুলোক নির্মিত এবং বায়ুতত্ত্বের বিকাশ দ্বারা মহর্লোক

---

* শঙ্করাচার্য বলেন, 'ব্রহ্মলোকা নাম অণ্ডারম্ভকানি ভূতানি'। অর্থাৎ, 'এস্থলে ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানভূত পঞ্চভূত।' তাহা যদি হইল, তবে সম্ভবতঃ উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক বাক্যোক্ত অন্য অন্য লোকশব্দও 'সপ্তলোক' বলিলে আমরা যে লোক বুঝি, সে লোকের সূচক নহে।

গঠিত। এই মহর্লোকের অপর নাম প্রজাপতিলোক—প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্। এই মহর্লোক নিম্নতর ত্রিলোকী ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এবং উর্ধ্বতর ত্রিলোকী জন, তপঃ, সত্য, এই উভয়ের মধ্যবর্তী। জন তপঃ সত্য, এই উর্ধ্বতর ত্রিলোকীর সাধারণ নাম ব্রহ্মলোক।

ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্

ব্যাসভাষ্যধৃত এই প্রাচীন শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহর্লোকের উপরিতন যে ত্রিভূমিক (three-levelled) লোক, তাহার নাম ব্রহ্মলোক। এই ভূমিত্রয় আমাদিগের পরিচিত জন, তপঃ ও সত্যলোক। ইহাদিগের সাধারণ উপাদান পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম ভূত আকাশ। সেজন্য এই লোক সূক্ষ্মতম লোক। কারণ, আকাশিক বিকারের তারতম্যে এই ব্রহ্মলোকরূপ ত্রিলোকী গঠিত হইয়াছে। স্বর্লোকের উপর ঐ প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ আমরা কৌষীতকী ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও প্রাপ্ত হই। কৌষীতকী বলেন—

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য স ইন্দ্রলোকম্ স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকম্ (আগচ্ছতি)—১।৩

বৃহদারণ্যকের উপদেশ এই :—

কস্মিন্ নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ ? ইন্দ্রলোকেষু। কস্মিন্ নু খলু ইন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ ? প্রজাপতিলোকেষু। কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ ? ব্রহ্মলোকেষু—বৃহ, ৩।৬।১

অর্থাৎ, দেবলোক ইন্দ্রলোকে ওতপ্রোত, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকে ওতপ্রোত এবং প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকে ওতপ্রোত। বৃহদারণ্যকের অন্যত্র উর্ধ্বতম ব্রহ্মলোকের ভূমানন্দ বর্ণন করিতে গিয়া ঋষি নিম্নতর আনন্দের পরিমাণ উপলক্ষে পর পর মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক (যাহা পিতৃলোকেরই ভূমিকাভেদ), দেবলোক, এবং ঐ প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। (বৃহ, ৪।৩।৩৩ দ্রষ্টব্য)

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, ঐ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য বস্তুতঃ উপনিষদের ঐ পঞ্চ লোক—অর্থাৎ মনুষ্য লোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক। ইহারাই থিয়সফির Five Planes—Physical Plane, Astral Plane, Devachanic Plane, Buddhic Plane and Nirvanic Plane. ব্রহ্মলোকের যেমন তিনটি স্তর—জন, তপঃ ও সত্য—দেবলোকেরও সেইরূপ দুইটি স্তর—রূপস্তর ও অরূপস্তর। অবশ্য রূপস্তর অপেক্ষা অরূপস্তর সূক্ষ্মতর উপাদানে গঠিত।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অনেক দিন এই Physical Plane বা মনুষ্য-লোকের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। সুখের বিষয় সম্প্রতি তিনটি লোকের কথা বলিতেছেন।

Man lives in three environments—the physical, the etherial and the met-etherial which is called the heaven world.

—Frederic Myers.

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই তিনটি environments (এদেশে environmentএর প্রাচীন নাম 'আবসথ'—তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ—ঐত, ৩।১২)—প্রাচ্য প্রজ্ঞানের সুপরিচিত ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ, অর্থাৎ, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। আশা করা যায়, কালে পাশ্চাত্যেরা তদুপরিতন প্রজাপতি-লোক ও ব্রহ্মলোকেরও সন্ধান পাইবেন।

লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রত্যেক লোকই প্রাকৃত, অর্থাৎ জড় উপাদানে গঠিত। These (five) planes are definite regions in nature, each having its own kind of matter.—Annie Besant.

আমরা তত্ত্বসৃষ্টির আলোচনায় পঞ্চতত্ত্বের কথা জানিয়াছি—ক্ষিতি তত্ত্ব, অপ্ তত্ত্ব, অগ্নি তত্ত্ব, বায়ু তত্ত্ব ও আকাশ তত্ত্ব। ইহারাই সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র। অর্থাৎ, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে অবতরণ করিলে—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র। ইহারা প্রত্যেকেই

অবিশেষ (homogeneous) ও অপঞ্চীকৃত। ঐ যে পঞ্চলোক, (Five planes)—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক—উহাদের প্রত্যেকে নিজস্ব উপাদানে নির্মিত। কোন্ লোকের কি উপাদান ? ক্ষিতি তত্ত্বের উপাদানে মনুষ্যলোক গঠিত, অপ্ তত্ত্বের উপাদানে পিতৃলোক গঠিত, অগ্নি তত্ত্বের উপাদানে দেবলোক গঠিত, বায়ু তত্ত্বের উপাদানে প্রজাপতিলোক গঠিত ; এবং আকাশ তত্ত্বের উপাদানে ব্রহ্মলোক গঠিত। অর্থাৎ, ঐ ঐ তন্মাত্র সেই সেই লোকের 'প্রোটাইল' স্থানীয়।

ঐ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য, এই সপ্তলোক মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ড। অথর্বশিরঃ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

যদা শেতে রুদ্রঃ তদা সংহার্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমস আপঃ * * মথ্যমানং ফেনো ভবতি। ফেনাৎ অণ্ডং ভবতি অণ্ডাৎ ব্রহ্মা—অথর্বশিরঃ, ৬

অর্থাৎ, 'প্রলয় নিদ্রার পর যখন ভগবান্ জাগরিত হন, তখন তাঁহা হইতে প্রথমতঃ তমঃ (মূল-প্রকৃতি) আবির্ভূত হয়। তমঃ হইতে অপের সৃষ্টি হয়। ইহাই আমাদিগের কারণার্ণব, নির্বিশেষ একীভূত মহাভূত (homogeneous cosmic matter)। ইহা ঘনীভূত হইলে ফেন হয়। ফেন হইতে ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়।'

এরূপ ব্রহ্মাণ্ড একটি নহে—অসংখ্য। এক একটি সৌরমণ্ডল এক একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই সপ্তলোকের সংস্থান। সূর্যমণ্ডলের পরিধির আকার অণ্ডের মত, সেইজন্য ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। ত্রিপাদ বিভূতি উপনিষদ্ বলিতেছেন—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি। চতুর্মুখপঞ্চমুখষন্মুখসপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধি-মুখান্তৈর্নারায়ণাংশৈ রজোগুণপ্রধানৈঃ একৈকসৃষ্টিকর্তৃভিঃ অধিষ্ঠিতানি

বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণপ্রধানৈঃ একৈকস্থিতিসংহার-কর্তৃভিঃ অধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘমৎস্যবুদ্বুদানন্তসংঘবৎ ভ্রমন্তি—ষষ্ঠ অধ্যায়

'এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে এইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিত্যাদির আবরণে আবৃত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ষণ্মুখ সপ্তমুখ অষ্টমুখ সংখ্যাক্রমে সহস্রমুখ পর্যন্ত নারায়ণের অংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ-প্রধানে বিভিন্ন হইয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কার্য সম্পন্ন করিতেছেন। মহাসমুদ্রে যেমন অনন্ত মৎস্যবুদ্বুদ ক্রীড়া করে, সেইরূপ বিশ্বের মহাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে।'

উপনিষদ্ ভিন্ন পুরাণাদিতেও এই বহু-ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥

—উৎপত্তিপ্রকরণ, ৪৪।২৯-৩০

একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥—ঐ, ৭৯।২

'যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনি পরমেশ্বরে বহু সৃষ্টি, অনিলে ধূলি-কণার ন্যায় আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। কোন এক 'অণু' আছেন, যাহার মধ্যে সাগরে বুদ্বুদের মত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতেছে।'

সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন—দেবী ভাগবত, ৯।৩।৭

'বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যায়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।'

লক্ষ্যন্তেহন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ—ভাগবত, ৩।১১।৪১

'বিশ্বের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি লক্ষিত হইতেছে।'

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) এখন যে উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ঋষিদিগের অনুমোদিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের

কথা আর কবি কল্পনা নহে। এমন দিন ছিল, যখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকেই সৃষ্টির কেন্দ্র মনে করিতেন এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারাকে নগণ্য মনুষ্য জাতিকে আলোক যোগাইবার বর্তিকা স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু, এখন এ ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কি ?

সিদ্ধান্ত এই যে, 'the earth is a mere point in the heavens', —পৃথিবী অনন্ত সৃষ্টি-সাগরের একটি বুদ্‌বুদ্‌ এবং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রাম্যমান একটি ক্ষুদ্র গোলক মাত্র ;—'an insignificant body in the solar system'. আর আমাদের সূর্য ? নভোমণ্ডলে বিলম্বিত অসংখ্য তারকারাজির মধ্যে একটি নাতিবৃহৎ তারা। বিজ্ঞান আরও বলেন, ঐ সকল তারা 'are really suns for other systems of worlds' (Draper, p. 243)। সৃষ্টিসাগরে ঐরূপ কত কোটি কোটি তারা-সূর্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে ! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার্ জেম্‌স্ জিন্‌সের গণনায় তারার মোট সংখ্যা দশ হাজার কোটির কম নহে। আমাদের সূর্য—যিনি 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' মূর্তিতে প্রতি প্রত্যূষে আমাদের দৃষ্টিগোচর হন, সেই সূর্য যে galaxyর অন্তর্গত, তাহাতেই নাকি তিন হাজার কোটি তারা আছে !

By extrapolating the results of actual counts of stars, Seares and Van Rhiju obtained a total of 30,000,000,000 stars in the galaxy.

স্যার আর্থার এডিংটনের (Sir Arthur Eddington-এর) গণনা আরও বিস্ময়াবহ। তিনি বলেন, আমাদের সূর্য যে Milky Way বা ছায়াপথের অন্তর্গত, উহা একটি galaxy বা বৃন্দক। সৃষ্টিতে এইরূপ এক লক্ষ মিলিয়ন অর্থাৎ, ১০০০০০০০০০০০ বৃন্দক (galaxy) বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেক বৃন্দকে এক লক্ষ কোটি তারা আছে।

কিন্তু, সমুদ্রে সৈকতকণার ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ড সংখ্যায় অনন্ত ও অগণ্য হইলেও, তাহারা সকলে মিলিয়া যে এক বিরাট বিশ্ব রচনা করিয়াছে—রোমানরা যাহাকে Universe বলিতেন—সে সম্পর্কে ঋষিদিগের শিক্ষা অতিশয় বিস্পষ্ট ও বিস্ময়কর, সেইজন্য বিশ্বেশ্বরকে তাঁহারা 'বিশ্বস্য সৎপতি' বলেন, এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয় উপলক্ষে সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বের কথাই উত্থাপন করেন।

অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্—মুণ্ডক, ১।১।৭

পুরুষ এবেদং বিশ্বম্—মুণ্ডক, ২।১।১০

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের মধ্যেই সপ্তলোকের সন্নিবেশ আছে এবং প্রত্যেকেই জীবের লীলাক্ষেত্র। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অণ্ডের তুলনা বিশদ করিবার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন :—

অসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ। তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত। তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্। তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী, যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌঃ, যৎ জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং স মেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্ বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ।—ছান্দোগ্য, ৩।১৯।১-২

'সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইল। তাহা সম্বৎসর পরে যেন দ্বিধা বিভিন্ন হইল—একার্ধ রজত, একার্ধ সুবর্ণ। রজতার্ধ আমাদের পৃথিবী লোক এবং সুবর্ণার্ধ ঊর্ধ্বলোক, ইত্যাদি।'

বলা বাহুল্য ইহা রূপক-বচন। আমাদিগের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যগত এই সপ্তলোক জীবের বিহরণ-ভূমি, তাহার লীলাক্ষেত্র। অতএব পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই জীব সৃষ্টি ও জীবের দেহ সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

দেহ-সৃষ্টি

আমরা দেখিয়াছি, আদিতে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কিছুই ছিল না।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ—ঐতরেয়, ১।১

সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীদ্—একমেবাদ্বিতীয়ম্

—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

উহা প্রলয়ের অবস্থা,—সে অবস্থায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া ছিল—

মহান্ অব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তং অক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে—তমঃ পরে দেবে একীভবতি। *

উভৌ এতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৪।৩৮

জড় ও জীব, প্রলয়ে উভয়েই ব্রহ্মে লীন হয়। বলা বাহুল্য লীন অর্থে লুপ্ত হওয়া নয়; প্রলয়ের সময় বিশ্ব ব্রহ্ম-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে—সাগরে বুদ্বুদের ন্যায়—

তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদ্বুদাঃ সাগরে যথা—চূলিকা, ১৭

প্রলয়ের ঐ একাকার অবস্থায় চিৎ ও জড়, প্রকৃতি ও পুরুষ, জীব ও জগৎ অব্যক্ত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করে।

প্রলয়ের অবসান-সময়ে ব্রহ্মের মধ্যে সিসৃক্ষা জাগিয়া উঠে। তখন তিনি 'ঈক্ষণ' করেন—'এক আমি বহু হইব—একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়'। তিনি প্রজাকাম হইলে কিরূপে তাঁহা হইতে রয়ি ও প্রাণের আবির্ভাব হয়, আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি,—এখানে তাহার

* গীতার ৭।৬ শ্লোকের রামানুজ ভাষ্যে ধৃত শ্রুতি।

পুনরুক্তি করিব না। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে ব্রহ্মে লীন জীবসমূহের পুনরুত্থানের কথা সবিশেষ বলিতে হইবে।

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে, লীনাশ্চা ব্যক্ততাং যযুঃ [ভাবাঃ=জীবাঃ]

—চূলিকা, ১৮

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—২।১।১

ভাবাঃ=জীবাঃ—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সজাতীয় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ ঐ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীব আবির্ভূত হয়।'

এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্তি এই :—

স যথা উর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেৎ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাৎ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃ, ২।১।২০

অর্থাৎ 'যেমন মাকড়সা জাল উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয়।'

উপনিষদ্ জীবকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ।

ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চ ইতরাণি চ—অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চ—ঐত, ৫।৩

'এই সকল ক্ষুদ্রমিশ্র ও অন্যান্য বীজ—উদ্ভিজ্জ (যেমন বৃক্ষলতাদি), স্বেদজ (যেমন কৃমিকীটাদি), অণ্ডজ (যেমন পক্ষীসরীসৃপাদি) এবং জরায়ুজ (যেমন পশু মনুষ্যাদি)।'

এই বিবিধ জীবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥—মুণ্ডক, ২।১।৭

অর্থাৎ, 'তাঁহা হইতে বহুবিধ দেব, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ব্রীহি, যব ইত্যাদি আবির্ভূত হয়।'

অতএব জীব বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না।

মুণ্ডক হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রে ব্রহ্ম-অগ্নি হইতে বিচ্ছুরিত বিস্ফুলিঙ্গ সমূহকে 'সরূপ' (সমান-রূপ) বলা হইল। কেন 'সরূপ' বলা হইল? যেহেতু—'The Sun Divine throws off spark-suns charged with all his attributes,'*—(sparks of Divinity to be fanned into flames through the great process of Evolution).

শ্রীশঙ্করাচার্যও এই মর্মে বলিয়াছেন—অগ্নের্হি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব।

সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, জলের সহিত বুদ্বুদের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সেই সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্মের অংশ—সেই চিৎসিন্ধুর বিন্দু—'a unit of the Divine consciousness'। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

বাদরায়ণেরও ঐ উপদেশ—

অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩

অংশ ও অংশীর তত্ত্বতঃ (essentially) কোন ভেদ নাই, থাকিতে পারে না; কারণ, উভয়ে 'সরূপ'। তাই বাইবেল বলেন—'God created man in His own image.'—Genesis, I-27.

অতএব জীব = ব্রহ্ম—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

---

* Dr. G. S. Arundale in 'Nirvana'.

The individual soul is in no respect different from Brahman; but is *very* Brahman, complete and entire.
—Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 245.

ব্রহ্ম = পরমাত্মা, জীব = প্রত্যগাত্মা; ব্রহ্ম = চিদাকাশ, জীব = চিন্মাত্র—পাশ্চাত্য দর্শনের monad। চিদাকাশ ও চিন্মাত্র অভিন্ন হইলেও কিন্তু উভয়ের মধ্যে ব্যাবহারিক ভেদ আছে। ঐ ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হয়?

ব্রহ্ম-বিন্দু, চিৎকণ, স্ফুলিঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মা (Monad), পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব বা ব্যাবহারিক ভেদ (phenomenal separation) সিদ্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া শরীর গ্রহণ করেন। ঐ শরীরই তাঁহার 'লিঙ্গ'।

মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—প্রশ্ন, ৩।৩

এইরূপে অংশ-জীব অংশী-ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হন এবং তাঁহার স-দেহত্ব সিদ্ধ হয়। সেইজন্য উপনিষদের স্থানে স্থানে তাঁহার নাম 'দেহী'।

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২
(দেহী = বিজ্ঞানাত্মা (Monad)—শঙ্কর)

আমরা পরে দেখিব, বিদেহ-কৈবল্যে ঐ দেহের বিলয় ঘটে—কিন্তু তদবধি তিনি 'দেহী'। অতএব ইহাই আদিম 'দেহ-সৃষ্টি'। এই দেহ-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই, শ্রীযুক্তা আনি বেসাণ্ট তাঁহার 'A Study in Consciousness'-গ্রন্থে মোন্যাড বা প্রত্যগাত্মার নিম্নরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—'A fragment of the Divine Life, separated off into an individual entity by the rarest film of matter.' এবং প্রত্যগাত্মার ঐ দেহের, ঐ 'rarest film of matter'-এর নাম দিয়াছেন 'Auric body'। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ ঐ দেহকে 'হৃত্যাকাশময় কোশ' বলিয়াছেন—

হৃত্যাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ম্—৬।২৭

এই কোশই জীবের পরম আলয়—চরমদেহ ; এবং জীবরূপী ব্রহ্মার আবাস বলিয়া ঐ সুসূক্ষ্ম কোশের নাম ব্রহ্মকোশ।

ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা * * এবং ব্রহ্মশালাং বিশেৎ। ততঃ চতুর্জালং ব্রহ্মকোশং প্রণুদেৎ। অতঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ * * স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি—মৈত্র, ৬।২৮

'ওঁকাররূপ নৌকায় অন্তর্হৃদয়াকাশের পারে উত্তীর্ণ হইয়া যোগী ব্রহ্মশালায় প্রবেশ করেন। পরে শুদ্ধ পূত শূন্য হইয়া ব্রহ্মকোশ ভেদ করিয়া স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন।'

বলা বাহুল্য ঐ ব্রহ্মকোশ-ভেদ বিদেহ-কৈবল্যের কথা।

ঐ ব্রহ্মকোশ-উপহিত ব্রহ্মই জীব।

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্—পঞ্চদশী, ৩।৪১

ঐ চরমালয় 'ব্রহ্মকোশ' ('rarest film of matter') কি উপাদানে গঠিত?

ঐ ব্রহ্ম-কোশ যখন শরীর—তখন অবশ্যই উহা জড় উপাদানে রচিত, কিন্তু সে উপাদান কি? সে উপাদান প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমের পরমাণু।*

ঐ কোশকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নীলতোয়দমধ্যস্থাৎ বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবার-শূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা॥—১১।১২

'ঐ কোশ অতি সূক্ষ্ম নবজাত ধান্যাগ্রের মত তনু এবং নীলঘনস্থ বিদ্যুৎ তুল্য ভাস্বর।'

---

* এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—This body (ব্রহ্ম-কোশ) is said to be composed of non-prakritic matter (অর্থাৎ পরব্যোম) which does not belong to our system at all—matter which has not been modified by the life of our Logos, but belongs to and forms part of the general store of Cosmic matter, a portion of which has been appropriated by our Logos for the purpose of our system. It is this 'auric body' which separates the *Jiva* into an individual.

উহাই বৃহদারণ্যকের 'অন্তর্হৃদয়াকাশ'—য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে (২।১।১৭)। উহাকেই উপনিষদ্ স্থানে স্থানে 'গুহা',* 'গহ্বর', 'হৃৎ', 'হৃদয়' বলিয়াছেন—

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্—কঠ, ২।১।৬
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্—মুণ্ডক, ২।১।১০
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্—মুণ্ডক, ৩।১।৭
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ, ১।২।১২
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্—কঠ, ১।২।২০

সেইজন্য ব্রহ্মকে বলা হয়—গুহাচরং নাম—মুণ্ডক, ২।২।১

কারণ, ৪।২২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যধৃত প্রাচীন বচনে আমরা জানি—'গুহা—যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।' পুনশ্চ—স বা এষ আত্মা হৃদি। তস্য এতদেব নিরুক্তং হৃদি অয়ম্ ইতি—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩

প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়—মুণ্ডক, ২।২।৭
যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭
মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ ভাঃ সত্যঃ তস্মিন্
অন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা—বৃহ, ৫।৬।১

ঐ পরব্যোমের পরমাণু নির্মিত হৃদ্যাকাশময় দেহের অণুত্বকে লক্ষ্য করিয়া এখানে ব্রীহি ও যবের উপমা প্রযুক্ত হইল। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্ বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্ বা—৩।১৪।৩

'অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সরিষার অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাকতণ্ডুলের অপেক্ষাও অণু।'

---

* উপনিষদের গুহা জার্মান মিষ্টিকের 'Gamut'.

এইরূপে তিনি 'অণোরণীয়ান্'। এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

বালাগ্র-শত-ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥—শ্বেত, ৫।৯

'একগাছি কেশকে শতধা বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে শতধা ছিন্ন করিলে যে পরিমাণ—অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মার সেই পরিমাণ।'

অন্যত্র—বালাগ্র-মাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বং দেবং জাতরূপং বরেণ্যম্
—অথর্বশিরঃ, ৫

সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'মহতো মহীয়ান্'—তিনি পৃথিবীর অপেক্ষা, অন্তরিক্ষের অপেক্ষা, দ্যুলোকের অপেক্ষা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপেক্ষা বৃহৎ।

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ—ছা, ৩।১৪।৩

কারণ এই প্রত্যগাত্মাই ত' পরমাত্মা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদের দহর-বিদ্যায় এই তত্ত্বকে সুবিশদ করা হইয়াছে।

যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ। তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্—৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে একটি পুন্দরীক-গৃহ (হৃৎপদ্ম) আছে। সেখানে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশের যাহা অন্তঃস্থিত, তাহারই অন্বেষণ করিতে হইবে।'

ঐ ব্রহ্মপুরে কি আছে?

ইদং ব্রহ্মপুরে সর্বং সমাহিতং সর্বানি চ ভূতানি সর্বে চ কামাঃ
—ছা, ৮।১।৪

'সেই ব্রহ্মপুরে এ সমস্তই আছে। সমস্ত ভূত, সমস্ত কাম প্রতিষ্ঠিত আছে।'

কিং তদ্ অত্র বিদ্যতে, যদ্ অন্বেষ্টব্যম্? 'সেখানে কি বস্তু আছে যাহা অন্বেষ্টব্য?' এই প্রশ্নের উত্তরে ছান্দোগ্য পুনশ্চ বলিতেছেন—এষ আত্মা

অপহত-পাপ্‌মা—সেখানে সেই অপাপ-বিদ্ধ অন্তরাত্মার স্থান—যিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। যাবান্‌ বা অয়ম্‌ আকাশঃ তাবান্‌ এষঃ অন্তর্হৃদয় আকাশঃ—সেই 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ' পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যেমন বৃহৎ, এই 'অণুরেব আত্মা', এই 'অণুভ্যোঽপি অণু' ক্ষুদ্র দহরাকাশও তেমনি বৃহৎ। কারণ,

উভে অস্মিন্‌ দ্যাবা-পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভৌ অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি, যৎ চাস্য ইহ অস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদ্‌ অস্মিন্‌ সমাহিতম্‌—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩

'উভয় দ্যৌ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রনিচয় —বিশ্বে যে কিছু আছে, যে কিছু নাই—সমস্তই উহার অন্তঃস্থিত।'

নারায়ণ উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং
যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্‌।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকঃ
তস্মিন্‌ যদ্‌ অন্তঃ তদুপাসিতব্যম্‌ ॥—১০।৭

'দেহরূপ পুর মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে। সেই পুণ্ডরীকের অন্তরাকাশে যে শোকহীন, পাপহীন গগন-সদৃশ পরম দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা কর।' 'উপাসনা কর'—কেননা ঐ অন্তরাত্মাই পরমাত্মা।

বৃহদারণ্যক এই কথা আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

সেই অন্তরাত্মা অর্থাৎ, অন্তর্হৃদয়স্থিত দেবতা—স এষ সর্বস্য ঈশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বম্‌ ইদম্‌ প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ (৫।৬।১)—'তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, যাহা কিছু আছে, সকলেরই শাসক।'

মাণ্ডুক্য উপনিষদে ইহারই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়—

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষঃ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য, প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌—৬

এখানে এষ=ঐ বিজ্ঞানাত্মা (monad)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দেহকে 'ব্রহ্মপুর' বলিলেন—তদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে। কেন? ব্রহ্ম দেহরূপ পুরে জীবরূপে বসতি করেন বলিয়া দেহ 'ব্রহ্মপুর'। অন্যত্র উপনিষদ্ বলিতেছেন—

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ—মুণ্ডক, ২।২।৭

ইহার শঙ্করভাষ্য এই :—

ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং তস্মিন্ যৎ ব্যোম তস্মিন্ ব্যোম্নি আকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইব উপলভ্যতে।

এজন্য মৈত্রেয়ী উপনিষদ্ দেহকে 'দেবালয়' বলিয়াছেন। কেন? যেহেতু দেহ সেই পরম দেবতার আলয় (Tabernacle)। *

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ—মৈত্রেয়ী, ২।১

জীবের চরম দেহ দহরকোশ বা Auric Body সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই বলিলাম। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, ঐ দহরকোশ পঞ্চভূতের উপরিতন পরব্যোম দ্বারা নির্মিত। ঐ দহরকোশ যাঁহার 'লিঙ্গ' (distinguishing mark), ঐ দেহ দ্বারা যিনি 'দেহী'—তিনি লোকোত্তর প্রত্যগাত্মা। তিনি স্ব স্ব রূপে প্রপঞ্চাতীত—'কেবলঃ শিবঃ'। স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রত্যগাত্মা দহরকোশ অঙ্গীকার করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব সাধন করেন বটে কিন্তু যদি তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিতে হয়, তবে তাঁহার পক্ষে অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ আবশ্যক। পঞ্চভূতের বিকারে গঠিত বিশ্বের নাম প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চাতীত প্রত্যগাত্মা কেবল যে বহির্মুখ হইয়া মাত্র নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করেন—তাহাই নয়, তিনি জীবাত্মা ও ভূতাত্মা-

* এ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ পাঠকের খৃষ্টীয় সাধু সেণ্ট পলের উদাত্ত বাণী স্মরণ হইবে। 'Know ye not that you are the tabernacles of God and the most high dwelleth in each of you?'

রূপে সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হন। কিরূপে ঐ ব্যাপার সংঘটিত হয়—সে অনেক কথা। এইবার আমরা তাহার যথা-সম্ভব আলোচনা করিব।

আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যগাত্মা দহরকোশ বা Auric Body অঙ্গীকার করিয়া দেহী হন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিবার জন্য (ইহারই ইংরাজি নাম Evolution) অপ্রপঞ্চ হইতে পঞ্চভূতের বিকারে গঠিত প্রপঞ্চে তাঁহাকে অবতরণ করিতে হয় এবং তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কি কি শক্তি ও কোন কোন লোক? প্রথম লোকের কথা বলি, তারপর শক্তির কথা বলিব,—লোকের ইংরাজি প্রতিশব্দ Plane। লোক বা Plane বলিলে কি বুঝি? লোক জীবের বিহরণ ভূমি, তাহার লীলাক্ষেত্র। আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদের মতে লোক পাঁচটি—প্রথম মনুষ্যলোক বা ভূঃ, দ্বিতীয় পিতৃলোক বা ভুবঃ, তৃতীয় দেবলোক বা স্বঃ, চতুর্থ প্রজাপতি-লোক বা মহঃ এবং পঞ্চম ব্রহ্মলোক (যাহার তিনটি ভূমি বা levels—জনঃ, তপঃ ও সত্য—ব্রাহ্মঃ ত্রিভূমিকো লোকঃ)। ঐ স্বর্লোকের আবার দুইটি স্তর বা levels আছে—রূপস্তর ও অ-রূপস্তর।

ঐ পঞ্চ লোক থিয়সফির পরিচিত Five Planes। মনুষ্যলোক থিয়সফির Physical Plane, পিতৃলোক থিয়সফির Astral Plane, দেবলোক থিয়সফির Devachanic Plane, প্রজাপতিলোক থিয়সফির Buddhic Plane এবং ব্রহ্মলোক থিয়সফির Nirvanic Plane। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ঐ পঞ্চ লোক (five planes), প্রত্যেকে নিজস্ব উপাদানে নির্মিত। কোন্ লোকের কি উপাদান? মনুষ্যলোকের উপাদান ক্ষিতিতত্ত্ব, পিতৃলোকের উপাদান অপ্‌তত্ত্ব, দেবলোকের উপাদান অগ্নিতত্ত্ব, প্রজাপতিলোকের উপাদান বায়ুতত্ত্ব এবং ব্রহ্মলোকের উপাদান ব্যোম বা আকাশতত্ত্ব। বলা বাহুল্য, উপাদানের তারতম্য অনুসারেই ঐ ঐ লোকের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা। মনুষ্যলোক সর্বাপেক্ষা স্থূল; পিতৃলোক

তদপেক্ষা সূক্ষ্ম; আবার পিতৃলোকের অপেক্ষা দেবলোক সূক্ষ্ম; তাহার তুলনায় প্রজাপতিলোক সূক্ষ্মতর; ব্রহ্মলোক কিন্তু সূক্ষ্মতম, সুসূক্ষ্ম।

সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার যখন পর পর উক্ত পাঁচটি লোকই লীলাক্ষেত্র, তখন তাঁহার ঐ ঐ লোকে বিহরণ-উপযোগী শরীর গ্রহণ আবশ্যক। কারণ, যে ভূমিতে যে যখন বিচরণ করিবে, তাহার উপযোগী যান বাহন নহিলে চলিবে কিরূপে? স্থলে চলিতে রথ হইলেই চলে কিন্তু জলে নৌকা চাই; আর আকাশে ভ্রমণ জন্য বেলুন বা ব্যোমযানের প্রয়োজন। এইজন্যই প্রত্যগাত্মাকে বহুবিধ শরীর রচনা করিতে হয়।

The soul of man has not one body, but many bodies.

—C. W. Leadbeater.

এই সব শরীরকে উপনিষদে 'কোশ' বলা হইয়াছে। কোশের মধ্যে যেমন অসি প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ দেহরূপ পুরের মধ্যে জীব প্রচ্ছন্ন থাকেন; সেইজন্য দেহের সার্থক নাম 'কোশ'।

কোশ কয়টি? তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা পুরুষের পর পর পাঁচটি কোশের উল্লেখ পাই—

অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।

তস্মাদ্ বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব।—তৈ, ২।১-৫

অর্থাৎ, 'অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়। অতএব এই পুরুষ অন্নরসময়।

এই অন্নরসময়ের অভ্যন্তরে অন্য প্রাণময় আত্মা আছে—যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি! সেই প্রাণময়ের অভ্যন্তরে অন্য মনোময় আত্মা আছে, যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি। সেই মনোময়ের অভ্যন্তরে অন্য বিজ্ঞানময় আত্মা আছে, যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি। সেই বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে অন্য আনন্দময় আত্মা আছে, যদ্দ্বারা ইহা পূর্ণ। সে আত্মা পুরুষাকৃতি।'

অতএব আমরা এখানে পর পর পাঁচটি কোশের উল্লেখ পাইলাম—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভৃগু-বারুণি সংবাদে পর পর ঐ পঞ্চতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। ভৃগু পিতা-বরুণকে উপদেশের জন্য উপসন্ন হইলে—অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি—বরুণ, অন্নং ব্রহ্মেতি, প্রাণো ব্রহ্মেতি, মনো ব্রহ্মেতি, বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি, আনন্দো ব্রহ্মেতি,—এইরূপ স্তরে স্তরে তাঁহার বুদ্ধিকে উত্তোলিত করিয়া উপদেশের সাফল্য বিধান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, যাঁহারা জড়বাদী (materialist) তাঁহাদের পক্ষে অন্ন বা Matter-ই ব্রহ্ম, যাঁহারা জীববাদী (vitalist) তাঁহাদের পক্ষে প্রাণ বা Life-ই ব্রহ্ম, যাঁহারা আত্মবাদী (psychologist) তাঁহাদের পক্ষে মনঃ বা Mind-ই ব্রহ্ম, যাঁহারা অধ্যাত্ম-বাদী (spiritualist) তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞান বা Wisdom-ই ব্রহ্ম এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদী (theist) তাঁহাদের পক্ষে আনন্দ বা Bliss-ই ব্রহ্ম। ঐ উপনিষদ্ ফলশ্রুতি-স্বরূপ অবসানে বলিতেছেন—

স য এবংবিৎ। অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য। এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপী অনুসঞ্চরন্ এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে—অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ ইত্যাদি—

অর্থাৎ, 'যিনি এই বারুণি বিদ্যা অবগত হ'ন, তিনি এই লোক হইতে

প্রয়াণ করিয়া, এই অন্নময় আত্মাকে, এই প্রাণময় আত্মাকে, এই মনোময় আত্মাকে, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে, এই আনন্দময় আত্মাকে অতিক্রম করিয়া, নিষ্কামভাবে এই সমস্ত লোক ও কাম উপভোগ করিয়া, এই সাম গান উচ্চারণ করতঃ, নিজেকে বিশ্বের সহিত অভিন্ন অনুভব করেন।'

মৈত্রী উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকেও এই পঞ্চ কোশের উল্লেখ আছে।

অতঃ অন্নম্ আত্মা ইত্যুপাসীত। * * প্রাণো বা অন্নস্য রসঃ মনঃ প্রাণস্য, বিজ্ঞানং মনসঃ আনন্দং বিজ্ঞানস্য ইতি অন্নবান্ প্রাণবান্ মনস্বান্ বিজ্ঞানবান্ আনন্দবান্ চ ভবতি যো হৈবং বেদ—মৈত্রী, ৬।১২-৩

পৈঙ্গল উপনিষদেও আমরা ঐ পঞ্চ কোশের উল্লেখ পাই।

অথ অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়াঃ পঞ্চ কোশাঃ—২।৪

ঐ ঐ কোশের পরিচয় দিয়া পৈঙ্গল বলিতেছেন—

অন্নরসেনৈব ভূত্বা অন্নরসেন অভিবৃদ্ধিং প্রাপ্য অন্নরসময়-পৃথিব্যাম্ যৎ বিলীয়তে সঃ অন্নময়-কোশঃ। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রাণাদি-পঞ্চকং প্রাণময়-কোশঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ মনো মনোময়-কোশঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ বুদ্ধিঃ বিজ্ঞানময়-কোশঃ। স্বরূপাজ্ঞানম্ আনন্দময়-কোশঃ।

কিন্তু তাহা হইলেও উপনিষদের দুই এক স্থলে আনন্দময় কোশের উপর আরও একটি কোশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম হিরণ্ময় কোশ—হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজম্ ব্রহ্ম নিষ্কলম্—মুণ্ডক, ২।২।৯

মৈত্রেয়ী উপনিষদেও আমরা ষট্ কোশের উল্লেখ পাই—

ষড়্‌বিকারবিহীনোঽস্মি ষট্-কোশরহিতোঽস্ম্যহম্—মৈত্রেয়ী, ৩।১৮

অতএব জীবের কোশ পাঁচটি নয়, ছয়টি—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময়। কোন্ কোশ কোন্ লোকে বিহরণের উপযোগী? অন্নময় কোশ বা physical body মনুষ্য লোক বা physical plane-এর উপযোগী; প্রাণময় কোশ বা astral body পিতৃলোক বা astral plane-এর উপযোগী, মনোময় কোশ বা mental body দেবলোক

বা mental plane-এর রূপভূমির উপযোগী, বিজ্ঞানময় কোশ বা causal body দেবলোক বা mental plane-এর অ-রূপভূমির উপযোগী, আনন্দময় কোশ বা bliss body প্রজাপতিলোক বা buddhic plane-এর উপযোগী এবং হিরণ্ময় কোশ বা spiritual body ব্রহ্মলোক বা nirvanic plane-এর উপযোগী। ঐ পঞ্চ লোকের উপযোগী জীবের পাঁচটি অবস্থাও আছে—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় ও নির্বাণ। এ সম্পর্কে আমরা জীবতত্ত্বে সবিশেষ আলোচনা করিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীব জাগ্রৎ অবস্থায় অন্নময় কোশের বাহনে মনুষ্যলোকে বিহরণ করে; স্বপ্নাবস্থায় প্রাণময় কোশের বাহনে পিতৃলোকে বিহরণ করে; স্বল্প-সুষুপ্ত অবস্থায় মনোময় কোশের বাহনে দেবলোকের রূপভূমিকায় বিহরণ করে,—গভীর-সুষুপ্ত অবস্থায় বিজ্ঞানময় কোশের বাহনে দেবলোকের অ-রূপভূমিকায় বিহরণ করে;—তুরীয়-অবস্থায় আনন্দময় কোশের বাহনে প্রজাপতিলোকে বিহরণ করে এবং তুরীয়াতীত নির্বাণ অবস্থায় হিরণ্ময় কোশের বাহনে ব্রহ্মলোকে বিহরণ করে।

এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই মন্ত্রটি স্মরণ করুন—

স্থূলানি, সূক্ষ্মানি, বহূনি চৈব, রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—৫।১২

'দেহী (প্রত্যগাত্মা) স্থূল, সূক্ষ্ম, বহু শরীর স্বগুণ দ্বারা রচনা করেন।'

ঐ সকল শরীর আমাদের পরিচিত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশ।

উদ্ধৃত শ্লোকের 'বিবরণে' স্বামী বিজ্ঞান-ভগবান্ লিখিয়াছেন—

স্থূলানি পার্থিবানি শরীরাণি ভূর্লোকবর্তীনি, ততঃ সূক্ষ্মাণি অম্ময়ানি ভুবর্লোকবর্তীনি শরীরাণি ততোঽপি সূক্ষ্মাণি তৈজসানি স্বর্লোকবর্তীনি শরীরাণি, ততোঽপি সূক্ষ্মাণি বায়বীয়ানি মহর্লোকজনোলোকবর্তীনি শরীরাণি, ততোঽপি সূক্ষ্মাণি শরীরাণি বিয়ন্ময়ানি তপঃসত্যলোকবর্তীনি * * তৎ তৎ লোকবর্তি-তৎতৎ-শরীরারম্ভে তৎতদ্ভূতপ্রাধান্যমেব উক্তম্

ইতি দ্রষ্টব্যম্। * * বহূনি অনেকানি অনেকরূপাণি শরীরাণি দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈঃ * * বৃণোতি সংভজতে।

অর্থাৎ, বিজ্ঞানাত্মা (monad) কয়েকটি শরীর আশ্রয় করেন—ক্ষিতিতত্ত্বে রচিত ভূর্লোকের উপযোগী পার্থিব শরীর (অন্নময় কোশ), অপ্‌তত্ত্বে রচিত ভুবর্লোকের উপযোগী অপ্‌-ময় শরীর (প্রাণময় কোশ), তেজস্তত্ত্বে রচিত স্বর্লোকের উপযোগী তৈজস শরীর (মনোময় কোশ), বায়ুতত্ত্বে রচিত মহর্লোকের উপযোগী বায়বীয় শরীর (বিজ্ঞানময় কোশ) এবং আকাশ-তত্ত্বে রচিত ব্রহ্মলোকের উপযোগী আকাশীয় শরীর (আনন্দময় কোশ)।

এখানে স্বামী বিজ্ঞান-ভগবান্ মাত্র পাঁচটি কোশের উল্লেখ করিলেন—অর্থাৎ, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। আনন্দময়ের উপরিতন যে হিরণ্ময় কোশ তাহার উল্লেখ করিলেন না, অতএব, কোশ যদি পাঁচটি না হইয়া ছয়টি হয়, তবে তাঁহার উক্তির একটু সংশোধন আবশ্যক। অর্থাৎ, স্বর্লোকের রূপস্তরের উপযোগী মনোময় কোশ এবং অরূপস্তরের উপযোগী বিজ্ঞানময় কোশ, উভয়ই তেজস্তত্ত্বে রচিত; এবং মহর্লোকের উপযোগী আনন্দময় কোশই বায়ুতত্ত্বে রচিত, এবং ব্রহ্মলোকের উপযোগী হিরণ্ময় কোশই আকাশতত্ত্বে রচিত। তবেই দেখা যাইতেছে—ঐ ঐ শরীর প্রধানতঃ প্রাগুক্ত উপাদানে গঠিত, অর্থাৎ, অন্নময় কোশ ক্ষিতিতত্ত্বে, প্রাণময় কোশ অপ্‌তত্ত্বে, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ তেজস্তত্ত্বে, আনন্দময় কোশ বায়ুতত্ত্বে এবং হিরণ্ময় কোশ আকাশতত্ত্বে গঠিত। সুতরাং জীব অন্নময় কোশের বাহনে ভূর্লোকের সহিত, প্রাণময় কোশের বাহনে ভুবর্লোকের সহিত, মনোময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের রূপস্তরের সহিত, বিজ্ঞানময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের অরূপস্তরের সহিত এবং আনন্দময় কোশের বাহনে মহর্লোকের সহিত এবং হিরণ্ময় কোশের বাহনে ব্রহ্ম-লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঐ বিহরণ ও বিচরণের যান ঐ ঐ শরীর।

নক্সার আকারে প্রদর্শিত হইলে বিষয়টি বিশদ হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় নিয়ে একটি চিত্র প্রদত্ত হইল।

লোকের নাম		লোকের উপযোগী কোশের নাম
১। মনুষ্যলোক (ভূঃ) (Physical Plane)		অন্নময় কোশ (Physical Body)
২। পিতৃলোক (ভুবঃ) (Astral Plane)		প্রাণময় (কামময়) কোশ (Astral Body)
৩। দেবলোক (স্বঃ) (Mental Plane)	রূপস্তর (concrete)	মনোময় কোশ (Mental Body)
	অরূপস্তর (Abstract)	বিজ্ঞানময় কোশ (Causal Body)
৪। প্রজাপতিলোক (মহঃ) (Intuitional Plane)		আনন্দময় কোশ (Bliss Body)
৫। ব্রহ্মলোক (জনঃ, তপঃ, সত্য) (Spiritual Plane)		হিরণ্ময় কোশ (Spiritual Body)

ঐ অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষণীয়। যদিও ঐ তিনটি কোশই মূলতঃ ভূতাত্মার অধীন, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ তিন কোশের প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র প্রাণ ও সংজ্ঞান আছে—ঐ প্রাণ ও সংজ্ঞান ভূতাত্মার সংজ্ঞান হইতে পৃথক্।

Each of these three bodies has a life and consciousness of its own—quite distinct from the life and consciousness of the Personality who uses them.—C. Jinarajadasa's First Principles of Theosophy (5th Ed.), p. 146.

কোশত্রয়-অনুপ্রাণনকারী ঐ প্রাণকে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস 'Body consciousness' বলিয়াছেন। ঐ Body consciousness-এর উৎস কোথায়?

বিষয়টা বেশ কঠিন—যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করি।

বেদে ভগবানকে 'ত্রি-বিক্রম' বলে—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদম্—ঋগ্বেদ, ১।২২।১৭

ঐ 'ত্রি+বিক্রম' বা পদক্ষেপকে থিয়সফিতে 'The three outpourings' বা 'Life-waves' বলা হয়। প্রথম বিক্রমে ভগবান্ মাতরি-শ্বা—'মাতরে' (Sea of Virgin matter-এ) বীর্যাধান করেন। ইহাই থিয়সফির ভাষায় 'First Life-wave'। ইহা পুরাণের প্রথম পুরুষ ব্রহ্মার কার্য—প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ (২।৬।৪০ ভাগবত-ভাষ্যে শ্রীধর-ধৃত শ্রুতি)।*

এইবার দ্বিতীয় পুরুষ বিষ্ণু কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুর কার্য কি? দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড-সংস্থিতম্—সংঘাত রচনা। ইহাই থিয়সফির 'Second Life-wave' †। এই Second Life-waveএর সহিত আমাদের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (as it enters largely into the composition of these various vehicles)। ঐ Second Life-waveকে থিয়সফিতে 'Elemental Essence' বলা হয়—আমি উহার প্রতি-শব্দরূপে 'ভূতালি' শব্দ ব্যবহার করি।

ঐ ভূতালি লোক হইতে লোকান্তরে অবতরণ করিতে করিতে—স্বর্লোক ও ভুবর্লোক পার হইয়া অবশেষে ভূর্লোকে অবতীর্ণ হয়—Still descending into matter, the life of the second Logos (the second Life wave), after ensouling mental and astral matter, next ensouls physical matter। ভূর্লোকে স্থাবর রাজ্য (mineral

---

* Into this sea of virgin matter pours down the Holy Spirit; and by the action of His glorious Vitality, the atoms are awakened to new powers and possibilities of attraction and repulsion.

—Man, Visible and Invisible, p. 36.

† His energy is essentially of an order best described as Life-Form; with this energy, He ensouls the matter of the seven planes and enables it to build Forms.

—First Principles of Theosophy, p. 202.

kingdom) উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ভূতালি জঙ্গম রাজ্যে প্রবেশ করে এবং পাদপ ও পশুর স্তর উৎক্রমণ করিয়া মানব-স্তরে উত্তীর্ণ হয় এবং যথাক্রমে মানবের অন্নময়, প্রাণময়, ও মনোময় কোশকে অনুপ্রাণিত করে।*

জিনরাজদাস যাহাকে 'Body consciousness' বলিলেন, উহার প্রাণ ঐ ভূতালি (elemental essence)। মনোময় কোশস্থ elemental essence-এর সংজ্ঞা 'Mental elemental' (চিন্তনা ভূতালি), প্রাণময় কোশস্থ elemental essence-এর সংজ্ঞা 'Desire elemental' (বাসনা ভূতালি) এবং অন্নময় কোশস্থ elemental essence-এর সংজ্ঞা 'Physical elemental' (চেষ্টনা-ভূতালি)।

This 'Body consciousness' of each vehicle is known as the 'Mental elemental' of the Mind Body, the 'Desire elemental' of the Astral-Body, and the 'Physical elemental' of the Physical Body.—First Principles of Theosophy.

ঐ যে তিন ভূতালি—অর্থাৎ চিন্তনা ভূতালি, বাসনা ভূতালি ও চেষ্টনা ভূতালি—উহাদিগের প্রত্যেকের ভূতাত্মার সংজ্ঞান ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ সংজ্ঞান আছে।

They have a certain blind instinctive consciousness of their own, which is entirely apart from the consciousness of the man himself.

সম্প্রতি পশ্চিমে মনোবৈদ্য প্রভৃতির মুখে যে 'Auto-suggestion' (আত্মানুজ্ঞা) প্রভৃতির কথা শুনা যাইতেছে—ঐ অনুজ্ঞার পাত্র আমাদের ঐ ত্রিবিধ ভূতালি—ভূতাত্মা নহেন। এ সকল কথা মনে রাখিলে আমরা psycho-analysis-এর গহনারণ্যে বিভ্রান্ত হইব না।†

---

* Third Life-wave-এর ব্যাপার সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নয়—উহার কার্য ব্যক্তিত্ব-সাধন—(individualisation)—তৃতীয়ং সর্বভূতস্থম্—উহা শিবের কার্য।

† এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—Now in this method, to whom is this suggestion made? The suggestion is made to the semi-

সে যাহা হউক, আমরা কোশের কথায় ফিরিয়া যাই। ঐ ছয় কোশকে অন্যভাবেও বিভক্ত করা যায়। অন্নময় কোশ জীবের স্থূল শরীর, প্রাণময় ও মনোময় কোশ মিলিয়া জীবের সূক্ষ্ম শরীর এবং বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশ মিলিয়া জীবের কারণ-শরীর। এ ভাবে জীব 'ত্রিশরীর'—তৎ বা এতৎ ত্রিশরীরম্ আত্মানম্—(নৃসিংহ, উত্তর, প্রথমখণ্ড)। উপনিষদ্ স্থূল-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে 'শারীর-আত্মা', সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে 'তৈজসাত্মা' এবং কারণ-শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে 'প্রাজ্ঞ-আত্মা' বলিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্য পরিভাষায় ঐ শারীর-আত্মা=The corporeal soul of the materialist, ঐ তৈজস-আত্মা=The individual soul of the realist এবং ঐ প্রাজ্ঞ-আত্মা=The supreme soul of the idealist.

একটু নিবিষ্ট ভাবে দেখিলে বুঝা যায়, ঐ প্রাজ্ঞ-আত্মা প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন।

পৈঙ্গল উপনিষদেও ঐ তিন শরীরের উল্লেখ আছে। সেখানে উহাদিগের নাম—'মূলশরীর', 'লিঙ্গশরীর' ও 'কারণশরীর'। পৈঙ্গল উপনিষদ্ মাত্র পঞ্চ কোশের বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্নময় কোশই স্থূলশরীর—তদেব স্থূল-শরীরম্। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই কোশত্রয় মিলিয়া লিঙ্গ-শরীর—এতৎ কোশত্রয়ম্ লিঙ্গশরীরম্; আর আনন্দময় কোশই কারণ-শরীর—তৎ কারণ-শরীরম্। অন্যত্র উপনিষদে কারণ-শরীরকে বীজ-শরীর (Causal body) বলা হইয়াছে। সেখানে স্থূল, সূক্ষ্ম ও বীজ লইয়া ত্রিবিধ শরীর।

---

intelligent Elemental Essence, which, as the physical elemental, the desire-elemental, and the mind-elemental, is the organising factor of the physical, astral and mental bodies which together compose our personality.

—'What is the Psyche?' in 'Theosophical Gleanings', p. 211.

বলা বাহুল্য, পৈঙ্গল উপনিষদ্ যাহাকে লিঙ্গশরীর বলিলেন, তাহা সাংখ্যের লিঙ্গশরীর নহে। সাংখ্যেরা বলেন—

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্—সাংখ্য সূত্র, ৩।৯

সপ্তদশৈক অর্থে অষ্টাদশ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মনঃ, বুদ্ধি এবং অহংকার, এই অষ্টাদশ অবয়ব মিলিয়া সাংখ্যের লিঙ্গ-শরীর। এই লিঙ্গ-শরীর সাংখ্যমতে পুরুষের psychic apparatus বা persona। উহা নিয়ত ও পূর্বোৎপন্ন (Primeval) এবং অনাদি কাল হইতে পুরুষের সহিত সংযুক্ত এবং তদুপহিত পুরুষই জীব। পৈঙ্গল উপনিষদ্ যে ভাবে শরীরত্রয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে সাংখ্যমতের কতক সমর্থন পাওয়া যায়। স্থূল শরীরের প্রসঙ্গে পৈঙ্গল বলেন যে, ঈশ্বর পঞ্চীকৃত মহাভূতের অবয়ব দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্ট্যাত্মক স্থূলশরীর রচনা করিলেন।

ঈশঃ পঞ্চীকৃতমহাভূতলেশান্ আদায় ব্যষ্টিসমষ্ট্যাত্মকস্থূলশরীরাণি যথাক্রমম্ অকরোৎ—২।২

সূক্ষ্ম শরীরের প্রসঙ্গে পৈঙ্গল বলিতেছেন—

অথ অপঞ্চীকৃতমহাভূতরজোংশভাগত্রয়সমষ্টিতঃ প্রাণম্ অসৃজৎ—২।৩

অর্থাৎ, 'অপঞ্চীকৃত মহাভূতের রজোংশভাগ-ত্রয়ের সমষ্টি হইতে প্রাণ সৃজন করিলেন।'

ঐ প্রাণের পঞ্চবৃত্তি—

প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ প্রাণবৃত্তয়ঃ—২।৩

সঙ্গে সঙ্গে কর্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল—আকাশাদি রজোগুণ-তুর্যভাগেন কর্মেন্দ্রিয়ম্ অসৃজৎ। এ কর্মেন্দ্রিয়েরও পঞ্চবৃত্তি—বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাঃ তদ্‌বৃত্তয়ঃ। সঙ্গে সঙ্গে ভূতের সত্ত্বাংশ-ভাগ-ত্রয়-সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের সৃষ্টি হইল—এবং ভূতসত্ত্বাংশভাগত্রয়সমষ্টিতঃ অন্তঃকরণম্ অসৃজৎ।

অন্তঃকরণের চার বৃত্তি—মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাঃ তদ্‌বৃত্তয়ঃ। এইবার ভূতসত্ত্বের তুরীয় ভাগ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইল—ভূতসত্ত্বতুরীয়ভাগেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ম্‌ অসৃজৎ। ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও পঞ্চবৃত্তি—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌—শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাঃ তদ্‌বৃত্তয়ঃ।

আমরা দেখিয়াছি, পৈঙ্গলের মতে কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত পঞ্চ প্রাণ প্রাণময় কোশ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ মনোময় কোশ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ এবং 'এতৎ কোশত্রয়ম্‌ লিঙ্গশরীরম্‌'। যাহা হউক এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মাকে যখন মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক—এই পঞ্চলোকের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় এবং ঐ পঞ্চলোকের মধ্যে দেবলোকের যখন দুইটি স্তর—রূপস্তর ও অরূপস্তর—তখন প্রত্যগাত্মাকে প্রত্যেক ভূমিকার উপযোগী বাহন—উপনিষদে যাহাকে 'কোশ' বলে—রচনা করিতে হয়—অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ, আনন্দময় কোশ ও হিরণ্ময় কোশ। অতএব লোকের দিক হইতে দেখিলে ঐ ছয়টি কোশ অত্যাবশ্যক ও অবশ্যংভাবী। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জকে ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিবার জন্যও কি ঐ কোশষট্‌কের প্রয়োজন? অর্থাৎ, শক্তির বিকাশের দিক দিয়া দেখিলেও কি ছয়টি কোশের উপযোগিতা ও অবশ্যংভাবিতা অনিবার্য হয়? বিষয়টা একটু বুঝিবার চেষ্টা করি।

আমরা জানিয়াছি, প্রত্যগাত্মা চিদাকাশের চিন্মাত্র—মমৈবাংশঃ—Divine fragment—ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দ, তখন ব্রহ্মখণ্ড প্রত্যগাত্মাও সচ্চিদানন্দ।

ব্রহ্মৈবাহং সচ্চিদানন্দরূপম্‌—সর্বসার, ২০

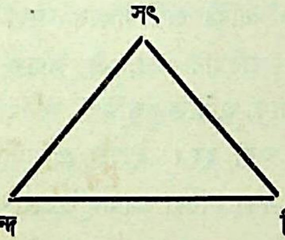
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্‌—পঞ্চদশী, ৩।২৮

সেইজন্য থিয়সফিতে প্রত্যগাত্মাকে 'Triune monad' বা ত্রেধাত্মা বলা হয়।

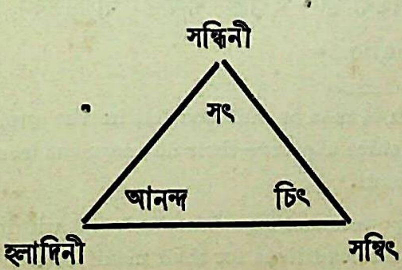
This divine spirit (Monad)—a ray from the Logos, has the triple nature of the Logos Himself.

—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom.

ত্রিভুজের কেন্দ্রস্থলে বিন্দু পাতন দ্বারা ঐ Triune monadএর চিত্র প্রদর্শিত হয় :—



ঐ প্রপঞ্চাতীত প্রত্যগাত্মা—যিনি 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বেত, ৬।১১),—যখন প্রপঞ্চের মধ্যে প্রবিষ্ট হন, অর্থাৎ, যখন transcendence ছাড়িয়া immanent হন, তখন সচ্চিদানন্দরূপী তাঁহার সৎ-ভাব সন্ধিনী-শক্তিরূপে, চিৎ-ভাব সম্বিৎ-শক্তিরূপে, এবং আনন্দ-ভাব হ্লাদিনী-শক্তিরূপে স্ফুরিত হয়। এই তিন শক্তির খৃষ্টানি নাম 'Life', 'Light' ও 'Love'—থিয়সফিতে উহাদিগকে 'Power', 'Wisdom' ও 'Bliss' বলে—এদেশে ইহাদের প্রচলিত নাম 'প্রতাপ', 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রেম'।



স্ফুলিঙ্গে যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি অব্যক্ত (latent) থাকে, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মাতেও ঐ সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি,—যাহা পরমাত্মায় সম্পূর্ণ বিস্ফূর্জিত—ঐ শক্তি-ত্রয় অব্যক্ত থাকে। সেইজন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ—ব্রঃ সূ, ২।১।২২

জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম—শঙ্কর ভাষ্য

ভিন্ন নহেন, অধিক; অর্থাৎ, পরমাত্মায় যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মায় তাহা বীজভাবে স্থিত। ঐ বীজকে বৃক্ষে পরিণত করিবার জন্য, ঐ অব্যক্ত সম্ভাবনাকে সুব্যক্ত করিবার জন্য, ঐ স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিতে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্যই জীব-বীজকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়। ইহাই প্রত্যগাত্মার প্রপঞ্চে প্রবেশের সার্থকতা। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

বাইবেলের ভাষায়—

He is sown in weakness in order to be raised in power.

ঐ বীজই—প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মাই—ঋগ্‌বেদের 'প্রত্নরেতঃ' (ancient seed)—মনুর 'তাসু বীজম্ অবাসৃজৎ' (১।৮)—ভাগবতের 'বীর্যমাধত্ত বীর্যবান্' (৩।৫।২৬)।

এই যে ক্রমাভিব্যক্তি—অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তীভবন, ক্রমবিকাশ—ইহারই নাম Evolution.*

---

*The evolution of man as man consists in the gradual manifestation of these three aspects—their development from latency into activity.—Dr. Besant.

অর্থাৎ, 'All the powers and capacities lie latent within, pre-existent —awaiting the right conditions for their manifestation

প্রত্যগাত্মার প্রপঞ্চে অবতরণের প্রকার ও প্রণালী কি? এ সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় খণ্ডে, জীবতত্ত্বের চতুর্থ অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রপঞ্চে প্রবেশের জন্য প্রত্যগাত্মার অভ্যন্তর হইতে একটি কিরণ বা 'Ray' ঐ প্রপঞ্চে বিচ্ছুরিত হয়—The Monad sends down a ray into the higher worlds। ঐ উচ্চতর লোক (higher worlds) আমাদের উল্লিখিত ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক ও অরূপভূমিক দেবলোক। প্রত্যগাত্মার এই কিরণই জীবাত্মা—পাশ্চাত্য দর্শনের 'Ego', বেদান্তের 'চিদাভাস'।

জীবাত্মা যখন প্রত্যগাত্মার আভাস, তখন প্রত্যগাত্মার ঐ তিন শক্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—জীবাত্মার অভ্যন্তরেও যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ একটু লক্ষ্য করিলেই ধরা যায়, জীবাত্মার ঐ সন্ধিনীশক্তি প্রতাপ (Power)-রূপে, ঐ সম্বিৎশক্তি প্রজ্ঞা (Wisdom)-রূপে এবং ঐ হ্লাদিনী শক্তি প্রেম (Love)-রূপে ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত হয়।

এইবার প্রত্যগাত্মা উচ্চতর লোক হইতে নিম্নতর লোকে অবতরণ করেন। ঐ নিম্নতর লোক আমাদের পূর্বোক্ত রূপ-ভূমিক দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক। এই ত্রি-লোকে অবতরণ করিয়া প্রত্যগাত্মা ভূতাত্মা-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

জীবাত্মা যদি অক্ষর পুরুষ হন, তবে ক্ষর পুরুষ ঐ ভূতাত্মা*—উহাই পাশ্চাত্য দর্শনের Personality। ঐ ভূতাত্মা জীবাত্মারই ছায়া (Reflection),—চিদাভাসের আভাস—চিদাপাত—

The ego puts down only a fragment of himself into incarnation (in the lower worlds).

---

* ভূতাত্মা 'ক্ষর' পুরুষ এই জন্য যে, 'it is the group of *temporary* lower vehicles which a soul assumes when he descends into incarnation.'

—C. W. Leadbeater.

এই ভূতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

আভাস এব চ—ব্র, সূ, ২।৩।৫০

এবং— অত এব চোপমা সূর্যকাদিবৎ—ব্র, সূ, ৩।২।১৮

'জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব, ইহাও তদ্রূপ।'

থিয়সফিতে ঐ ভূতাত্মাকে 'The lower self of sensuality' ও ঐ জীবাত্মাকে 'The Higher self of Spirituality' বলা হয়। একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, আমাদের দেহপিঞ্জরে 'একটি নয় দুইটি 'সোল' বিরাজ করিতেছে'—

Two souls alas! reside within my breast.

—Goethe's Faust.

একজন জীবাত্মা ও অন্যজন ভূতাত্মা।

জীবাত্মার যে তিন শক্তি, সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ,—জীবাত্মার ছায়া (Reflection) ভূতাত্মাতে ঐ তিন শক্তি জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিরূপে ব্যপ্তিত হয়।

জ্ঞান-শক্তি = Power of Thought—জ্ঞানশক্তির প্রকাশ ভাবনায় (Cognitionএ)। ইচ্ছা-শক্তি = Power of Desire—ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বাসনায় (Emotion-এ)। ক্রিয়া-শক্তি = Power of Action—ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ চেষ্টনায় (Conation বা Action-এ)।

অতএব আমরা দেখিলাম, জীবাত্মার তিন শক্তি—সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এবং জীবাত্মার ছায়া ভূতাত্মারও তিন শক্তি,—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।

আমরা দেখিয়াছি, বিষয়-গ্রহণার্থ—Plane বা লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন জন্য কোশরূপ শরীর গ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু শক্তির প্রকাশের জন্যও কি কোশের প্রয়োজন আছে? যদি থাকে, তবে কয়টি কোশের প্রয়োজন?

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, উপাধি স্বীকার ভিন্ন শক্তির প্রকাশ সম্ভব নয়। আমার দর্শন-শক্তি আছে, শ্রবণ-শক্তি আছে, গ্রহণ-শক্তি আছে,

বাক্‌-শক্তি আছে। কিন্তু যদি চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্‌, বাক্‌ (vocal organ) না থাকে, তবে শক্তির প্রকাশ হইবে কিরূপে? যদি কেহ আমার চক্ষু উৎপাটন করে, আমার জিহ্বা ছেদন করে, তবে আমার দৃক্‌-শক্তি ও বাক্‌-শক্তি সত্ত্বেও আমি উপাধির অভাবে অন্ধ ও মূক থাকিব। পরে যদি কোন দিন আমার নষ্ট চক্ষু ও বাগিন্দ্রিয় ফিরিয়া পাই, তবেই সেই স্তম্ভিত শক্তির পুনঃপ্রকাশ হইবে।

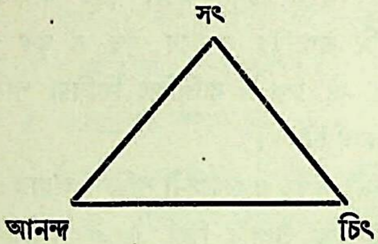
জীবাত্মার যে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি—যাহার প্রকাশ প্রতাপে, প্রজ্ঞায় ও প্রেমে—উপযুক্ত উপাধি ভিন্ন ঐ ঐ শক্তির প্রকাশ হইবে কিরূপে? অতএব জীবাত্মার ত্রিবিধ উপাধির প্রয়োজন—উহারাই আমাদের পরিচিত বিজ্ঞানময় কোশ, আনন্দময় কোশ ও হিরণ্ময় কোশ। বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে জীবাত্মার সম্বিৎ-শক্তির প্রকাশ হয়, আনন্দময় কোশের সাহায্যে জীবাত্মার হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ হয় এবং হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে জীবাত্মার সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি, এই কোশ-ত্রয় মিলিয়া কারণ-শরীর।*

এইরূপ ভূতাত্মার যে জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি—যাহাদের প্রকাশ ভাবনায়, বাসনায় ও চেষ্টনায়—উপযুক্ত উপাধি ভিন্ন ঐ ঐ শক্তিরই বা প্রকাশ হইবে কিরূপে? অতএব, ভূতাত্মারও ত্রিবিধ উপাধির প্রয়োজন। উহারাই আমাদের পরিচিত মনোময় কোশ, প্রাণময় কোশ ও অন্নময় কোশ। মনোময় কোশের সাহায্যে ভূতাত্মার জ্ঞানশক্তির প্রকাশ হয়, প্রাণময় কোশের সাহায্যে ভূতাত্মার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ হয়, এবং অন্নময় কোশের সাহায্যে ভূতাত্মার ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি, ঐ মনোময় ও প্রাণময় কোশদ্বয় মিলিয়া আমাদের সূক্ষ্ম শরীর এবং ঐ অন্নময় কোশই আমাদের স্থূল শরীর।

---

* এই জীবাত্মা প্রসঙ্গে একজন অভিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন—The ego is the spirit of man, clothed in the Causal Body (কারণ শরীর). It is the '*Augocides*' of the Greeks, a central focus of consciousness, surrounded by a shining aura.

নিম্নলিখিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের বক্তব্য বিশদ হইতে পারে।



সন্ধিনী (Power) (সৎ)-Spiritual
হ্লাদিনী (Love) (আনন্দ)-Intuitional
সম্বিৎ (Wisdom) (চিৎ)-Causal
} Ego = জীবাত্মা

জ্ঞান (Thought)-Mental
ইচ্ছা (Desire)-Astral
ক্রিয়া (Action)-Physical
} Personality = ভূতাত্মা

'সরসীব তটদ্রুমাঃ'—তড়াগের জলে যেমন তীরস্থ তরুর প্রতিবিম্ব পড়ে, ভূতাত্মায় সেইরূপ জীবাত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। বিম্বে যাহা চূড়ায় থাকে, প্রতিবিম্বে তাহা সর্বনিম্নে। সেইজন্য জীবাত্মার চূড়াস্থ উর্ধ্বগা সন্ধিনী শক্তি ভূতাত্মার ক্রিয়া-শক্তি, তাহার মধ্যগা হ্লাদিনী শক্তি ভূতাত্মার ইচ্ছাশক্তি, এবং তাহার নিম্নগা সম্বিৎ-শক্তি ভূতাত্মার জ্ঞানশক্তি। এতএব আমরা বুঝিলাম, ভূতাত্মায় উৎসারিত ঐ ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি —জীবাত্মা হইতে প্রসৃত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিরই আভাস (reflection)। অর্থাৎ, নিম্নতর গ্রামে (on a lower level) যাহা ক্রিয়াশক্তি (Power of Action), উচ্চতর গ্রামে (on a higher level) তাহাই সন্ধিনী; নিম্নতর গ্রামে যাহা ইচ্ছাশক্তি (Power of Desire), উচ্চতর গ্রামে তাহাই হ্লাদিনী; এবং নিম্নতর গ্রামে যাহা জ্ঞানশক্তি (Power of Thought), উচ্চতর গ্রামে তাহাই সম্বিৎ।

অতএব আমরা দেখিলাম যে, জীবাত্মা হইতে উৎসারিত শক্তিত্রয়—সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এবং জীবাত্মার-ছায়া-ভূতাত্মা হইতে উৎসারিত শক্তিত্রয়—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—যথাক্রমে বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় এবং মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশরূপ উপাধি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ যথাক্রমে প্রতাপ, প্রেম ও প্রজ্ঞা-রূপে এবং জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যথাক্রমে ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা-রূপে প্রকাশিত হয়। শক্তির দিক হইতে ইহাই এই কোশষট্‌কের সার্থকতা। নিম্নে মুদ্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয় অনেকটা বিশদ হইবে।

লোক (Planes)	কোশ (Bodies)	শক্তি (Powers)
ব্রহ্মলোক (Nirvanic) ব্যোমগঠিত { সত্য, জনঃ, তপঃ }	হিরণ্ময় Spiritual	সন্ধিনী (সৎ), প্রতাপ (Potency, Life)
প্রজাপতিলোক (মহঃ) (Buddhic) মরুৎ গঠিত	আনন্দময় Intuitional	হ্লাদিনী (আনন্দ), প্রেম (Love, Bliss)
দেবলোক (স্বঃ) (Mental) তেজঃগঠিত { অরূপস্তর (Abstract), রূপস্তর (Concrete) }	বিজ্ঞানময় Causal মনোময় Mental	সম্বিৎ (চিৎ), প্রজ্ঞা (Wisdom, Light) জ্ঞানশক্তি—Power of Thought
পিতৃলোক (ভুবঃ) (Astral) অপ্‌গঠিত	প্রাণময় Emotional	ইচ্ছাশক্তি—Power of Desire.
মনুষ্যলোক (ভূঃ) (Physical) ক্ষিতি গঠিত	অন্নময় Physical	ক্রিয়াশক্তি—Power of Action.

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার পঞ্চলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন জন্য—তথাচ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ ব্যঞ্জিত ও ব্যাকৃত করিবার জন্য—দহরকোশ ব্যতীত ঐ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশের উপযোগিতা ও অবশ্যংভাবিতা অনিবার্য।

এই ছয় কোশ ও তাহাদিগের পরতর ব্রহ্মকোশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য দ্বিতীয় খণ্ডে আরও বিশদ হইবে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইলেও এই সকল কোশই এবং তাহাদের অবয়ব ইন্দ্রিয়াদি জড় উপাদানে গঠিত, প্রকৃতির বিকারে রচিত। অতএব ইহারা জড়তত্ত্বের অন্তর্গত।

আমরা এখানেই জড়তত্ত্বের আলোচনা শেষ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে জীবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

জীব-তত্ত্ব

উপনিষদে জীবতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

উপনিষদে জীবের স্থান

আমরা জীব-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু আমাদের প্রারম্ভেই জীব-সম্বন্ধে দুই দিক্ হইতে দুইটি প্রবল আপত্তির খণ্ডন করিতে হইবে—এক জড়বাদীর আপত্তি, অন্য অদ্বৈত-বাদীর আপত্তি। উভয় বাদীই প্রশ্ন উত্থাপন করেন—জীব বলিয়া কোন কিছু আছে কি? যদি না থাকে, তবে জীব-তত্ত্বের আলোচনার সার্থকতা কি? প্রথম জড়বাদের কথা বলি।

জড়বাদীর আপত্তি

জড়বাদী নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাকের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—'দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ'*—দেহের অতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। আমরা জানি, চার্বাক বিশ্ব-নাস্তিক। তিনি একাধারে জড়বাদী (Materialist), উচ্ছেদবাদী (Nihilist), দৃষ্টবাদী (Positivist), সংশয়বাদী, হেতুবাদী (Rationalist), প্রেয়ঃবাদী (Hedonist), দেহবাদী, অনাত্মবাদী ও ইহসর্বস্ববাদী। যদি চার্বাককে জিজ্ঞাসা করেন,—জীবাত্মা যদি নাই, তবে চৈতন্যের উদয় হয় কিরূপে? উত্তর—'চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যম্ উপজায়তে'*—ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ দেহারম্ভক ঐ ভূত চতুষ্টয়ের বিকারে—'কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যম্ উপজায়তে'*—অর্থাৎ, চৈতন্য জড় অণু-পরমাণুর রাসায়নিক পরিস্পন্দ

---

*সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্বাকদর্শন।

মাত্র (chemical reaction)। অতএব দেহের নাশের সহিত চৈতন্যের বিনাশ অবশ্যংভাবী এবং 'Survival of Man' একেবারে কপোলকল্পনা। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?'

বৌদ্ধযুগেও এ মতের প্রচলন ছিল। 'মজ্ঝিম-নিকায়ে' দেখি, বুদ্ধদেব এ মতের বিবৃতি দিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন :—

চাতুম্মহাভূতিকো অয়ং পুরিসো। যদা কালং করোতি, পঠবী পঠবীকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আপো আপোকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, তেজো তেজোকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, বায়ো বায়োকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আকাসং ইন্দ্রিয়ানি সংকমন্তি। আসন্দি-পঞ্চমা পুরিসা মতং (মৃতং) আদায় গচ্ছন্তি, যাব আলাহনা পদানি পঞ্ঞায়ন্তি, কাপোতকানি অট্‌ঠীনি ভবন্তি (there his bones are bleached and his offerings end in ashes)। * * বালে চ পণ্ডিতে চ কায়স্‌স ভেদা উচ্ছিজ্জন্তি বিনস্‌সন্তি, ন হোন্তি পরং মরণা তি।

অর্থাৎ, 'ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ে নির্মিত যে দেহ, উহাই জীব। দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। শ্মশানেই সমস্তের শেষ। মৃত্যুর সঙ্গে ক্ষিতি ক্ষিতিতে, অপ্‌ জলে, তেজঃ অগ্নিতে, মরুৎ বায়ুতে, ইন্দ্রিয়সকল আকাশে মিশাইয়া যায়। পণ্ডিত মূর্খ সকলেই দেহের নাশের সহিত বিনষ্ট, উচ্ছিন্ন হয়—আর তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।'

উপনিষদ্‌-যুগেও এ মতের অপ্রচলন ছিল না—তবে ঋষিরা ইহাকে 'gospel of demoniac men' [অসুরাণাং হ্যেষা উপনিষৎ (যদ্‌ 'দেহমাত্রমেব আত্মা')—ছান্দোগ্য, ৮।৮।৫] বলিয়া নিন্দা করিতেন। ছান্দোগ্যে দেখিতে পাই, একদা দেবগণের প্রতিনিধিরূপে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধি-রূপে বিরোচন শিষ্যভাবে প্রজাপতিকে—'আত্মা কে ? যঃ অন্বেষ্টব্যঃ যঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—এই প্রশ্ন করিলে প্রজাপতি প্রথমতঃ উত্তর দিয়াছিলেন —'য এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে এষ আত্মা (ছান্দোগ্য, ৮।৭।৪)—চক্ষুতে

যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, জলে বা দর্পণে যাহার প্রতিবিম্ব পড়ে—সে-ই আত্মা।' ইহা জড়বাদীর উত্তর—দেহমাত্রম্ এব আত্মা অর্থাৎ, the Corporeal Soul of the Materialist.

আমরা দেখিলাম, এ মতে চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ'। আর চিন্তা? চিন্তা মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—Thought is a function of the Brain। যেমন যকৃৎ হইতে পিত্তের নিঃসরণ হয়, সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার ক্ষরণ হয়—'As the liver secretes bile, so the brain secretes thought'. অতএব কামনা, ভাবনা, চেষ্টনা (Feeling, Thinking, Willing)—এ সমস্তই মস্তিষ্কের পরিস্পন্দ (vibrations of the brain-cells)।

জড়বাদী যদি এই সকল প্রগল্‌ভ উক্তিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তো করুন। তবে তাঁহাকে এ সম্পর্কে অধ্যাপক জেম্‌সের (William James-এর) একটি প্রগাঢ় উক্তি স্মরণ করাইতে পারি কি?—'Consciousness is the absolute world-enigma'—সংবিৎ বিশ্বের প্রধান প্রহেলিকা। যাঁহারা এক নিশ্বাসে এই অদ্ভুত আজব ব্যাপারের সমাধান করিবার স্পর্ধা করেন, তাঁহারা অতি-সাহসিক—

To say, as so many do in parrot-like repetition, that physiology is revealing the mechanism of life is mere claptrap.—J. S. Haldane.

জড়বাদী যখন বলেন—'Life and mind are merely bye-products of the world-process'—'প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্ব ব্যাপারের অবান্তর ঘটনা মাত্র', তখন তিনি ভুলিয়া যান যে,—mind is behind matter—জড় হইতে জীব নহে, জীব হইতেই জড়।

অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ
—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

বিশেষতঃ জড়বাদী যখন চিন্তাকে মস্তিষ্কের ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন তাঁহাকে অধ্যাপক বার্ণাডের একটি প্রামাণিক বাক্য উপহার দিতে ইচ্ছা হয়—

The body is the instrument of the Soul,—in particular the brain is the instrument which is used by the mind. It is not the machine which creates the mental phenomena but the machine which is driven by psychological forces.

—The Supernormal by C. Bernard, M. Sc. p. 104.

অর্থাৎ, শরীর সম্বিতের জনক নহে—জনিত। 'It takes a soul to make a body' (Browning)—শরীরত্বায় দেহিনঃ (কঠ, ২।২।৭)। দেহীরই দেহ—দেহের দেহী নয়,—দেহ ছাড়া দেহী।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা—গীতা, ২।১৩

আর জড়বাদের ভরসার ভঙ্গুর ভেলা ঐ যে মস্তিষ্ক—উহা ত মনের করণ মাত্র—উহা যন্ত্র—যন্ত্রী নয়, উহা machine, mechanician নয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক Bernard লিখিয়াছেন—

Subconscious thought bears no kind of quantitative relationship with cerebral development ; the examples of the calculating boy and the musical prodigy make this clear. মনঃ ও মস্তিষ্কের সম্বন্ধ বড় জোর parallelism বা inter-action —সাংখ্যেরা যাহাকে বলেন 'মিথঃ-উদ্বেজন'।

মস্তিষ্ক যে চিন্তার জনক নয়, এ কথা প্রতিপন্ন করিতে বার্ণাড অন্যত্র বলিয়াছেন—Finally, however, there are certain medical cases which show that conscious psychic life may proceed internally, even when portions of the brain which are usually considered essential, have been removed or are completely septic, অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ব্যাহত, বিকৃত ও বিষাক্ত হইলেও যখন চিন্তা অবাধ গতিতে প্রবাহিত হয়, তখন মস্তিষ্ককে চিন্তার জনক বলা সঙ্গত কি ?

অধ্যাপক বার্ণাড পরলোক মানেন না, প্রেতাত্মায় অবিশ্বাসী, সেইজন্য তাঁহার কথার মূল্য অধিক। কারণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অমোঘ প্রেরণায় (impelled by intellectual honesty) বাধ্য হইয়া তিনি এই সকল কথা বলিয়াছেন। 'মস্তিষ্ক চিন্তার জনক'—জড়বাদীর অভিমত ঐ 'physiological theory of thought'-কে প্রত্যাখ্যান করিয়া অধ্যাপক ফ্ল্যামেরিয়ন্ (Flammarion) তাঁহার 'Before Death'-গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় কয়েকটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—

'My learned friend, E. Perrier presented to the Academy of Sciences, in his lecture of December 22nd, 1913, an observation of Dr. Robinson's concerning a man who had lived for nearly a year with almost no suffering and with no apparent mental trouble, with a brain that was nearly reduced to a pulp and was no longer anything but a vast purulent abscess. On March 24th, 1917, at the Academy of Sciences, Dr. Guepin showed, through an operation on a wounded soldier that the partial ablation of the brain does not prevent manifestations of intelligence. Other examples might be cited. At times there remain only very slight portions ; the mind makes use of what it can.'

ঐ যে Mind বা Psyche, উহার একটু ভগ্নাংশ মাত্র আমাদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়—উহার বৃহত্তর ব্যাপকতর ভাগ অব্যক্ত থাকে। সেইজন্য মায়ার্স প্রভৃতি Subliminal Mind (অব্যক্ত সম্বিতের) কথা তুলিয়াছেন, এবং ফ্রয়েড প্রভৃতি Psycho-analystগণ 'The unconscious'-এর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথার আমরা পরে আলোচনা করিব।

জড়বাদী বলেন, দেহের নাশের সহিত সমস্তই বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ, 'Survival of Man' অপ্রামাণিক। এ কথা অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বলিলে শোভা

পাইত, কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কয়েকজন বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক (যথা —Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Prof. Lombroso, অধ্যাপক Flammarion প্রভৃতি) বহু পরীক্ষা-সমীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'Survival of Man' বাজে কথা নয়—উহা ধ্রুব সত্য।

Scientists of international renown have devoted a considerable portion of their time to patient experimental investigation of psychic phenomena and they have all staked their reputation on the existence of facts unknown to the orthodox sciences. এই সকল প্রামাণিক ব্যাপারের অন্যতম—ঐ Survival of Man.

এ সম্পর্কে তত্ত্ববিদ্যাসভার ভূতপূর্বা অধিনেত্রী শ্রীমতী এনি বেসান্তের নিজের উপলব্ধ একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। মিসেস্ বেসান্তের জীবন-ব্যাপী আত্মত্যাগের কাহিনী যাঁহাদের অবিদিত নয়, সত্যের অনুরোধে তাঁহারা মিসেস্ বেসান্ত-বিবৃত এই ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না।

মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে মিসেস্ বেসান্ত হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্ট নগরীতে তাঁহার এক মহিলা বন্ধুর আতিথ্য স্বীকার করেন। ঐ মহিলা জাতিতে হাঙ্গেরিয়ান্। মিসেস্ বেসান্তের আগমনের প্রায় তিন বৎসর পূর্বে তিনি তাঁহার এক ষোড়শী কন্যাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের এক বৃহৎ বিটপীতলে মিসেস্ বেসান্তকে একখানি চৌকিতে উপবিষ্ট করাইয়া মহিলাটি তাঁহার ফটো গ্রহণ করিলেন, অন্ধকার গৃহে আরকের সাহায্যে তিনি স্বহস্তে ঐ ফটোর প্লেটখানি develop করিলে দেখিলেন, মিসেস্ বেসান্তের কেদারার পশ্চাতে হাতলের উপর হাত দিয়া তাঁহার সেই মৃতা কন্যা দাঁড়াইয়া আছে এবং মিসেস্ বেসান্তের সহিত তাহারও ছবি উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ অনেক প্রামাণিক ঘটনা বিশ্বস্ত ব্যক্তির লেখনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জড়বাদী যদি হঠকারিতা করিয়া ঐ সকল ঘটনা উড়াইয়া দিতে

যান, তবে তদ্দ্বারা তাঁহার অজ্ঞতাই প্রমাণিত হইবে। এ সম্পর্কে যিনি সত্যান্বেষী, তাঁহার attitude কি হওয়া উচিত? অবজ্ঞা নয়, অন্বেষণ—প্রত্যাখ্যান নয়, পরীক্ষণ। তিনি যেন সর্বদা বিশ্রুত তাত্ত্বিক শোপেন্‌হওরের কথা মনে রাখেন—The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us,—'অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যান একটা বিরাট্ বিয়াকুবি'। ঐ যে অজর, অমর, অক্ষর আত্মতত্ত্ব, উহাই জীব—যাহার ক্ষয়, ব্যয়, উপচয়, অপচয় নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ১।২।১৮

কারণ, আত্মা অজর, অমর, অক্ষর বস্তু—উহার বিনাশ, বিলোপ হয় না।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—কঠ, ১।২।১৮

দেহের নাশে জীবের বিনাশ হইবে কিরূপে? উপনিষদের ঋষিরা জীববাদী—তাঁহারা বলেন,—

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে—ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩

'জীবের অপগমে শরীরেরই নাশ হয়—জীবের কখনও বিনাশ হয় না' —'For him the hour shall never strike, the Deathless, the Eternal, the Immortal.'

এই যে শরীর—অশরীরী আত্মার ইহা অধিষ্ঠান মাত্র,—

তদ্ অস্য অমৃতস্য অশরীরস্য আত্মনঃ অধিষ্ঠানম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।১

অধিষ্ঠান অধিষ্ঠাতার চেয়ে বড়—এ বাতুলের প্রলাপ!

আর এ কথা মনে থাকে যেন যে, আমাদের যে আত্ম-সম্বিৎ, উহা বিশ্ব-সম্বিতের ভগ্নাংশ—a fragment of the Divine Consciousness.

Each of us is only a partial incarnation of a larger Self.
—Frederic Myers.

We are each of us larger than we know.
—Sir Oliver Lodge.

ঐ আত্মসম্বিৎ স্বয়ংপ্রভা—উহার উদয়াস্ত নাই, উহা চিরন্তন, সনাতন।

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদ্ এষা স্বয়ংপ্রভা ॥—পঞ্চদশী, ১।৭

পঞ্চদশী যাহাকে উদয়াস্তহীন স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎ বলিলেন, উহাই বুদ্ধদেবের 'বিজ্ঞান ধাতু'। বুদ্ধদেব বলিতেন—এই পুরুষ ছয়-ধাতু-গঠিত—ছ-ধাতুরো অয়ং পুরিসো তি ? কি কি ধাতু ? পৃথিবী-ধাতু, অপ্-ধাতু, তেজঃ-ধাতু, বায়ু-ধাতু, আকাশ-ধাতু এবং বিজ্ঞান-ধাতু।

পঠবী-ধাতু, আপো-ধাতু, তেজো-ধাতু, বায়ো-ধাতু, আকাস-ধাতু, বিঞ্ঞান-ধাতু—মজ্ঝিমনিকায় (ধাতু-বিভঙ্গসুত্ত)।

ঐ ছয় ধাতুর প্রত্যেকের দ্বি-বিধ প্রকাশ—আধিভৌতিক (universal) ও আধ্যাত্মিক (Individual)।

পঠবী-ধাতু সিয়া (স্যাৎ) অজ্ঝত্তিকা (আধ্যাত্মিকা) সিয়া বাহিরা—এইরূপ প্রত্যেক ধাতু সম্বন্ধেই। 'বাহির' যে ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম —সেই আধিভৌতিক পঞ্চভূতের ভগ্নাংশ (fragments) পিণ্ডীভূত হইয়া (পটিচ্চ বুত্তং)—being appropriated and individualised—পুরুষের শরীর রচনা করে। বুদ্ধদেবের পরিভাষায় ঐ 'আধ্যাত্মিক' (individualised) পঞ্চভূতের সংঘাত-জনিত দেহের নাম সক্কায় (সৎকায়) বা নামরূপ। [রূপ = স্থূলদেহ (Physical Body) এবং নাম = সূক্ষ্মদেহ (Mental Body)] কিন্তু পুরুষ ঐ সক্কায় মাত্র নহে—পুরুষ = সক্কায় + বিজ্ঞান ধাতুর আধ্যাত্মিক (individualised) খণ্ড—অর্থাৎ, সমষ্টি-বিজ্ঞানের ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক স্বীকৃত ব্যষ্টি-বিজ্ঞান।

ঐ 'বাহির' বিজ্ঞান-ধাতু সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—বিঞ্ঞানং অনিদ্দসনং অনন্তং সব্বতোপহং (দীঘনিকায়, ১১)—It is invisible, boundless, all-penetrating. *

---

* অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বম্ ইদং ততম্—গীতা, ২।১৭

'আধ্যাত্মিক' বিজ্ঞান-ধাতু—যাহা দেহের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষ বা জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে—is the individualised aspect of that universal বিজ্ঞান।* এ প্রসঙ্গে Charlotte Woods তাঁহার 'Self and its Problems'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Individual consciousness is the adaptation to specific purposes by the body of the flow of the Universal Consciousness.

বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেবের ঐ 'universal consciousness'—ঐ অনন্তং সর্বতোপহং বিজ্ঞানং—'is not an entity but the Universal Principle, manifesting as the One Life'—উহাই উপনিষদের 'ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্' (ব্রহ্মবিন্দু, ৪।৫)—দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় প্রচ্ছন্ন, ভূতে ভূতে নিবাসী বিজ্ঞান।

এ সকল কথার প্রতিধ্বনি করিয়া অধ্যাপক বার্ণাড্ বলিতেছেন—

Our individual minds are not ultimately separate entities but they are all united, or at least they interpenetrate, in what is called the 'Unconscious'.

এই 'Unconscious'ই বিশ্বাত্মা (Universal Mind)। 'The Universal Mind exists, doubtless ; it may even be the only thing that does exist, all else being but appearance.'

ঐ Universal Mind-কে লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক জিন্‌স্ (Sir James Jeans) তাঁহার 'Mysterious Universe'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'The

* 'What is Buddhism ?'-গ্রন্থের গ্রন্থকার ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—The pure white radiance of the universally diffused eternal world-soul (অর্থাৎ, সেই 'বাহির' বিজ্ঞানধাতু, which is invisible, boundless, all-penetrating) is broken by the prism of the human body into the differentiated entities we call men (পুরুষ).—Page 61.

Universe may best be pictured as consisting of pure thought'। এ সম্পর্কে জিন্‌সের উক্তিগুলি বেশ প্রগাঢ় এবং মিঃ বার্ণাড্ সমাদরের সহিত উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter ; we are beginning to suspect that we ought rather to hail it as the creator and governor of the realm of matter—not of course our individual minds, but *the* Mind in which the atoms, out of which our individual minds have grown, exist as thoughts. এ দেশে যাহাকে আমরা 'সমাধি' বলি, সেই তুরীয়াতীত অবস্থায়, সেই exalted state of super-trance-এর সময় যোগী কখনও কখনও ঐ Universal Mind, ঐ বিশ্বাত্মার সংস্পর্শলাভ করেন।

সর্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥—গীতা, ৬।২৯

প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে ঐরূপ যোগীরা 'ব্রহ্ম দর্শন' করিয়া স্ব স্ব অনুভূতি অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক বার্ণাড্ ধ্যানরসিক ব্লেকের (Blake) ঐরূপ একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—I saw no God, nor heard any in a finite organical perception ; but my senses discovered the Infinite in everything.—অর্থাৎ, সেই প্রাচীন কথা,—ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (নৃসিংহোত্তর, ৭।৪), বাসুদেবঃ সর্বমিতি (গীতা, ৭।১৯)।

ইহার উপর মিঃ বার্ণাডের টিপ্পনী এই—

Would it not be a pure ecstacy such as the mystics have alleged ? * * Would it not necessarily involve the complete loss of personal individuality, and the attainment of a sense of one's own identity with all the Mind in the Universe ?

Would it not also involve complete loss of the sense of time? * * * Yet it would not be a blank, but rather a state akin to God-head while it lasted. In fact, does not it correspond closely with the *Nirvana* of Eastern Mysticism? (p. 250).

জীবতত্ত্বের আলোচনায় আমাদিগকে ক্রমশঃ ঐ সমাধি, নির্বাণ প্রভৃতির তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করিতে হইবে। সম্প্রতি সমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া নিম্নভূমির বাধা অতিক্রম করিতে চাই। জড়বাদ ঐরূপ বাধা। আশা করি আমরা ঐ বাধা অতিক্রান্ত হইয়াছি। 'আত্মার অমরত্ব' সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম—এ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট রূপে তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম—পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

এইবার অদ্বৈতবাদীর আপত্তির আলোচনা করি—এ আপত্তি আরও গুরুতর।

অদ্বৈতবাদীর আপত্তি

আমরা জানি, অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই সর্বে-সর্বা।

স এব অধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ, ব্রহ্ম পশ্চাৎ, ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

ব্রহ্মই উত্তরে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই সম্মুখে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই উর্ধ্বে, ব্রহ্মই অধে।

অর্থাৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কিছু নাস্তি নাস্তি—

তস্মাৎ হান্যৎ ন পরঃ কিঞ্চ নাস—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ—শ্বেত, ৩।৯

'তাঁহা হইতে পরতর অন্যতর আর কিছু নাই।'

এক কথায়,—ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

ব্রহ্ম কেবল এক নন, তিনি অ-দ্বিতীয়—

ন তু তদ্-দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততোঽন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩

'তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় যখন নাই—তখন দ্বৈত কিরূপে দৃষ্ট হইবে ?'

নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ—বৃহ, ৩।৮।১১

'তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, জ্ঞাতা নাই।'

তাহাই যদি হইল, তবে জীবের কথা উঠিবে কিরূপে ?

বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদে শুধু জীব নয়—জড়ও প্রত্যাখ্যাত। 'The individual soul is an apparition as the external world is an appearance'. অদ্বৈতী বলেন, এক ব্রহ্মই সৎ, আর সমস্ত অসৎ। অতএব জড় ও জীব সত্য নয়, বস্তু নয়—প্রতিভাস মাত্র—The individual soul like the external world has no reality. (Deussen)

ফলতঃ দেখা যায়, উপনিষদ্ স্পষ্ট ভাষায় নানাত্বের নিষেধ করিয়াছেন— 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। এই নানাত্ব-নিষেধের তাৎপর্য এই যে, দৈশিক দূরান্তিকত্ব, কালিক পূর্বাপরত্ব, নৈমিত্তিক কার্যকারণত্ব—বিশেষতঃ জ্ঞাতা-জ্ঞানে সংভিন্ন জীবত্ব—পরমার্থ-দৃষ্টিতে অসৎ, অবস্তু ; একমেবাদ্বিতীয়ম্ অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তুই একমাত্র সৎ।

কিন্তু এই নিপট অদ্বৈতে মানব চিন্তা কতক্ষণ সুস্থিত থাকিতে পারে ? এ তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। 'With this thought, a height was reached on which a prolonged stay was impracticable' (Prof. Deussen). তাই করুণাময় ঋষিরা পঙ্গু মানব মনের সঙ্গে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া জড় ও জীবের কথা উপনিষদে বলিয়াছেন—'as a concession to the empirical consciousness of man * * as an unconscious accomodation to

the 'Forms' of our intellectual capacity', অর্থাৎ, মানবের অক্ষম চিত্তবৃত্তিকে চলৎ-শক্তি দিবার জন্য।*

এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে সমুচিত আলোচনা করিয়াছি—তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিই—এই যে ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত ভোক্তা-ভোগ্যের (অর্থাৎ জীব-জড়ের) বিভাগ —ঐ বিভাগ পারমার্থিক নয়—ব্যাবহারিক—ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি (ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য, ২।১।১৪)। উহা 'অভ্যুপগম' মাত্র—কেবল শিষ্য-বুদ্ধি-প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ। এ বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য ও তাঁহার গুরুর গুরু শ্রীগৌড়পাদের সম্মতি আছে।

উপদেশাদ্ অয়ং বাদঃ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে। * * *
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥

—মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১।১৮, ৩।১৫

'শাস্ত্রে যে সৃষ্টি প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা মন্দবুদ্ধি শিষ্যের উপদেশের জন্য—কেবল বুদ্ধি-প্রবেশের উপায়রূপে। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা দ্বৈত, নানাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।'

মৃদাদি-দৃষ্টান্তৈর্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বং বিকারস্য চ অনৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুম্ অর্হতি

—৪।৩।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'শাস্ত্র যে ক্ষিত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য ইহা নয় যে, বাস্তবিক সৃষ্ট্যাদির প্রতিপাদন করা।' ইহার ভাবার্থ এই যে, অ-তত্ত্বজ্ঞানীর দুর্গম ব্রহ্মতত্ত্বে বুদ্ধি-প্রবেশের জন্যই এ সকল উপদেশের অবতারণা।

---

* এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডয়সনের উক্তি এই :—The inquiring mind of man could not however, rest here (ঐ উৎতুঙ্গ নিপট অদ্বৈতে) * * and in spite of the *unreality* of the universe outside of the Atman, it proceeded to concern itself with the universe, as though it were real.—p. 236.

আর এক ভাবেও জীবতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন সিদ্ধ করা যাইতে পারে।

বেদান্ত মতে, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' (শঙ্কর)—অর্থাৎ, 'the individual soul is in no respect different from Brahman, but is very Brahman complete and entire'. (Deussen, p. 245.) সে জন্যই বেদের মহাবাক্য—'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

শ্রীশঙ্করাচার্য ৩।২।২২ শারীরক-ভাষ্যে বলিয়াছেন—

বাঙ্‌মনসাতীতম্ অবিষয়ান্তঃপাতি প্রত্যগাত্মভূতং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং ব্রহ্ম।

'বাক্য ও মনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থিত।'

অন্যত্র শ্রুতি জীবকে ব্রহ্ম-অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বলিয়াছেন—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ

—মুণ্ডক, ২।১।১

যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীব নিঃসৃত হইয়াছে।

এ ভাবে জীব ব্রহ্মের অংশ—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রঃ সূঃ, ২।৩।৪৩

এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

অথাপি স্যাৎ পরস্যৈব তাবদ্ আত্মনোঽংশো জীবোঽগ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গঃ। তত্রৈবং সতি যথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবতঃ, এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তী। * * অত্রোচ্যতে, সত্যপি জীবেশ্বরয়োঃ অংশাংশিভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবস্য ঈশ্বর-বিপরীত-ধর্মত্বম্।

—৩।২।৫ সূত্রের শঙ্করভাষ্য

সেইজন্যই বাদরায়ণ ব্রহ্মকে, জীব হইতে অধিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রঃ সূঃ, ২।১।২২

যৎসর্বজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং—শারীরাৎ (জীবাৎ) অধিকম্ অন্যৎ তৎ—শঙ্করভাষ্য

তথা হি তম্ অধিকম্ শারীরাৎ ঈশ্বরম্ আত্মানম্ দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ

—৩।৪।৮ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য

কিসে ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক ? যে সচ্চিদানন্দ ভাব ব্রহ্মে সুব্যক্ত, জীবে তাহা অব্যক্ত ; ব্রহ্মে যে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তি প্রকট, জীবে তাহা প্রচ্ছন্ন ; ব্রহ্মে যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পূর্ণ-বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। কিন্তু তাহা হইলেও জীব মূলতঃ (essentially) ব্রহ্ম —কারণ জীব ব্রহ্মের 'স-রূপ'—God created man in His own image (Bible) ; ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ—জীবও তেমনি সচ্চিদানন্দ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

জীবের অভ্যন্তরে অনভিব্যক্ত ঐ সকল শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, ঐ সকল সুপ্ত সম্ভাবনাকে ব্যাকৃত করিবার জন্য জীবকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়।

মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

(মহদ্-ব্রহ্ম = প্রকৃতি)

অর্থাৎ, বাইবেলের ভাষায়, He is *sown* in weakness to be raised in power.

প্রাকৃতিক জগতে নামিয়া নিরঞ্জন জীব 'পুরঞ্জন' হয়—দেহরূপ পুরের সহিত তাহার সংযোগ সংঘটিত হয়।

স্থূলানি, সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

ফলে ? শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্‌মভিঃ সংসৃজ্যতে (বৃহ, ৪।৩।৮)—দেহ যোগের ফলে জীব—সে যে অমৃতের পুত্র (Child of the Infinite) তাহা বিস্মৃত হইয়া শোক মোহের অধীন হয়।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।—মুণ্ডক, ৩।১।২

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বৈদান্তিক বলেন যে, ব্রহ্ম-মায়ার যে মোহ-শক্তি, সেই শক্তি জীবকে মোহিত করে, এবং তাহার বশে জীব ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া ঐ শোক দুঃখের অধীন হয়।

এক কথায়—

মোহাৎ অনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি—পঞ্চদশী, ৪।১২

এ প্রসঙ্গে বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

দেহযোগাদ্ বা সোঽপি—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬

সোঽপি তু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-বিষয়বেদনাদি-যোগাৎ ভবতি—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, জীবের ঐ দৈন্য, ঐ শোকমোহের হেতু দেহযোগ—ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধির সংযোগ। ঐ ভাবে উপহিত জীবকে উপনিষদ্ 'অজ্ঞ' বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, ঈশ—আর জীব অজ্ঞ, অনীশ।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ—শ্বেতাশ্বতর, ১।৯

এ হিসাবে জীব কেবল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়—জীব বহু। সাংখ্যেরা সে জন্য 'পুরুষ-বহুত্বে'র (Plurality of Souls-এর) কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন :—

আকাশম্ একং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্ ॥—যাজ্ঞবল্ক্য *
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ১২

* শঙ্কর কর্তৃক ১।৮ শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যে ধৃত।

'যেমন এক আকাশ ঘটাদি ভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য জলের আধার ভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক দেহে থাকিয়া বিভিন্ন হইয়াছেন।'

'একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।'

অতএব, জীবতত্ত্বের আলোচনা একেবারেই অসঙ্গত নয়। কিন্তু ঐ আলোচনার সময় আমরা যেন কদাচ বিস্মৃত না হই যে, দেহযুক্ত হইলেও জীব বস্তুতঃ ব্রহ্ম।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥—গীতা, ১৩।২২

'দেহে জীবরূপে যে পরম পুরুষ বিরাজিত, তিনি সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্তা ও ভোক্তা মহেশ্বর।

পুনশ্চ—অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়। ন করোতি ন লিপ্যতে॥
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্যাৎ আকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥
—গীতা, ১৩।৩১-৩২

'সেই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ; সেইজন্য দেহস্থ হইয়াও তিনি নির্গুণ ও নির্লেপ। যেমন সর্বগত হইলেও সূক্ষ্মতা বশতঃ আকাশ উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা উপলিপ্ত হন না।'*

* Yet the individual atmans are not properly distinct from the supreme atman. Each of them is in full and complete measure the supreme atman himself, as he manifests himself, though his real nature is concealed by the Upadhis (manas, indriyas etc).

—Deussen, p. 256.

সেই আলোচনার সময় আমরা যেন স্মরণ রাখি যে, জীব 'is an apparition of the only real atman (পরমাত্মা)*—যে বস্তুতঃ Individuality (জীবত্ব) as much as the plurality of souls (পুরুষবহুত্ব) is mere appearance.—Deussen, p. 245.

ঐ আলোচনার সময় আমরা যেন সর্বক্ষণ মনে রাখি যে, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ,—ঐ ভেদ স্বরূপগত নয়—উপাধিকৃত, মায়া-কল্পিত—is an illusion—অবিদ্যার বিজৃম্ভণ মাত্র। ঐ সকল কথা মনে না রাখিলে জীব-তত্ত্বের আলোচনায় আমাদের পদে পদে বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

* The entire individual soul, however, is a false conception, arising from the fact that we transfer the 'forms' of our intellectual judgments, and especially, the most general of them, the necessary existence of an *object* for a *subject*, into a region where they have no validity.—Deussen, p. 97.

প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

আত্মার অমরত্ব

অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ (William James) একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁহার 'Varieties of Religious Experience'-গ্রন্থ তাঁহাকে দার্শনিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার রচিত মনো-বিজ্ঞান অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক জেমসের 'Human Immortality' (আত্মার অমরত্ব) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমার হস্তগত হইয়াছে। ১৮৯৮ খৃঃ অঃ অধ্যাপক জেমস্ ঐ বৎসরের জন্য Ingersoll Lecturerএর পদে বৃত হন এবং তিনি Human Immortality সম্বন্ধে একটী চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বক্তৃতা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে অধ্যাপক জেমস্ 'আত্মার অমরত্ব' সম্বন্ধে জড়বাদীদিগের প্রধান আপত্তি অতি সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ঐ খণ্ডনের যুক্তি প্রণালীর সহিত পাঠকবর্গকে পরিচিত করিতে চাই।

জড়বাদের মূল কথা এই যে, চৈতন্য—বিশেষতঃ চিন্তা,—মস্তিষ্কের ব্যাপার বা Function মাত্র। শারীর বিজ্ঞানে মস্তিষ্কের যে 'Grey matter'এর সহিত আমরা পরিচিত আছি, আমাদের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া নাকি ঐ Grey matter হইতে উৎপন্ন। (Our inner life is a function of the grey matter of the brain)। শুধু তাহাই নহে, শারীর-বিজ্ঞানবিদ্ কোন কোন পণ্ডিত ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আমাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট মনোবৃত্তির সহিত মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।* যখন আমরা

* Everyone knows that arrests of brain development occasion imbecility, that blows on the head abolish memory or consciousness,

দৃষ্ট-বস্তুর চিন্তা করি, তখন আমাদের occipital convolutions ব্যাপারবান্ হয়; যখন শ্রুত বিষয়ের চিন্তা করি, তখন temporal lobeগুলি ব্যাপারবান্ হয়; যখন বচনের বিষয় চিন্তা করি, তখন frontal convolutions ব্যাপারবান্ হয়। মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে স্মৃতিভ্রংশ বা চৈতন্য লোপ, মস্তিষ্কের বিকাশ স্তম্ভিত বা স্থগিত হইলে আনুষঙ্গিক জড়তা বা মূঢ়তা, উত্তেজক বা অবসাদক ঔষধের ফলে চিন্তার প্রসাদ বা অবসাদ আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঘটনা। অতএব জড়বাদীরা বলেন যে, চিন্তা যে মস্তিষ্কের ব্যাপার, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এমন কি একজন জার্মান শারীর-বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়াছেন যে, আমাদের যকৃৎ (liver) যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, সেইরূপ আমাদের মস্তিষ্ক চিন্তা নিঃসরণ করে।* এ দেশে যাহাকে লোকায়তিক বা চার্বাকমত বলে, তাহা ইহার অনুরূপ। চার্বাকেরাও জড়বাদী। তাঁহারা বলেন, 'দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ'—দেহাতিরিক্ত আত্মা প্রমাণ সিদ্ধ

---

and that brain-stimulants and poisons change the quality of our ideas. The anatomists, physiologists and pathologists have only shown this generally admitted fact of a dependence to be detailed and minute. What the laboratories and hospitals have lately been teaching us is not only that thought in general is one of the brain's functions, but the various special forms of thinking are functions of special portions of the brain. When we are thinking of things seen, it is our occipital convolutions that are active; when of things heard, it is a certain portion of our temporal lobes, when of things to be spoken, it is one of our frontal convolutions. Professor Flechsig of Leipzig (who perhaps more than any one may claim to have made the subject his own) considers that in other special convolutions, those processes of association go on which permit the more abstract processes of thought to take place.—Professor James' Human Immortality, 6th Edition, pp. 20-21.

* As the liver secretes bile, so the brain secretes thought.

নহে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই চারি স্থূল ভূত মিলিত হইয়া চৈতন্য উৎপাদন করে—যেমন তালের রস বা ভাতের মাড় পচিলে মদ্য উৎপন্ন হয়—

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যম্ উপজায়তে॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥—সর্বদর্শনসংগ্রহ

অতএব জড়বাদীর বক্তব্য এই যে, চিন্তা যদি মস্তিষ্কের ব্যাপার হয়, তবে দেহের নাশে যখন মস্তিষ্কের ধ্বংস ঘটিবে, তখন চিন্তা ও চৈতন্যের ধ্বংসও অবশ্যংভাবী। অতএব দেহাতিরিক্ত আত্মা একটা কবি-কল্পনা মাত্র। †

ইহার বিরুদ্ধে অধ্যাপক জেমস্ বলিতেছেন যে, যদিচ আমরা সম্পূর্ণ মানিয়া লই যে, চিন্তা মস্তিষ্কের ব্যাপার বটে, তথাপি তদ্দ্বারা আত্মার অমরত্বের নিষেধ হয় না। ‡ এ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধ্যাপক জেমস্ Function বা ব্যাপার সম্বন্ধে প্রথমতঃ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—যখন আমরা বলি যে, Steam is a function of the tea kettle (বাষ্প চায়ের কেট্‌লির ব্যাপার); অথবা বলি, Light is a function of the electric circle (আলোক তাড়িত বৃত্তের ব্যাপার); অথবা বলি, Power is a function of the moving water-fall (শক্তি নিম্নগামী জলপ্রপাতের ব্যাপার)—তখন function বা ব্যাপার বলিতে আমরা কি বুঝি? আমরা এই বুঝি যে, যে যাহার ব্যাপার, তাহার সহিত তাহার জন্য-জনক সম্বন্ধ। বাষ্প কার্য, উত্তপ্ত চায়ের

---

† How can the function possibly persist after its organ has undergone decay?

‡ Subscribing to the great psychophysiological formula—'Thought is a function of the brain'—the question is: does this doctrine logically compel us to disbelieve in immortality?

কেট্‌লি তাহার কারণ; আলোক কার্য, তাড়িতবৃত্ত তাহার কারণ; শক্তি কার্য, জলপ্রপাত তাহার কারণ। কারণের বিলোপে কার্যের বিলোপ হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। মস্তিষ্কের সহিত চিন্তা বা চৈতন্যের যদি এইরূপ জন্য-জনক সম্বন্ধ হয়, তবে মস্তিষ্করূপ কারণের বিনাশে তৎকার্য চিন্তা বা চৈতন্যের যে বিলোপ ঘটিবে, ইহা সুনিশ্চিত। অতএব চিন্তা বা চৈতন্য যদি মস্তিষ্কের এইরূপ ব্যাপারই হয়, তবে আত্মার অমরত্ব যে কবি-কল্পনা, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই। কিন্তু অধ্যাপক জেমস্‌ বলেন,—'চিন্তাকে মস্তিষ্কের জন্য-জনক ব্যাপার (*Productive function*) বলিয়া সিদ্ধ করিবার কি প্রমাণ আছে ?'

তিনি আরও বলেন যে, জন্য-জনক ব্যাপার ছাড়া নিসর্গে অন্ততঃ আর দুই রকমের ব্যাপার দৃষ্ট হয়—Releasing function (বিমোচক ব্যাপার) এবং Transmissive function (সঞ্চারক ব্যাপার)। *

Releasing function বা বিমোচক ব্যাপারের দৃষ্টান্তস্থলে তিনি একটা চক্রীকৃত ধনুকের উল্লেখ করিয়াছেন। ধনুকের জ্যা বা ছিলা যখন ধনুকের দুই কোটিকে সংযুক্ত করিয়া রাখে, সেই জ্যাযুক্ত অবস্থায় ধনুক চক্রাকার ধারণ করে। যদি আমরা সেই জ্যাকে মুক্তি দান করি, তবে ধনুক নিজের স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।† এখানে আমরা এই বিমোচক ব্যাপারের সাক্ষাৎ পাই। বিমোচক ব্যাপারের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধরুন আমার পূর্বমুখ ঘরের দেয়ালে কোন জানালা দরজা নাই।

---

* But in the world of physical nature productive function of this sort is not the only kind of function with which we are familiar. We have also releasing or permissive function; and we have transmissive function.

† The trigger of a crossbow has a releasing function: it removes the obstacle that holds the string, and lets the bow fly back to its natural shape.

ইহার ফলে প্রভাতের সূর্যরশ্মি আমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। আমি ঐ দেয়ালে একটা গবাক্ষ ফুটাইলাম। যেমন গবাক্ষ ফুটান হইল, অমনি অবরুদ্ধ আলোক ঘরের মধ্যে প্লাবিত হইল। এখানে গবাক্ষ আলোককে উৎপাদন করিল না, বাধার বারণ করিয়া অবরোধের উৎসাদন করিল। এখানেও আমরা ঐ বিমোচক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। ঐ ব্যাপার জন্য-জনক ব্যাপার নহে; এখানে কারণ হইতে কোন কার্যের উৎপাদন হইল না। কিন্তু ঐ ব্যাপারের দ্বারা অন্য এক অবরোধক ব্যাপারের বিমোচন সাধিত হইল।

সঞ্চারক ব্যাপারের দৃষ্টান্তস্থলে অধ্যাপক জেমস্ একটা কাচের ত্রুল (Prism) বা কাচ কূটক (lens)এর উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্যরশ্মি কাচের ত্রুলের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। সেই ত্রুলের ব্যাপার দ্বারা আলোকের বর্ণ ও গতি নিয়মিত হয়। কিন্তু সে ত্রুল বা কূটক আলোকের জনক নহে, আলোকের সঞ্চারক মাত্র। এইরূপ একটা হারমোনিয়ম যন্ত্রের পর্দা শব্দ উৎপাদন করে না, কিন্তু সঞ্চারণ করে। ঐ পর্দার দ্বারা শব্দের স্বর ও বর্ণ নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু উৎপন্ন হয় না। এখানে আমরা যে ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম, ইহা জন্য-জনক ব্যাপার নহে, বিমোচক ব্যাপারও নহে—ইহা Transmissive function বা সঞ্চারক ব্যাপার।* অতএব ব্যাপার বলিলেই যে জন্য-জনক ব্যাপার বুঝিতে হইবে—এইরূপ কোন নিয়ম নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতিক ব্যাপার বিমোচক বা সঞ্চারক ব্যাপার।

---

* In the case of a coloured glass, a prism or a refracting lens, we have transmissive function. The energy of light, no matter how produced, is by the glass sifted and limited in colour and by the lens or prism determined to a certain path and shape. * * *

But the air is not engendered in the organ. The organ proper, as distinguished from its air-chest, is only an apparatus for letting portions of it loose upon the world in these peculiarly limited shapes.

এখন প্রশ্ন এই—চেতনা বা চিন্তা মস্তিষ্কের কিংবিধ ব্যাপার? জন্য-জনক ব্যাপার, না বিমোচক ব্যাপার, না সঞ্চারক ব্যাপার? দুই এক জন হঠকারী বৈজ্ঞানিক আছেন বটে যাঁহারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে, চিন্তা মস্তিষ্কের productive function বা জন্য-জনক ব্যাপারই বটে। কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক ধীর ও চিন্তাশীল, তাঁহারা এরূপ দুঃসাহস করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মস্তিষ্ক ও চিন্তার সঙ্গে ঠিক কি সম্বন্ধ তাহা আমরা জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে উভয়ের মধ্যে একটা অনুষঙ্গ (concomitance) আছে অর্থাৎ, মস্তিষ্কের পরিবর্তনের সহযোগে চিন্তারও পরিবর্তন ঘটে। এ বিষয়ে ইহার অধিক কিছু বলা যায় না।*

কি ভাবে চিন্তার উদ্ভব হয়, কি ভাবে জড়-মস্তিষ্কে চৈতন্যের প্রকাশ হয়—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান মূক। সেই জন্য স্থিরমতি, সূক্ষ্মদর্শী শারীর-বিজ্ঞান-বিদেরা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইহা একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা, একটা বিরাট্ সমস্যা—এতই অস্বাভাবিক ও অসম্ভাব্য ব্যাপার যে, ইহার কিছুই ঠিক ঠিকানা করা যায় না। †

---

* If we are talking of science, positively understood, function can mean nothing more than bare concomitant variation. When the brain activities change in one way, consciousness changes in another; when the currents pour through the occipital lobes, consciousness sees things; when through the lower frontal region, consciousness says things to itself; when they stop, she goes to sleep etc. In strict science, we can only write down the bare fact of concomitance.

† The production of such a thing as consciousness in the brain, they will reply with the late Berlin professor of physiology, is the absolute world-enigma,—something so paradoxical and abnormal as to be a stumbling block to Nature, and almost a self-contradiction. Into the mode of production of steam in a tea-kettle we have conjectural insight, for the terms that change are physically homogeneous one with another, and we can easily imagine the case to

তাহাই যদি হইল, তবে চিন্তা বা চেতনা যে মস্তিষ্কের জন্য-জনক ব্যাপার (Productive function), ইহা বিজ্ঞান কোন্ অধিকারে বলেন? বরং ইহাই বলা কি সঙ্গত নয় যে, যে অখণ্ড চৈতন্যের অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ সাধারণতঃ এই স্থূল, জড়, প্রাকৃত বিশ্বের আচ্ছাদনে অবরুদ্ধ হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না, কদাচিৎ ক্বচিৎ কোন মস্তিষ্কের সাহায্যে সেই জ্যোতিঃ প্রাকৃত জগতে প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ, আমাদের মস্তিষ্ক চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশের উপাধি মাত্র। উপাধির তারতম্যে, সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার ভেদে, স্বচ্ছতা ও আবিলতার অনুপাতে চৈতন্যের প্রকাশও ভিন্ন হয়; কিন্তু চৈতন্য যে এক ও অখণ্ড বস্তু, তাহার ভেদ বা পরিচ্ছেদ হয় না—

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্‌বান্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫১

মনে করুন একটা প্রকাণ্ড অস্বচ্ছ কাচের গম্বুজের (dome) দ্বারা একটা শুভ্র জ্যোতিষ্মান্ তাড়িতবর্তি আবৃত আছে। গম্বুজের পরকলাগুলি সমান অস্বচ্ছ নহে,—কেহ একেবারে অস্বচ্ছ, কেহ অর্ধ স্বচ্ছ, কেহ বা প্রায় স্বচ্ছ। অধিকন্তু কোন কোন পরকলা রঙ্গিন,—লাল, নীল, পীত, হরিৎ—এবং কতকগুলি শ্বেতশুভ্র। এরূপ স্থলে ডোমের মধ্যস্থিত জ্যোতির প্রকাশের কিরূপ তারতম্য হইবে? যে পরকলাগুলি একেবারে অস্বচ্ছ (opaque)—পুরু ঘসা কাচে নির্মিত—তাহাদের মধ্য দিয়া ঐ জ্যোতির রশ্মি একেবারেই বাহির হইতে পারিবে না। যে পরকলাগুলি অর্ধ স্বচ্ছ, তাহাদের মধ্য দিয়া জ্যোতির আংশিক প্রকাশ হইবে। আর যেগুলি প্রায় স্বচ্ছ, যদি মাজিয়া ঘসিয়া তাহাদিগকে আরও স্বচ্ছ করিতে পারা যায়, তবে তন্মধ্য দিয়া জ্যোতির প্রায় পূর্ণ প্রকাশ হইবে। আরও দেখুন, যে পরকলাগুলি রঙ্গিন কাচের,

---

consist of nothing but alterations of molecular motion. But in the production of consciousness by the brain, the terms are heterogeneous natures altogether; and as far as our understanding goes, it is as great a miracle as if we said, thought is 'spontaneously' generated, or created out of nothing.

জ্যোতিঃ যখন তাহার মধ্য দিয়া বহির্গত হইবে, তখন সে লাল, নীল, পীত, হরিৎ বর্ণ ধারণ করিবে। কিন্তু স্বচ্ছ শুভ্র পরকলার মধ্য দিয়া অন্তরস্থ জ্যোতির যে রশ্মি বহির্গত হইবে, সে রশ্মি নিজের স্বচ্ছ শুভ্র আকার অব্যাহত রাখিবে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—

উপাধির্ভিন্নতে ন তু তদ্বান্।

মনে করুন আমাদের মস্তিষ্কগুলি এক একটী ঐরূপ পরকলা।* যে অখণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিঃ অপ্রাকৃত ধামে (পর ব্যোমে) চির বিরাজমান, সেই জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন জীবের মস্তিষ্কের পরকলা দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া বিচিত্র আকারে বিবিধ বর্ণে ঋজু বক্র ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এ স্থলে মস্তিষ্কের ঐ ব্যাপার জন্য-জনক ব্যাপার নহে, সঞ্চারক ব্যাপার মাত্র।

কবি শেলী যে বলিয়াছেন :—

Life like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of eternity.

—উহা এই ধরণের কথা।† উপনিষদের ঋষিও বহু পূর্বে বলিয়াছিলেন—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।

---

* Admit now that our brains are such thin and half-transparent places in the veil, what will happen ? Why, as the white radiance comes through the dome with all sorts of staining and distortion imprinted on it by the glass, or as the air now comes through my glottis, determined and limited in its force and quality of its vibrations by the peculiarities of those vocal chords which form its gate of egress and shape it into my personal voice, even so the genuine matter of reality, the life of our souls as it is in its fulness, will break through our several brains into this world in all sorts of restricted forms, and with all the imperfections and queernesses, that characterise our finite individualities here below.

† শেলীর এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক জেম্‌স্ বলিতেছেন—Suppose now, that this were really so, and suppose, moreover, that, the dome,

উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো।
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবম্ অজোঽয়ম্ আত্মা ॥

—৩।২।১৮ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শঙ্করধৃত শ্রুতি

'যেমন জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাধারে বহু রূপে প্রকাশিত হন (উপাধি-কৃত তাঁহার এই ভেদ), সেইরূপ দ্যুতিমান্ অখণ্ড পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।'

আপত্তিকারী বলিতে পারেন,—'এ কাব্য, দর্শন বা বিজ্ঞান নহে। আমাদের প্রাকৃত মস্তিষ্ক কিরূপে অপ্রাকৃত চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশের যন্ত্র বা উপাধি হইতে পারে?' উত্তরে আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আমাদের সাকার মস্তিষ্ক কিরূপে নিরাকার চিন্তার জনক হইতে পারে? জড়বাদকে এখানে নিরুত্তর থাকিতেই হইবে।*

অধ্যাপক জেম্‌স্ আরও বলিতেছেন যে, জড়বাদের জন্য-জনক 'থিওরি' এবং চেতনবাদের সঞ্চারণ থিওরির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শেষোক্ত

---

opaque enough at all times to the full super-solar blaze, could at certain times and places grow less so, and let certain beams pierce through into this sublimary world.

These beams would be so many finite rays, so to speak, of consciousness, and they would vary in quantity and quality as the opacity varied in degree; only at particular times and places would it seem that, as a matter of fact, the veil of nature can grow thin and rupturable enough for such effects to occur. But in those places gleams, however finite and unsatisfying, of the absolute life of the universe are from time to time vouchsafed.

* All that one need do, therefore, if the ordinary materialist should challenge one to explain how the brain can be an organ for limiting and determining to a certain form a consciousness elsewhere produced, is to retort with a *tu quoque*, asking him in turn to explain how it can be an organ for producing consciousness out of whole cloth. For polemic purposes, the two theories are thus exactly on a par.

থিওরির সাহায্যে এমন অনেক মানসিক ব্যাপারের তথ্য নির্ধারণ করিতে পারা যায়, যে সকল ব্যাপার production-থিওরি অনুসারে একেবারেই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি, মানস চিকিৎসা ও আরোগ্য, আকস্মিক পরিবর্তন ইত্যাদি সত্য ঘটনা ঐরূপ ব্যাপার।*

ঐ সকল ক্ষেত্রে মনে হয়, যেন কোন কারণে বা অকারণে হঠাৎ মস্তিষ্কের অস্বচ্ছ বা অর্ধ স্বচ্ছ পরকলা স্বচ্ছতর হইয়া উঠিল, এবং তাহার অন্তরাল দিয়া বহিঃস্থ কোন জ্যোতিঃ মস্তিষ্ককে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত করিল। †

অতএব দেহের নাশে চিন্তার বিলোপ হয়, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই—এরূপ ভাবিবার কোনই সমর্থ যুক্তি নাই। বরং জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্টের সহিত স্বর মিলাইয়া বলিতে হয় যে, মস্তিষ্ক আমাদের চিন্তার জনক নহে, নিরোধক উপাধি মাত্র। ভৌতিক অনুভূতির পক্ষে মস্তিষ্ক অবশ্যংভাবী যন্ত্র বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতির পক্ষে ইহা আবরক যবনিকা মাত্র। ‡

---

* In the cases of conversion, in providential leadings, sudden mental healings, etc., it seems to the subjects themselves of the experience, as if a power from without, quite different from the ordinary action of the senses or of the sense-led mind, came into their life, as if the latter suddenly opened into that greater life in which it has its source. * * All such experiences, quite paradoxical and meaningless on the production-theory, fall very naturally into place on the other theory.

† অধ্যাপক জেম্‌স্ ইহাকে 'Abnormal lowering of the Brain threshold' বলিয়াছেন। যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত Subliminal Consciousnessএর কথা অবগত আছেন, তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন।

‡ The body would thus be not the cause of our thinking, but merely a condition restrictive thereof and, although essential to our sensuous and animal consciousness, it may be regarded as an impeder of our pure spiritual life.—Critique of Pure Reason, 2nd Edition, p. 809.

এই মর্মে Schiller তাঁহার Riddle of the Sphinx গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

কারণ, যখন এই আবরক তিরস্করণী তিরোহিত হয় এবং আত্মা বিদেহ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্বরূপ লাভ করে* তখন তাহার যে মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? সে অবস্থা বচনের, লক্ষণের ও মননের অতীত।

এইরূপে অধ্যাপক জেমস্ সুযুক্তিসহ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, চেতনা বা চিন্তাকে মস্তিষ্কের ব্যাপার বলিলেই আত্মার অমরত্ব নিরাকৃত হয় না। তিনি এই ভাবে যে মাস্তিষ্কিক জড়বাদের বিষদন্ত উৎপাটন করিয়াছেন (তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে—the fangs of cerebral materialism are drawn), সে জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন।

Matter is an admirably calculated machinery for regulating, limiting and restraining the consciousness which it encases. * * * Matter is not that which *produces* consciousness but that which limits it and confines its intensity within certain *limits* ; material organisation does not *construct* consciousness out of arrangements of atoms but contracts its manifestation within the sphere which it permits.

* When the finiting organ drops away, and our several spirits revert to their original source and resume their unrestricted condition.

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতম আত্মা

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন,—'যাজ্ঞবল্ক্য ! কিং-জ্যোতিঃ অয়ং পুরুষঃ—এই যে পুরুষ—কি ইহার জ্যোতিঃ ? কাহার জ্যোতিতে ইনি জ্যোতিষ্মান্, কাহার দ্যুতিতে ইনি দ্যুতিমান্ ?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'আদিত্যই ইঁহার জ্যোতিঃ —আদিত্যেনৈব অয়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতি— আদিত্যরূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম করে, প্রতিগমন করে।' জনক বলিলেন,—'তা' বটে, কিন্তু অস্তমিতে আদিত্যে ? আদিত্য অস্তমিত হইলে ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'তখন—চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতি,—চন্দ্রমা ইঁহার জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন,—'অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য ! চন্দ্রমসি অস্তমিতে, কিং-জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'চন্দ্র সূর্য উভয়েই অস্তমিত হইলে, অগ্নিই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়।' জনক বলিলেন,—'তা' বটে—কিন্তু অগ্নি স্তিমিত হইলে ?—শান্তে অগ্নৌ কিং-জ্যোতিঃ এবায়ং পুরুষঃ ?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, —'তখন বাক্যই ইঁহার জ্যোতিঃ হয়—বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি।' জনক বলিলেন,—'তা' বটে, কিন্তু শান্তে অগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং-জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ?—অগ্নি স্তিমিত হইলে, বাক্য স্থগিত হইলে, তখন পুরুষের কি জ্যোতিঃ হয় ?' এইবার যাজ্ঞবল্ক্য চরম উত্তর দিলেন,—'আত্মৈব অস্য জ্যোতির্ভবতি—তখন আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃ হয়—আত্মনা এবায়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতি—আত্মারূপ জ্যোতিঃ দ্বারাই পুরুষ আসন করে, গমন করে, কর্ম করে, প্রতিগমন করে।'

অর্থাৎ, পুরুষের সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ব্যাপারের পশ্চাতে এই আত্মা বা জীব। তখন প্রশ্ন উঠিল,—'কতম আত্মা?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭

'যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি প্রাণ-সমূহের পশ্চাতে (behind the organs of sense), যিনি হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ—তিনিই আত্মা বা জীব।'

এই কথা বুঝাইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের পরিচয় দিয়া অবসানে বলিলেন—

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—বৃহ, ৪।৪।২২

'সেই এই মহান্ অজাত আত্মা বা জীব—যিনি বিজ্ঞানময়, যিনি সমস্ত প্রাণের পশ্চাতে—তিনি অন্তর্হৃদয়ের যে আকাশ, সেই আকাশে শয়িত আছেন।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদ রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা এ কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তৎ এষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে —বৃহ, ২।১।১৭

বৃহদারণ্যক যাহাকে অন্তরাকাশ বলিলেন, ছান্দোগ্যে তাহার নাম 'দহরাকাশ'।

অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ। তস্মিন্ যদ্ অন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং তদ্ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ —ছান্দোগ্য, ৮।১।১

'এই দেহরূপ ব্রহ্মপুরে ('Tabernacle of God'-এ) এক অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক গৃহ আছে। যিনি তাহার অন্তস্থিত, তাঁহার অন্বেষণ, অনুসন্ধান

কর্তব্য।' কে তিনি? তিনি পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকাম, সত্যসংকল্প আত্মা।

এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ —ছা, ৮।১।৫

দহরাকাশে বিরাজিত এই আত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—তিনিই ব্রহ্ম।

দহর উত্তরেভ্যঃ—ব্রহ্মসূত্র, ১।৩।১৪

স (আত্মা) চ উক্তেভ্যো (উত্তরেভ্যঃ) হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর ইতি
—শঙ্করভাষ্য

সেই জন্য ছান্দোগ্য স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—

যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ। উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ, বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি, যচ্চাস্য ইহাস্তি যচ্চ নাস্তি—সর্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্
—ছা, ৮।১।৩

'এই অন্তর্-হৃদয়ের আকাশ, সেই মহাকাশের ন্যায় বৃহৎ। তাহাতে স্বর্গ মর্ত্য, অগ্নি বায়ু, চন্দ্র সূর্য, বিদ্যুৎ নক্ষত্র সমাহিত—যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত।'

অয়ং বাব স যোঽয়ম্ অন্তঃ পুরুষ আকাশঃ যো বৈ সঃ অন্তঃ পুরুষ আকাশঃ—ছা, ৩।১২।৮

বলা বাহুল্য, এ আকাশ ভূতাকাশ নয়—এ আকাশ পরব্রহ্ম। কারণ, আমরা দেখি ইনি সেই আকাশ—যাহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, যাহাতে সমস্ত ভূতের নিবৃত্তি।

সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি। আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্
—ছা, ১।৯।১

এই আকাশ যে ব্রহ্ম, উপনিষদে এ কথার স্পষ্ট উপদেশ আছে—

খং ব্রহ্ম খং পুরাণম্—বৃহ, ৫।১।১

কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৪।১০।৫

সে জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ—ব্রঃ সূঃ, ১।১।২২*

হৃদয়ের দহরাকাশে আত্মারূপে ব্রহ্ম যে অধিষ্ঠিত আছেন, এ কথা আমরা অন্যত্রও শুনিতে পাই।

স বা এষ আত্মা হৃদি। তস্য এতদেব নিরুক্তম্। হৃদি অয়মিতি। তস্মাৎ হৃদয়ম্।—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩

'সেই আত্মা হৃদয়ে বিরাজিত। তাঁহার নিরুক্ত (Etymology) এইরূপ। হৃদয়ে তিনি, সেই জন্য হৃদয়কে 'হৃদয়' বলে।'

গীতাও এই কথার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন ঃ—

হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্—গীতা, ১৩।১৭

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ—গীতা, ১৫।১৫

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন! তিষ্ঠতি—গীতা, ১৮।৬১

'ইনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত'; 'সকলের হৃদয়ে সমাবিষ্ট'; 'ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত।'

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ—গীতা, ১০।২০

'পরমাত্মা জীবাত্মা-রূপে সকলের আশয়ে (হৃদয়ে) অবস্থিত।'

এই সকল কথার সার সংগ্রহ করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি—ব্রঃ সূ, ২।৩।২৪

এই যে হৃদয় বা হৃৎপদ্ম—যিনি হৃদি অয়ম্, তাঁহারই চকিত চমৎকৃতিতে উহা উদ্ভাসিত।

---

* In older texts of the Upanishads, Akasa is frequently explained to be Brahman.—Deussen, p. 112

হৃৎপদ্মকোশে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্—ভাগবত, ৪।৯।২

ঐ হৃদয়কে উপনিষদ্ স্থানে স্থানে 'গুহা' বা 'গহ্বর' বলিয়াছেন।

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ, ১।২।১২

আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্—কঠ, ১।২।২০

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্—কঠ, ২।১।৬

এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্—মুণ্ডক, ২।১।১০

পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্—মুণ্ডক, ৩।১।৭

সেই জন্য ব্রহ্মকে বলা হয়—গুহাচরং নাম—মুণ্ডক, ২।২।১ কারণ, ৪।২২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যধৃত প্রাচীন বচনে আমরা জানি— 'গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্'। এবং সুপ্রাচীন আদেশ এই— আত্মানম্ অন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্ (১।২।১১ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শঙ্কর-ধৃত শ্রুতি) ।*

এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম কি?

উপনিষদের মুখ্য বাণী হইতেছে :—একমেবাদ্বিতীয়ের বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ।

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য, ৬।২।৩

পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ অকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয় ইতি—নারায়ণ, ১

ইহা তাঁহার লীলাকৈবল্য—ইচ্ছাময়ের 'খামখেয়াল'।

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ—মৈত্রী, ৭।১১

কিন্তু বহু হইলেও সেই অদ্বিতীয়ের একত্ব কখনও ব্যাহত হয় না— তিনি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, বহুর মধ্যে একরূপে সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। উপনিষদ্ নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে এই কথা বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ * * সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

---

* এই গুহাই কি পাশ্চাত্য mystic অয়কেন্ (Eucken)-এর 'gemuth'?— where God and man initially meet.

'যেমন অগ্নি হইতে বহুতর ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ (sparks) নির্গত হয়, তেমনি সেই পরমাত্মা হইতে এই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।'

অতএব ব্রহ্মের পরিচয় এই—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তি, ৩।১

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূতের উদ্ভব হইয়াছে।'

মুণ্ডকের উপদেশ ইহারই অনুরূপ—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—২।১।১

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সরূপ (সমান-রূপ) বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি কল্পারম্ভে সেই অ-ক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব আবির্ভূত হয়, এবং কল্পান্তে তাঁহাতে তিরোহিত হয়।'*

সেই জন্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা—

প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—মাণ্ডুক্য, ৬

—সমস্ত জীবের প্রভব ও প্রলয়ের স্থান—কবি বিদ্যাপতির ভাষায়—

তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা।

জলে যেমন বুদ্বুদ, সমুদ্রে তেমন তরঙ্গ, ব্রহ্মে তেমনি জীবের ব্যক্তি ও অব্যক্তি—আবির্ভাব ও তিরোভাব।

যস্মিন্ সর্বমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মিন্ এব লয়ং যান্তি বুদ্বুদাঃ সাগরে যথা ॥

---

* ভাবাঃ=জীবাঃ (living beings)—শঙ্কর।

The spark hangs from the flame by the finest thread of Fohat.
—Book of Dzyan.

The Sun-Divine throws off spark-suns charged with all his attributes * * sparks of Divinity to be fanned into flames through the great process of Evolution.
—Dr. G. S. Arundale's 'Nirvana'.

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চা ব্যক্ততাং যযুঃ।
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥

—চূলিকা, ১৭-১৮

'ব্রহ্মে যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে—ব্রহ্মেই সেই বিশ্ব বিলীন হয়—সাগরে নদীর ন্যায়। তাঁহাতে সমস্ত জীব (প্রলয়ে) প্রলীন হইয়া অ-ব্যক্ত হইয়া যায়—আবার (সৃষ্টিতে) বুদ্‌বুদের ন্যায় ব্যক্ত হইয়া প্রকাশমান হয়।'

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য এই তত্ত্বই একটু ভিন্ন রকম উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন—সর্বাণি চ ভূতানি অস্যৈব (মহতো ভূতস্য) এতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি—বৃহ, ৪।৫।১১

'এই সমস্ত ভূত সেই মহান্ ভূত (পরমাত্মারই) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস'—কারণ, তিনিই আনীৎ অবাতম্ (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২)—The 'Great Breath' breathed,—but without breath—ফলতঃ জীবের আবির্ভাব তাঁহার প্রশ্বাস (out-breathing) এবং জীবের তিরোভাব তাঁহার নিঃশ্বাস (in-breathing)। বলা বাহুল্য, এই যে জীবের সৃষ্টি, ইহা creation নহে—emergence বা emission—অর্থাৎ, যাহা প্রলয়ে ব্রহ্মে নিমগ্ন ছিল, তাহারই পুনরুত্থান। এই ভাবেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডুক্য, ৬)।

আমরা দেখিলাম, সমিদ্ধ অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি ব্রহ্ম হইতে জীব বিচ্ছুরিত হইয়াছে। অতএব এ ভাবে জীবকে ব্রহ্মখণ্ড বা ব্রহ্মের 'অংশ' (Divine fragment) বলা অসঙ্গত নয়। গীতায় ভগবান্ ঐরূপই বলিয়াছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

অর্থাৎ, জীব সেই চিৎ-সিন্ধুর বিন্দু।

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণেরও ঐ উপদেশ—

অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ—২।৩।৪৩

অন্যত্রও শুনিতে পাই—

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্।

গীতা বলিলেন, সনাতন জীব ব্রহ্মের অংশ। কিরূপে অংশ ?

মৈত্রায়ণী-উপনিষদ্ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন —এতাদৃশস্য কথম্ অংশেন বর্তনম্ ?

মৈত্রায়ণী বলেন—

প্রজাপতির্বা একঃ অগ্রে অতিষ্ঠৎ স নারমত একঃ। সোত্মানমভিধ্যাত্বা বহ্বীঃ প্রজা অসৃজত, তা অশ্মেব অপ্রবুদ্ধা অপ্রাণাঃ স্থাণুরিব তিষ্ঠমানা অপশ্যৎ। স নারমত—মৈত্রা, ২।৬

'প্রজাপতি অগ্রে অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি তাহাতে রমিত হইলেন না; তিনি অভিধ্যান করিয়া আপনা হইতে বহু প্রজা সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাহারা পাষাণের মত জড়, স্থাণুর মত অ-প্রাণ (lifeless like a stone, motionless like the trunk of a tree) হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। তিনি প্রীত হইলেন না।' তখন তিনি কি করিলেন ?

স অমন্যত এতাসাং প্রতিবোধনায় অভ্যন্তরং বিবিশামি। স বায়ুরিব আত্মানং কৃত্বা অভ্যন্তরং প্রাবিশৎ—মৈত্রা, ২।৬

'তিনি স্থির করিলেন—'ইহাদের প্রতিবোধনের জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করি'। তিনি আপনাকে বায়ুর ন্যায় করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন'; এবং এইরূপে 'মমৈবাংশঃ' হইলেন।

ঐতরেয়-উপনিষদেও আমরা এ কথার ইঙ্গিত পাই, সেখানে ঋষি বলিতেছেন—

স ঈক্ষত কথং নু ইদং মদ্ ঋতে স্যাৎ ইতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। * * স এতমেব সীমানম্ বিদার্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত।

—ঐত, ৩।১১-১২

'তিনি ভাবিলেন—মদ্‌-রিক্ত হইয়া ইহা রহিবে কিরূপে? তিনি ভাবিতে লাগিলেন—আমি কিরূপে ইহার মধ্যে প্রবেশ করি? তিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ঐ দ্বারে প্রবেশ করিলেন।'

এখানেও আমরা পরমাত্মার অংশরূপে উপাধির মধ্যে প্রবেশের কথা পাইলাম। ইহাই 'অংশেন বর্তনম্'। বাস্তবিক নিরংশ পরমাত্মার অংশরূপে খণ্ডিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহার অংশ হওয়া বাক্‌ছল মাত্র—কথার ভঙ্গী।

অন্যত্র জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা আভাস বলা হইয়াছে—

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেম্বিবাংশুমান্ ॥—যাজ্ঞবল্ক্য *
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ৩।২

'যেমন এক আকাশ ঘটাদিভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য জলের আধারভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক দেহে থাকিয়া বিভিন্ন হইয়াছেন।'

'একই (অদ্বিতীয়) ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রহিয়াছেন, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ তিনি এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।'

এই আভাস বা প্রতিবিম্ব-বাদের সমর্থন করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন,—

আভাস এব চ—২।৩।৫০ সূত্র

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

অত এব চোপমা সূর্যকাদিবৎ—৩।২।১৮ সূত্র

'প্রতিবিম্ব-ভূত জীবের উপমা—যেমন সলিলে সূর্যের আভাস বা ছায়া।'

* ১।৮ শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যে শঙ্কর-ধৃত শ্রুতি।

কিন্তু জীব ব্রহ্মের অংশই হ'ন বা ছায়াই হ'ন—এ কথা নিশ্চিত যে, যখন অংশ ও অংশীতে, প্রতিবিম্বে ও বিম্বে কোনও তাত্ত্বিক প্রভেদ নাই, তখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অনন্য ;—শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষায়, অগ্নের্হি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব (বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ২।১।২০)।

তাই বৈদান্তিক বলেন—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।* বেদের যাহাকে 'মহাবাক্য' বা চরম উপদেশ বলা হয়—সেই মহাবাক্য-চতুষ্টয় সে জন্য এক কণ্ঠে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ঘোষণা করিয়াছেন। চারি বেদের চার মহাবাক্য কি কি ?

ঋগ্‌বেদের মহাবাক্য—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঐতরেয়, ৫।৩)। ইহারই প্রচলিত রূপ—সোঽহং—অহং সঃ সোঽহম্ (নৃসিংহ, উত্তর, ৯ম খণ্ড, ২০)

যজুর্বেদের মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি—বৃহ, ১।৪।১০ †

সামবেদের মহাবাক্য—তৎ ত্বমসি—ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো !—ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭

এবং অথর্ববেদের মহাবাক্য—অয়মাত্মা ব্রহ্ম—মাণ্ডূক্য, ২ [এ বাক্য ২।৫।১৯ বৃহদারণ্যকেও শুনিতে পাওয়া যায়—অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ (all-pervading)]

এই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-সুর-তানে নিখিল উপনিষৎ-সাহিত্য মুখরিত। সেই সঙ্গীতের কয়েকটি মূর্ছনার নিম্নে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। যিনি ঐ ঐক্যতানের সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইতে চান, তাঁহাকে মূল উপনিষদের নিবিড়ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনিষৎ-সমূহকে দুই কোটায় বিভক্ত করিয়াছেন—মুখ্য বা Major উপনিষৎ ও গৌণ বা Minor উপনিষৎ।

---

* এ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

† ১০।১ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি। যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি।

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—ইহারা মুখ্য উপনিষৎ (কেহ কেহ কৌষীতকী ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎকেও এই মুখ্য-কোটার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন); এতদ্-ভিন্ন আর সমস্ত উপনিষৎই গৌণ বা Minor উপনিষৎ।

সমস্ত উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক মুখ্যতম ও প্রাচীনতম। প্রাচীনতায় ও প্রামাণিকতায় ছান্দোগ্যের স্থান তাহারই ঠিক নিম্নে। এই দুই উপনিষদে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য কি ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে? প্রথম বৃহদারণ্যকের কথা ধরি। বৃহদারণ্যক-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণের নাম 'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ'। ঐ 'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে' যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক আরুণিকে বলিতেছেন :—

যে পরমাত্মা নিখিল আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে রহিয়া, পৃথিবী অপ্ তেজঃ বায়ু ও আকাশকে এবং আদিত্য অগ্নি অন্তরিক্ষ দ্যৌ ও চন্দ্রতারকাকে এবং প্রাণ চক্ষুঃ শ্রোত্র মনঃ ও বিজ্ঞানকে অন্তর্যামীরূপে অন্তরে যমন করেন—যাঁহার স্বরূপ ইহাদের কেহই জ্ঞাত নহে—আমাদের অন্তর্যামী আত্মা (Inner Ruler Immortal) সেই পরমাত্মা।*

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥—বৃহ, ৩।৭।৩

য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদ্ অন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥—বৃহ, ৩।৭।৯

---

* এ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ পাঠকের মনুসংহিতার একটি শ্লোক স্মরণে আসিবে।

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেৎ অবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ ॥—৮।৯২

অর্থাৎ, যিনি 'যমঃ সংযমতামহম্' (গীতা, ১০।২৯), সেই হৃদিস্থিত পরম দেবতার সহিত যাঁহার ঐক্যসিদ্ধি ঘটে, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থযাত্রায় তাঁহার কি প্রয়োজন?

যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদ্ অন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়তি এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥—বৃহ, ৩।৭।১৬

অর্থাৎ, 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন,—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অন্তর, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যকে অন্তরে যমন করেন,—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণের অন্তর, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণকে অন্তরে যমন করেন,—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে যে 'মধু-বিদ্যা' উপদিষ্ট হইয়াছে, সে বিদ্যায় ঐ অন্তর্যামীকে 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষ' বলা হইয়াছে এবং সেই পরমাত্মার সহিত আমাদের অধ্যাত্ম আত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ মধুবিদ্যার আরম্ভ এইরূপ :—

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু। যশ্চায়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ যশ্চায়ম্ অধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ অয়মেব সঃ। যোঽয়মাত্মা ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম্।—বৃহ, ২।৫।১

'এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, এ পৃথিবীর সম্বন্ধে সমস্ত ভূত মধু। এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং অধ্যাত্মভাবে যিনি শরীরে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সমস্ত।'

পৃথিবীর সম্পর্কে যাহা উক্ত হইল, ঋষি বৃহদারণ্যকের ২।৫।২-১৪ মন্ত্রে

পর পর অপ্, তেজঃ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, আকাশ, ধর্ম, সত্য, মনুষ্য, আত্মা—প্রত্যেকের সম্পর্কে সেই উক্তি করিয়া—

অয়ম্ আত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু অস্য আত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু; যশ্চায়ম্ অস্মিন্ আত্মনি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চায়ম্ আত্মা তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ অয়মেব স যোঽয়ম্ আত্মা—ইদম্ অমৃতম্ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম্—বৃহ, ২।৫।১৪

—অবসানে বলিলেন :—

স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা। তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্ আত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ —বৃহ, ২।৫।১৫

'সেই এই আত্মা, (যাঁহাকে পূর্বে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে),—তিনি সমস্ত ভূতের অধিপতি, সমস্ত ভূতের রাজা। যেমন রথনাভিতে, রথনেমিতে সমস্ত অর নিবদ্ধ থাকে—তেমনি সমস্ত ভূত, সমস্ত দেব, সমস্ত লোক, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মাতে সন্নিহিত আছে।'

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে দেখি, উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ্ব—যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর (all-pervading) আত্মা—তাঁহার ব্যাখ্যান কর।' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'এই তোমার আত্মাই সর্বান্তর—এষ তে আত্মা সর্বান্তরঃ—যিনি প্রাণাদি পঞ্চ প্রাণের সহিত দেহে প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

পুনশ্চ কহোল প্রশ্ন করিলেন—'যদেব সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ্ব।' যাজ্ঞবল্ক্য এইবার এক গ্রাম চড়িয়া উত্তর দিলেন —এষ তে আত্মা সর্বান্তরঃ—যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি—বৃহ, ৩।৫।১

'এই তোমার আত্মাই সর্বান্তর—যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যুর অতীত।' সেই যে সর্বান্তর আত্মা—ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই পরমাত্মা—অতঃ অন্যৎ আর্তম্।

অতঃপর ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুসরণ করি। সেখানেও দেখিব, ঋষি নানা ভাবে ঐ 'জীব=ব্রহ্ম' এই ঐক্য-যুতিরই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যের অষ্টম প্রপাঠকে উপদিষ্ট দহর-বিদ্যার আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, এই দেহরূপ ব্রহ্মপুরে এক অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক-গৃহ আছে—যিনি তাহার অন্তঃস্থিত, তিনিই আমাদের অন্বেষ্টব্য। কে তিনি? আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প আত্মা।

এষ আত্মা অপহত-পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ—ছা, ৮।১।৫

দহরাকাশে বিরাজিত এই আত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—তিনিই ব্রহ্ম।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ঐ হৃৎপুণ্ডরীকস্থ আত্মা—(উপনিষদে যাঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলে)—সেই আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ছান্দোগ্যের ঋষি বলিয়াছেন—

যাবান্ বা অয়মাকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ। উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ, বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি যচ্চাস্য ইহাস্তি যচ্চ নাস্তি—সর্বং তদ্ অস্মিন্ সমাহিতম্
—ছা, ৮।১।৩

'এই অন্তর্-হৃদয়ের আকাশ, সেই মহাকাশের ন্যায় বৃহৎ। তাহাতে স্বর্গ মর্ত্য, অগ্নি বায়ু, চন্দ্র সূর্য, বিদ্যুৎ নক্ষত্র সমাহিত—যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্তই তাহার অন্তর্গত।'

ছান্দোগ্যের অন্যত্রও আমরা এই কথা শুনিতে পাই—

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাৎ বা শ্যামাক-তণ্ডুলাৎ বা। এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ—ছা, ৩।১৪।৩

'ঐ আমার অন্তর্হৃদয়ে আত্মা (যাঁহাকে আমরা প্রত্যগাত্মা বলিলাম), ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সর্ষপের অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাক-তণ্ডুলের অপেক্ষা অণুতর। এই আমার অন্তর্হৃদয়ে আত্মা, পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরিক্ষের অপেক্ষা, দ্যুলোকের অপেক্ষা, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপেক্ষা বৃহত্তর।' কেন না, ঐ আত্মাই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম—

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে এতদ্ ব্রহ্ম—ছা, ৩।১৪।৪

নারায়ণ-উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং
যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকঃ
তস্মিন্ যদন্তঃ তদুপাসিতব্যম্॥—১০।৭

'দেহরূপ পুরমধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে। সেই পুণ্ডরীকের অন্তরাকাশে যে শোকহীন পাপহীন গগন-সদৃশ পরম দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিবে।' কেন না, ঐ অন্তরাত্মাই পরমাত্মা।

অন্যত্র ছান্দোগ্য ঐ হার্দাকাশ বা অন্তরাকাশ (প্রত্যাগাত্মা)-কে স্পষ্ট ভাষায় বহিরাকাশের (ব্রহ্ম বা পরমাত্মার) সহিত অভিন্ন, বলিয়াছেন।

যদ্ বৈ তদ্ব্রহ্ম ইতি ইদং বাব তদ্ যোঽয়ং বহির্ধা পুরুষাৎ আকাশো যো বৈ স বহির্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ॥ অয়ং বাব স যোঽয়ম্ অন্তঃ পুরুষে আকাশো

যো বৈ সঃ অন্তঃ পুরুষে আকাশঃ ॥ অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ —তদ্ এতৎ পূর্ণম্ অপ্রবর্তি (অক্ষর বা বিকারাতীত)*—ছান্দোগ্য, ৩৷১২৷৭-৯

অষ্টম প্রপাঠকে ছান্দোগ্য স্বপ্নাতীত সুষুপ্ত সম্প্রসন্ন জীবকে (যিনি প্রত্যগাত্মা) ব্রহ্মের সহিত অনন্য বলিয়াছেন।

তদ্ যত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এব আত্মা ইতি হোবাচ এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম—ছা, ৮৷১১৷১

ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম হইতে ষোড়শ খণ্ডে পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি ঋষি উদ্দালক আরুণি-প্রদত্ত যে অমূল্য উপদেশ বিবৃত আছে—তাহারও লক্ষ্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদন। আরুণি পর পর কয়েকটি বিচিত্র জৈবিক, দৈবিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সংঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি পদে বলিলেন—

ইহাদের সকলেরই মূলে সেই 'তৎ সৎ', সেই অবিজ্ঞাত অণিমা, সেই পরমাত্মা—এবং হে শ্বেতকেতু! তোমার আত্মা তাঁহার সহিত অভিন্ন—স য এষঃ অণিমা—ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং, তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!

তখন শ্বেতকেতু প্রজ্ঞান লাভ করিলেন—তদ্ হ অস্য বিজজ্ঞৌ

—ছা, ৬৷১৬৷৩†

---

* ইহার অধ্যাপক ডয়সন্-কৃত অনুবাদ এই :—'This so-called Brahman is the same as yonder space without man; and yonder space without man is the same as this space within man; and this space within man is the same as this space within the heart. That is the perfect, the immutable.'—p. 112.

† Similarly in the important and well-known passage Chandogya 6. 8-16, where a series of mysterious phenomena and relations of nature and life are traced back to their unknowable original source, and of this it is then said in a nine-times repeated refrain :—"What that subtle being (that unknowable, *Animan*) is, of which this whole universe is composed,—that is the real, that is the soul, that art thou, O Svetaketu !"—Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 168.

কৌষীতকী-উপনিষৎ ঋগ্‌বেদের সহিত সংযুক্ত। উহাও প্রাচীন উপনিষদ্। কৌষীতকী পরমাত্মাকে 'এষঃ লোকপালঃ এষঃ লোকাধিপতিঃ এষঃ সর্বেশঃ' এইরূপে পরিচিত করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিতেছেন—স মে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ (৩।৮)—'ঐ পরমাত্মাই আমার আত্মা'।

পুনশ্চ—ব্রহ্মভূত সাধকের প্রসঙ্গে কৌষীতকী বলেন—

তং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি কোঽসি ? ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি' —তিনি উত্তর দিলেন,—তং প্রতিব্রূয়াৎ ভূতস্য আত্মা—ত্বম্ আত্মাসি—যঃ ত্বমসি সোঽহমস্মি—কৌষী, ১।৬

এখানেও আমরা সোঽহং-সঙ্গীতের মূর্ছনা শুনিলাম। ঈশ-উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি আছে। ঈশ উপনিষদ্ বলেন,—সাধনসিদ্ধ জীব যখন সত্যধর্মা হইয়া সেই সত্য-স্বরূপ পরমাত্মার অনাবৃত মুখ দর্শন করেন—তখন তিনি গদ্‌গদ হইয়া বলেন—

তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥—ঈশ, ১৬

'হে পরমাত্মা! তোমার যে তেজোময় কল্যাণতম রূপ—আমি তাহা দেখিতেছি। সেই পুরুষ ও আমি—অনন্য—সোঽহং।'

এইবার যজুর্বেদীয় কঠ-উপনিষদের কথা বলি—এ উপনিষদ্‌ও 'মুখ্য' উপনিষদ্। আমরা দেখিতে পাই, কঠও ঐ সোঽহং-সঙ্গীতে মুখরিত।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি, কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥—কঠ, ২।২।৮

'যে পুরুষ (প্রত্যগাত্মা) জীব সুপ্ত হইলে জাগ্রত থাকেন এবং বিবিধ কামনানুযায়ী নির্মাণ করেন, তিনিই অপাপবিদ্ধ ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত পরমাত্মা।'

পুনশ্চ—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥—কঠ, ২।৩।১৭

ইহার শঙ্কর ভাষ্য এইরূপ ঃ—

তং স্বাৎ আত্মীয়াৎ শরীরাৎ প্রবৃহেৎ উদ্যচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেৎ পৃথক্ কুর্যাৎ ইত্যর্থঃ। * * তং শরীরাৎ নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ শুক্রম্ অমৃতং যথোক্তং ব্রহ্মেতি।

অর্থাৎ, 'মুঞ্জ-তৃণ হইতে যেমন ঈষীকা নিষ্কাশন করে, সেইরূপ ধৈর্য সহকারে সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ,—যিনি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট,—তাঁহাকে শরীর হইতে নিষ্কাশন করিবে; আর জানিবে যে, তিনিই শুক্র অমৃত ব্রহ্ম।'

জীব-ব্রহ্মের ঐ ঐক্য সূচনা করিবার জন্য কঠ-উপনিষদের ঋষি একটি Formula* রচনা করিয়াছেন—'এতদ্ বৈ তৎ', এবং কয়েকবার ঐ Formula-র প্রয়োগ করিয়াছেন।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ ॥

যঃ পূর্বং তপসো জাতম্ অদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈতৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ ॥

---

* এই Formula আমরা পূর্বেই বৃহদারণ্যকে পাই—তদ্ বৈ তদ্ এতদ্ এব। তদ্ আস সত্যমেব। স যো হৈতং মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তি ইমান্ লোকান্। জিত ইন্ন্ অসাবসৎ। য এবমেতং মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম।
—বৃহ, ৫।৪।১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈতৎ ॥*

—কঠ, ২।১।৫,৬,১২,১৩

'যিনি এই মধু-পাতা জীবরূপ আত্মাকে অন্তিকে অনুভব করেন—যিনি ভূত ও ভব্যের অধীশ্বর—তাঁহা হইতে তাঁহার ভেদ-বুদ্ধি হয় না। কারণ, এতদ্বৈতৎ।'

'যিনি তপসের পূর্বজ, কারণার্ণবেরও অগ্রজাত, পঞ্চভূতের সহিত গুহা-প্রবিষ্ট সেই আত্মাকে দর্শন করেন,—তাঁহার ভেদ-বুদ্ধি হয় না। কারণ, এতদ্বৈতৎ।'

'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, যিনি শরীরের মধ্যে অবস্থিত, যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর, তাঁহাকে জানিতে পারিলে ভেদ-বুদ্ধি হয় না। কারণ, এতদ্বৈতৎ।'

'সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, যিনি নির্ধূম জ্যোতিঃ, যিনি ভূত ভব্যের অধীশ্বর—তিনি সনাতন চিরন্তন—এতদ্বৈতৎ।'

Major বা মুখ্য উপনিষদের আমরা এ পর্যন্ত বহু আলোচনা করিলাম। এখন Minor বা গৌণ উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে, তাঁহারাও এক বাক্যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপন্ন

---

* এই Formula লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ডয়সন্ বলিয়াছেন—'The same formula is found twelve times in Katha 4 (চতুর্থ বল্লী), in a prose passage appended to the verses. The highest bliss, according to Katha 5. 14, consists in the consciousness of this thought.'—Deussen, p. 170.

কঠ উপনিষদের ঐ ৫।১৪ শ্লোক এই—

তদেতদ্ ইতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্‌বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥

'যাঁহারা 'তদ্ এতৎ' এইরূপ মনন করিতে পারেন—তাঁহাদিগের অবাচ্য পরম সুখ হয়। সেই পরম তত্ত্ব জানিব কিরূপে? তাঁহার কি ভাতি না বিভাতি?'

করিয়াছেন। প্রথম মৈত্রেয়ী উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করা যাক্। মৈত্রেয়ী বলিতেছেন—

নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ
সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সংবিভুশ্চাদ্বিতীয়ঃ।
আনন্দাব্ধির্যঃ পরঃ সোঽহমস্মি
প্রত্যক্-ধাতুর্নাত্র সংশীতিরস্তি ॥—মৈত্রেয়ী, ১।১১

'যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—যিনি সত্য, যিনি সূক্ষ্ম, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি আনন্দ সমুদ্র, যিনি পরাৎপর—প্রত্যগাত্মা আমিই সেই পরমাত্মা—এ বিষয়ে সংশয় নাই।'

পুনশ্চ—

পরমাত্মাস্ম্যহং শিবঃ—মৈত্রেয়ী, ৩।১২
মাতৃমানবিহীনোঽস্মি মেয়হীনঃ শিবোঽস্ম্যহম্—ঐ, ৩।১৩
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ—ঐ, ২।১

'আমিই পরমাত্মা শিব।' 'আমার মাতা-মান-মেয় নাই—আমিই শিব।' 'দেহ দেবালয়, দেহস্থ জীব কেবলই শিব।'

নৃসিংহ-উত্তর-তাপনীয়েরও ঐ কথা—

অহং সঃ সোঽহম্ ইতি স হোবাচ—৯ম খণ্ড

পুনশ্চ—

ব্রহ্মাদ্বয়ং বৃহত্ত্বাৎ নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণম্ অদ্বয়ং সদানন্দং চিন্মাত্রম্ আত্মৈব অব্যবহার্যম্—নৃসিংহ-উত্তর (৯ম খণ্ড)

'যেহেতু আত্মা (অর্থাৎ, প্রত্যগাত্মা) ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অতএব ঐ আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-সূক্ষ্ম-পরিপূর্ণ-অদ্বয়-সচ্চিদানন্দ মাত্র এবং অনির্দেশ্য।'

সর্বসার-উপনিষদেরও ঐ কথা—ব্রহ্মৈবাহং সচ্চিদানন্দরূপম্—২০

এইবার কৈবল্য-উপনিষদের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করি।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি-প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব-বন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ত্রিষু ধামসু যৎ ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥

—কৈবল্য, ১৭,১৮

'জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদিতে যে প্রপঞ্চ প্রকাশিত হয়, 'ব্রহ্মাহম্' এই জ্ঞানে তাহা তিরোহিত হইয়া সর্ব বন্ধের বিমোক্ষ হয়। ভোগ, ভোক্তা ও ভোগ্য—এই যে ত্রিপুটী, তাহা হইতে বিলক্ষণ, চিন্মাত্র, সাক্ষী, আমিই সেই সদাশিব।'

তবেই আমরা দেখিলাম, কি মুখ্য উপনিষদ্ কি গৌণ উপনিষদ্,—নিখিল উপনিষৎ-সাহিত্য, প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদনে নিযুক্ত—সকলেই এক বাক্যে বেদের যে মহাবাক্য-চতুষ্টয় (যাহা আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি), সমস্বরে তাহারই সমর্থন করিতেছেন।

এই সকল উপদেশের সারসংগ্রহ করিয়া অধ্যাপক ডয়সন তাঁহার 'Philosophy of the Upanishads' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

The individual soul is in no respect different from Brahman, but is very Brahman, complete and entire. * * The individual Atmans are not properly distinct from the supreme Atman. Each of them is in full and complete measure the supreme Atman Himself. * * Brahman is the Atman. The first principle of all things (Brahman) is not, as might be imagined, in part only, but undivided, completely and as a whole, present in that which I with true insight find within me as my own self, my ego, my soul.—pp. 245, 256, 166.

উপরি-ধৃত উক্তিতে যে আত্মাকে লক্ষ্য করা হইল—যে আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্য বা অভিন্ন—তিনি প্রত্যগাত্মা। আগামী চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ প্রত্যগাত্মার বিষয় আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ

পাঠককে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ঐ জীবাত্মা (Ego বা Individual self) এবং ছান্দোগ্য, ষষ্ঠ প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ডে যে 'জীবেন আত্মনা'র কথা বলিয়াছেন—যে জীব অব্যাকৃতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যাকৃত করিয়াছিল—'অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি'—এই দুই 'জীব' এক নহে। ছান্দোগ্যের ঐ 'জীব' is the Life Principle—গীতা যাহাকে ভগবানের 'জীবভূতা পরাপ্রকৃতি' বলিয়াছেন—যাহাকে আমরা এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে 'প্রাণ' বলিয়াছি। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, ঋষি ঐ ষষ্ঠ প্রপাঠকের একাদশ খণ্ডে ঐ 'জীব' সম্বন্ধে আবার বলিতেছেন—

অস্য সোম্য! মহতো বৃক্ষস্য যো মূলে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেদ্ যঃ অগ্রে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেন আত্মনা অনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাতি অথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি, সর্বং জহাতি, সর্বঃ শুষ্যতি এবমেব খলু সোম্য! বিদ্ধীতি হোবাচ ॥—ছান্দোগ্য, ৬।১১।১-২

'বৎস্য! ঐ বৃহৎ বৃক্ষের মূলে যদি কেহ আঘাত করে, তবে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব করিবে; যদি কেহ মধ্যে আঘাত করে, বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব করিবে। কারণ, তখনও বৃক্ষ সেই জীব-আত্মা দ্বারা অনুস্যূত থাকিয়া মুদিত হইয়া রসপান করিবে।

'কিন্তু ঐ জীব যদি প্রথম শাখাকে পরিত্যাগ করে, তবে সে শাখা শুষ্ক হইবে; দ্বিতীয় শাখাকে পরিত্যাগ করে, তবে সে শাখা শুষ্ক হইবে; তৃতীয়

শাখাকে পরিত্যাগ করে, তবে সে শাখা শুষ্ক হইবে; সমস্ত বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, তবে সমস্ত বৃক্ষ পরিশুষ্ক হইবে। বৎস্য! ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।'

'ঐ জীব অবিনাশী—জীবাপেত বৃক্ষই বিনষ্ট হয়—জীবের বিনাশ নাই।'

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে—ন জীবো ম্রিয়তে ইতি—ছা, ৬।১১।৩

থিয়সফিতে এ 'জীব'কে 'the Second Life-wave বা the Life of the Second Logos' বলা হয়—which Life-wave entering the mental, the astral and the physical planes (ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোক) becomes respectively the First Elemental Essence, the Second Elemental Essence and the Third Elemental Essence.

অনুসন্ধিৎসু পাঠক থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে ঐ বিষয় পাঠ করিবেন। এখানে আমাদের লক্ষ্য এই যে, ছান্দোগ্য যখন ঐ জীব-আত্মা সম্পর্কে বলিলেন—সেয়ং দেবতা ঐক্ষত 'হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রো দেবতাঃ (তেজঃ, অপ্ ও অন্ন অর্থাৎ, পূর্বোক্ত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোক বা planes) অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি (৬।৩।২)—তখন থিয়সফির শিক্ষারই অনুমোদন করা হইল। ছান্দোগ্যের ঋষি এ প্রসঙ্গে উর্ধ্বতন যে দুই লোক অর্থাৎ, মহর্লোক ও ব্রহ্মলোক—তাহার উল্লেখ করিলেন না। ইহার সার্থকতা আছে—কারণ আমরা থিয়সফি হইতে জানি—in those two higher planes, the Second Life-wave does not become *Elemental* Essence but remains the Monadic Essence.

তৃতীয় অধ্যায়

কতিবিধ জীব

আমরা দেখিয়াছি,—অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বম্ এতৎ (শ্বেত, ৪।৯)—মায়া-উপহিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির প্রাক্‌ক্ষণে বিবিধ জীব বিচ্ছুরিত হয়।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং * * প্রভবত্যহরাগমে·—গীতা, ৮।১৯

ঐ জীব কতিবিধ ?

এ সম্পর্কে মুণ্ডক-উপনিষদের উক্তি এই—

তস্মাৎ চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥

—মুণ্ডক, ২।১।৭

'তাঁহা হইতে বিবিধ দেব, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী উৎপন্ন হইয়াছে—তাঁহা হইতে প্রাণ অপান, ব্রীহি যব, তপঃ শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, বিধি উদ্ভূত হইয়াছে।'

উপনিষদ্ জীবকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। ছান্দোগ্য উপনিষদে কিন্তু স্বেদজের উল্লেখ নাই—কেবল অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

তেষাং খলু এষাং ভূতানাং ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং, জীবজম্, উদ্ভিজ্জমিতি—ছান্দোগ্য, ৬।৩।১

ঐতরেয় উপনিষদ্ এ অভাব পূরণ করিয়াছেন—

ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চ ইতরাণি চ—অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চ—ঐত, ৫।৩

জারুজানি—জরায়ুজানি মনুষ্যাদীনি—শঙ্কর।

'এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র ও অন্যান্য বীজ—উদ্ভিজ্জ (যেমন বৃক্ষলতাদি), স্বেদজ (যেমন কৃমিকীটাদি), অণ্ডজ (যেমন পক্ষী সরীসৃপাদি) এবং জরায়ুজ (যেমন পশুমনুষ্যাদি)।'

অতএব উপনিষদের মতে জীব বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না।

বৃহদারণ্যক বলেন—

ব্রহ্মের একটি নাম সাম—কারণ, তিনি 'সমং সর্বেষু ভূতেষু' (গীতা, ১৩।২৭)।

'সমস্ত প্রাণীতে তিনি সমভাবে অবস্থিত, সে জন্য তাঁহার নাম সাম।'

যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা, সমো মশকেন, সমো নাগেন, সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্বেণ তস্মাদ্বেব সাম—বৃহ, ১।৩।২২ .

'তিনি পিপীলিকার সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই তিন লোকের সমান, এই সমস্তের সমান—সেই জন্য তাঁহার নাম সাম।'

জীবের নানাদেহ গ্রহণের কথা আমরা কৌষীতকী উপনিষদেও উপদিষ্ট দেখিতে পাই—

স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বা অন্যো বা এতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্—কৌষী, ১।২

'জীব কীটরূপে বা পতঙ্গরূপে বা পক্ষীরূপে বা শার্দূলরূপে বা সিংহরূপে বা মৎস্যরূপে বা পরশ্বারূপে* বা মনুষ্যরূপে বা অন্য সকল স্থানে কর্ম ও জ্ঞান অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে।'

কঠ উপনিষদও এই মর্মে বলিয়াছেন—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥—কঠ, ২।২।৭

---

* পরশ্বা=দংশক (Stinging insect.)

অর্থাৎ, 'কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন জীব মনুষ্যযোনি লাভ করে, কেহ বা স্থাণুরূপে জন্মগ্রহণ করে।'

নদী যেমন সমুদ্রে নিপতিত হইয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে, তখন সে গঙ্গা বা যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র—এ ভেদ তিরোহিত হয়, সেইরূপ প্রলয়ে সমস্ত জীব ব্রহ্মে অনির্দেশ্যরূপে বিলীন থাকে। কিন্তু সৃষ্টির উদয়ে তাহারা আবার স্ব স্ব স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরে অধিষ্ঠান করে এবং মনুষ্য, কীটপতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি ভেদের দ্বারা ভিন্ন হয়। এই মর্মে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিযন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি তা তথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি॥ এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি।—ছা, ৬।১০।১-২

কিন্তু তাহা হইলেও জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য। মনুষ্যই প্রকৃতপক্ষে 'পুরুষ'। সকল জীবই পুরে বাস করে সত্য। ঐ সম্পর্কে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ। পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ—বৃ, ২।৫।১৮

অর্থাৎ 'দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি নানারূপ পুরী নির্মাণ করিয়া পুরুষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

এখানেও জীবের মধ্যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইল। পুরবাসী হইলেও মনুষ্য বিশেষভাবে 'পুরুষ'। কেন? পূর্ণত্বাৎ পুরি শয়নাচ্চ (১।২।১৩ মুণ্ডকের শঙ্করভাষ্য)।

ভাগবত মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়া বলিতেছেন—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগদংশমৎস্যান্।

তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥—১১।৯।২৮
(পুরুষম্ = মনুষ্যদেহম্—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)

'বিধাতা পাদপ কীটপতঙ্গ সরীসৃপ পক্ষী পশু বানর—স্থাবর জঙ্গম কত কত বিচিত্র সৃষ্টি করিলেন—কিন্তু তৃপ্ত হইলেন না (ন মুদম্ অবাপ)—যত দিন না তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন।'

মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তখন তিনি বলিলেন,—'সু-কৃতম্' (well-done)।

স্থকৃতং বতেতি—পুরুষো বাব স্থকৃতম্—ঐত, ২।৩

অর্থাৎ, সেই বাইবেলের কথা—Lord ! What is Man that Thou art mindful of him and the son of Man that Thou so regardest him ?

তাই সেক্‌স্‌পীয়র হ্যামলেটের মুখে বলিয়াছেন—

'What a piece of work is a Man ! How noble in reason ! How infinite in faculty ! In form and moving, how express and admirable ! In action, how like an angel ! In apprehension, how like a god ! The beauty of the world ! the paragon of animals !'—Act ii, Sc. 2.

আমরা এ পর্যন্ত স্থূল জগৎ, ভূর্লোকের কথা বলিলাম। কিন্তু আমরা জড়তত্ত্বের একাদশ অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, এই ভূর্লোকের উপর ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ ও ব্রহ্মলোক আছে। থিয়সফিতে এই পঞ্চ লোক বা planeএর নাম —Physical Plane, Astral Plane, Mental Plane, Buddhic Plane ও Nirvanic Plane।

ঐ সকল উচ্চতর plane কি জীবশূন্য ?

ঈশ্বর এক, এ কথা উপনিষদের ঋষিরা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—এক এব মহেশ্বরঃ (লিঙ্গপুরাণ)। তিনি শুধু এক নন—তিনি অদ্বিতীয় ; কেবল Unit নন—Unique—একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু স্থূল জগতের

অধিবাসী ও ঈশ্বরের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, সেই অন্তরাল যে জীবশূন্য (untenanted, empty of living beings)—এরূপ মনে করিবার কি সঙ্গত যুক্তি আছে?

এ প্রসঙ্গে মনীষী Bulwer Lyttonএর একটি প্রগাঢ় উক্তি আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

Reasoning, then, by evident analogy,—if not a leaf, if not a drop of water, but is, no less than yonder star, a habitable and breathing world, * * common sense would suffice to teach that the circumfluent infinite which you call space—the boundless impalpable which divides earth from the moon and stars—is also filled with its correspondent and appropriate life. Is it not a visible absurdity to suppose that Being is crowded upon every leaf and yet absent from the immensities of space? * * The microscope shews you the creatures on the leaf; no mechanical tube is yet invented to discover the nobler and more gifted things that hover in the illimitable air.

—Zanoni, Book IV. Chap. IV.

ভূর্লোকের পর ভুবর্লোক—তদুপরি স্বর্লোক। এই তিন লোককে কোথাও কোথাও উপনিষদে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক বলা হইয়াছে।

অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ—মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোক ইতি

—বৃহ, ১।৫।১৬

ভুবর্লোকের অধিবাসী জীবের নাম 'দেবযোনি' এবং স্বর্লোকের অধিবাসী জীবের নাম 'দেব'। ভুবর্লোকের অধিবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

যক্ষ-গন্ধর্বাপ্সরোগণ-সেবিতম্ অন্তরিক্ষম্—নৃসিংহ, পূর্ব, ১।২

যক্ষ-রাক্ষস-ভূতগণ-পিশাচোরগ-গ্রহাদীনাম্ অর্থং পুরস্কৃত্য ইত্যাদি

—মৈত্রী, ৭।৮

অতএব আমরা বুঝিলাম, ভুবর্লোকের অধিবাসী জীব যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি—পাশ্চাত্যেরা যাহাদিগকে Fairies, Sylphs, Gnomes, Salamanders ইত্যাদি বলেন। কিন্তু ভুবর্লোকের বিশিষ্ট অধিবাসী অগ্নিষ্বাত্তাদি 'পিতৃ'গণ—যাঁহাদিগের বসতি বলিয়া ভুবর্লোকের নাম পিতৃলোক। মিসেস্ বেসেণ্টের 'Pedigree of Man' ও ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি-রচিত 'Secret Doctrine' গ্রন্থে ঐ পিতৃগণ সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা আছে। এখানে আমরা ঐ পিতৃগণের বিভাগ সম্বন্ধে একটি শাস্ত্রীয় বচন মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

পিতৃণাং তু গণাঃ সপ্ত নামতস্তন্নিবোধ মে।
ত্রয়োঽমূর্তিমতাশ্চৈষাং চত্বারশ্চ সমূর্তয়ঃ ॥
সভাস্বরা বর্হিষদোঽগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ।
ত্রয়োঽমূর্তিমতাশ্চৈতে চত্বারস্ত সমূর্তয়ঃ ॥
ক্রব্যাদা শ্চোপহূতাশ্চ আজ্যপাশ্চ সুকালিনঃ।
মূর্তিমন্ত পিতৃগণশ্চত্বার স্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥

—বিষ্ণুধর্মোত্তর, ১৬৮।২-৪

স্বর্লোকের অধিবাসী জীব, যাঁহাদিগকে আমরা দেব বলিলাম, উঁহারা পাশ্চাত্যদিগের Angels, Thrones, Dominions ইত্যাদি। স্বর্লোকের উপর মহর্লোক এবং জনঃ তপঃ ও সত্য এই ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক। সেই সেই লোকের অধিবাসী জীবগণই আমাদের বৈদিক দেবতা—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি—খৃষ্টানের Archangels, পারসিকের ফেরেস্তা। তাঁহাদিগের নানা প্রভেদ। সেই জন্যই মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিলেন—

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ—মুণ্ডক, ২।১।৭

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হাক্সলির একটি সুচিন্তিত বাণীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই—

'Without stepping beyond the analogy of that which is known, it is easy to people the cosmos with entities in

ascending scale, until we reach something practically indistinguishable from omnipotence, omnipresence and omniscience.

—Essays upon Some Controverted Questions, p. 36.

হাক্‌সলির উদ্দিষ্ট 'Entities in ascending scales'-ই ঐ ঐ ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসী জীবগণ। সাংখ্যেরা সৃষ্টি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেন—

দৈবাদি-প্রভেদা—সাংখ্যসূত্র, ৩।৪৬

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকাতে ঐ দৈবাদি প্রভেদ সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে—

অষ্টবিকল্পো দৈবঃ তৈর্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥—কারিকা, ৫৩

অর্থাৎ, 'ভৌতিক যে সৃষ্টি (যে সৃষ্টি পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত), তাহার চতুর্দশ ভেদ—দৈব অষ্টবিধ, মানুষ একবিধ এবং তির্যক্ সৃষ্টি পঞ্চবিধ।' ইহার বিস্তার করিয়া গৌড়পাদাচার্য লিখিয়াছেন—

দৈবম্ অষ্টপ্রকারং—ব্রাহ্মং প্রাজাপত্যং সৌম্যম্ ঐন্দ্রং গান্ধর্বং যাক্ষং রাক্ষসং পৈশাচমিতি। পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরাণি ভূতান্যেব পঞ্চবিধঃ তৈরশ্চঃ। মানুষযোনিঃ একৈব ইতি চতুর্দশভূতানি।

অর্থাৎ, 'দৈবসৃষ্টি অষ্টপ্রকার—যথা, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, চান্দ্র, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। মনুষ্য সৃষ্টি এক প্রকার এবং তির্যক্ সৃষ্টি পাঁচ প্রকার—যথা, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর (বৃক্ষ, নদী, পর্বতাদি)।'

পশু ও মৃগের বোধ হয় এই প্রভেদ যে, একজন বন্য জন্তু, অন্যজন গ্রাম্য জন্তু।

সাংখ্যেরা যাহাকে 'দৈবসৃষ্টি' বলিলেন, তাহাই আমাদের পূর্বোক্ত ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য প্রভৃতি লোকের অধিবাসিগণ। সাংখ্যোক্ত গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ—ইহারা ভুবর্লোকের অধিবাসী।

সোমলোক ও ইন্দ্রলোক স্বর্লোকেরই অন্তর্গত। প্রজাপতি-লোক মহর্লোকের নামান্তর এবং ঐ জনঃ তপঃ ও সত্য-লোক ব্রহ্মলোকেরই সংস্থান-ভেদ। ৩।২৬ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে এ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আছে। কৌতূহলী পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন—মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্দেবনিকায়াঃ—অর্থাৎ, স্বর্লোকবাসী দেবগণ ষড়্বিধ। তাঁহাদের নাম ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত্ত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্মিত-বশবর্তী ও পরিনির্মিত-বশবর্তী।

সর্বে সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ, অণিমাদ্যৈশ্বর্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষঃ—অর্থাৎ, তাঁহারা সঙ্কল্পসিদ্ধ, অণিমাদি ঐশ্বর্য-সম্পন্ন এবং এক কল্পজীবী।

প্রজাপতি বা মহর্লোক-নিবাসী দেবগণ পঞ্চবিধ—মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ। তাঁহাদের নাম—কুমুদ, ঋভু, প্রতর্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ।

এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ—অর্থাৎ, ধ্যান তাঁহাদিগের আহার, পঞ্চ মহাভূত তাঁহাদের বশবর্তী এবং তাঁহাদের আয়ুঃ এক সহস্র কল্প।

ব্রহ্মলোকের প্রথম স্তর জনলোক-নিবাসী দেবগণ চতুর্বিধ—প্রথমে ব্রহ্মণো জনলোকে চতুর্বিধঃ দেবনিকায়ঃ। তাঁহাদিগের নাম—ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর।

তে ভূতেন্দ্রিয়-বশিনঃ দ্বিগুণ-দ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ। অর্থাৎ, তাঁহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী এবং প্রত্যেকের নিকায়ের পূর্বনিকায়ের দ্বিগুণিত আয়ুঃ।

ব্রহ্মলোকের দ্বিতীয় স্তর তপোলোক-নিবাসী দেবগণ ত্রিবিধ—দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ। তাঁহাদের নাম—আভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর।

তে ভূতেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ সর্বে ধ্যানাহারাঃ ঊর্ধ্বরেতসঃ, ঊর্ধ্বম্ অপ্রতিহতজ্ঞানা অধরভূমিষু অনাবৃত-জ্ঞানবিষয়াঃ।

অর্থাৎ, শুধু ভূতেন্দ্রিয় নয়, তন্মাত্রও তাঁহাদের বশবর্তী এবং প্রত্যেক নিকায়ের আয়ুঃ পূর্বনিকায়ের দ্বিগুণিত। ইহারা সকলেই ধ্যানাহারী ও উর্ধ্বরেতা। ইহাদের জ্ঞান নিম্নভূমিতে অপ্রতিহত এবং উচ্চভূমিতেও বাধাহীন।

তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ—অর্থাৎ, ব্রহ্মলোকের তৃতীয় স্তর সত্যলোক-নিবাসী দেবগণ চতুর্বিধ। তাঁহাদের নাম—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞা-সংজ্ঞী; ইহারা সকলেই সবীজ সমাধিনিষ্ঠ।

তে এতে সর্বে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিম্ উপাসতে (বাচস্পতি মিশ্র)। ঐ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্বিধ—সবিতর্ক, সবিচার, আনন্দমাত্র ও অস্মিতামাত্র। সত্যলোকবাসী ঐ অচ্যুতেরা সবিতর্ক-ধ্যানপর, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচার-ধ্যানপর, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র-ধ্যানপর এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্র-ধ্যানপর।

সত্যলোকবাসী সকল দেবগণই—অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্যুপরিস্থিতাঃ প্রধান-বশিনো যাবৎ-সর্গায়ুষঃ। অর্থাৎ, তাঁহারা স্বপ্রতিষ্ঠ, বাসবিবর্জিত, মূলপ্রকৃতি তাঁহাদের বশবর্তী এবং তাঁহাদের আয়ুঃ এক মহা-কল্প।

তবেই আমরা দেখিলাম যে, ঐ ঐ মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক নিবাসী দেবনিকায় যথাক্রমে মহাভূতবশী, ভূতেন্দ্রিয়বশী, ভূতেন্দ্রিয়-ও-তন্মাত্র-বশী এবং প্রধানবশী। যাঁহারা মহাভূতবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল এক-সহস্র কল্প; যাঁহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার দ্বিগুণ; যাঁহারা ভূতেন্দ্রিয়-ও-তন্মাত্রবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার চতুর্গুণ; এবং যাঁহারা প্রধানবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল এক মহাকল্প। বলা বাহুল্য ঐ স্থিতিকাল সুদীর্ঘ হইলেও, চিরস্থায়ী নহে।

সেইজন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালোহি দুরতিক্রমঃ॥

—২ সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদধৃত শ্রুতি

'কত সহস্র ইন্দ্রের, কত লক্ষ দেবতার কালের গতিতে পতন হইয়াছে। কালের গতি কে অতিক্রম করিবে?'—কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ (গীতা, ১১।৩২)। এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়—কারণ, দেবতারা স্বয়ম্ভু নহেন, নিত্য নহেন, তাঁহারাও জন্য। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যংভাবী—যাহারই উদয় আছে, তাহারই ব্যয় অনিবার্য। সে জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।

—অষ্টকুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ইন্দ্র, দিনকর, রুদ্র,—এমন কি দেবতাদিগের যিনি প্রথম ও প্রধান (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব—মুণ্ডক, ১।১।১)—সেই ব্রহ্মাকেও কালের করাল গতিতে শীঘ্র না হউক বিলম্বে ধ্বংসমুখে পড়িতে হয়।

দেবতারা যে জন্য-জীব, এ কথা উপনিষদ্ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন*—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০

'যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হইয়াছে।'

বৃহদারণ্যকের অন্যত্র দেখা যায়, ঋষি দেবতাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—ক্ষত্রিয় দেবতা, বৈশ্য দেবতা ও শূদ্র দেবতা, এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই যে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট জীব, তাহার নির্দেশ করিয়াছেন—

* All the ancient Vedic gods are created by the Atman and dependent on Him.—Deussen, p. 173.

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ একমেব। তৎ একং সৎ ন ব্যভবৎ—বৃহ, ১।৪।১১

আদিতে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন; তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া ক্ষত্রকে সৃজন করিলেন—

অত্যসৃজত ক্ষত্রম্ যানি এতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুঃ ঈশান ইতি।

ক্ষত্রিয় দেবতা কে কে? ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান।

পুনশ্চ তিনি বৈশ্য সৃষ্টি করিলেন—স নৈব ব্যভবৎ, স বিশম্ অসৃজত যানি এতানি দেবজাতানি গণশঃ আখ্যায়ন্তে—বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বে দেবা মরুত ইতি—বৃহ, ১।৪।১২

বৈশ্য দেবতা কে কে? বসু, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বদেব, ও মরুৎ।

পুনশ্চ তিনি শূদ্র সৃষ্টি করিলেন—

স নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণম্ অসৃজত পূষণম্ ইয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ—বৃহ, ১।৪।১৩

শূদ্র দেবতা কে? তিনি পূষা।

এই গণনার মধ্যে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের নাম পাওয়া গেল না, কিন্তু তিনিও জন্য-জীব, নিত্য নহেন।

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্—শ্বেত, ৩।৪

'ব্রহ্ম প্রথমতঃ ব্রহ্মা বা হিরণ্য-গর্ভকে সৃষ্টি করিলেন।'

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে।
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ॥—ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১

'অগ্রে হিরণ্যগর্ভ বর্তমান ছিলেন। তিনি ভূতগণের একমাত্র 'জাতপতি' (জন্য-ঈশ্বর)।'

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।—শ্বেত, ৬।১৮

'ব্রহ্মণ্যদেব প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে বেদ প্রদান করিলেন।' বৃহদারণ্যক ঐ বেদবিদ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন —ব্রহ্মই স্বয়ম্ভূ—তাহা হইতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা—

সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ—বৃহ, ২।৬।৩

উপনিষদ্ আরও বলেন যে, যে দেবতা যতই উচ্চস্থ হউন না কেন, কেহই স্বতন্ত্র ন'ন। সকলেই ব্রহ্ম-পরতন্ত্র—এমন কি দেবরাজ ইন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মণ্যদেবের দ্বারপাল মাত্র (দ্বারগোপৌ—কৌষী, ১।৫)।

অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ। স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্য অত্যক্রামৎ তং ত্বা ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—বৃহ, ৩।৯।২৬

'সেই ঔপনিষদ (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) পুরুষই ব্রহ্মণ্যদেব—যিনি সমস্ত দেবকে, সমস্ত পুরুষকে নিবোধ করিয়া, প্রণোদ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন।'

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া কঠ বলিয়াছেন—

তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাঃ তদু নাত্যেতি কশ্চন—কঠ, ২।১।৯

'তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করে না,—সমস্ত দেবতা তাঁহার অধীন।'

ফলতঃ—ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥—তৈত্তি, ২।৮

'তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন, সূর্য উদিত হন, অগ্নি, ইন্দ্র, যম স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন।'

সে জন্য দেবতারা বিনম্র ভাবে সেই পরমাত্মার উপাসনা করেন—

তং বা এতং দেবা আত্মানম্ উপাসতে—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৬

বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকী উপনিষদে যে অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদ রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, দৃপ্ত বালাকি রাজর্ষি অজাতশত্রুর

সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি—তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব।' অজাতশত্রু বলিলেন,—'বেশ'। তখন বালাকি পর পর সূর্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে ও আদর্শে ব্রহ্মের বিভূতি বর্ণনা করিলে, অজাতশত্রু বলিলেন,—'ইহা দ্বারা ত' জানা গেল না—নৈতাবতা বিদিতং ভবতি।' তখন বালাকি বলিলেন,—'তবে আপনি আমাকে উপদেশ করুন—স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বা যানীতি' (বৃহ, ২।১।১৪)। তখন অজাতশত্রু বলিলেন,—'এই সকল দেবতার যিনি কর্তা, ইঁহারা যাঁহার কর্ম, তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব, তিনিই বেদিতব্য। স হোবাচ যো বৈ বালাক! এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম—স বৈ বেদিতব্য ইতি' (কৌষীতকী, ৪।১৮)।

বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী-ব্রাহ্মণে প্রকারান্তরে এই তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী, অপ্, আদিত্য, অগ্নি, বায়ু ও প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি অন্তর্যামীরূপে ঐ সকলকে যমন করেন, তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব—তাঁহারই প্রাণনে তাহারা ক্রিয়াবান্, তাঁহারই সংযমনে তাহারা ব্যাপারবান্।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যোঽন্তরো, যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরম্, যঃ অপঃ অন্তরো যময়তি এষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ, যস্যাগ্নিঃ শরীরম্, যোঽগ্নিমন্তরো যময়তি এষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥—বৃহ, ৩।৭।৩-৫

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য কেন-উপনিষদ্ একটি উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে—৩।১

এক সময়ে অসুর-যুদ্ধে ব্রহ্মণ্যদেব দেবতাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন,

ব্রহ্মকৃত এই বিজয়ে স্পর্ধিত হইয়া দেবতারা মনে করিলেন, এ বিজয় আমাদের, এ মহিমা আমাদেরই—

অস্মাকমেবায়ম্ বিজয়ঃ, অস্মাকমেবায়ম্ মহিমা।

ব্রহ্মণ্যদেব তাঁহাদের ঐ ভ্রম দূর করিবার জন্য এক অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।

তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি।

দেবতারা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না—তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—কি এ অদ্ভুত পদার্থ! তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, —'জাতবেদ! যাও ত' কি এ 'যক্ষ' জানিয়া আইস।' অগ্নি সমীপস্থ হইলে, ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন,—'কোঽসি—কে তুমি?' উত্তরে অগ্নি বলিলেন, —'আমাকে জান না! আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।' ব্রহ্মণ্যদেব প্রশ্ন করিলেন,—'তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্যম্—তোমাতে কি বীর্য, কি শক্তি আছে?' অগ্নি স্পর্ধার সহিত বলিলেন,—'অপি ইদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যাম্— পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সমস্তই দহন করিতে পারি।' ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন,—'বেশ! এই তৃণগাছটি দগ্ধ কর দেখি।' তদ্ উপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্—অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই তৃণটি দগ্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তিনি নিবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন,—'কি এ অদ্ভুত যক্ষ, আমি জানিতে পারিলাম না।'

দেবতারা তখন বায়ুকে পাঠাইলেন,—'বায়ো! এতদ্ বিজানীহি কিমেতং যক্ষমিতি।' বায়ুরও অগ্নিরই দশা ঘটিল। ব্রহ্মণ্যদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, —'কে তুমি?' বায়ু বলিলেন,—'বায়ুর্বা অহমস্মি মাতরিশ্বা বা অহমস্মি।' ব্রহ্মণ্যদেব প্রশ্ন করিলেন,—'তোমার কি শক্তি?' বায়ু বলিলেন,—'আমি সমস্ত জগৎ আদান করিতে পারি—অপি ইদম্ সর্বম্ আদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যাম্।' ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন,—'বেশ! এই তৃণ-গাছটি আদান কর

দেখি।' বায়ু সর্বজবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাকে স্পন্দিত করিতে পারিলেন না। তিনিও বিফল-প্রযত্ন হইয়া, দেবতাদিগের সকাশে ফিরিয়া গেলেন, বলিলেন,—'কি এ অদ্ভুত যক্ষ, আমি জানিতে পারিলাম না।'

দেবতারা এবার দেবরাজ ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রহ্মণ্যদেব তিরোধান করিলেন। তখন ইন্দ্র সেই আকাশে বহু-শোভমানা এক রমণী-মূর্তি দেখিতে পাইলেন—স তস্মিন্নেব আকাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্—কেন, ৩।১২

এই উমা হৈমবতীই ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, —'কিমেতদ্ যক্ষম্' ইতি। উমা বলিলেন,—'জান না? আর কে, যাঁহার শক্তিতে তোমরা শক্তিমান্, যাঁহার বিজয়ে তোমরা জয়ী হইয়াছ, ইনি সেই ব্রহ্মণ্যদেব।' তখন দেবতাদিগের ভ্রম বিদূরিত হইল।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্ বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি—কেন, ৪।১

ব্রহ্মণ্যদেব সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ, কিন্তু, দেবতারা তাঁহার তুলনায় অল্পজ্ঞ, তাঁহাদের প্রজ্ঞা অসম্পূর্ণ। সেই জন্য, যম নচিকেতাকে পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা—কঠ, ১।১।২১

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে, একদা দেবগণের প্রতিনিধিরূপে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধিরূপে বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া, শিষ্যভাবে প্রজাপতির সমীপে গিয়া, আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঐ ইন্দ্র সম্বন্ধে কৌষীতকী উপনিষদ্ লিখিয়াছেন যে, যত দিন না ইন্দ্র আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, ততদিন তিনি অসুর কর্তৃক পরাজিত হইতেন।

স যাবদ্ হ বা ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে তাবদ্ এনম্ অসুরা অভিবভূবুঃ। স যদা বিজজ্ঞে, অথ হত্বা অসুরান্ বিজিত্য সর্বেষাং দেবানাং

শ্রৈষ্ঠ্যং * * সর্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যম্ আধিপত্যং পর্যেতি
—কৌষী, ৪।২০

অর্থাৎ, ইন্দ্রের যখন আত্মজ্ঞান জন্মিল, তখনই তিনি সর্বাধিপত্য লাভ করিলেন। ফলতঃ, বৃহদারণ্যক স্পষ্ট ভাষায় দেবতাদিগের এই শিক্ষা-নবিশির উল্লেখ করিয়াছেন—

ত্রয়ঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্যম্ উষুঃ—দেবাঃ মনুষ্যাঃ অসুরাঃ—৫।২।১

এবং তাঁহাদিগের সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত (অহং ব্রহ্মাস্মীতি) স এব তদ্ অভবৎ
—বৃহ, ১।৪।১০

অর্থাৎ, 'দেবতাদিগের মধ্যে যাঁহার যাঁহার 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রতিবোধ জন্মিল, তিনিই ব্রহ্মভূত হইলেন।'

কেবল প্রজ্ঞা নয়, দেবতাদিগের আনন্দও সীমাবদ্ধ। ব্রহ্মণ্যদেব যেমন ভূমানন্দ—তাঁহার আনন্দ যেমন 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' (বৃহ, ২।১।১৯), 'আনন্দং নন্দনাতীতম্' (তেজঃ, ৮)—দেবতাদিগের আনন্দের পরিমাণ তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন—

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ। অথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানাম্ আনন্দঃ। অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দঃ। অথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে। অথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজান-দেবানামানন্দঃ—যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ। অথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দঃ। যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ। অথ যে

শ্তং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ। অথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ।

—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে ঋদ্ধিশালী সমৃদ্ধ, সকলের অধিপতি, সমস্ত মানুষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ তাহাই মনুষ্যের পরমানন্দ। এই মনুষ্য-আনন্দের শতগুণ জিতলোক পিতৃগণের আনন্দ। পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ গন্ধর্বলোকের আনন্দ। গন্ধর্বলোকের আনন্দের শতগুণ কর্ম-দেবগণের আনন্দ। (কর্ম-দেব-তাঁহারা—যাঁহারা কর্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন)। কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ আজান-দেবগণের আনন্দ। (আজান-দেব তাঁহারা, যাঁহাদের দেবত্ব জন্মসিদ্ধ, সাধনের অপেক্ষা রাখে না) । নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ প্রজাপতিলোকের আনন্দ, নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। প্রজাপতিলোকের আনন্দের শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। ইহাই পরম আনন্দ —ইহাই ব্রহ্মানন্দ।'

নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়, যিনি নির্বাণী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত, তিনি ব্রহ্মের ভূমানন্দের অংশভাগী। সে আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দের দশলক্ষ কোটীগুণ। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ ইহার উপর কয়েক গ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন :—

যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ—২।৮ .

'যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক হন, আশিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার করতলগত হয়, তবে সে-ই মনুষ্য-আনন্দের চরম।'

ব্রহ্মানন্দ ঐ মনুষ্য আনন্দের ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ গুণ, অর্থাৎ, One hundred trillion times. এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে,

ভূমানন্দ মনুষ্য-মানের অতীত। কিন্তু নির্বাণীর ঐ ভূমানন্দ সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা লক্ষ্য করিলাম যে, দেবতাদিগের আনন্দ ঐ ভূমানন্দের অংশাংশের ভগ্নাংশ মাত্র।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে দেবতাদিগের সংখ্যা ও বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। চলিত কথায় আমরা ৩৩ কোটী দেবতার কথা বলি। একা ভারতবর্ষেই ৩৩ কোটী মনুষ্যের বাস, অতএব, ভূর্লোকের ঊর্ধ্বে ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ প্রভৃতি লোকের অধিবাসিগণের যদি গণনা করা যায়, তবে তাহা ৩৩ কোটীর অনেক বেশি হইবে, কম নহে। বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে দেখি, শাকল্য ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'কতি দেবাঃ যাজ্ঞবল্ক্য !' যাজ্ঞবল্ক্য এক প্রাচীন নিবিদ্ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন—৩০৩ বা ৩০০৩।

স হ এতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে—যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদি উচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা।*

যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ বলিলেন—

মহিমান এবৈষাম্ এতে—ঐ তিনশ' তিন, বা তিন হাজার তিন, দেবতাদিগের বিভূতি মাত্র ; বস্তুতঃ—ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু এব দেবাঃ—দেবতাদিগের সংখ্যা ৩৩।

কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ—কে কে তাঁহারা ?—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি।

---

* অধ্যাপক ডয়সন্ এই নিবিদের ঠিক মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

The number of the gods was in Vedic times usually given as thirty-three. The vague and arbitrary character of this reckoning Yajnavalkya, in Brih. 3.9.1, brings home in the following way :—Why thirty-three ? Why not three hundred and three ? or three thousand and three ? or both together (3306) ?

—Philosophy of the Upanishads, p. 174.

অষ্টৌ বসবঃ একাদশ রুদ্রাঃ দ্বাদশ আদিত্যাঃ তে একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাঃ—বৃহ, ৩৯।২

কিন্তু বস্তুতঃ, ঐ ৩৩ সংখ্যাকে ৬, ৩, ২, ১½ কিম্বা একেতে সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে।

কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়্ ইত্যোম্ ইতি হোবাচ। কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ। কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি দ্বৌ ইত্যোমিতি হোবাচ। কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি অধ্যর্ধ ইত্যোমিতি হোবাচ। কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি এক ইত্যোমিতি হোবাচ—বৃহ, ৩৯।১

যদি দেবতার সংখ্যা ৬ বলা যায়, তবে কে কে?—অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষং চ আদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ এতে ষট্। যদি তিন বলা যায়, তবে কে কে? ইমে এব ত্রয়ো লোকাঃ—ভূর্ভুবস্বঃ এই তিন লোক—কারণ দেবতারা ঐ ত্রিলোকীতে অধিষ্ঠিত—এষু হি ইমে সর্বে দেবাঃ। যদি দুই বলা যায়, তবে কে কে?—অন্ন (যাহাকে আমরা রয়ি বলিয়াছি) ও প্রাণ। যদি অধ্যর্ধ বলা যায়, তবে কে? উত্তর—যোঽয়ং পবতে। ইনি মাতরিশ্বা—যদস্মিন্ ইদং সর্বম্ অধ্যার্ধ্নোৎ তেন অধ্যর্ধঃ—তাঁহাতেই সমস্ত বিধৃত। যদি এক বলা যায়—কতম একো দেব ইতি? প্রাণ ইতি—তিনি মহাপ্রাণ, তিনিই ব্রহ্ম, এবং অনির্দেশ্য বলিয়া তাঁহার সংজ্ঞা ত্যৎ—স ব্রহ্ম ত্যৎ ইতি আচক্ষতে (বৃহ, ৩৯।৯)। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত দেবতাই সেই মহাপ্রাণের প্রকার ভেদ—তাঁহারই অংশকলা।

শ্রীশঙ্করাচার্য ৫।১।১৪ ছান্দোগ্য ভাষ্যে এই কথার সমর্থন করিয়াছেন—

কিং তর্হি? কার্যকরণবতীনাং হি তাসাং (দেবতানাং) প্রাণৈকদেবতা-ভেদানাম্ অধ্যাত্ম-অধিভূত-অধিদৈব-ভেদকোটিবিকল্পানাম্ অধ্যক্ষতা-মাত্রেণ নিয়ন্তা ঈশ্বরঃ অভ্যুপগম্যতে।

অর্থাৎ, দেবতাদিগের মধ্যে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব প্রভৃতি কোটি কোটি ভেদ সত্ত্বেও সকলেই সেই পরমদেবতা মহাপ্রাণের প্রকারভেদ।

তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন—যিনি 'তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্' (শ্বেত, ৬।৭), সেই ব্রহ্মণ্যদেবেরই নিয়মাধীন। এই দেব তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আমার 'Philosophy of the Gods' গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি, এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

কতিবিধ জীব? এ প্রশ্নের আর এক ভাবে উত্তর দেওয়া যায়। থিয়সফি সেই উত্তর দিয়াছেন। থিয়সফি বলেন :—

যেমন সূর্যের শুভ্র জ্যোতিঃ কাচের তুলের (prism-এর) মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইলে, 'সপ্ত সপ্তি'তে (seven prismatic colour-এ) প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ মায়া-উপাধির মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া সপ্ত শ্রেণীর জীবে প্রকাশিত হয়েন। ইহাদিগকে Rays বা Archetypes বলে। থিয়সফিতে সে জন্য আমরা First Ray, Second Ray, Third Ray ইত্যাদির কথা শুনিতে পাই। এই সপ্ত শ্রেণীর নাম যথাক্রমে Philosophical, Scientific, Artistic, Devotional, Mystic, Ceremonial and Heroic. একটু নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, জীবে জীবে একটা অনাদিসিদ্ধ স্বারসিক বৈশিষ্ট্য (inborn temperamental difference) আছে—ঐ বৈশিষ্ট্য মৌলিক, বিধাতৃ-বিহিত, অনপনেয়। কেহ স্বভাবতঃ (temperamentally) দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ কলাবিৎ (কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী), কেহ প্রেমিক, কেহ ধ্যানরসিক, কেহ আনুষ্ঠানিক এবং কেহ কর্মকুশলী। এই যে অনাদিসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য, ঐ সপ্ত শ্রেণীর জীব-type-এর মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহাকে বিধাতার 'প্রকল্প' বলা অসঙ্গত নয়। প্রত্যেক জীবের পক্ষে ঐ প্রকল্প-সিদ্ধিই (achieving the Archetype-ই) পরম পুরুষার্থ।

চিদাকাশ-রূপী পরমাত্মা হইতে বিচ্ছুরিত ঐ সকল চিৎকণ-কে (জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব) থিয়সফিতে 'Monad' বলে। 'মোন্যাড' উপনিষদের প্রত্যগাত্মা-শব্দের প্রতিশব্দ।

কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ—কঠ, ২।১।১

পরমাত্মা হইতে বিচ্ছুরিত ঐ প্রত্যগাত্মা সম্পর্কে আমরা আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

পরমাত্মা ও প্রত্যগাত্মা

আমরা দেখিয়াছি, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বহু হইবার সংকল্প করিলে—

তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য, ৬।২।৩

—সমিদ্ধ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, তাঁহা হইতে বিবিধ চিৎকণ বিচ্ছুরিত হয়—জ্বলিতাগ্নেঃ কণা ইব।*

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ * * সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

'যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়।'

পরমাত্মা প্রজ্ঞানঘন, 'নুর তামাম'—সে জন্য তাঁহার নাম চিদাকাশ। আর তাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত ঐ সকল জীবরূপী চিৎ-কণের সার্থক সংজ্ঞা 'চিন্মাত্র'। ব্রহ্ম = পরমাত্মা (the Over-Soul); তৎ-কণ জীব (the Individual Soul)—যিনি সেই চিৎসিন্ধুর বিন্দু—তিনি = প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা।

কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্

—কঠ, ২।১।১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ

—কঠ, ২।৩।১৭

---

* The Sun Divine throws off spark-suns, charged with all his attributes.—Dr. G. S. Arundale's Nirvana.

† এ প্রসঙ্গে পাঠককে একটি প্রাচীন মন্ত্র স্মরণ করাইতে চাই :—

ওঁ আত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

ওঁ অন্তরাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

ওঁ পরমাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।

—নারায়ণোপনিষৎ, ৬৬ অনুবাক্

যে হেতু 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম' (তৈত্তি, ৩৫), অতএব তদংশ জীবরূপী চিন্মাত্রের পরিচয় দিতে গিয়া বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে —বৃহ, ৪।৪।২২

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মুণ্ডক ঐ প্রত্যগাত্মাকে 'বিজ্ঞানময় আত্মা' ও প্রশ্ন 'বিজ্ঞানাত্মা' বলিয়াছেন।

কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৭

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র —প্রশ্ন, ৪।১১

এই প্রত্যগাত্মাই ঋগ্‌বেদের 'হংসঃ শুচিষৎ'*—যে হংসকে লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে এই প্রাচীন শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামং
হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ।—বৃহ, ৪।৩।১২

'সেই হিরণ্ময় অমৃত এক-হংস কামনানুযায়ী বিচরণ করেন।'

এষ হি খলু আত্মা * * হংসঃ—মৈত্র, ৬।৮

শ্বেতাশ্বতর ঋষি ইঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ—শ্বেত, ৩।১৮

এই প্রত্যগাত্মাই সাংখ্যের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব 'পুরুষ'—পতঞ্জলি যাঁহাকে 'দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ' (যোগসূত্র, ২।২০) বলিয়াছেন।

---

* ঋগ্‌বেদের ঐ মন্ত্রটি এই :—
হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসৎ হোতা বেদিষদ্ অতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসদ্ অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।—৪।৪০।৫
এই মন্ত্র কঠ-উপনিষদের ২।২।২ শ্লোকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সাংখ্যমতে ঐ পুরুষ এক নন, অনেক—তস্মাৎ 'পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধম্' (সাংখ্যকারিকা, ১৮)। আমরা দেখি, উপনিষদের চিন্মাত্রও বহু। সেইজন্য ঋষি ঐ চিন্মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বহুবচনের প্রয়োগ করিয়াছেন।

তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ! ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।—মুণ্ডক, ২।১।১

শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন—এখানে ভাবাঃ অর্থে জীবাঃ। ঐ বহুবচন দ্বারা বহুবিধ প্রত্যগাত্মা বা চিন্মাত্র-চয় লক্ষিত হইল।

সাংখ্যেরা আরও বলেন, ঐ বহু 'পুরুষ' প্রত্যেকে অনাদি কাল হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু রচিত এক একটি লিঙ্গ শরীরের সহিত সংযুক্ত। উহাকে 'লিঙ্গ' বলে কেন? যে হেতু উহার দ্বারাই এক পুরুষের 'সরূপ' অন্য পুরুষ হইতে অনাদিসিদ্ধ ভেদ সুসিদ্ধ হয়।*

আমরা দেখিয়াছি, এই চিৎকণ বা প্রত্যগাত্মাই থিয়সফির 'Monad'। মোন্যাড কি? The Monad is a fragment of the Divine Life, separated off into an individual entity by the rarest film of matter. (Dr. Annie Besant's 'A Study in Consciousness').

ঐ প্রত্যগাত্মা, বিদেহী, কূটস্থ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ, নির্লেপ, নিরঞ্জন, নিরুপাধি—এক কথায় লোকোত্তর (transcendent) অর্থাৎ, প্রপঞ্চাতীত, অপ্রপঞ্চ পরব্যোমে অবস্থিত। উহাই তাঁহার স্ব-ধাম (true habitat)। লোকোত্তর ভাবে—'As the Transcendence, the Monad is ever

---

* এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডয়সন্ বলিয়াছেন—It is termed 'Lingam', because it is the 'mark' by which the different *Purushas* are distinguished; for in themselves, these collectively are mere knowing subjects and nothing more, and would consequently be completely identical and indistinguishable, if they had not their proper 'lingas', differing from one another.—Philosophy of the Upanishads, p. 242.

in the bosom of the Father', অর্থাৎ, ঐ চিন্মাত্রচয় সতত চিদাকাশে সুস্থিত।*

ঐ ব্রহ্মবিন্দু, চিৎকণ, স্ফুলিঙ্গরূপী প্রত্যগাত্মা (Monad), পরমাত্মা হইতে নিজের ব্যক্তিত্ব বা ব্যাবহারিক ভেদ (phenomenal separation) সিদ্ধ করিবার জন্যই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া শরীর গ্রহণ করেন।

মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—প্রশ্ন, ৩৩

ঐ রূপে অংশ-জীব অংশী-ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হ'ন, এবং তাঁহার স-দেহত্ব হয়। সেই জন্য উপনিষদের স্থানে স্থানে তাঁহার নাম 'দেহী'।

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২
(দেহী = বিজ্ঞানাত্মা—শঙ্কর)

ঐ দেহ—যাহার উপাধিতে প্রত্যগাত্মা দেহী হন,—উহাকেই ডাঃ বেসাণ্ট 'the rarest film of matter' বলিলেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন 'Auric body'।

আমরা জানি, মৈত্রায়ণী-উপনিষদ্ উহাকে 'হৃদ্যাকাশময়-কোশ' বলিয়াছেন—

হৃদ্যাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ম্—৬।২৭

এই কোশই জীবের পরম আলয়—চরম দেহ; এবং জীবরূপী ব্রহ্মের আবাস বলিয়া ঐ সুস্থক্ষ্ম কোশের নাম 'ব্রহ্মকোশ'।

---

* As the Transcendence, Man, the 'Monad', is ever in the bosom of his Father,—a perfection that already is, and not a perfection that is yet to be.—C. Jinarajadas's Nature of Mysticism, p. 68.

ঐ Monad বা প্রত্যগাত্মা সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য লেখক বেদান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—

Within the deep recess of the self of every man, resides a timeless spaceless changeless Reality—the Divine Monad or supreme Soul of all men.

ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা * * এবং ব্রহ্মশালাং বিশেৎ। ততঃ চতুর্জালং ব্রহ্মকোশং প্রণুদেৎ।* * অতঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ * * স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি—মৈত্র, ৬।২৮

'ওঁকার-রূপ নৌকায় অন্তর্হৃদয়াকাশের পারে উত্তীর্ণ হইয়া (সাধক) ব্রহ্মশালায় প্রবেশ করিবেন ; পরে শুদ্ধ পূত শূন্য হইয়া ব্রহ্মকোশ ভেদ করিয়া স্ব মহিমায় অবস্থিত হইবেন।'

এই ব্রহ্মকোশ-উপহিত ব্রহ্মচৈতন্যই জীব—

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্—পঞ্চদশী, ৩।৪১

ঐ চরমালয় ব্রহ্মকোশ ('rarest film of matter') কি উপাদানে গঠিত? প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমের পরমাণু দ্বারা। উহাকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নীলতোয়দ-মধ্যস্থাদ্ বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা ॥—১১।১২

'ঐ কোশ অতি সূক্ষ্ম, নবজাত ধান্যাগ্রের মত তনু এবং নীলঘনস্থ বিদ্যুৎ-তুল্য ভাস্বর।'

উহাই যাজ্ঞবল্ক্যের অন্তর্হৃদয়াকাশ—

য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—বৃহ, ২।১।১৭

উহাকেই উপনিষদ্ কোথাও কোথাও 'গুহা', 'গহ্বর', 'হৃৎ', 'হৃদয়', 'হৃৎপদ্ম' বলিয়াছেন—

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ, ১।২।১২
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্—কঠ, ১।২।২০
হৃদি অয়ম্ ইতি তস্মাৎ হৃদয়ম্—ছা, ৮।৩।৩
হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭

এ সম্পর্কে অথর্বশিরঃ বলিয়াছেন—

বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে
বিশ্বং দেবং জাতরূপং বরেণ্যম্।
তম্ আত্মস্থং যে নু পশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তির্ভবতি নেতরেষাম্ ॥—৫

এই ব্রহ্মকোশ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার আর পুনরুক্তি করিব না।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে,—ঐ যে লোকোত্তর প্রত্যগাত্মা, যিনি পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, যিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ, যিনি নির্লেপ, নিরঞ্জন, সেই প্রত্যগাত্মার কেন দেহ-যোগ হয়? যিনি বিদেহী—তিনি বিজ্ঞানাত্মা-রূপে স-দেহ হইয়া কেন—যে প্রপঞ্চ 'অমৃতং সত্যেন ছন্নম্' (বৃহ, ১।৬।৩)—সেই প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন? দর্শন শাস্ত্রের ইহা চরম সমস্যা, অতি-প্রশ্ন। শ্বেতাশ্বতর ঋষি ইহার এইরূপ উত্তর দিয়াছেন—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥—শ্বেত, ৩।১৮

দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা কার্য-করণোপাধিঃ সন্ হংসঃ (প্রত্যগাত্মরূপী) পরমাত্মা * * লেলায়তে চলতি বহির্বিষয়গ্রহণায়—শঙ্কর

'চরাচর-লোক-প্রভু পরমাত্মা দেহী বিজ্ঞানাত্মা হইয়া বিষয়-গ্রহণের জন্য চলিত হন।' অর্থাৎ, পরমাত্মার ঐ দ্বৈতীভাব, সত্যানৃত-উপভোগার্থ—

সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ—মৈত্রী, ৭।১১

এই মর্মে যোগসূত্রে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

স্ব-স্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ—যোগসূত্র, ২।২৩

অর্থাৎ, দেহ-যোগের লক্ষ্য স্বরূপোপলব্ধি—Self-realisation.

'The value of 'incarnation' is to isolate it (the Monad) and to screen it from its pristine cosmic surroundings and

enable it to develop individuality.' ইহাকেই বলে—'Out of the everywhere into here.'

সেই জন্য শ্বেতাশ্বতর বলিলেন—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।

অর্থাৎ, 'প্রত্যগাত্মা শরীরী হইয়া বিষয় গ্রহণের জন্য চলিত হন।' এই-রূপে চলিত হইয়া লোকাতিগ (transcendent) প্রত্যগাত্মা লোকানুগ (immanent) হন।

As the immanence, man is an unfolding life, evolving through the lower kingdoms of life upto humanity, and then beyond into still higher orders of creation.

—Nature of Mysticism, p. 68.

এ জন্য কিন্তু মোনাডের ব্রহ্মকোশ (auric body)-ই পর্যাপ্ত নহে। অতএব প্রত্যগাত্মাকে স্থূল সূক্ষ্ম বহু শরীর স্বগুণ দ্বারা রচনা করিতে হয়—

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

ঐ যে কেন্দ্রীকরণ, ঐ যে ব্যক্তিত্ব-সাধন, ঐ যে স্বাতন্ত্র্যের পোষণ—উহা শরীর গ্রহণ ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না ; কারণ, শরীর-গ্রহণের দ্বারাই জীব জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সংস্পর্শের ফলে জীবের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ বহির্মুখ হইয়া ব্যঞ্জিত ও ব্যক্ত হয়। বাইবেলের ভাষায়—'He is sown in weakness in order to be raised in power।' এই জন্যই প্রকৃতির ক্ষেত্রে জীবরূপ বীজ বপন—মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ (গীতা, ১৪।৩)। এই বীজই ঋগ্বেদের 'প্রত্ন রেতঃ' (ancient seed), মনুর 'তাসু বীজমবাসৃজৎ (১।৮) এবং ভাগবতের 'বীর্যমাধত্ত বীর্য্যবান্' (৩।৫।২৬)।

আমরা প্রত্যগাত্মার প্রপঞ্চে প্রবেশের কথা বলিলাম। প্র-পঞ্চ কি ?

আমরা জানি, পরমাত্মা সিসৃক্ষু হইলে তাঁহা হইতে পর পর আকাশ বায়ু অগ্নি অপ্ ও ক্ষিতি—এ পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

তস্মাৎ বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী—তৈত্তি, ২।১

অর্থাৎ, 'সেই পরমাত্মা হইতে যথাক্রমে আকাশতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব ও ক্ষিতিতত্ত্ব আবির্ভূত হইল।'

এ পঞ্চতত্ত্বই সাংখ্যোক্ত শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। ইহারা অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত, অতএব অবিশেষ (homogeneous)। পঞ্চীকৃত হইলে সূক্ষ্মভূত সবিশেষ স্থূলভূতে পরিণত হয়। তখন তাহাদিগকে 'মহাভূত' বলে।

ভূতানি পঞ্চ তন্মাত্রাণি, পঞ্চ মহাভূতানি—মহোপনিষৎ, ১।৫

ঐ পঞ্চীকৃত মহাভূত কি কি ?

পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষি—ঐত, ৫।৩

ঐ পঞ্চীকরণের প্রকার ও প্রণালী আমরা প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি—এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে লোকসৃষ্টির আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যাহাকে লোক বা plane বলে, যাহা জীবের আবসথ বা বিহরণ ভূমি, —যাহা প্রকৃত 'প্রপঞ্চ'—ঐ লোক গণনায় পাঁচটি—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক। ইহারাই আমাদের সুপরিচিত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ ও ব্রহ্মলোক। আমরা জানি, ব্রহ্মলোকের তিনটি স্তর বা ভূমিকা—ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ। ঐ তিনটি স্তর আমাদের পরিচিত জনঃ, তপঃ ও সত্য। দেবলোকেরও তুইটি ভূমিকা—অরূপস্তর ও রূপস্তর।

এই যে পঞ্চলোক—ইহাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব পঞ্চীকৃত উপাদানে গঠিত। কোন্ লোকের কি উপাদান ? পঞ্চীকৃত ক্ষিতিতত্ত্বের উপাদানে মনুষ্যলোক গঠিত; পঞ্চীকৃত অপ্‌তত্ত্বের উপাদানে পিতৃলোক গঠিত; পঞ্চীকৃত অগ্নিতত্ত্বের উপাদানে দেবলোক গঠিত; পঞ্চীকৃত বায়ুতত্ত্বের উপাদানে

প্রজাপতিলোক গঠিত ; এবং পঞ্চীকৃত আকাশতত্ত্বের উপাদানে ব্রহ্মলোক গঠিত। অতএব প্রত্যগাত্মার অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণের অর্থ—ঐ পঞ্চীকৃত লোক-পঞ্চকে প্রবেশ। এই প্রবেশের প্রকার ও পদ্ধতি কিরূপ ?

প্রপঞ্চে প্রবেশের জন্য, প্রত্যগাত্মা প্রথমতঃ আপনার অভ্যন্তর হইতে একটি কিরণ (Ray বা Radiation)—প্রথম খণ্ডে 'লোকসৃষ্টি' প্রসঙ্গে যাহাকে আমরা 'উর্দ্ধতর ত্রিলোকী' বলিয়াছি—সেই ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক ও অরূপ-ভূমিক দেবলোকে বিচ্ছুরিত করেন। সেই কিরণ ঐ তিন লোকের তিনটি অণুর সহিত সংযুক্ত হয়—ব্রহ্মলোকের একটি আকাশীয় অণু, প্রজাপতিলোকের একটি বায়বীয় অণু এবং দেবলোকের অরূপ স্তরের একটি তৈজসীয় অণু—অর্থাৎ, ensouls an akasic atom, an air atom and a fiery atom.

এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট লিখিয়াছেন :—Such part then of the consciousness of the Monad as can express itself in a five-fold universe, embodies itself in an atom of each of the three higher planes.—A Study in Consciousness, p. 63.

অর্থাৎ, উপনিষদের ভাষায়,—

মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে—প্রশ্ন, ৩।৩

এই অণুত্রয়কে বেদান্তে 'ভূতসূক্ষ্ম' বলে। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ*—ব্রহ্মসূত্র, ৩।১।১

এবং যেহেতু অণুত্রয় তাঁহার লক্ষিত, অতএব 'ত্র্যাত্মক' এই বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।১।২

---

* ইহার শঙ্করভাষ্য এইরূপ :—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তর-প্রতিপত্তৌ, দেহবীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তো রংহতি গচ্ছতি ইতি অবগন্তব্যম্।

অর্থাৎ, জন্মান্তর জন্য জীব দেহবীজ 'ভূতসূক্ষ্ম' দ্বারা পরিষক্ত হইয়া চলিত হয়।

এই অণুত্রয়-উপহিত উক্ত কিরণই আমাদের জীবাত্মা বা 'প্রাজ্ঞ' আত্মা —পাশ্চাত্য দর্শনের Ego। জীবাত্মা ঐ উর্ধ্বতর ত্রিলোকীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য এবং নিজের মধ্যে অব্যক্ত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তির বিকাশের জন্য ঐ অণুত্রয়কে যথাক্রমে কেন্দ্র করিয়া ব্রহ্মলোকের উপাদানে হিরণ্ময় কোশ, প্রজাপতিলোকের উপাদানে আনন্দময় কোশ এবং অরূপভূমিক দেবলোকের উপাদানে বিজ্ঞানময় কোশ রচনা করেন। এ তিন কোশ মিলিয়া কারণ-শরীর। বৈদান্তিক বলেন, ঐ কারণ-শরীর কল্পান্তস্থায়ী এবং তদুপহিত প্রত্যগাত্মাই জীবাত্মা। এ প্রসঙ্গে মনস্বী হডসন সাহেব তাঁহার Science of Seership-গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

The monad sends down a ray into the causal body. (আমরা দেখিয়াছি, ঐ বিচ্ছুরিত কিরণই জীবাত্মা বা Ego). The Ego is the spirit of man (প্রত্যগাত্মা) clothed in the causal body. It is the *augocides* of the Greeks—a central focus of consciousness surrounded by a shining aura.

এই ব্যাপার বুঝাইবার জন্য আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি, তাহা এখানে পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।*

---

* To achieve this aim (so that the Monad who is sown in weakness, may be raised in power), this unit of consciousness (the Monad) sends down a ray, which, appropriating the necessary material from the *Nirvanic*, the *Buddhic* and the *Arupa* level of the *manasic* plane, to serve as its vehicles for functioning on those planes—shines out as a central focus of consciousness, surrounded by a resplendent aura, which in the technical phraseology of the Yoga is called the *Karana Sharira*, composed of the *Vijnanamaya* the *Anandamaya* and the *Hiranmaya Koshas*. "This central focus of consciousness is the *Jivatma*.

—'What is the Psyche ?' in 'Theosophical Gleanings,' pp. 204-5.

যাহাদিগকে এখানে Nirvanic, Buddhic ও Manasic plane বলা হইল, তাহারা আমাদের পরিচিত উপনিষদ্-উক্ত ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক ও দেবলোক।

এই জীবাত্মাকে গীতায় ক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ—১৫।১৬

প্রত্যগাত্মা অক্ষর পুরুষ এবং জীবাত্মা ক্ষর পুরুষ; প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র, জীবাত্মা চিদাভাস। এই জীবাত্মাকে থিয়সফিতে 'The Heavenly Man' এবং স্থানে স্থানে 'আত্মা-বুদ্ধি-মনস্' বলা হয়। ঐ আত্মা সন্ধিনীশক্তি-যুক্ত জীবাত্মা, ঐ বুদ্ধি হ্লাদিনীশক্তি-যুক্ত জীবাত্মা এবং ঐ মনস্ সম্বিৎ-শক্তি-যুক্ত জীবাত্মা। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি বলিয়াছেন—'The Unit becomes Three'—'সেই এক (প্রত্যগাত্মা) ত্রিতয় হন।'—কে কে? ঐ আত্মা, বুদ্ধি, মনস্। ইহাদিগের সংযুক্ত নাম (ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্স্কির ভাষায়) 'Higher triad'—'ঊর্দ্ধ ত্রয়ী'।

কিন্তু প্রত্যগাত্মার অভিব্যক্তির জন্য ঐ ঊর্দ্ধ ত্রিলোকীতে, অর্থাৎ, ব্রহ্ম-লোক, মহর্লোক ও স্বর্লোকের অরূপভূমিতে অবতরণই যথেষ্ট নয়। এইবার তাঁহাকে নিম্ন ত্রিলোকীতে, অর্থাৎ স্বর্লোকের রূপ-ভূমি এবং ভুবর্লোক ও ভূর্লোকেও অবতীর্ণ হইতে হয়। ঐ প্রয়োজন কিরূপে সিদ্ধ হয়? প্রথমতঃ কাল সহকারে ঐ জীবাত্মা হইতে একটি সূক্ষ্ম সূত্র নির্গত হয়—কেহ কেহ এই সূত্রকে সূত্রাত্মা বলেন।

এ সম্পর্কে Dr. Besant লিখিয়াছেন—

After long preparations, a tiny thread, like a minute rootlet appears, proceeding from the tri-atomic molecule (the vesture of the Jivatma), a golden coloured life-thread sheathed in buddhic matter.

ঐ সূত্র যথাক্রমে স্বর্লোকের রূপ-স্তরের একটি অণু, ভুবর্লোকের উচ্চস্তরের একটি অণু এবং ভূর্লোকের উচ্চস্তরের আর একটি অণুর সহিত সংযুক্ত হয়। ইহারাই থিয়সফির Permanent Atoms (চিরজীবী-অণু) এবং ব্রহ্মসূত্রের পূর্বকথিত ভূতসূক্ষ্ম। এই ভূতসূক্ষ্ম বা Permanent Atoms-সম্পর্কে থিয়সফিতে অনেক কথা আছে। তাহার কিছু কিছু এ

অধ্যায়ের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কারণ, এখানে ঐ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

যেহেতু এই ভূত-সূক্ষ্ম ত্র্যাত্মক, অতএব উহাকে triad বলা হয়।

Each triad consists of a physical atom, an astral atom and a mental unit, permanently attached by a thread of buddhic matter to the Jivatma.*

এই ব্যাপার বুঝাইবার জন্য আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি, তাহা এখানে পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।†

নিম্ন ত্রিলোকীতে ঐ রূপে অবতীর্ণ জীবাত্মার বৈদান্তিক নাম 'ভূতাত্মা'—পাশ্চাত্য দর্শনের 'Personality'। ঐ ভূতাত্মা জীবাত্মার ছায়া। জীবাত্মা যদি চিদাভাস হন, তবে ঐ ভূতাত্মা চিৎ-ছায়া—চিদাপাত।

---

* ঐ সূত্রাত্মার অনেক ব্যাপার আছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া Dr. Besant এইরূপ লিখিয়াছেন—This thread becomes anchored by attachment to a single molecule on the fourth mental sub-plane (which mental unit serves as a stable centre). * * * The tiny thread of buddhic-ensheathed life with its attached mental unit, now pushes outwards to the desire-plane (ভুবর্লোক) and attaches itself to a single astral atom, adding this to itself as its stable centre on the desire-plane.

Once more is the process repeated * * * the tiny thread of buddhic-ensheathed life, with its attached mental and desire units, pushes onwards once more, and annexes a physical atom. adding this to itself as its stable centre on the physical plane (ভূর্লোক).

† This Jivatma, in its turn, puts down a fragment of itself into incarnation in the lower planes—namely, the Rupa level of the Mental plane and the Astral plane and the Physical plane, ensheathing itself in bodies of mental, emotional and physical matter—the Annamaya, the Pranamaya and the Manomaya Kosha of the Vedantist. This fragment of the Ego—really its reflexion and therefore called Chidabhasha in the Vedanta—is the Personality of the Theosophist—our illusory, terrestrial self.

—What is the Psyche? in Theosophical Gleanings, p. 205

The Ego puts down only a fragment of himself into incarnation and as that fragment is ensheathed in bodies of mental, emotional and physical matter, three pseudo-entities are formed.—Hodson's Science of Seership, p. 99.

এই তিনটি Body-ই আমাদের পূর্বোল্লিখিত অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ। এখানেও সেই ত্রিত্ব (Triplicity)। জীবাত্মার যে তিন শক্তি—সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ—জীবাত্মার ছায়া ভূতাত্মাতে ঐ তিন শক্তি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপে ব্যঞ্জিত হয়। জ্ঞানশক্তি=Power of Thought ; জ্ঞানশক্তির প্রকাশ ভাবনায় (Cognition-এ)। ইচ্ছাশক্তি=Power of Desire ; ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বাসনায় (Emotion-এ)। ক্রিয়াশক্তি=Power of Action ; ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ চেষ্টনায় (Conation বা Action-এ)।

ভূতাত্মার ঐ যে উপাধি—যাহা মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশের সমবায়ে গঠিত—উহাই আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ; কিন্তু যেহেতু অন্নময় কোশ, ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহরূপে (Gross Body and Etheric Double) দ্বিধা বিভক্ত, অতএব উহাদিগকে মিলিতভাবে 'নিম্ন-চতুষ্টয়ী' বলা যাইতে পারে। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কি বলিতেন—The Unit becomes Three and Three generate Four. বলা বাহুল্য, এখানে Unit আমাদের ঐ প্রাগুক্ত প্রত্যগাত্মা ; Three (ত্রয়ী) ঐ হিরণ্ময়, আনন্দময় ও বিজ্ঞানময় কোশের উপাধিতে প্রকাশিত, প্রপঞ্চ-প্রবিষ্ট জীবাত্মার সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি ; এবং Four (চতুষ্টয়ী) আমাদের উল্লিখিত মনোময়, প্রাণময় এবং দ্বেধাবিভাজ্য অন্নময় কোশ—যাহার বাহনে ভূতাত্মা প্রপঞ্চের নিম্নভূমিতে বিহরণ করে।

এতক্ষণ আমরা প্রত্যগাত্মার জীবাত্মা ও ভূতাত্মা-রূপে প্রপঞ্চে (প্রবৃত্তি-মার্গে) অবরোহণের (Descentএর) কথা বলিলাম—এইবার নিবৃত্তিমার্গে তাঁহার অ-প্রপঞ্চে অধিরোহণের (Ascent-এর) কথা বলি। ইংরাজিতে

অবরোহণকে Involution এবং অধিরোহণকে Evolution বলা যাইতে পারে। ইহা ঠিক যেন উল্‌টা রথ বা পুনর্যাত্রা। কিরূপে? 'The Four is to become the Three and the Three to expand into the Absolute One', অর্থাৎ, ঐ চতুষ্টয়ীকে ত্রয়ী হইতে হয় এবং ঐ ত্রয়ীকে শুদ্ধাদ্বৈতে একীভূত হইতে হয়। সেই জন্য মাদাম্ ব্লাভাট্‌স্কি বলিতেন—'Merge Personality in the Ego and the Ego in the Monad and thereby become One with the Universal All.' অর্থাৎ, ভূতাত্মাকে জীবাত্মাতে লয় কর এবং জীবাত্মাকে প্রত্যগাত্মায় বিলয় কর এবং ঐরূপে বিশ্বাত্মার সহিত 'অনন্য' হও। ইহাই যোগের চরম ও পরম। ইহাই বেদান্তের মুক্তি—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—ভাগবত, ২।১০।৬

মুক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু বক্তব্য আছে—যথাস্থানে বলিব। এখানে মাত্র ইঙ্গিত করিলাম।

প্রসঙ্গতঃ জীবাত্মা ও ভূতাত্মা সম্বন্ধে অনেক কথাই এ অধ্যায়ে বলিতে হইল। অবশিষ্ট কথা আগামী অধ্যায়ে বলিব।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ভূত-সূক্ষ্ম

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা প্রসঙ্গতঃ ভূত-সূক্ষ্ম বা 'Permanent Atom' সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু ঐ 'Permanent Atom' সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সকল কথা এখানে বলা সম্ভব নয়; তবে ঐ Permanent Atom সম্বন্ধে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতে চাই যে, নিম্ন ত্রিলোকীর সহিত সংসৃষ্ট ঐ তিনটি Permanent Atom বা ভূত-সূক্ষ্মে প্রত্যেক মানবের জীবনব্যাপী ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনার সমস্ত সংস্কার রক্ষিত থাকে। সেই জন্য মিসেস্ বেসাণ্ট বলিয়াছেন—

The use of the Permanent Atoms is to preserve within themselves, as vibratory powers, the results of all the experiences through which they have passed. ঐ চিরজীবী অণুত্রয়ের একটি পার্থিব, একটি জলীয় আর একটি তৈজস।

ঐ চিরজীবী পার্থিব অণু্ বা Physical Permanent Atom সম্বন্ধে Mrs. Besant-এর বক্তব্য এই—

Through the whole life of the body, innumerable impacts strike it—not one but leaves its mark on the permanent atom. All the results of physical experiences remain stored up in this permanent atom.

ভূর্লোকের পার্থিব অণু্ সম্বন্ধে যে কথা, ভুবর্লোকের চিরজীবী জলীয় অণু্ (permanent astral atom) এবং স্বর্লোকের রূপস্তরের চির-জীবী তৈজস অণু্ (permanent mental unit) সম্বন্ধেও সেই কথা। ঐ অণুদ্বয়ও সমস্ত বাসনা ও ভাবনা-সংস্কারের স্থায়ী কেন্দ্র।

The permanent astral atom and the mental unit bear exactly the same relation to the astral body and the mental body as that borne by the physical permanent atom to the physical body.

মৃত্যুতে যখন স্থূল দেহের বিলয় ঘটে, তখন ঐ দেহারম্ভক অণু-সকল বিশ্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু ঐ চিরজীবী পার্থিব অণুটী অক্ষুণ্ণ থাকে—

The physical body disintegrates at death; its particles scatter * * but the physical permanent atom *remains*. Wrapped in its golden cocoon, it sleeps through long years, during which the Jivatma which owns it is living through other experiences in other worlds.

—A Study in Consciousness, p. 98.

মৃত্যুর সহিত অন্নময় কোশের বিগমে, জীব প্রাণময় কোশ (Astral Body) অবলম্বন করিয়া ভূর্লোক হইতে ভুবর্লোকে আরোহণ করে। সেখানে পুনর্মৃত্যুর পর অন্নময় কোশের অনুরূপ তাহার প্রাণময়-কোশারম্ভক অণুসকল বিশ্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু ঐ চিরজীবী জলীয় অণুটি অক্ষুণ্ণ থাকে—

At the end of life in *Kamaloka*, the golden life-wave withdraws from the astral body, leaving it to disintegrate, as its physical comrade had previously done—and enwraps the astral permanent atom for its long sleep.

—Ibid, p. 105.

ভুবর্লোকে পুনর্মৃত্যুর পর জীব মনোময় কোশ (Mental Body) অবলম্বন করিয়া ভুবর্লোক হইতে স্বর্লোকের রূপ-স্তরে আরোহণ করে এবং সেখানে 'স্বর্গলোকং বিশালং' পুণ্যানুযায়ী ভোগ করে। কিন্তু এ ভোগ চিরস্থায়ী নয়—'ক্ষীণে পুণ্যে' সেখানেও জীবের পুনর্মৃত্যু ঘটে।

ঐ দ্বিতীয় পুনর্মৃত্যুর পর তাহার মনোময়-কোশারম্ভক অণুসকলও বিশ্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়—কিন্তু ঐ চিরজীবী তৈজস অণুটি অক্ষুণ্ণ থাকে—

At the close of the mental life in Devachan, the golden web withdraws from the mental body leaving it also to disintegrate, while it enwraps the mental particle (the permanent mental unit).—Ibid. p. 106.

স্বর্লোকের রূপ-ভূমিতে এইরূপে পুনর্মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্ম শরীরের বিলয়ে কারণ-শরীর অবলম্বন করিয়া স্বর্লোকের অরূপ-ভূমিতে উন্নীত হয়। ইহাই জীবের স্বধাম—true habitat। সেই স্বধামে অবস্থান সময়ে জীবের ভূতপূর্ব অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশের 'শিষ্ট'-স্বরূপ ঐ তিনটি চিরজীবী অণু মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

The lower triad of permanent atoms alone remains as the representative of the three lower bodies. These are stored up as a radiant nucleus-like particle within the causal body. * * * * The triad forms a minute particle within the causal body, each constituent part of it belongs to its own plane, but, as the planes have meeting points everywhere, no difficulty arises in the necessary juxtaposition.—Ibid. pp. 106 & 108.

ঐ স্বধামে সুচিরকাল অবস্থানের পর জীবের চিত্তে প্রবাসে যাইবার বাসনা (বুদ্ধদেব যাহাকে তণ্‌হা বলিতেন) প্রবল হইয়া উঠে। ঐ তণ্‌হার তাড়নায় জীব কিরূপে ভূতসূক্ষ্ম বা permanent atom-এর দ্বারা সংবেষ্টিত হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করে, আমরা ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ঐ জন্মান্তর জন্য জীবকে নবতর মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশ রচনা করিতে হয়। ঐ তিনটি কোশ ঐ চিরজীবী অণুত্রয়কে কেন্দ্র করিয়া যথাক্রমে গড়িয়া উঠে, অর্থাৎ, মনোময় কোশের nucleus বা কেন্দ্রস্বরূপ ঐ চিরজীবী তৈজস অণু (Permanent mental

unit), প্রাণময় কোশের nucleus বা কেন্দ্রস্বরূপ ঐ চিরজীবী জলীয় অণু (Permanent astral atom) এবং অন্নময় কোশের nucleus বা কেন্দ্রস্বরূপ ঐ চিরজীবী পার্থিব অণু (Permanent physical atom) চিরদিন বিদ্যমান থাকে।

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ—ব্র, সূ, ৩।১।২

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিতেছেন—ত্র্যাত্মকশ্চ দেহঃ ত্রয়াণামপি তেজোঽপ্-অন্নানাং তস্মিন্ কার্যোপলব্ধেঃ।

ভূতসূক্ষ্ম কি কি? তেজঃ, অপ্ ও অন্ন—অর্থাৎ, ক্ষিতিতত্ত্ব, অপ্তত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব-নির্মিত তিনটি পরমাণু। থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে ইহাদিগকেই 'Permanent Atoms' বলা হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঐ তিনটি চিরজীবী অণুতে পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে। ইহজন্মে বিশিষ্ট কারণে উদ্বুদ্ধ হইলে, ঐ সকল সংস্কার অব্যক্তের অতল হইতে উত্থিত হইয়া চিত্তক্ষেত্রকে প্লাবিত করে। ঐ সম্পর্কে আমি উল্লিখিত 'What is the Psyche' প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছি :—

In the permanent atoms are accumulated, impressions of physical, emotional and mental happenings of past lives—the *Samskaras* or vestiges which, on stimulation in the present life, often come to the surface and become conscious.—Theosophical Gleanings, p. 210.

পঞ্চম অধ্যায়

জীবাত্মা ও ভূতাত্মা

বহির্বিষয় হইতে 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হইয়া, যদি একবার আমরা অন্তরের অন্তঃস্থলে অন্তর্দৃষ্টি (introspection) করি, তবে দেখিতে পাই—আমাদের দেহ-পিঞ্জরে একটি নয়, দুইটি 'সোল' বিরাজ করিতেছে—

Two souls alas ! reside within my breast.

—Goethe's Faust.

—ঐ দোঁহার একজন মর্ত্য-বিহারী, অন্য জন গগন-চারী।

গেটের মহানাটকের ভাষায় বলি—

One with tenacious organs holds, in love
And clinging lust, the world in its embraces.
The other strongly sweeps (this dust above)
Into the high ancestral spaces.

ঐ বিমানচারী আত্মা জীবাত্মা (Spiritual Man) ; এবং ঐ মর্ত্য-বিহারী আত্মা ভূতাত্মা (Animal Man)। সম্ভবতঃ গীতা যে অক্ষর ও ক্ষর পুরুষের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই দ্বিবিধ আত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ—১৫।১৬

এখানে অক্ষর পুরুষ=জীবাত্মা (Ego) ; ও ক্ষর পুরুষ=ভূতাত্মা (Personality)। 'Personality' ভূতাত্মার সার্থক সংজ্ঞা। Persona ল্যাটিন্ শব্দ—তাহার অর্থ মুখস্ বা Mask—রোমে অভিনেতারা যে মুখসে মুখ ঢাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করিত। বস্তুতঃ 'the Personality is the mask of the inner man.' অর্থাৎ, ভূতাত্মা জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে—তাঁহার মুখস মাত্র।

সেজন্য বুদ্ধদেব ঐ ভূতাত্মার নাম দিয়াছেন 'অনত্তা' (অনাত্মা)। আমরা উহাকে ইতিপূর্বে 'pseudo-entity' বলিয়াছি। কেন বলিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ আরও বিশদ হইবে।

দেহরূপ পুরবাসী বলিয়া ইহাদিগকে 'পুরুষ' বলা হইল—(পুর্+বস্ —পুরি বসতি ইতি)। শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষায়—

পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাৎ চ—১।২।১৩ মুণ্ডকের শঙ্কর ভাষ্য

ইহা প্রশ্নোপনিষদেরই প্রতিধ্বনি—

স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে—প্রশ্ন, ৫।৫

অন্যত্র উপনিষদ বলিয়াছেন—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥—বৃহ, ২।৫।১৮

থিয়সফিতে ভূতাত্মাকে 'The Lower Self of Sensuality' এবং জীবাত্মাকে 'The Higher Self of Spirituality' বলা হয়—the Divine Self within us as against the Lower Self—the Self of Sensuality and Selfishness। এই Lower Self (ভূতাত্মা) কামসংযুক্ত, এবং ঐ Higher Self (জীবাত্মা) কামবিযুক্ত—

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসংপর্কাৎ শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্ ॥—মৈত্র, ৬।৩৪

এ জন্যই তত্ত্বদর্শী গেটে ভূতাত্মার 'clinging lust'-এর কথা বলিলেন এবং জীবাত্মার সম্বন্ধে 'this dust above' বলিলেন। তবেই মানুষ একাধারে দেব-মর্কট—তাহার মধ্যে দৈবী প্রকৃতি ও পাশবী প্রকৃতির যুগপৎ সমাবেশ। একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক (M. Taine) নেপোলিয়নের মধ্যে যুগপৎ উচ্চতা ও নীচতা, তুঙ্গতা ও তুচ্ছতা (নেপোলিয়ন এ ভাবে the greatest, the meanest of mankind) লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে Jupiter-Capion আখ্যা দিয়াছেন (Jupiter হইলেন দেবেন্দ্র, আর

Capion ফরাসী নাটকের একটা জঘন্য হীন পশু-চরিত্র)। বুঝিয়া দেখিলে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর জুপিটার-কাপিয়ঁ (দেব-মর্কট)—সকলেই একাধারে উচ্চ-নীচ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, তুঙ্গ-তুচ্ছ, সু-লীন-কু-লীন। We men are dual—part brute and part angel. (C. Jinarajadasa)

মানুষের এই তুঙ্গতাকে লক্ষ্য করিয়া বাইবেল বলিয়াছেন—'Lord! what is Man, that Thou art mindful of him, and the son of Man that Thou so regardest him?' আমরা দেখিয়াছি, মহাকবি শেক্সপিয়ার হ্যামলেটের মুখ দিয়া কিরূপে এই তুঙ্গতার সমর্থন করিয়াছেন—

What a piece of work is a Man! How noble in reason! How infinite in faculty! In form and moving, how express and admirable! In action, how like an angel! In apprehension, how like a god! The beauty of the world! The paragon of animals!—Act II, Sc. ii.

যখন উপনিষদ্ মানুষকে লক্ষ্য করিয়া 'পুরুষো বাব সুকৃতম্'* (ঐত, ২।৩) বলেন, তখন ঐ তুঙ্গতাই ঋষির দ্বারা লক্ষিত হইল।

এ সকলই আমাদের জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রযোজ্য; কিন্তু আমাদের ভূতাত্মা? 'He is born in sin'—সে শুদ্ধ নয়, পাপবিদ্ধ—স্বচ্ছ নয়, মলিন—প্রাজ্ঞ নয়, অজ্ঞ—তুঙ্গ নয়, তুচ্ছ—ঈশ নয়, অনীশ।

অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—মুণ্ডক, ৩।১।২

মগ্নো বপুষি শোচতি—পঞ্চদশী, ৪।১২

সে 'পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'। তাহার ক্ষুদ্রতা নীচতা হীনতা নির্বুদ্ধিতা মলিনতা মোহান্ধতা—স্যর অলিভার লজ্ যাহাকে 'aberrations and abominations' বলিয়াছেন—এ সমস্ত লক্ষ্য করিলে

* তদা আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত। তস্মাৎ তৎ 'সুকৃতম্' উচ্যতে—তৈত্তি, ২।৭

লজ্জায় অধোবদন হইতে হয় এবং মানুষ যে মর্কটের সন্তান, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

When we follow the evolutionary history of our bodies and our brains, backward over a stretch of half a million years, we find them engulfed in the jungle of Apedom.

—Sir Arthur Keith.

ঠিক্ কথা! মানুষের ভূতাত্মা—তাহার Animal Soul, তাহার পাশবী প্রকৃতির সম্বন্ধে কিথের এ কথা অকাট্য। কিন্তু তাহার জীবাত্মা—তাহার Spiritual Soul—তাহার দৈবী প্রকৃতি সম্বন্ধে?

But if, as modern science says, our bodies have climbed up from the brute—our souls on the other hand have descended from the angels. * * Let us so organise life that the brute in us will get less and less sustenance and so die—and the angel in us will get more and more what he needs for his dreams of love and service.

—C. Jinarajadasa's 'Let us disarm War'.

এই ভূতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া কৈবল্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদি-বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎপরিতৃপ্তিমেতি ॥

—কৈবল্য, ১২

অর্থাৎ, 'শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া মায়া-মোহিত ভূতাত্মা রমণী-অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগে সংলিপ্ত হইয়া তাহাতেই তৃপ্তি অনুভব করে।'

এ সম্পর্কে মৈত্রী-উপনিষদের কথা আরও সুগভীর ও চমৎকারী—

পঞ্চতন্মাত্রা ভূতশব্দেনোচ্যন্তে, অথ পঞ্চমহাভূতানি ভূতশব্দেনোচ্যন্তে। অথ তেষাং যৎ সমুদয়ং তৎ শরীরমিত্যুক্তম্। অথ যো হ খলু বাব শরীর ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্—৩।২

অর্থাৎ, তন্মাত্র ও স্থূল ভূতের সমবায়ে গঠিত যে শরীর, সেই শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা (corporeal self)-ই ভূতাত্মা। ঐ ভূতাত্মা সম্বন্ধে মৈত্রী উপনিষদ্ আরও বলিতেছেন—

অথামৃতোঽস্যাত্মা বিন্দুরিব পুষ্করা ইতি। স বা এষঃ অভিভূতঃ প্রাকৃতৈগুর্ণৈঃ ইতি। অথোঽভিভূতত্বাৎ সংমূঢ়ত্বং প্রয়াতঃ সংমূঢ়ত্বাৎ আত্মস্থং প্রভুং ভগবন্তং কারয়িতারং নাপশ্যৎ। গুণৌঘৈরুহ্যমানঃ কলুষীকৃতশ্চ অস্থিরশ্চঞ্চলো লুপ্যমানঃ সস্পৃহো ব্যগ্রশ্চ অভিমানিত্বং প্রয়াতা ইতি। 'অহং সঃ' 'মমেদম্' ইত্যেবং মন্যমানো নিবধ্নাতি আত্মনাত্মানম্। জালেনেব খচরঃ কৃতস্যানু ফলৈঃ অভিভূয়মানঃ * * পরিভ্রমতি।*—মৈত্রী, ৩।২

অর্থাৎ, 'পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় প্রত্যগাত্মা প্রকৃত পক্ষে অ-সংলিপ্ত রহেন। কিন্তু প্রাকৃত গুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া ভূতাত্মা সংমোহ প্রাপ্ত হয়। সংমূঢ় হইয়া সে আত্মস্থ প্রভু ভগবান্ অন্তর্যামীকে জানিতে পারে না। গুণ-উর্মিতে ভ্রাম্যমান হইয়া কলুষিত অস্থির চঞ্চল লোলুপ সস্পৃহ ব্যগ্র অভিমানী হয়। 'এই আমি' 'এ দেহ আমার' এইরূপ অভিমানের ফলে নিজেকে নিজে আবদ্ধ করে—যেমন পক্ষী জাল দ্বারা—এবং কৃতকর্মের বিপাকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে।'

মানুষের মধ্যে যখন ঐ দ্বিবিধ আত্মা—মর্ত্যবিহারী ভূতাত্মা (Lower

---

* অধ্যাপক ডয়সন কৃত ইহার অনুবাদ এইরূপ :—

Assuredly his immortal Atman continues to exist (uncontaminated) like the drops of water on the lotus flower (which only apparently assume its colouring); but yet this Atman is overcome by the gunas of prakriti. Being thus overcome, then it falls into an illusion, and because of this illusion it fails to recognise the august and holy creator subsisting in itself; but torn asunder and defiled by the stream of gunas, it becomes without support, weak, broken down, sensual, disordered, and a prey to delusion—fancies 'This is I', 'This is mine', and fetters itself by its own action, as a bird by its nest.—Deussen, p. 262

self) ও বিমানচারী জীবাত্মা (Higher self) বিরাজিত—তখন ঐ দোঁহার মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়া অনিবার্য। বস্তুতঃ একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্তক্ষেত্র এক একটা রক্তাক্ত রণভূমি—সেখানে 'সু' ও 'কু'—দৈবী প্রকৃতি ও পাশবী প্রকৃতির অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে। দেবাসুরের এই যুদ্ধ লক্ষ্য করিয়াই মহাকবি শেক্সপিয়ার (যাঁহাকে কেহ কেহ 'the greatest psychoanalyst' বলেন) বলিয়াছেন—

Between the acting of a dreadful thing
And the first motion, all the interim is
Like a phantasma or a hideous dream :
The genius and the mortal instruments
Are then in council ; and the state of man,
Like to a little kingdom, suffers then
The nature of an insurrection.

—Julius Caesar, Act II, Sc. i.

আর একজন অভিজ্ঞ লোকের এ সম্বন্ধে উক্তি এই :—(It) is the battle ground of human life—the place where the spiritual and terrestrial energies meet in conscious conflict. * * All the futility and suffering in human life is due to their (*i.e.*, the terrestrial energies') usurping the guiding and directing power which belongs to the spiritual energies.

পশুদের মধ্যে কেবল পাশব প্রকৃতি—পশুতে দৈবী প্রকৃতির সমাবেশ নাই; সেই জন্য তাহাদের মধ্যে এ সংঘর্ষের বালাই নাই। কিন্তু মানুষে ?

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ॥—পাণ্ডব গীতা

মানুষ ধর্ম্ম জানে, কিন্তু সেদিকে তাহার প্রবৃত্তি হয় না; সে অধর্ম্ম জানে, কিন্তু তাহা হইতে তাহার নিবৃত্তি হয় না। খৃষ্টীয় সাধু

সেণ্ট পল্ নিজের মধ্যে 'সু' ও 'কু'র এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া সকাতরে বলিয়াছেন :—

The good that I would do, I do not; but the evil I would not, that I do. For I delight in the Law of God, but I see another law in my members (যাহাকে আমরা ভূতাত্মা বলিতেছি),—warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members.

কিছুদিন হইতে 'নিসর্গের অনুবর্তন' লইয়া পাশ্চাত্য দেশে বেশ একটা ধুয়া উঠিয়াছে—'Follow Nature', 'Return to Nature', 'Be Natural', 'Don't be anything but a Man', 'You try to be something more than you are by Nature and you kill something in yourself'—ইত্যাদি slogans শ্রুত হইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই—মানবে যখন ভূতাত্মা ও জীবাত্মার অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে, যখন মানুষের মধ্যে দৈবী প্রকৃতি ও পাশবী প্রকৃতি উভয়েরই সমাবেশ রহিয়াছে—যখন তাহার চিত্তনদী উভয়তঃ বাহিনী—বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ (১।১২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য), যখন—

শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ

—যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু, ৯।৩০

—তখন সুসভ্য মানুষ নিসর্গের অনুবর্তন করিতে কোন্ প্রকৃতির অনুসরণ করিবে? দৈবীর না পাশবীর? ভূতাত্মার না জীবাত্মার? কারণ, একথা ত' অবিসংবাদী যে,—'Civilizations cannot be run on the principles of the jungle. You require spiritual wisdom and self-discipline.' তাহার মধ্যে যে জুপিটার আছেন, দেবতা আছেন, মানুষ তাঁহার অনুবর্তী হইবে? না, যে বানর-বৃক (the tiger and the ape) আছে, যে কাপিয়্-মর্কট আছে, তাহার অনুবর্তন করিবে?

এ সম্পর্কে মহাত্মা মরুদেব (যাঁহাকে আমরা থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে Master M বলিয়া জানি)—তাঁহার একটি অমূল্য উপদেশ উদ্ধৃত করিতে চাই :—

'Most people live on the outer shell of life, thinking only of the personality ; you must penetrate to the core. Live for the soul, not for the body alone.'

বস্তুতঃ ঐরূপ আত্মসংযম, 'পরিকর্ম' দ্বারা চিত্তের বিশোধন, পৌরুষ ও প্রযত্ন দ্বারা প্রমাথী মনকে শুভ পথে পরিচালন—

পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি

—যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু, ৯।৩০

—এক কথায়, ভূতাত্মার আক্ষেপ বিক্ষেপ ছাড়াইয়া জীবাত্মার তুঙ্গভূমিতে ব্যবস্থাপন—নিসর্গের বিরুদ্ধাচরণ নয়—প্রকৃতির প্রকৃত অনুবর্তন। কারণ, দেখিতে পাই, বিবর্তনের ফলে সংবিতের কেন্দ্র ক্রমশঃ ক্রমশঃ উত্তোলিত হইয়া ইতিমধ্যে কাম-মনসের ঊর্ধ্বে জ্ঞানভূমি স্পর্শ করিয়াছে।* ঐ ঊর্ধ্বগামী বিবর্তন-স্রোতকে চেষ্টার দ্বারা, উদ্যম দ্বারা, শুভ ও সার্থক উদ্‌যোগ দ্বারা আরও ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিতে হইবে। অসভ্য অবস্থায় যে স্রোতঃ প্রধানতঃ অন্নময় কোশে নিবদ্ধ ছিল, অর্ধ-সভ্য অবস্থায় যে স্রোতঃ কামময় কোশে উত্থিত হইয়াছিল, এখন সভ্য মানুষের মধ্যে যে স্রোতঃ মনোময় কোশে বহমান,—তাহাকে বিজ্ঞান ও আনন্দময়ে উঠাইতে হইবে।†

আমরা দেখিয়াছি, জীবাত্মা বা Ego প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট প্রত্যগাত্মার

---

* The more cultured and developed among us are beginning to govern desire by reason—that is to say, the centre of consciousness is gradually transferring itself from the higher astral to the lower mental.—C. W. Leadbeater's 'Man, Visible and Invisible'.

† ঐ প্রণালী লক্ষ্য করিয়া একজন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন :—One acts not from the impulsion of desire but from deliberate will * * he evolves the necessary trick of self-mastery.—Geraldine Coster.

আংশিক প্রকাশ মাত্র (Partial expression)—আর ভূতাত্মা ঐ জীবাত্মার আভাস বা ছায়া।

আভাস এব চ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৫০

অত এব চোপমা সূর্যকাদিবৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮

'জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব—ভূতাত্মাও তদ্রূপ।'

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ৩।২

'ভূতে ভূতে অবস্থিত ভূতাত্মা জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ এক ও বহুরূপে দৃষ্ট হন', অর্থাৎ, বিম্বরূপে এক ও প্রতিবিম্বরূপে বহু। অন্যত্র জীবাত্মাকে আতপ বা জ্যোতিঃ এবং ভূতাত্মাকে তাহার ছায়া বলা হইয়াছে।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥—কঠ, ১।৩।১
(ঋত অর্থে কর্মফল)

'যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, যাঁহারা পঞ্চাগ্নি, যাঁহারা নাচিকেত-অগ্নি ত্রিবার চয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা তত্ত্বদর্শী—তাঁহারা সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল-ভোগী ঐ জীবাত্মা ও ভূতাত্মাকে (যে দুই আত্মা পরম স্থান 'গুহায়' প্রবিষ্ট) আতপ ও ছায়া* বলিয়া নির্দেশ করেন।'

প্রশ্ন উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি আছে—

যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্ এতদ্ আততম্—৩।৩

—'যেমন পুরুষে ছায়া—সেইরূপ ঐ ভূতাত্মা জীবাত্মা হইতে প্রসৃত।'

---

* এই আতপ ও ছায়ার উদাহরণ কঠ উপনিষদ্ অন্যত্রও প্রয়োগ করিয়াছেন—ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে (কঠ, ২।৩।৫)।

এ ভাবে জীবাত্মা ও ভূতাত্মা—উভয়কেই 'অজ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভূতাত্মা অজ্ঞ, অনীশ—তাহার তুলনায় জীবাত্মা প্রাজ্ঞ, ঈশ। শ্বেতাশ্বতর তাহাই বলিয়াছেন—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ—শ্বেত, ১।৯:

উপনিষদ্ অন্যত্র ঐ সম্পর্কে অন্যবিধ উপমার প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১।১৬৪।২০ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়া মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যম্ ঈশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ ॥
—মুণ্ডক, ৩।১।১-২ ও শ্বেত, ৪।৬-৭

'দুইটি সুপর্ণ (fair-plumaged) পক্ষী একই বৃক্ষ সমাশ্রয় করিয়া আছে। তাহারা বিযুক্ত নহে—সংযুক্ত সখা। তবে একজন স্বাদু পিপ্পল (কর্মফল) আস্বাদ করে—অন্যজন আস্বাদ করে না—কেবল দ্রষ্টাভাবে দর্শন করে মাত্র। দোঁহার মধ্যে একজন পুরুষ সেই বৃক্ষে নিমজ্জিত হইয়া ঈশ্বর ভাবের অভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া শোকাচ্ছন্ন হয়—কিন্তু যখন সে অন্য জনের মহিমা ও ঈশভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপাসনা করে, তখনই সে বীতশোক হয়।'

শ্বেতাশ্বতর অন্যত্র এই শেষ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

পৃথগ্ আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেন অমৃতত্বমেতি—শ্বেত, ১।৬

অর্থাৎ, যখন উপাসনার দ্বারা জীব অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মার সহিত নিজের অনন্যতা উপলব্ধি করে—বুঝিতে পারে যে, উভয়ের প্রভেদ মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র—তখনই তাহার অমৃতত্বসিদ্ধি হয়।

বলা বাহুল্য, যে সুপর্ণ স্বাদু ফল আস্বাদন করেন না, কেবল দর্শন করেন মাত্র—অর্থাৎ যিনি,

সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—শ্বেত, ৬।১১

—যিনি সাক্ষী, যিনি চিন্মাত্র, যিনি কেবল, যিনি গুণাতীত—তিনি প্রত্যগাত্মা ; আর যে সুপর্ণ অনীশ, মোহগ্রস্ত, শোকাচ্ছন্ন, কর্মফল-ভোক্তা —তিনি জীবাত্মা-ভূতাত্মা। অর্থাৎ একজন নিরঞ্জন, একজন পুরঞ্জন— কিন্তু তথাপি নিরঞ্জন পুরঞ্জনের নিত্য সখা, সত্য সখা—'সযুজা সখায়া' —উভয়ের মধ্যে শাশ্বত সংযোগ।*

যদি ঐ শোকমোহের অতীত হইতে হয়, তবে ভূতাত্মাকে জীবাত্মাতে লয় করিতে হইবে এবং জীবাত্মাকে প্রত্যগাত্মায় বিলয় করিয়া বিশ্বাত্মার সহিত 'অনন্য' হইতে হইবে।

Merge Personality in the Ego and the Ego in the Monad and thereby become one with the Universal All.

—H. P. Blavatsky.

এই কথাই ছান্দোগ্যের ঋষি অন্য ভাষায় বলিয়াছেন—

এব সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪

'ঐ জীবাত্মা এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম (ব্রহ্ম-) জ্যোতিতে উপসন্ন হইয়া স্বরূপে নিষ্পন্ন হন।' অতএব স্ব স্বরূপে সুস্থিতিই শোক-মোহের অতীত হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

ঐ ভূতাত্মা যখন জীবাত্মার ছায়া মাত্র—উহা যখন অবভাস (apparition)—তখন উহার তাত্ত্বিক সত্তা থাকিতে পারে না। অতএব

---

* ভাগবত পুরাণের পুরঞ্জনের উপাখ্যানে রূপকের আকারে এই তত্ত্ব বিশদ করা হইয়াছে —কৌতূহলী পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

ভূতাত্মাকে অনাত্মা বা নকল-আত্মা (Pseudo-entity) বলা অসঙ্গত নহে। আমরা দেখিয়াছি, জীবাত্মার আভাস (reflection) মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশে প্রতিফলিত হইয়া ভূতাত্মারূপে আসলের অনুকরণে নকল আত্মার প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে। আমরা যেন মনে রাখি, উহারা Pseudo-entities.

The Ego puts down a fragment of himself (reflection বলিলেই সঙ্গত হয়) into incarnation and as that fragment is ensheathed in bodies of mental, emotional and physical matters, three pseudo-entities are formed.

—Hodson's Science of Seership, page 99.*

আর এক কথা। একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, জীব একাধারে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা—ক্রিয়াশক্তির ফলে জীব কর্তা, ইচ্ছাশক্তির ফলে জীব ভোক্তা এবং জ্ঞানশক্তির ফলে জীব জ্ঞাতা।

স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ—শ্বেত, ৬।৮

আমরা দেখিতে পাই, ভূতাত্মা হইতে স্বতঃই ঐ শক্তিত্রয় যুগপৎ উৎসারিত হইতেছে—জ্ঞানশক্তি, বল-(ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।†

---

* এ সম্পর্কে At the Feet of the Master (শ্রীগুরুচরণে) গ্রন্থের গ্রন্থকার আমাদের সতর্ক করিয়াছেন—'Don't mistake your bodies for yourself—neither the physical body nor the astral nor the mental. * * Each one of your bodies will pretend to be the Self, in order to gain what it wants. But you must know them all, and know yourself as their master.

† অবশ্য ঐ শক্তিত্রয় বিবিক্ত (isolated) নয়, শবলিত (intermixed)। সেজন্য মাদাম ব্লাভাট্স্কি ইচ্ছাশক্তির প্রসঙ্গে কাম-মনসের কথা বলিতেন। 'কাম-মনস্ is a sort of chemical compound of thought and emotion.' কিন্তু তথাপি 'বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ' (ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।২২) এই—নিয়মের অনুসারে এবং জ্ঞানশক্তিতে জ্ঞানের, ইচ্ছাশক্তিতে ইচ্ছার, এবং ক্রিয়াশক্তিতে ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া, এই শক্তিত্রয়ের ঐরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

জ্ঞানশক্তির দ্বারা ভূতাত্মা আহরণ করে, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বি-হরণ করে, এবং ক্রিয়াশক্তির দ্বারা বিচরণ করে। অতএব জ্ঞানশক্তির বৈশিষ্ট্য আ-হার, ইচ্ছাশক্তির বৈশিষ্ট্য বি-হার, এবং ক্রিয়াশক্তির বৈশিষ্ট্য সঞ্চার।

জীবের ঐ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

এষ হি রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ—প্রশ্ন, ৪।৯

অনীশশ্চাত্মা বুধ্যতে ভোক্তৃ-ভাবাৎ—শ্বেত, ১।৮

কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা—ঐ, ৫।৭

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ—কঠ, ১।৩।৪

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তম্ আত্মানং ভোক্তেতি সংসারীত্যাহুঃ মনীষিণো বিবেকিনঃ। ন হি কেবলস্য আত্মনো ভোক্তৃত্বম্ অস্তি বুদ্ধ্যাদি-উপাধিকৃতমেব তস্য ভোক্তৃত্বম্—শঙ্কর ভাষ্য

জীবের জ্ঞাতৃত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে 'জ্ঞ' বলা হয়—

ন কম্পতে জ্ঞঃ—প্রশ্ন, ৫।৬

সর্বসার উপনিষদ্ বলেন—

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ানাম্ আবির্ভাব-তিরোভাব-জ্ঞাতা স্বয়ম্ আবির্ভাব-তিরোভাবরহিতঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ সাক্ষী ইত্যুচ্যতে—৯

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥—কঠ, ২।১।৩

'তিনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এবং মৈথুন—এ সমস্তেরই জ্ঞাতা।' এক কথায়—

দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতং চাননুভূতং চ সৎ চ অসৎ চ সর্বং পশ্যতি সর্বঃ পশ্যতি—প্রশ্ন, ৪।৫

'দৃষ্ট অদৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত, অনুভূত অননুভূত, সৎ অসৎ (জ্ঞাতারূপে) তিনি সমস্তই জ্ঞাত হন।'

আমরা দেখিয়াছি, ভূতাত্মায় উৎসারিত ঐ ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—যাহাদের বিষয় যথাক্রমে ভাবনা, কামনা ও চেষ্টনা (পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Knowing, Feeling, ও Willing বা Cognition, Emotion, ও Conation)—ঐ শক্তিত্রয় জীবাত্মা হইতে প্রসৃত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তিরই আভাস বা reflection। অর্থাৎ, নিম্নতর গ্রামে (on a lower level) যাহা ক্রিয়াশক্তি (Power of Action)—উচ্চতর গ্রামে (on a higher level) তাহাই সন্ধিনী ; নিম্নতর গ্রামে যাহা ইচ্ছাশক্তি (Power of Desire)—উচ্চতর গ্রামে তাহাই হ্লাদিনী ; এবং নিম্নতর গ্রামে যাহা জ্ঞানশক্তি (Power of Thought)—উচ্চতর গ্রামে তাহাই সংবিৎ।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ঐ শক্তিত্রয়ের বিকাশের তারতম্যে মানুষের মধ্যে ত্রি-বিধ জীব—বীর, ধীর ও পীর—অর্থাৎ, Hero-type, Sage-type ও Saint-type। আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য কথাটা এত প্রয়োজনীয় যে, কথঞ্চিৎ পুনরুক্তি হইলেও এ বিষয়ের একটু বিস্তার করিতে চাই।

আমরা জানি, ব্রহ্মে যে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি—যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পূর্ণ-বিকশিত—প্রারম্ভে 'মমৈবাংশঃ' জীবে তাহারা বীজাবস্থ। কালক্রমে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়,—জীবে যে সকল শক্তি ও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহারা প্রকট হয় ; যাহারা অব্যক্ত ছিল, তাহারা সুব্যক্ত হয়। ইহারই নাম ক্রমাভিব্যক্তি—Evolution (E = out, and volvo = to roll).

কি প্রত্যগাত্মা, কি জীবাত্মা, কি ভূতাত্মা—প্রারম্ভে প্রত্যেকের মধ্যেই ঐ ঐ শক্তিসমূহ বীজ ভাবে সুপ্ত থাকে—ক্রমাভিব্যক্তির ফলে ঐ শক্তিত্রয়ের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। 'All powers and capacities lie latent within, pre-existant (অর্থাৎ, আগন্তুক নহে, অন্তঃশীল),—awaiting

the right conditions for their manifestation.' অতএব Evolution বা ক্রমবিকাশ 'is a growth from within—an unfolding of potentialities which are in-exhaustible.'

আত্মার ঐ সকল সুপ্ত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, ঐ সকল অব্যক্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করিবার জন্যই তাহাকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত করা হয়—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

ঐ যে উপ্ত বীজ, উহাই আত্মারূপ চিৎ-অণু। প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত উপাধিসমূহ গ্রহণ করিয়া, ঐ সকল চিৎ-অণু ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। বাইবেল এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—He is sown in weakness to be raised in power. 'Sown in weakness'—জননীর কুক্ষিতে কলল যেমন ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়, প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত জীবের প্রচ্ছন্ন শক্তি ঐরূপ ক্রমশঃ বিকশিত হয়। বিবর্তনের স্রোতে ভাসমান হইয়া জীব ধীরে ধীরে জন্মে জন্মে অগ্রসর হয়—স্থাবর হইতে জঙ্গম হয়, পাদপ হইতে পশু হয়—শেষে লক্ষ লক্ষ যোনি অতিক্রম করিয়া মনুষ্য-পদবীতে উন্নীত হয়, প্রতি জন্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে জীবের অভ্যন্তরে নিহিত ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অল্পাধিক বর্ধিত হইতে থাকে। সে জন্য দেখা যায় অসভ্য মানুষে ঐ তিন শক্তি স্তিমিত, নির্বল থাকে। অর্ধ সভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া সভ্য হইলে তবে ঐ সকল শক্তির বিকশিত আকার লক্ষ্য করা যায়। ঐ ক্রিয়াশক্তির প্রসঙ্গে হ্যানিবল্, জুলিয়াস সিজার, শিবাজী, প্রতাপসিংহ, ক্রমোয়েল, নেপোলিয়ন, রঞ্জিৎ সিং প্রভৃতির কথা মনে করুন—ইহাদের কর্মশক্তি কি উদগ্র, কি স্ফূর্ত। কোন বাধাই ইঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারে না, বিঘ্ন বিপত্তি ইঁহাদের ক্রিয়াশক্তিতে ইন্ধন যোগ করে মাত্র। ইঁহারা Hero-type, বীর।

উচ্চতর ভূমিতে যখন এই ক্রিয়াশক্তি সন্ধিনীতে সংপূর্ত হয়, তখন আমরা

মহর্ষি মরুদেবের সাক্ষাৎ পাই—যাঁহাকে থিয়সফিতে 'Master M' বলা হয়—যিনি আগামী মন্বন্তরের ভাবী মনু—আর সাক্ষাৎ পাই আর্য-জাতির আদি পিতা বৈবস্বত মনুর এবং পরমর্ষি নর-নারায়ণের।

অর্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

মহাভারত নর-নারায়ণ ঋষির প্রসঙ্গে 'দুর্দ্ধর্ষ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন—

নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ! হরির্নারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী॥

—বনপর্ব, ১২।৪৬

ইহারা অপরাজিত জেতা, প্রকৃত 'Practical Mystics'—কর্মবীর—অমোঘ অদম্য কর্মিষ্ঠ; ইহাদিগের কি tremendous driving power—power 'that makes all things new'! এক কথায়, ইহারা সন্ধিনীশক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি।

ইচ্ছাশক্তির প্রসঙ্গে নানক, কবীর, তুলসীদাস, বিল্বমঙ্গল, মীরাবাই, Saint Francis, Elizabeth of Sienna, মাদাম গিয়ঁ প্রভৃতির কথা মনে করুন। ইহাদের ইচ্ছা বা কামশক্তি কি চমৎকারী, কি কমনীয়! ইহারা অধম কামকে উত্তম প্রেমে উত্তোলিত করিয়াছেন। মৈত্রী, করুণা, প্রীতি, ভক্তি ইহাদের মর্মগত। ইহারা Saint-type, প্রেমিক, পীর। উচ্চতর ভূমিতে যখন এই ইচ্ছাশক্তি হ্লাদিনীতে সংপূর্ত হয়, তখন আমরা শুক, নারদ, মৈত্রেয়দেব, ক্রাইষ্ট, শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পাই। ইহারা বিশ্ব-প্রেমিক—have realised God as Love, ভগবান্ ইহাদের পরায়ণ, 'পিতম্'।

কৃষ্ণময়—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে,
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

ইহারা পীরোত্তম—হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত মূর্তি।

জ্ঞানশক্তির প্রসঙ্গে, শঙ্কর, রঘুনাথ, হেগেল, প্লেটো, Saint

Augustine, Einstein, আর্যভট্ট প্রভৃতির কথা মনে করুন। ইহাদিগের কি সূচ্যগ্র ধী, কি বিচিত্র বিচার-বুদ্ধি! ইহাদের স্ফূর্ত জ্ঞানশক্তির দর্পণে জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বরাজি অবিকল প্রতিফলিত হয়। ইঁহারা Sage-type, ধীর। উচ্চতর ভূমিতে যখন এই জ্ঞান-শক্তি সম্বিতে সংপূর্ত হয়, তখন আমরা বুদ্ধদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, পিথাগোরস্, জারুথুস্ত্র প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই। ইহাদের বিজ্ঞান প্রজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে—ইহাদের বুদ্ধি বোধি দ্বারা সমুজ্জ্বল—বিশ্বজগৎ 'করকলিতকুবলয়বৎ' অবদাত—এক কথায় ইহারা সেই প্রজ্ঞানঘনকে প্রজ্ঞা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। 'ইহারা ধীরোত্তম—সম্পূর্ণ সম্বিৎশক্তির সাকার রূপ।

বস্তুতঃ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির এইরূপ সম্প্রসারণ—সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিতের এইরূপ বিস্ফূর্জনই বিবর্তনের চরম লক্ষ্য—ultimate goal of Evolution—ইহাই জীবের নিয়তি। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র* এইরূপ লিখিয়াছি—The sparks emanated from the Divine Flame are essentially *Sat*, *Chit* and *Ananda* and their destiny is, sooner or later, to be fanned into flames—by fully evolving their latent potentialities of Power, Wisdom and Love, until they, Gods in the becoming, *actually* become Gods.

অর্থাৎ, জীব অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ। তাহার নিয়তি স্ফুলিঙ্গকে সমিদ্ধ অগ্নিতে বিকশিত করা, বিন্দুকে মহাসিন্ধুতে সম্প্রসারিত করা—এক কথায় সুব্যক্ত সচ্চিদানন্দ হওয়া। ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য—

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬

ইহাকেই ভগবান্ গীতাতে 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' (১৪।২) বলিয়াছেন (Attainment of Divine Similitude)—ইহাই ক্রাইষ্টের 'Be ye

* 'God as Love' in Theosophical Gleanings, p. 400.

perfect as your Father in heaven is perfect'—পরব্যোমে পরম পিতা যেমন সম্পূর্ণ, ইহা সেইরূপ সম্পূর্ণ হওয়া।

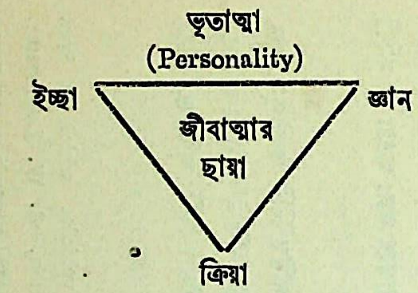
সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে ॥—চরিতামৃত

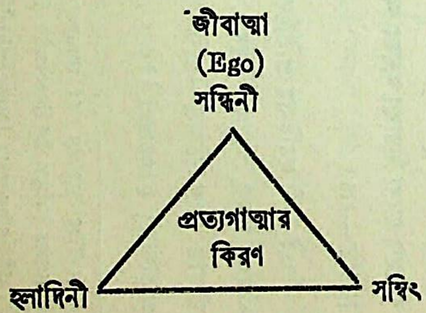
কারণ, 'All love assimilates the Soul to what it loves' (Browning)। ইহাকেই খৃষ্টান মিষ্টিকেরা 'Deification' বলেন—'The wonder of wonders is the human made Divine'—'when He and I become one' (Eckhart).

When is the Human made Divine? When the whole man is remade, 'according to the pattern shewed him in the Mount,'—'when caught and led out of himself, he becomes God, by condition of love.'

এই 'সাধর্ম্যম্-আগতি'র পথ দেখাইবার জন্যই ভগবান্ গীতাতে ত্রিবেণী রচনা করিয়াছেন। বিশ্বগুরু গীতায় যুগপৎ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ দিয়া—সমন্বয়ের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য, কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি পর্যাপ্ত নয়। জীবকে শিবে বিকশিত হইতে হইলে, ঐ মার্গত্রয়কেই আয়ত্ত করিতে হইবে; এক কথায় কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য করিয়া গীতা যে যুক্ত-ত্রিবেণী রচনা করিয়াছেন, সেই ত্রিবেণীতে নিষ্ণাত হইতে হইবে। আমরা যাহাকে উদাত্ত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ বলিলাম, থিয়সফিতে তাহাকে 'the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love' বলা হয়—ধীরে, পীরে ও বীরে ঐ ঐ শক্তি প্রায় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত।

পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত 'চার্টের' প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয় বিশদ হইবার সম্ভাবনা।





নিম্নতর গ্রামে			
	কর্তা	ক্রিয়াশক্তি Action	চেষ্টনা Conation
	ভোক্তা	ইচ্ছাশক্তি Fooling	বাসনা Emotion
	জ্ঞাতা	জ্ঞানশক্তি Thought	চিন্তনা Cognition
উচ্চতর গ্রামে			
	ধীর Sago	সম্বিৎ Intuition	প্রজ্ঞা Wisdom
	পীর Saint	হ্লাদিনী Bliss	প্রেম Lovo
	বীর Hero	সন্ধিনী Will	প্রতাপ Power

অতএব উপনিষদে বিবৃত আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে আমরা দেখিলাম যে, সর্বোপরি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, যিনি চিদাকাশ, যিনি ভূমা, যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Absolute বা God। তারপর তদংশ (Divine fragment) প্রত্যগাত্মা, যিনি চিন্মাত্র, চিৎকণ, কূটস্থ, অক্ষর, নির্বিকার নিরঞ্জন—যিনি গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ—পরব্যোমের পরমাণু বা হৃত্থাকাশময় দেহ (ব্রহ্মকোশ) যাঁহার উপাধি—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Monad। তারপর ঐ চিন্মাত্রের আভা বা কিরণ (Radiation)—বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও হিরণ্ময় কোশের সমবায়ে যে কারণ-শরীর (যাহা কল্পান্তস্থায়ী), ঐ শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহাকে জীবাত্মা বলে—যিনি পাশ্চাত্য দর্শনের Ego বা Individuality। এবং সর্বশেষে ঐ জীবাত্মার ছায়া বা প্রতিবিম্ব (Reflection)—মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোশরূপ যে ত্রিতয় (Triad) (যাহা জন্মে জন্মে জীববৃক্ষে নবপল্লবিত হয়)—ঐ ত্রিতয়ে প্রতিফলিত চিদাপাত—যাহাকে ভূতাত্মা বলা হয়—যাহা পাশ্চাত্য দর্শনের Personality বা Animal Soul*। এই চতুর্বিধ আত্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

যো হ খলু বাবোপরিস্থঃ শ্রূয়তে, * * স বা এষ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তোঽপ্রাণো নিরাত্মা অনন্তঃ অক্ষয্যঃ স্থিরঃ শাশ্বতঃ অজঃ স্বতন্ত্রঃ স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি—২।৪

এই যিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি সর্বোপরিস্থ, যিনি শুদ্ধ, পূত, শূন্য, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়, চিরন্তন, সনাতন, স্বতন্ত্র—তিনি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। তাঁহার অংশ চিন্মাত্র—প্রতি পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি প্রত্যগাত্মা (monad)।

---

* The group of temporary lower vehicles which a Soul assumes when he descends into incarnation.—C. W. Leadbeater.

এই 'temporary lower vehicles'ই বেদান্তের অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোশ।

অথ যো হ খলু বাব এতস্য সোঽংশোঽয়ং যশ্চেতামাত্রঃ প্রতিপুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ—২।৫

ঐ বিশ্বাখ্য প্রত্যগাত্মা যখন শরীরস্থ হইয়া সংকল্প, নিশ্চয়, অভিমানাদি দ্বারা উপহিত হন, তখন তিনি জীবাত্মা—

সংকল্পাধ্যবসায়াভিমানলিঙ্গঃ প্রজাপতিঃ বিশ্বাখ্যঃ চেতনেন ইদং শরীরং চেতনবৎ প্রতিষ্ঠাপিতম্—২।৫

আর যিনি সর্বনিম্নস্থ, যিনি ঐ জীবাত্মার ছায়া, তিনিই ভূতাত্মা।

অস্তি খলু অন্যোঽপরঃ ভূতাত্মাখ্যো যোঽয়ং সিতাসিতৈঃ কর্মফলৈঃ অভিভূয়মানঃ—৩।২

ঐ ভূতাত্মা শুক্ল কৃষ্ণ কর্মফলের দ্বারা অভিভূত। ভূতাত্মার সম্পর্কে মৈত্রায়ণী অন্যত্র লিখিয়াছেন—

শব্দস্পর্শাদয়ো হ্যর্থা মর্ত্যেঽনর্থা ইবাস্থিতাঃ।
যেষাং সক্তস্তু ভূতাত্মা ন স্মরেৎ পরমং পদম্ ॥—৪।২
(মর্ত্যে = মরণধর্মিণি ভূতাত্মনি—রামতীর্থ)

এই আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে ১০।৭৯ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সায়ণ-ভাষ্যধৃত একটি পুরাণ বচন লক্ষ্য করিবার বিষয় :—

ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ॥

পুরাণকার এখানে পঞ্চবিধ আত্মার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়াত্মা ও ভূতাত্মা অভিন্ন ; অতএব বস্তুতঃ আত্মা চতুর্বিধ—পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, প্রধানাত্মা (জীবাত্মা) ও ভূতাত্মা।

একটু ভিন্ন ভাবে অধ্যাত্ম রামায়ণে এই তত্ত্বই বিবৃত আছে—

আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্।
জলাশয়ে, মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি।
প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ ॥

বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্।
আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ ॥
আভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বম্ অবিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি।
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বঞ্চ তথা বুধৈঃ ॥—১।১।১০৫-৭

অর্থাৎ, প্রথমতঃ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন প্রত্যগাত্মা—চিদাকাশের যিনি চিন্মাত্র—যিনি সাক্ষী; দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন জীবাত্মা (যিনি জলাকাশ); এবং তৃতীয়তঃ আভাস (ছায়া), প্রতিবিম্ব—যিনি ভূতাত্মা।

এ প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে রক্ষিত ইন্দ্র-প্রজাপতি সংবাদের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

একদা দেবগণের প্রতিনিধিরূপে ইন্দ্র ও অসুরগণের প্রতিনিধিরূপে বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া শিষ্যভাবে প্রজাপতির সমীপে গিয়া প্রশ্ন করিলেন, —'শুনিয়াছি অপহতপাপ্মা, বি-জর, বি-মৃত্যু, বি-শোক, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প যে আত্মা, সঃ অন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (৮।৭।১) —তাহার অন্বেষণ, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ঐ আত্মা কে?'

ইন্দ্রো হৈব দেবানাম্ অভিপ্রবব্রাজ বিরোচনঃ অসুরাণাম্। তৌ হ অসংবিদানৌ এব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ—৮।৭।২

প্রজাপতি বলিলেন—'উভয়ে ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী ভাবে অবস্থিতি কর। তার পর তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব।' তাঁহারা তাহাই করিলেন। ৩২ বৎসর অতীত হইলে, প্রজাপতি বলিলেন—

য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে * * অপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়ম্ আদর্শে স আত্মা—৮।৭।৪

'চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়,* জলে বা দর্পণে যাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়

* সেই জন্য ইহার নাম 'চাক্ষুষ'। যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্যাবর্ততে (বৃহ, ৪।৪।১, ছা, ৮।১২।৪)। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—ইন্ধো হ বৈ নাম এষ যোঽয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ (বৃহ, ৪।২।২)।

—সে-ই আত্মা।' ইহা জড়বাদী (materialist)-এর উত্তর। প্রজাপতি আরও বলিলেন—

সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ ইতি
—৮।৮।২

ইন্দ্র-বিরোচন তাহাই করিলেন, তাঁহারা পরিষ্কৃত হইয়া, সুন্দর সুশোভন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া জলে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। প্রজাপতি বলিলেন—'এষ আত্মা এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্মেতি (৮।৮।৩)। ঐ আত্মাই অ-মৃত, অ-ভয় ব্রহ্ম।'

উভয়ে তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অসুররাজ বিরোচনের নিকট প্রজাপতির নির্দিষ্ট ঐ আত্মা বেশ অভিমত হইল—'দেহমাত্রমেব আত্মা' আসুরো বতেতি, অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ।* ইন্দ্র কিন্তু এ উত্তরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন—'এই যদি আত্মা হয়, তবে ত' দেহ ব্যাধিত হইলে আত্মা ব্যাহত হয়—অন্ধ হইলে অন্ধ হয়, বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয়'—

যথৈব খলু অয়ম্ অস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ—এবমেবায়ম্ অস্মিন্ অন্ধে অন্ধো ভবতি, স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণঃ অস্যৈব শরীরস্য নাশম্ অনু এষ নশ্যতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি—৮।৯।১

তিনি আবার প্রজাপতির কাছে ফিরিয়া গেলেন, এবং প্রজাপতিকে নিজের সংশয়ের কথা বলিলেন। প্রজাপতি বলিলেন—'ঠিক্ বটে—আরও ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য কর। তখন—এতং ত্বেব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি।' ইন্দ্র তাহাই করিলেন। ৩২ বৎসর ব্যতীত হইলে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন, 'আত্মা কে জান? আত্মা সে, যে স্বপ্নে মহিমা অনুভব করে।'

---

* ছান্দোগ্য, ৮।৮।৫

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি এষ আত্মা। এতদমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্‌ব্রহ্মেতি—৮।১০।১

এ উত্তর Realist-এর উত্তর। ইন্দ্র এ উত্তরে তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন ; কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহার চিত্তে আবার সংশয় উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন—ঐ স্বাপ্ন আত্মা যদিও শরীর অন্ধ হইলে অন্ধ হয় না, ছিন্ন হইলে ছিন্ন হয় না, বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সে ত' দুঃখ ভোগ করে, শোক মোহের অধীন হয়—

ঘ্নন্তি ত্বেব এনং বিচ্ছাদয়ন্তি ইব অপ্রিয়-বেত্তা ইব ভবতি, অপি রোদিতীব—৮।১০।২

এ আত্মা কিরূপে অপহত-পাপ্‌মা, বি-জর, বি-মৃত্যু, বি-শোক হইবে ? —'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি'। তিনি আবার প্রজাপতির কাছে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নিজের সংশয়ের কথা জানাইলেন। প্রজাপতি বলিলেন,—'খুব ঠিক। আরও ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য কর—এতং ত্বেব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি।' ইন্দ্র তাহাই করিলেন। ৩২ বৎসর ব্যতীত হইলে, প্রজাপতি বলিলেন,—'আত্মা কে জান ? আত্মা তিনি যিনি স্বপ্নাতীত, সমস্ত, সংপ্রসন্ন—তৎ যত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মা। এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্মেতি।' ইহাই Idealist-এর উত্তর। ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে ইন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন,—'এখনও ত আত্মাকে জানা গেল না। সুষুপ্ত অবস্থায় কেহ ত' 'অহমস্মি' বলিয়া আত্মাকে জানে না। প্রত্যুতঃ ঐ অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ স্তম্ভিত হইয়া যায়, তখন ত'—বিনাশমেব অপীতো ভবতি। এ ত' বৈনাশিকের উত্তর! নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।' তিনি আবার প্রজাপতির কাছে ফিরিয়া গেলেন। প্রজাপতি বলিলেন,—'আরও ৫ বৎসর ব্রহ্মচর্য কর। এতং ত্বেব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি।' ৫ বৎসর ব্রহ্মচর্য করিবার পর প্রজাপতি ইন্দ্রকে এইবার চরম উত্তর দিলেন। তিনি

পূর্বে পূর্বে ইন্দ্রকে ভূতাত্মা, জীবাত্মা এবং আংশিক ভাবে প্রত্যগাত্মারও উপদেশ দিয়াছিলেন। এইবার পরমাত্মার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়া বলিলেন—

অশরীরো বায়ুঃ অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িৎনুঃ অশরীরাণি এতানি। তদ্ যথা এতানি অমুষ্মাদ্ আকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যন্তে, এবমেবৈষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।১২।২-৩

(অভ্র = মেঘ, স্তনয়িৎনু = বজ্র।)

অর্থাৎ, যেমন দৃশ্যমান্ বায়ু, অভ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র অশরীরী হইলে নিজ স্বরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ ঐ প্রত্যগাত্মা এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে উপসন্ন হইয়া স্ব-স্বরূপে সুনিষ্পন্ন হন। এই যে পরম জ্যোতিঃ,—প্রত্যগাত্মা যাহার সহিত একীভূত হন—তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রপঞ্চের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যগাত্মার দেহযোগ ঘটিলে তিনি অবশ্য প্রিয়াপ্রিয়ের দ্বারা যেন স্পৃষ্ট হন*—

আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।১
যদ্ যৎ শরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে—শ্বেত, ৫।১০
শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

---

* এ সম্পর্কে আর একজন অভিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন—In its essence, it is transcendental; but casting aside the peace of eternity, it enters the unrest of time, thereby becoming the Empirical Soul, thereby losing its autonomy of the trans-empirical world.

স্যর অলিভার লজের উক্তিও প্রণিধানযোগ্য—We are incarnations of spirit here and now—spiritual beings in contact with inert matter *for a time*.—Sir Oliver Lodge.

The human soul (in its lower aspect) is infected with animal desires and terrestrial passions, imparted to it by its association with its vehicle.—H. P. Blavatsky.

গীতা এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্—১৩।২১

অর্থাৎ, 'প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত দেহের সহিত সম্পর্কিত হইয়া পুরুষ প্রকৃতিজ গুণসমূহের (সুখ দুঃখাদির) ভোক্তা হ'ন।'

তখন মনে হয় যেন মলা-মলিনতা ঐ প্রত্যগাত্মাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা উপরাগ মাত্র—যেমন সাংখ্যাচার্যেরা বলেন—

নিঃসঙ্গেঽপি উপরাগঃ অ-বিবেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২৭

কুসুমবচ্চ মণিঃ (crystal)—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৫

যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈঃ।

রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপূরুষঃ ॥

—কূর্ম পুরাণ, উপরিভাগ, ২।২৮

যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট রক্তজবা আনিলে, স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীল বর্ণ ধারণ করে; বস্তুতঃ স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। সেইরূপ কেবল, নির্মল পুরুষে সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য (identification) লাভ করিয়া নিজেকে সুখী, দুঃখী, পাপী, তাপী মনে করেন। বস্তুতঃ পুরুষের সুখ-দুঃখ পাপ-তাপ কিছুই নাই। উহা কেবল বৃত্তির উপরাগ মাত্র।

ইহা লক্ষ্য করিয়া নৃসিংহতাপনী বলিয়াছেন—

স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশান্ চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্য অমূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরন্ আস্তে মায়য়ৈব—নৃসিংহ উত্তর, ৯ম খণ্ড

অর্থাৎ, 'সেই প্রত্যগাত্মা ভূত, ইন্দ্রিয়, বিরাট্ দেবতা ও কোশাদি সৃষ্টি

করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমূঢ় হইলেও মায়া দ্বারা মূঢ়বৎ ব্যবহার করেন।' অর্থাৎ, পুরঞ্জন হইলেও নিঃসঙ্গ নির্লেপ প্রত্যগাত্মা সকল অবস্থানেই নিরবদ্য নিরঞ্জনই থাকেন।

অধ্যাপক ডয়সন্ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

Our own metaphysical I, our divine self (প্রত্যগাত্মা) persisting in untarnished purity, through all the aberrations of human nature, eternal blessed.—p. 50.

একথা শ্রীশঙ্করাচার্যের উক্তিরই অনুরূপ—

এবং পরমার্থতোঽবিকৃতম্ একরূপমপি সদ্ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাদ্ ভজত ইব উপাধি-ধর্মান্ বৃদ্ধি-হ্রাসাদীন্—৩।২।২০ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য

'সুখ দুঃখ, কাম ক্রোধ, রোগ শোক, এ সকল বস্তুতঃ দেহ মনঃ প্রভৃতির ধর্ম—জীবের (আত্মার) ধর্ম নহে। কিন্তু জীব দেহ-সংযোগ হেতু নিজেকে সুখী দুঃখী, রোগী শোকী মনে করে।'

পুনশ্চ, কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সন্ তিরস্কৃত-জ্ঞানৈশ্বর্যো ভবতি? * * সোঽপি জ্ঞানৈশ্বর্য-তিরোভাবঃ দেহযোগাৎ ভবতি। অস্তি চাত্র উপমা। যথা অগ্নের্দহন-প্রকাশনে তিরোহিতে ভবতঃ যথা বা ভস্মচ্ছন্নস্য। * * অতঃ অনন্য এব ঈশ্বরাৎ জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিত-জ্ঞানৈশ্বর্যো ভবতি—৩।২।৬ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য

অর্থাৎ, 'জীব যখন পরমাত্মার অংশ—তখন তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্যের তিরোভাব হয় কেন? উত্তর—দেহ সম্বন্ধ বশতঃ। যেমন, কাষ্ঠগত বা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির দহন ও প্রকাশন শক্তির তিরোভাব ঘটে। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে অনন্য জীবেরও দেহযোগে জ্ঞানৈশ্বর্য সাময়িক ভাবে তিরোহিত হয়।'

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদও বলিয়াছেন—

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ।
তথা ভবত্যবুদ্ধানাম্ আত্মাপি মলিনো মলৈঃ॥

—মাণ্ডূক্য কারিকা, ৩।৮

'যেমন বালকেরা আকাশকে মল-মলিন ভাবে, সেইরূপ জ্ঞানান্ধেরা আত্মাকে মল-মলিন মনে করে।' সেই জন্য গীতা প্রত্যগাত্মাকে (গীতার প্রত্যগাত্মার নাম 'অক্ষর পুরুষ') 'কূটস্থ' বলিয়াছেন—

কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে—১৫।১৬

অন্যত্র—

শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে—গীতা, ১৩।৩১

পুনশ্চ—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

—গীতা, ১৩।২১-২

অর্থাৎ, প্রত্যগাত্মা জীবাত্মা-ভূতাত্মারূপে প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির সংসর্গিত হইলেও এবং তাহার ফলে প্রাকৃত গুণযোগে সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পরমাত্মস্বরূপ দেহ সংযোগে ব্যাহত হয় না—তিনি দ্রষ্টা সাক্ষী ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বররূপে অব্যাকৃত থাকেন।

বৃহদারণ্যকেরও ঐ কথা—

স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি, অনন্বাগতঃ (unaffected) তেন ভবতি। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ—৪।৩।১৫

অর্থাৎ, প্রত্যগাত্মা স্বরূপতঃ নির্লেপ ও নিরঞ্জন।

অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—ঐ বিজ্ঞানময় পুরুষ (প্রত্যগাত্মা)—স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্, নো এব অসাধুনা কনীয়ান্ (৪।৪।২২)—সাধু কর্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না—কারণ তিনি—

ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ—কঠ, ২।২।১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবের অবস্থা ও আবসথ

আমরা দেখিয়াছি, বিবর্তন-স্রোতঃ স্থাবর-রাজ্য ছাড়িয়া জঙ্গম-রাজ্যে উপনীত হইলে, প্রথম পাদপ-স্তরে (Vegetable Kingdom-এ) প্রবেশ করে—পরে ঐ স্তর অতিক্রম করিয়া পশু-স্তরে (Animal Kingdom-এ) উন্নীত হয়। দীর্ঘকালে উহার বিবিধ উপস্তর পার হইয়া অবশেষে মনুষ্য-রাজ্যে (Human Kingdom-এ) আরোহণ করে। মনুষ্য মোটামুটি পাঁচ শ্রেণীতে বিভাজ্য—অসভ্য, অর্ধ-সভ্য, সভ্য, সাধক ও সিদ্ধ, অর্থাৎ Savage, Semi-civilised, Civilised, Initiate and Adept. অসভ্য মানুষের সংবিৎ জাগ্রৎ ভূমিকায় অবস্থিত। অর্ধসভ্য মানুষের সংবিতের ভূমি স্বপ্ন, সভ্য মানুষের সুষুপ্তি, সাধকের তুরীয় এবং সিদ্ধের তুরীয়াতীত বা নির্বাণ ভূমি। যাঁহারা যোগসাধনার সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা জানেন যোগাভ্যাস দ্বারা, সাধক কিরূপে সংবিৎকে নিম্নতর ভূমি হইতে উচ্চতর তুরীয় ভূমিকায় এবং সিদ্ধ কিরূপে সংবিৎকে উচ্চতম নির্বাণ ভূমিতে উত্তোলন করিতে পারেন। এ সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য যোগী লিখিয়াছেন—

After all, it is a question how we are able to focus our consciousness. It is really a question of focal knack, which gradually becomes automatic.

—Hodson's Science of Seership.

কিন্তু সম্প্রতি যোগের প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নহে।

আমরা জীব-সংবিতের যে পাঁচটি অবস্থার কথা বলিতেছি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও নির্বাণ—ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটী অর্থাৎ জাগ্রৎ

(waking), স্বপ্ন (sleep) ও সুষুপ্তি (deep sleep) সাধারণ (normal) এবং শেষ দুইটী অর্থাৎ তুরীয় (trance) ও তুরীয়াতীত বা নির্বাণ (super-trance) অ-সাধারণ (super-normal)।

সংবিতের এই পাঁচ অবস্থার মধ্যে কেবল পরিমাণগত বিভেদ নয়—প্রকৃতিগত বিভেদ। 'These five states of consciousness differ not merely in quantity but, what is more, in quality, *kind.*'

আমরা পাঁচ অবস্থার নাম করিলাম।

জাগ্রৎ কি? Jagrat is our sensory-consciousness, when the Psyche functions in the physical plane. এ অবস্থা আমাদের সুপরিচিত। ইহাই পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Brain-consciousness—এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সহযোগে শব্দাদি স্থূল বিষয়ের উপভোগ হয়।

সর্বসার উপনিষদ্ এ অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

মন-আদি-চতুর্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈঃ আদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদা উপলভতে তদ্ আত্মনো জাগরণম্—that is, 'when it enjoys the world of material objects' in the physical plane.

কৈবল্য-উপনিষদের ভাষায়—

স এব মায়া-পরিমোহিতাত্মা
শরীরম্ আস্থায় করোতি সর্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্র-ভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎপরিতৃপ্তিমেতি ॥—১২

'মায়া-মোহিত জীব শরীর গ্রহণ করতঃ বিবিধ চেষ্টা করে—এবং জাগ্রৎ অবস্থায় রমণী-অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করে।'

এ অবস্থায় জীব 'প্রবুদ্ধ' থাকে। সেইজন্য বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য ইহার নাম দিয়াছেন 'বুদ্ধান্ত'—

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩।১৭

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ (৩) ইহাকে 'জাগরিত-স্থান' বলিয়াছেন—

জাগরিত-স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ * * স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।

অর্থাৎ, জাগ্রৎ অবস্থাস্থিত জীবের নাম 'বিশ্ব' বা 'বৈশ্বানর'। কেন 'বৈশ্বানর'? 'Perhaps because all men in their waking hours have a world in common.'

মাণ্ডূক্য যাহাকে 'স্থান' বলিলেন, বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে 'অন্ত' বলিয়াছেন—'বুদ্ধান্ত', 'স্বপ্নান্ত'*—

উভৌ অন্তৌ অনুসংচরতি—স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ—বৃহ, ৪।৩।১৮

কঠে ইহার প্রতিধ্বনি—

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চ উভৌ যেনানুপশ্যতি—২।১।৪

স্বপ্ন কি? স্বপ্ন জীবের নিদ্রাবস্থা—যে অবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে, তাহাদিগের 'বাসনা'মাত্র গ্রহণ করিয়া জীব অন্তঃকরণের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের অভাবেও বাসনাময় শব্দাদি উপভোগ করে। কারণ, স্বপ্নের সময় স্থূল দশেন্দ্রিয় মনে একীভূত হয়।

তৎ সর্বং পরে দেবে মনসি একীভবতি—প্রশ্ন, ৪।২

সেই জন্য নিদ্রাবস্থায় তাহাদের ব্যাপার স্তম্ভিত থাকে।

তেন তর্হি এষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে—স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে—প্রশ্ন, ৪।২

---

* বৃহদারণ্যকেও 'স্থান' শব্দের প্রয়োগ আছে—তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব 'স্থানে' ভবতঃ (বৃহ, ৪।৩।৯)। ব্রহ্মসূত্রে এই 'স্থান' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে—

ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১১

এই মর্মে ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন—

স যদা স্বপিতি, প্রাণমেব বাগ্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ। প্রাণো হেব এতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্তে—৪।৩।৩

(সংবৃঙ্ক্তে = Absorbs)

অন্যত্র ছান্দোগ্য বলিতেছেন :—

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য! তৎ মনো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে—৬।৮।২

অর্থাৎ, 'সূত্রে আবদ্ধ পক্ষী যেমন দিকে দিকে উৎপতিত হইয়া অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া, বন্ধন স্থানেই ফিরিয়া আসে, সেইরূপ এই মনঃ (এখানে মনঃ সমস্ত করণের উপলক্ষণ) দিকে দিকে উৎপতিত হইয়া অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া প্রাণেই ফিরিয়া আসে।'

এই প্রাণের এখানে অর্থ জীবাত্মা। সুপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া কৌষীতকী উপনিষদ্ ঐ মর্মে বলিয়াছেন :—

যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথ অস্মিন্ প্রাণ এব একধা ভবতি। তদা এনম্। বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্বৈঃ ধ্যাতৈঃ সহাপ্যেতি। স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নেঃ জ্বলতঃ সর্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্, এবমেব এতস্মাদ্ আত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে

—কৌষীতকী, ৩।৩

'যখন সুপ্ত জীব কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন তাহার সমস্ত করণ প্রাণে একীভূত হয়। তখন বাক্ সমস্ত নামের সহিত, চক্ষু সমস্ত রূপের সহিত, শ্রোত্র সমস্ত শব্দের সহিত, মনঃ সমস্ত মতির সহিত প্রাণে একীভূত হয়। পরে, যখন সে জাগরিত হয়, তখন—জলন্ত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ

নিঃসৃত হয়, সেইরূপ সেই জীব হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয় নির্গত হইয়া স্ব স্ব আয়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়।'

তাই সর্বসার-উপনিষদ্ বলিতেছেন—

তদ্ বাসনাসহিতৈঃ চতুর্ভিঃ করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্ শব্দাদীন্ যদা উপলভতে তদ্ আত্মনঃ স্বপ্নম্।

এই বাসনার রচনাকে লক্ষ্য করিয়া কঠ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি, কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ—কঠ, ২।২।৮

অর্থাৎ, Swapna is sleep and dream-activity, when the physical senses are in abeyance and the Psyche is functioning for the time being, in the next higher, the Astral Plane.

স হি স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকম্ অতিক্রামতি—বৃহ, ৪।৩।৭

এই স্বপ্নাবস্থ জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডূক্য-উপনিষদ্ (৪) বলিয়াছেন—

স্বপ্নস্থানঃ অন্তঃপ্রজ্ঞঃ * * প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

অর্থাৎ, স্বপ্নাবস্থাস্থিত জীবের নাম 'তৈজস'। কেন 'তৈজস'? বোধ হয় স্বয়ং-জ্যোতিঃ পুরুষের যে তেজঃ (স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা—বৃহ, ৪।৩।৯), সেই তেজঃ দ্বারা উজ্জ্বলিত হয় বলিয়া।

জাগ্রৎ যেমন বুদ্ধান্ত, যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় স্বপ্ন তেমনি স্বপ্নান্ত। এই বুদ্ধান্ত ও স্বপ্নান্তের মধ্যে জীব সুপ্তির সময়ে গতাগতি করে—alternates between waking and dreaming—

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব। * * * স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি স্বপ্নান্তায় এব—বৃহ, ৪।৩।১৬-১৭

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যে জীবের এই গতি ও আগতি লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্বং চ অপরঞ্চ, এবমেবায়ং পুরুষ এতৌ উভৌ অন্তৌ অনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ—বৃহ, ৪।৩।১৮

অনেক সময় স্বপ্ন জাগ্রতেরই ছায়ামাত্র—

যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি, তানি সুপ্ত ইতি—বৃহ, ৪।৩।১৪

অর্থাৎ, In dream, the impressions in the brain are automatically thrown up and we get confused pictures.

সেই জন্য কেহ কেহ বলেন—

অথো খলু আহুঃ জাগরিত-দেশ এব অস্যৈষ ইতি—বৃহ, ৪।৩।১৪

'এই (স্বপ্ন দেশ) জাগরিত দেশই।' অর্থাৎ, জীব জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা দেখে, স্বপ্নাবস্থায় তাহাই দেখে। কখন কখনও জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত ভয় স্বপ্নে পুনরনুভূত হয়—

যদেব জাগ্রৎ ভয়ং পশ্যতি তদত্র অবিদ্যয়া মন্যতে—বৃহ, ৪।৩।২০

এই ভয় দর্শনের কথার উল্লেখ করিয়া বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন :—

অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি

—বৃহ, ৪।৩।২০

'স্বপ্নে জীব মনে করে, যেন কেহ তাহাকে হত্যা করিতেছে, যেন বন্দী করিতেছে, যেন হস্তী তাহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে, যেন সে গর্তে পতিত হইতেছে।'

ছান্দোগ্য ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

ঘ্নন্তি ত্বেব এনং, বিচ্ছাদয়ন্তীব, অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি, অপি রোদিতীব—৮।১০।২

'সে অবস্থায় কেহ যেন তাহাকে হত্যা করে, জীব যেন বিদ্রুত হয়, যেন অপ্রিয়ভোগী হয়, যেন রোদন করে।'

এই 'ইব' (যেন—As it were) লক্ষ্য করিবার বিষয়। অর্থাৎ, এ স্বপ্ন মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। শুধু স্বপ্ন কেন? জাগ্রৎও মায়ার বিজৃম্ভণ। তাই গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

যথা স্বপ্ন-প্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ।
এবং জাগ্রৎ-প্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ॥

অর্থাৎ, Waking is a delusion as dreaming is.*

শুধু জাগ্রৎ স্বপ্ন নয়, সুষুপ্তিও স্বপ্নোপম। সেইজন্য ঐতরেয়-উপনিষদ্ এ ভাবে 'ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ' বলিয়াছেন (৩।১২)। এখানে 'ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ' এই উক্তি দ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি লক্ষিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাদিগকে 'মৃত্যোঃ রূপাণি' বলিয়াছেন, কারণ, উহারা প্রকৃত নয়—

স হি স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকম্ অতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি—বৃহ, ৪।৩।৭

এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য ঐ ৮।১০।২ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বলিয়াছেন—

তথা বিচ্ছাদয়ন্তি ইব, বিদ্রাবয়ন্তি ইব, তথা চ পুত্রাদিমরণনিমিত্তম্ অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি। অপি চ স্বয়মপি রোদিতি ইব। ননু অপ্রিয়ং বেত্তা ইব কথং বেত্তি এব ইতি? উচ্যতে নাম্বৃতাভয়ত্ব-বচনানুপপত্তেঃ 'ধ্যায়তি ইব' ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ।

শঙ্কর এ স্থলে শ্রুতি বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি উদ্ধৃত করিলেন—'ধ্যায়তি ইব, লেলায়তি ইব'—'যেন ধ্যান করে, যেন ক্রীড়া করে।'

এ ভাবে স্বপ্ন 'অমূলক চিন্তামাত্র' বটে, কিন্তু কখন কখন স্বপ্নে জাগ্রৎ অবস্থায় অননুভূত বিষয়েরও অনুভূতি হয়—

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্ অনুভবতি * * দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ শ্রুতং চ অশ্রুতং চ অনুভূতং চ অননুভূতং চ * * সর্বং পশ্যতি—প্রশ্ন, ৪।৫

* এ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ পাঠকের কবি শেলির একটি উক্তি স্মরণে আসিবে—Can Death be sleep, when Life itself is dream?

কিরূপে এমন হয়?

Passing thought-forms, floating in the ether, sometimes impinge on the brain and we have chaotic dreams.

যখন এইরূপ হয়, তখন বুঝিতে হয়, জীব ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া দেহাভ্যন্তরেই বিচরণ করিতেছে—

স যথা মহারাজো জনপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেত, এবমেব এষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে

—বৃহ, ২।১।১৮

কিন্তু অনেক সময়ে জীব সূক্ষ্ম উপাধির সহযোগে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূক্ষ্মলোকে বিহরণ করে—

In sleep the astral form becoming free, the Ego leaves the body and the body-elemental* carries it on.

প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়ং
বহিঃ কুলায়াদ্ অমৃতঃ চরিত্বা—বৃহ, ৪।৩।১২

'জীব এই অবর কুলায় (inferior স্থূল শরীর) প্রাণের দ্বারা† রক্ষা করতঃ নিজ কুলায়ের বাহিরে বিহরণ করে।'

সেই জন্য 'কানি অস্মিন্ জাগ্রতি' (প্রশ্ন, ৪।১)—'সুপ্তির সময়ে কে জাগরিত থাকে?' এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, 'প্রাণাগ্নয় এব এতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি'—'এ দেহপুরে তখন প্রাণাগ্নিই জাগ্রৎ থাকে।' ঐ অবস্থায় জীব স্থূল শরীর ছাড়িয়া কোথায় প্রয়াণ করে? স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামং—যেখানে কামনার বস্তু, সেখানে উপনীত হয়। বৃহদারণ্যক এ প্রসঙ্গে বলেন—তং

* Body-elemental-এর কথা আমরা প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

† এই প্রাণ Vitalist-দিগের Life Force বা জীবনশক্তি। অধ্যাপক হ্যারিস, স্যর অলিভার লজ প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই জীবনশক্তি—Physical Forces বা ভৌতিক শক্তি হইতে ভিন্ন-জাতীয়।

নায়তং বোধয়েৎ—'সুপ্তকে সহসা প্রবুদ্ধ করা উচিত নয়।' কেন? দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যম্ এষ ন প্রতিপদ্যতে (৪।৩।১৪)—কারণ, (ঐরূপ করিলে) 'জীব যদি দেহে ঠিক্ প্রত্যাগমন করিতে না পারে, তবে দুশ্চিকিৎস্য হয়।' কখন বা প্রাণময় কোশের বাহনে জীব ভুবর্লোকে ভ্রমণ করে (এ ভুবর্লোকই থিয়সফির Astral Plane)।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, স্বপ্ন (Dreams) সত্য ও সফল হয়। ইহার নিদান কি? নিদান এই যে, সুপ্তিতে জীব যখন অন্নময় কোশ ছাড়িয়া প্রাণময় কোশের বাহনে ভূর্লোক বা ভুবর্লোকে বিহরণ করে, তখন সে সূক্ষ্ম করণের সাহায্যে নানা বিষয়ে 'প্রাতিভ' জ্ঞান সংগ্রহ করে। উহাই তখন স্বপ্নরূপে প্রতিভাত হয়, এবং যথাযথ মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইলে ঐ ঐ স্বপ্ন সত্য ও সফল হয়; কিন্তু বহুস্থলে faulty transmission-হেতু বিতথ বা বিকৃতভাবে সঞ্চার জন্য কিম্ভূত-কিমাকার আকার ধারণ করে।

সুপ্তি গাঢ় হইলে তাহার নাম হয় সুষুপ্তি।

'Susupti is the 'Egoic consciousness' when the Psyche rising higher (or shall we say going deeper) comes into contact with the Manasic Plane.' এই Manasic Planeই উপনিষদের স্বর্ বা দেবলোক।

আমরা দেখিয়াছি, এই স্বর্লোকের দুইটি স্তর—রূপ-স্তর ও অরূপ-স্তর এবং স্বর্লোকের রূপ-ভূমির উপযোগী জীবের মনোময় কোশ এবং স্বর্লোকের অরূপ-ভূমির উপযোগী জীবের বিজ্ঞানময় কোশ।

সুপ্তি গাঢ় হইলে জীব মনোময় কোশের বাহনে স্বর্লোকের রূপ-ভূমিতে বিহরণ করে—তখন তাহার consciousness is concreto-mental. সে অবস্থায় জীব 'সেখানে যথেচ্ছ বিহরণ করে—ভোজন করে, ক্রীড়া করে, রমণ করে—স্ত্রীদিগের সহিত, যানের সহিত, জ্ঞাতিদিগের সহিত—শরীররূপ উপসর্গের কথা বিস্মৃত হইয়া'।

স তত্র পর্যেতি—জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা, যানৈর্বা, জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩

ছান্দোগ্যের এ উক্তি বৃহদারণ্যকের উক্তির প্রতিধ্বনি। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন :—

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচম্ ঈয়মানো
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো
জক্ষদ্ উতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্ ॥—বৃহ, ৪।৩।১৩

'স্বপ্নাবস্থায় এই দেব (জীব) 'উচ্চাবচ'* প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ রূপ সৃষ্টি করে—কখন রমণীর সহিত আমোদ করে, কখন ভোজন করে, কখন বা ভয় দর্শন করে।' ঐ সমস্তই মানসী সৃষ্টি। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্র আনন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে। স হি কর্তা—বৃহ, ৪।৩।১০

'সে অবস্থায় রথ নাই, রথের বাহন নাই, পথ নাই—অথচ (জীব) রথ, রথের বাহন, পথ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় আনন্দ, মোদ, প্রমোদ কিছুই নাই, অথচ (জীব) আনন্দ, মোদ, প্রমোদ সৃষ্টি করে। সে অবস্থায় তড়াগ, পুষ্করিণী, নদী কিছুই নাই—অথচ (জীব) তড়াগ, পুষ্করিণী, নদী সৃষ্টি করে। এস্থলে জীবই কর্তা (কারক)।'

'গাঢ়' সুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন জীব স্বর্লোকের রূপ-ভূমি ছাড়িয়া বিজ্ঞানময় কোশের বাহনে অরূপ-ভূমিতে আরোহণ করে। তখন cons-

---

* এই উচ্চাবচের কথা (অবচ—নিম্ন বা অধঃ) আমরা অন্যত্রও শুনিতে পাই :—স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি তে হাস্য লোকাঃ। তদুতেব মহারাজো ভবতি উতেব মহাব্রাহ্মণ উতেব উচ্চাবচং নিগচ্ছতি—বৃহ, ২।১।১৮

ciousness আর concrete থাকে না, abstract হয়—ইহাই প্রকৃত Egoic Consciousness. সে অবস্থায় কি হয়?

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, যদা ন কস্যচন বেদ—বৃহ, ২।১।১৯

'যখন জীব সুষুপ্ত হয়, তখন কোন কিছু জানে না।'

এ অবস্থার বর্ণনায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

তদ্ যথা অস্মিন্ আকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায় এব ধ্রিয়তে, এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি—বৃহ, ৪।৩।১৯

'যেমন শ্যেন বা বাজপাখী ঐ আকাশে বিহরণ করতঃ শ্রান্ত হইয়া পদদ্বয় সঙ্কুচিত করতঃ নিজ নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি এই পুরুষ সেই অন্তের প্রতি ধাবিত হন, সেখানে সুপ্ত হইয়া কোন কামনা করেন না, কোন স্বপ্ন দর্শন করেন না।'

ছান্দোগ্যে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই :—

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি—ছা, ৮।৬।৩

সর্বসার উপনিষদে এই সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা এইরূপ—

চতুর্দশকরণোপরমাদ্ বিশেষবিজ্ঞানাভাবাৎ যদা শব্দাদীন্ নোপলভতে তদ্ আত্মনঃ সুষুপ্তম্।

'যখন চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের উপরমের (quiescenceএর) ফলে বিশেষবিজ্ঞানের অভাববশতঃ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি হয় না—তখন তাহাই জীবের সুষুপ্তি।'

এই সুষুপ্তিস্থিত জীবকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডূক্য (৫) বলিতেছেন :—

সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ।

প্রজ্ঞানঘন বলিয়া এই সুষুপ্তি অবস্থাস্থিত জীবের নাম 'প্রাজ্ঞ'—

প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ—বৃহ, ৪।৩।২১

সুষুপ্তি অবস্থায় কোন পাপ (evil) তাহাকে স্পর্শ করে না।

তীর্ণো হি তদা সর্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি—বৃহ, ৪।৩।২২

'তখন জীব হৃদয়ের সমস্ত শোক উত্তীর্ণ হয়।'

অধিকন্তু—অথ তদা এতস্মিন্ শরীরে এতৎ সুখং ভবতি—প্রশ্ন, ৪।৬

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপম্ এতি—কৈবল্য, ১৩

'সুষুপ্তির সময়ে সমস্ত ভাব (concrete objects) বিলীন হইলে জীব অ-ভাবে সুস্থিত হইয়া সুখ অনুভব করে।' সেইজন্য মাণ্ডুক্য তাহার সার্থক বিশেষণ দিলেন 'আনন্দভুক্'।

সুষুপ্তির সময় জীব কোথায় অবস্থান করে? ইহার উত্তরে বৃহদারণ্যক বলেন—

তা বা অস্য এতা হিতা নাম নাড্যঃ যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ তাবতা অণিম্না তিষ্ঠন্তি, শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা—বৃহ, ৪।৩।২০

'ইহার হিতা নামক নাড়ীসমূহ আছে, যাহারা সহস্র ভাবে বিভক্ত কেশের তুল্য এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ, লোহিতে পূর্ণ।'

অন্যত্র বৃহদারণ্যক এই হিতা নাড়ীর পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতিষ্ঠন্তে। তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে—বৃহ, ২।১।১৯

'হিতা নামক যে ৭২০০০ নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ (pericardium) অভিমুখে নির্গত হইয়াছে, ঐ নাড়ী বাহিয়া (জীব) পুরীততে শয়ন করে।'

এই নাড়ী কি স্থূল শরীরের শিরা বা ধমনী এবং 'পুরীতৎ' কি স্থূল Pericardium? ছান্দোগ্যের বিবরণ হইতে এই অন্ধকারে আলোকপাত হয়—

অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ তাঃ পিঙ্গলস্য অণিম্নঃ তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলঃ এষ শুক্লঃ এষ নীলঃ এষ

পীতঃ এষ লোহিতঃ॥ * * * এতা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ * * অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে, তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ—ছান্দোগ্য, ৮।৬।১-২

'এই যে হৃদয়ের নাড়ী (বৃহদারণ্যক যাহার 'হিতা' নাম দিয়াছেন), তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত অণিমায় (Essence-এ) পূর্ণ। ঐ যে আদিত্য, উহা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত। সেই আদিত্য-রশ্মি আদিত্য হইতে প্রসৃত হইয়া এই সকল ('হিতা') নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়।'

সুষুপ্তির সময় জীব যখন সংহৃত, সংপ্রসন্ন হয়, তখন সে ঐ সকল নাড়ীতে প্রবেশ করে।

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৩

কৌষীতকী ঐ 'হিতা' নাড়ীর বর্ণনা করিয়া (হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যঃ হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতন্বন্তি) এবং তাহারা সহস্রধা বিপাটিত কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, একথা বলিয়া (যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতঃ তাবৎ অণ্ব্যঃ, পিঙ্গলস্য অণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি) বলিতেছেন—

তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কংচন পশ্যতি—৪।১৯

'জীব সুষুপ্ত হইয়া স্বপ্নের ব্যতীত হইলে ঐ সকল নাড়ীতে বিশ্রান্ত হয়।' তখন কি হয়?

তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সংপন্নো ভবতি —ছান্দোগ্য, ৮।৬।৩

'সে অবস্থায় কোন পাপ (evil) তাহাকে স্পর্শ করে না। সে তখন তেজের সহিত সংপন্ন হয়।'

প্রশ্ন উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স যদা তেজসা অভিভূতো ভবতি,
অত্র এষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যতি—৪।৬

'সে যখন তেজঃ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন সেই দেব স্বপ্ন দর্শন করে না।'

এই তেজঃ কি? শঙ্কর বলেন—সেই আদিত্য-রশ্মি, যাহা হিতা নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয়।

সৌরেণ পিত্তাখ্যেন তেজসা নাড়ীশয়েন সর্বতঃ অভিভূতো ভবতি (৪।৬ প্রশ্ন-ভাষ্য)।

যদা এবং স্থপ্তঃ সৌরেণ তেজসা হি নাড্যন্তর্গতেন সর্বতঃ সংপন্নো ব্যাপ্তো ভবতি (৮।৬।৩ ছান্দোগ্য-ভাষ্য)।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকের উক্তি স্মরণীয়—

যত্র এষ এতৎ স্থপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ * * য এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে—২।১।১৭

অর্থাৎ, 'সুষুপ্তির সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ (আত্মা) অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ, সেই আকাশে শয়িত হন।'

অতএব হিতা নাড়ী যে স্থূল শরীরের ধমনী বা শিরা নয় এবং পুরীতৎ যে মাংসপেশী (Pericardium) নয়—ইহা একরূপ নিঃসংশয়।

এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বর্ণনা করিলাম, ইহা সর্বজীবের সাধারণ অবস্থা (Normal states of consciousness)। যতদিন পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক চিন্তা জড়বাদ দ্বারা কবলিত ছিল, ততদিন পাশ্চাত্ত্যেরা Brain-consciousness-এর (আমাদের জাগ্রতের) ঊর্ধ্বে কিছু মানিতেন না। এখন Abnormal Psychologyর অনুশীলন করিয়া স্বপ্ন এবং কেহ কেহ অংশতঃ সুষুপ্তি মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনীষী ফ্রেডারিক্ মায়ার্স্ ইঁহাদের অন্যতম। তিনি এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

Man lives in three environments—the physical, the etherial, and the met-etherial—that which is called the heaven-world.

অর্থাৎ, জীবের ভোগ্য ভূমিকা তিনটী—জাগ্রতে স্থূল ভূর্লোক, স্বপ্নে সূক্ষ্ম ভুবর্লোক এবং সুষুপ্তিতে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম স্বর্লোক। উপনিষদে এই environmentsএর নাম 'আবসথ'—তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ (ঐতরেয়, ৩।১২)—অর্থাৎ, মনুষ্যলোক (Physical Plane), পিতৃলোক (Astral Plane) এবং দেবলোক (Mental Plane)। সাধারণ জীবের পক্ষে এই কথাই বটে। সাধারণ জীব মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক,—এই তিন ভূমির উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহার সম্বিৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন স্তরেই নিবদ্ধ থাকে। সেজন্য বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন :—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ—ইদং চ পরলোকস্থানং চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি, ইদং চ পরলোকস্থানং চ—বৃহ, ৪।৩।৯

এখানে আমরা জাগ্রৎ-স্থান, স্বপ্ন-স্থান ও সুষুপ্তি-স্থান—এই 'স্থান'-ত্রয়ের মাত্র উল্লেখ পাইলাম। এই স্থানত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট বলিয়াছেন—

This divine fragment (Monad) gathers round itself veils of matter, that it may come into touch with the several planes of the universe. The spirit gradually unfolds and awakens to its inherent and inalienable divine powers (যাহাকে আমরা সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ বলিয়াছি)।

পাশ্চাত্যেরা যদি ঐ তিন আবসথ বা Environments-এর উর্দ্ধে এ পর্যন্ত উঠিতে না পারিয়া থাকেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আশা করা যায়, কালে তাঁহারা দেবলোকের ও উপরিতন প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকেরও সন্ধান পাইবেন। উপনিষদের ঋষিদের প্রসাদে আমরা ঐ দুই লোকের কথা অনেক দিন হইতেই অবগত আছি। আমরা আরও জানি যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির উর্দ্ধে জীব-সম্বিতের আর দুইটি অবস্থা আছে—তুরীয় ও তুরীয়াতীত বা নির্বাণ। এতক্ষণ জীবের সাধারণ অবস্থার

কথা বলিলাম। এইবার জীবের অসাধারণ অবস্থা (supernormal states of consciousness)—তুরীয় ও নির্বাণের কথা বলি।

তুরীয় কি?

Turiya is the intuitional consciousness of the Yogi, when the Psyche having discarded for the time his lower vehicles, functions (generally in trance) in his Karana Sharira and is free of the Intuitional World.

থিয়সফির ঐ Intuitional World-ই উপনিষদের মহঃ বা প্রজাপতি-লোক। ইহা স্বর্লোকের উপরিতন—'প্রাজাপত্যস্ততো মহান্'। এই লোকের উপযোগী জীবের আনন্দময় কোশ (Bliss Body)। তুরীয় অবস্থায় ঐ কোশের বাহনে জীব ঐ প্রজাপতি-লোকে উত্থিত হয়। তখন তাহার কি অবস্থা হয়?

সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বম্ অপীতো ভবতি তস্মাদ্ এনং স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে স্বং হি অপীতো ভবতি—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১

'তখন জীব সতের (Pure Beingএর) সহিত সংযুক্ত হয়, স্ব স্বরূপে সুস্থিত হয়। সেইজন্য লোকে বলে 'স্বপিতি'।' অন্যত্র ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

অহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকম্ এতি—৮।৩।৩

শঙ্করাচার্য বলেন, এ স্বর্গলোক দেবলোক নয়, হৃৎগুহায় নিহিত ব্রহ্মরূপ লোক—যিশুখৃষ্ট ইহাকেই 'The Kingdom of Heaven' বলিতেন। ছান্দোগ্যের ঠিক্ পূর্ববর্তী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না—

তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ এবমেব ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি—৮।৩।২

'যেমন অক্ষেত্রজ্ঞ লোক প্রতিদিন ক্ষেত্রের উপর সঞ্চরণ করিলেও তৎখনিস্থ হিরণ্যনিধির কথা জানিতে পারে না, সেইরূপ সমস্ত জীব (সুষুপ্তি কালে) প্রতিদিন সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও জানিতে পারে না।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যকে বলিতেছেন :—

তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ, ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

'যেমন প্রিয়া রমণী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য অন্তর কিছুরই জ্ঞান থাকে না, তেমনি এই জীব 'প্রাজ্ঞ' আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানেন না।'

এ প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিয়াছেন—আমাদের 'শারীর' আত্মা (Corporeal self) ঐ 'প্রাজ্ঞ' আত্মা কর্তৃক অন্বারূঢ়—এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ (৪।৩।৩৫)। ইহার সহিত কৌষীতকীর 'তদ্ যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ * * এবমেব এয প্রজ্ঞ আত্মা ইদং শরীরম্ আত্মানম্ অনুপ্রবিষ্টঃ আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ' তুলনীয় (কৌষীতকী, ৪।২০)। এই প্রাজ্ঞ আত্মাই আমাদের পূর্বোক্ত প্রত্যগাত্মা—উনিই আমাদের 'স্ব'। সে জন্য ছান্দোগ্য ঐ তুরীয় অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'স্বম্ অপীতো ভবতি'। এই অবস্থা সুষুপ্তি হইতে নিবিড়তর এবং এই নিবিড়তর সুষুপ্তির ভেদ সিদ্ধ করিবার জন্য এ অবস্থাকে তুরীয় বা চতুর্থ বলা হয়।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং * * প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে—মাণ্ডূক্য, ৭

এ অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িকভাবে অদ্বৈতে স্থিতি হয়। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য এই তুরীয় অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে, সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

'ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত, জীব মনে করে আমিই বিশ্ব। ইহাই তাহার পরম অবস্থা।' অর্থাৎ, (অধ্যাপক ডয়সনের ভাষায়)—

It is the condition of deep sleep, in which a man knows himself to be one with the universe, and is therefore without objects to contemplate, and consequently without *individual* consciousness.—P. 304.

সর্বসার-উপনিষদ্ এ তুরীয় অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

অবস্থাত্রয়ভাবাভাবসাক্ষী স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্যং চৈতন্যং যদা, তদা তৎ তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যুচ্যতে—সর্বসার, ৪

অর্থাৎ, তখন 'The spiritual subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things.'

—Deussen, p. 300.

সুষুপ্তিতে জীবের আনন্দ-ভোক্তৃত্বের আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই তুরীয়াবস্থায় সেই আনন্দ আরও ঘনীভূত হয়। এই আনন্দের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়া বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—মনুষ্যলোকের যে চরম আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দ তাহার এক শত গুণ। তাহার শতগুণ গন্ধর্বলোকের আনন্দ। গন্ধর্বলোকের আনন্দের শতগুণ কর্মদেবতার আনন্দ (যে কর্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে)। তাহার শতগুণ আজান দেবতার আনন্দ।

অথ যে শতম্ আজানদেবানাম্ আনন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দঃ

—বৃহ, ৪।৩।৩৩

তুরীয় অবস্থায় জীব প্রজাপতি লোকের সংস্পর্শে আসিয়া এই আনন্দের ভাগী হয়।

নৃসিংহ-উত্তর-তাপনীতে এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার নাম—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ এই চারি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

চাক্ষুষঃ স্বপ্নচারী চ সুপ্তঃ সুপ্তাৎ পরশ্চ যঃ।

ভেদাশ্চৈতেঽস্য চত্বারঃ তেভ্যঃ তুর্যং মহত্তরম্ ॥—৭।১১

'জীবের অবস্থার এই চারি ভেদ—চাক্ষুষ (শারীর বা জাগ্রৎ), স্বপ্নচারী, সুষুপ্ত এবং সুষুপ্তের পর। ইহার মধ্যে তুর্য বা চতুর্থই মহত্তর।' কেন মহত্তর? ইহার উত্তরে মৈত্রায়ণী বলেন—ত্রিষ্বেকপাৎ চরেদ্ ব্রহ্ম, ত্রিপাৎ চরতি চোত্তরে—কারণ, 'প্রথম তিন অবস্থায় ব্রহ্মের একপাদ (one quarter, অর্থাৎ ভগ্নাংশ, fragment) মাত্র প্রকাশিত; কিন্তু এই তুরীয়ে তিন পাদ প্রকাশিত।'

এই তুরীয়কে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম উপনিষদ্ বলিয়াছেন:—

নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ, কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থং তু তুরীয়ং মূর্ধ্নি সংস্থিতম্॥

পুনশ্চ—জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণুঃ, সুষুপ্তে রুদ্রঃ, তুরীয়ম্ অক্ষরম্।

ঐ সুষুপ্তি ও তুরীয়ের ভেদ নির্দেশ করিয়া শ্রীগৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন:—

দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যম্ উভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্যে ন বিদ্যতে॥

—মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১।১৩

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম, যাজ্ঞবল্ক্যের মতে প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে জীব প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হওয়াতে বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না। অর্থাৎ, সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হইয়া আত্মার একাকার অনুভূতি হয়।

অস্মিন্ প্রাণে* এব একধা ভবতি—কৌষী, ৩।৩

কে কে একীভূত হয়?

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চ আপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ, শ্রোত্রং চ

* এই প্রাণ Vitalist-এর Life নহে—ইহা অজর অমৃত 'প্রজ্ঞ' আত্মা—স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ (কৌষী, ৩।৮)

শ্রোতব্যং চ, ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ, রসশ্চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ বক্তব্যং চ, হস্তৌ চ আদাতব্যং চ, উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যং চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ, পাদৌ চ গন্তব্যং চ, মনশ্চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারশ্চ আহর্ত্তব্যং চ, চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ।—প্রশ্ন, ৪।৮

অর্থাৎ, 'পঞ্চ স্থূলভূত ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূত (যাহাদের 'তন্মাত্র' বলে) এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মনঃ বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত—এবং তেজঃ ও প্রাণ ও উহাদিগের সমস্ত বিষয় সুষুপ্তিকালে জীবাত্মায় একীভূত হয়।'

কারণ, তখন—

সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি—স্বম্ অপীতো ভবতি

—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১

'প্রগাঢ় নিদ্রায় জীব 'সতে'র সহিত (Pure Being-এর সহিত) একীভূত হয়, 'স্ব'তে অপীত (স্থিত) হয়।'

এই কথার সমর্থন করিয়া ছান্দোগ্য অন্যত্র বলিয়াছেন—

অথ য এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'সেই সম্প্রসাদ (সুষুপ্ত জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে (ব্রহ্মে) উপসন্ন হইয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হন।'*

---

* ইহাই পতঞ্জলির যোগ—তদা (অর্থাৎ সর্ববৃত্তিনিরোধে) দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্ (যোগসূত্র, ১।৩)। অর্থাৎ, Meditation becomes absorption (সমাধি), when subject and object, the soul and God, are so cömpletely blended into one that the consciousness of the separate subject altogether disappears, and there succeeds that which in Maitri, 6.20, is described as 'নিরাত্মকত্বম্' ।—Deussen, p. 392.

ঐ অবস্থার বিবরণ করিতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

অত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ, ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হন, দেব অদেব হন, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, পৌল্কস (পঞ্চম জাতি) অপৌল্কস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হন, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

ব্রহ্ম উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

যত্র লোকা ন লোকা, দেবা ন দেবা, বেদা ন বেদা, যজ্ঞা ন যজ্ঞা, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, স্নুষা ন স্নুষা, চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ, পৌল্কসো ন পৌল্কসঃ, শ্রমণো ন শ্রমণস্তাপসো ন তাপস ইতি একমেব তৎ পরং ব্রহ্ম বিভাতি নির্বাণম্।

অর্থাৎ তখন সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated—ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্বঃ অস্মি ইতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

এ অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িকভাবে অদ্বৈতে অবস্থিতি হয়।*

---

* The transition is described from the dream consciousness to the consciousness of deep sleep—from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all, whereby subject and object become one.—Deussen, p. 142.

ঐ তুরীয়ের উপর নির্বাণ। সেইজন্য নির্বাণের নাম তুরীয়াতীত। সে অবস্থায় জীব হিরণ্ময় কোশের বাহনে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়। এই ব্রহ্মলোকই থিয়সফির Atmic বা Nirvanic Plane.

নির্বাণ কি? Nirvana is the supertrance-consciousness of the Adept, when the Psyche ranges at will in the Atmic or Nirvanic Plane.

তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২

ঐ ব্রহ্মলোকের আনন্দ অকথ্য, অবর্ণ্য—সেইজন্য উহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হয়,—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৪

ঐ আনন্দের পরিমাণের কে ইয়ত্তা করিবে?

যে শতং প্রজাপতিলোকে আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোকে আনন্দঃ * * অথ এষ এব পরম আনন্দঃ এষ ব্রহ্মলোকঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

এই আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন,—

স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য গত্বা শয়ীত এবমেব এষ এতৎ শেতে—২।১।১৯

'যেমন কুমার বা মহারাজ বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের 'অতিঘ্নী' অনুভব করিয়া শয়ন করে, জীব সেই নির্বাণ অবস্থায় ঐরূপে শয়ন করে।'

ঐ নির্বাণের অবস্থায় সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—'All distinctions are obliterated'—'ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ'—অধিকন্তু 'পুণ্য-পাপে বিশীর্ণে'—জীব 'বিসুকৃত বিদুষ্কৃত' হন।

অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ, ৪।৩।২২

—বুদ্ধদেব যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

পুঞ্ঞপাপপহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয়ং—ধম্মপদ, চিত্তবগ্গো, ৭

ঐ নির্বাণ অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা—

If any teach, Nirvana is to cease
Say unto such, they lie.
If any teach, Nirvana is to live
Say unto such, they err.

—The Light of Asia, Book VIII.

শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

The Nirvanic consciousness is the antithesis of 'annihilation'; it is existence raised to a vividness and intensity inconceivable to those who know only the life of the senses and the mind.—The Ancient Wisdom, p. 221.

তবেই বুঝিলাম নির্বাণ নাস্তিত্ব নয়। নির্বাণে তবে কি হয়?

He goes
Unto Nirvana. He is one with life,
Yet lives not. He is blest, ceasing to be.
* * Seeking nothing he gains all,
Foregoing self, the Universe grows 'I'.

—The Light of Asia, Book VIII.

সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য এই নির্বাণস্থিত জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩২

অর্থাৎ, He becomes the pure, objectless knowing subject.
সেজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন—

সুখম্ অহম্ অস্বাপ্‌সং ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্

—৪।৩।৬ বৃহদারণ্যকভাষ্য

কারণ, নির্বাণ অবস্থায় ত্রিপুটীর ভেদ তিরোহিত হইয়া, দ্বৈত স্তম্ভিত হইয়া, সমস্ত একাকার হওয়ায় কে কাহাকে দর্শন করিবে, স্পর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে?

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১*

এই নির্বাণ-অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া হংস উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

দশমং পরমং ব্রহ্ম ভবেদ্ ব্রহ্মাত্মসন্নিধৌ। তস্মিন্ মনো বিলীয়তে, মনসি সংকল্প-বিকল্পে দগ্ধে, পুণ্যে পাপে, সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা সর্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশত ইতি।

'দশম দশায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া, জীব পরব্রহ্ম হন। তখন মনঃ বিলীন হয়, পুণ্যপাপ বিদগ্ধ হয়, সংকল্প-বিকল্প তিরোহিত হয়। তখন জীব শক্ত্যাত্মা, সর্বত্রাবস্থিত, স্বয়ং জ্যোতিঃ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, শান্ত, নিত্য, নিরঞ্জন, সদাশিবরূপে প্রকাশিত হন।'

অর্থাৎ, নির্বাণ ভাষার দ্বারা অকথ্য অবর্ণ্য—যতো বাচো নিবর্তন্তে। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে মোক্ষের প্রসঙ্গে আমাদের আরও অনেক কথা বলিতে হইবে। এখানে আর বিস্তার করিব না।

অতএব আমরা বুঝিলাম—জীবের পাঁচটি অবস্থা ও আবসথ। এ সম্পর্কে হংস-উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

কেসরে জাগ্রদবস্থা, কর্ণিকায়াং স্বপ্নং, লিঙ্গে সুষুপ্তিঃ, পদ্মত্যাগে তুরীয়ং। যদা হংসো নাদে লীনো ভবতি, তদা তুর্যাতীতম্ উন্মননম্ অজপোপসংহারম্ ইত্যভিধীয়তে।

অর্থাৎ, 'পদ্মের কেশরে জাগ্রৎ অবস্থা, কর্ণিকাতে স্বপ্নাবস্থা, লিঙ্গে সুষুপ্তি অবস্থা এবং পদ্মত্যাগে তুরীয়াবস্থা। যখন হংস (জীব) নাদে লীন হন, তখন

---

* এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বার্ণার্ডের একটি উক্তি প্রণিধান-যোগ্য—Suppose that a state (of supertrance) may be reached, * * would it not necessarily involve the complete loss of personal individuality and the attainment of a sense of one's identity with all the Mind in the Universe? * * In fact does it not correspond closely with the Nirvana of eastern Mysticism?—The Supernormal, p. 250.

তুর্যাতীত (নির্বাণ) অবস্থা। ইহারই নাম 'উন্মনন', 'অজপোপসংহার'।' এ যোগের ভাষা—অযোগীর ঠিক্ বোধগম্য নয়।

যাহা হউক, আমরা জীবের পাঁচ অবস্থার ও আবসথের যথা সম্ভব পরিচয় দিলাম। এ প্রসঙ্গে পাঠককে লক্ষ্য করিতে বলি যে, ঐ অবস্থা-পঞ্চক—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় ও নির্বাণের মধ্যে পরিমাণগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও উহারা বস্তুতঃ এক আত্মারই অবস্থা-ভেদ।

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়াদ্ ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥—ব্রহ্মবিন্দু, ৩।১

জীব যদি উপাধিমুক্ত হইয়া স্ব স্বরূপে সুস্থিত হইতে পারে, তবে সে ঐ সকল অবস্থার অতীত হয়। কারণ, উপাধি ভিন্ন ভিন্ন বটে—কিন্তু যিনি উপহিত—সেই সনাতন পুরাতন আত্মা অভিন্ন—

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫১

অর্থাৎ, The same self is in all states and remains unaffected. The consciousness of man is one but when it works through different types of matter, its outward expressions are different.*—Irving C. Cooper.

সেই উপনিষদের কথা—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষেবম্ অজোঽয়ম্ আত্মা ॥

—৩।২।১৮ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শঙ্করধৃত শ্রুতি

---

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক বার্ণার্ড বলিয়াছেন—As far as I can see the only escape from our dilemma is to recognise that an individual personality is not an eternal entity at all, but a transient manifestation, in terms of space and time, of something of a different order

'যেমন জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন (উপাধিকৃত তাঁহার এই ভেদ), সেইরূপ দ্যুতিমান্ অনাদি পরমাত্মারও উপাধিভেদে ভিন্নরূপ প্রকাশ।'

---

of being, and of higher dimensions, which includes the essentials of all living things (and probably of non-living, if any thing is really non-living) in one unity. This inner and eternal self which is the same within us all, is, as one of the Upanishads says, "the only one free from qualities."—The Supernormal, p. 238.

সপ্তম অধ্যায়

জীবের চংক্রমণ

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ আমরা কয়েকবার বিবর্তনের কথা তুলিয়াছি ; কিন্তু বক্তব্যের অনুরোধে এইবার আমাদিগকে ঐ ব্যাপারের একটু বিশিষ্ট আলোচনা করিতে হইবে।

বিবর্তন বা Evolution কি ? বিবর্তন-অর্থে ক্রমবিকাশ—অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের এবং ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততরের অভিব্যক্তি।*

আদিতে এই বিশ্ব অব্যাকৃত বা অসৎ ছিল।

তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ—বৃহ, ১।৪।৭

অসদ্ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ—তৈত্তি, ২।৭

ঐ অব্যাকৃত অব্যক্ত অবিশেষ—বিবর্তিত হইয়া ব্যাকৃত ব্যক্ত বিশিষ্ট বিবিধ বিচিত্র হইয়াছে—

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ—গীতা, ৮।১৮

অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।১

এ সম্পর্কে প্রাচ্য প্রজ্ঞান ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান একমত। বিজ্ঞানও বলেন—আদিতে শুধু 'Uniform Ether of Space' বা একাকার প্রোটাইল (Protyle)† ছিল—আর ছিল Energy বা শক্তি। একদিন ঐ

---

* From the homogeneous to the heterogeneous and from the less heterogeneous to the more heterogeneous—অর্থাৎ, from indefiniteness to definiteness, from simplicity to complexity.

† ইহাই ঋগ্‌বেদের 'অপ্রকেত সলিল' (১০।১২৯।৩) এবং সাংখ্যের অমূল মূল নির্বিশেষ 'প্রকৃতি'।

ইথার-একার্ণব মথিত হইয়া ভাসিয়া উঠিল—অগণ্য বুদ্‌বুদ্। ঐ বুদ্‌বুদের বৈজ্ঞানিক নাম ইলেক্‌ট্রন্ বা তাড়িতাণু।

ইলেক্‌ট্রন্ কি? 'Electron is the specialisation or organisation of specks of ether' অর্থাৎ, ইলেক্‌ট্রন্ নির্বিশেষ ইথার-বিন্দুর কথঞ্চিৎ সবিশেষ ভাব। পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে, ঐ ইলেক্‌ট্রন্ দ্বিবিধ—পুং বা Positive এবং স্ত্রী বা Negative। পুং-ইলেক্‌ট্রনের নাম 'প্রোটন্' (Proton) এবং স্ত্রী-ইলেক্‌ট্রনের নাম ইয়ন্ (Ion)। ক্রমে ঐ প্রোটন্ ও ইয়ন্ নানাভাবে সংহত ও সজ্জিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 'অ্যাটম্' (Atom) বা পরমাণুর (যথা, অক্‌সিজেন্, হাইড্রোজেন, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির) সৃষ্টি করিল। বিজ্ঞানের ভাষায়, 'Associated systems of electrons constitute the atoms of matter' (Lodge) অর্থাৎ, পারদে ও গন্ধকে, অক্‌সিজেনে ও নাইট্রোজেনে যে প্রভেদ,—তাহা কেবল ঐ ইলেকট্রনের সংহনন ভেদ-সংজাত। যেমন এক পাজা ইট লইয়া সংস্থান ও সজ্জা-ভেদে মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতি বিচিত্র সৌধ রচনা করা যায়, আদিম যুগে নিসর্গ সেইরূপ ইলেক্‌ট্রন্‌রূপ ইষ্টক লইয়া সংহনন ভেদে কমবেশ নব্বই প্রকার Elements বা রাসায়নিক পরমাণু (Chemical Atoms) গঠিত করিল। ঐ সকল বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু ক্রমশঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা Chemical combination-এর ফলে একে অন্যান্যের সহিত মিলিত বা মিশ্রিত হইয়া বিবিধ ও বিচিত্র অণু বা Molecules-এর সৃষ্টি করিল। ইহাকেই বলে নিরঙ্গ জগৎ (Inorganic Universe)। এই বিবর্তন-ক্রমে প্রোটাইল্ হইতে মলিকিউল্ (Molecules) উৎপন্ন হইল। নিরঙ্গ জগতের এদেশীয় নাম—স্থাবর (Mineral Kingdom)। মাটি জল বায়ু সাগর ভূধর প্রস্তর হীরা চুনি পান্না—ইহারা সকলেই স্থাবর।

এইবার পৃথিবীর বিবর্তনের কথা বলি—এই পৃথিবী, যিনি 'ভূতস্থ ধারিণী'। পৃথিবী আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্তঃপাতী একটি গ্রহ বা

Planet। 'আমাদের সৌরমণ্ডল' বলিলাম, কেননা—সৌরমণ্ডল ত' একটি নয়—অগণ্য—'Worlds are scattered like dust in the abysses of space'.

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ স্রষ্টয়ঃ পরে

—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৪৪।২৯

'কোটি কোটি অযুত অযুত ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টিসমুদ্রে উত্থিত ও পতিত হইতেছে।' বস্তুতঃ বরং সাগরের সৈকতকণার সংখ্যা করা যায় কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কখনো নয়।

সংখ্যা চেদ্ রজসাম্ অস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন—দেবী ভাগবত, ৯।৩।৭

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানও বলিতেছেন—Each star is a sun and the centre of a solar system, আর আমাদের সৌরমণ্ডল যে Galaxy বা ছায়াপথের অন্তর্গত, ঐ ছায়াপথেই একলক্ষ-কোটি তারা আছে!

আমাদের যে সৌরমণ্ডল (যাহার কেন্দ্রে সূর্য—যে সূর্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে)—সেই সারা সৌরমণ্ডল এক সময় কুয়াশাময় নীহারিকাস্তূপ মাত্র ছিল। (শুধু আমাদের সৌরমণ্ডল কেন? প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের পূর্ব রূপই এক একটি নীহারিকা-পুঞ্জ। এখনো দূরবীক্ষণের সাহায্যে নভোমণ্ডলে ঐরূপ অনেকগুলি নীহারিকাপুঞ্জ (Nebula) দৃষ্ট হয়—যেমন অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রের নীহারিকা—যাহার গুরুত্ব আমাদের সূর্যের অপেক্ষা ৪৫০ কোটিগুণ।* কালে বিবর্তনের ফলে ঐ সকল নীহারিকা-পুঞ্জই এক একটি সৌরমণ্ডলে পরিণত হইবে।)

কোন্ স্মরণাতীত যুগে এক ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা-পঙ্ক হইতে প্রচ্যুত হইয়া আমাদের এই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণের জন্ম হইয়াছিল—তাহা

---

* The great nebula in Andromeda weighs 4500 million times the weight of the sun.

নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এ কথা ঠিক্ যে,—'As the nebula still contracted and still spun ever faster and faster, other rings were formed, conglomerating into planets and *one of these is the Earth.*'

কেন্দ্রীয় নীহারিকাচ্যুত তদানীন্তন ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীমণ্ডল তাপত্যাগের ফলে ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও সংকুচিত হইতে হইতে একদিন তাহা হইতে চন্দ্রমণ্ডল নিষ্কাশিত হইল। সে অনুমান ৫½ কোটি বৎসরের ঘটনা।

The Earth, of course, continued its spinning, its cooling and contracting, and one day as it contracted, it threw off what is now the moon.*

বলা বাহুল্য ঐ অবস্থায়, পৃথিবীতে ঘন বা তরল, Solid বা Liquid কোন কিছু ছিল না। পৃথিবী একটা ঘূর্ণায়মান অত্যুৎতপ্ত বাষ্পীয় মণ্ডল মাত্র (a mass of incandescent gas) ছিল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন্ অনুমান করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর বয়ঃক্রম দুই কোটি হইতে ৪ কোটি বৎসর, কিন্তু পৃথিবীর কঙ্কালে 'রেডিয়াম্' ধাতুর আবিষ্কারের পর এই সংখ্যা তিনগুণ বা চতুর্গুণ বিলম্বিত হইয়াছে। পৃথিবীর বয়স যতই হউক, এটা নিশ্চিত যে ইহার বাষ্পময় অবস্থা ক্রমশঃ উত্তাপ-বিকীরণের ফলে,—তরল আকার ধারণ করিল এবং স্থানে স্থানে ভূমি দেখা দিল এবং ইহার বায়ুস্তর ও জলরাশি মন্থন করিয়া প্রবল বাত্যা ও জলোচ্ছাস উত্থিত হইতে লাগিল। সে সময়কার ঝড়ের ক্ষিপ্রত্ব ও জলোচ্ছাসের তুঙ্গত্ব অনুমান করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—The tempest and tides must have been prodigious then, owing to the rapidity of the

---

* The earth bore the moon at least 56 million years ago and it is very likely that at that time the earth was a pear-shaped mass of molten matter, whirling round the sun.

—Harmsworth's Popular Science, vol. I, p. 21.

earth's rotation at that time and the nearness of the moon। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ স্যার রবার্ট বলের গণনায় সেকালের ঢেউ ছয়শত ফিটের অপেক্ষাও উচ্চতর ছিল এবং প্রচণ্ড ভূমিকম্প এবং বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল।*

বলা বাহুল্য পৃথিবীর সে অবস্থায় মনুষ্য ত' দূরের কথা—কোন প্রাণিবীজই উদ্ভিন্ন হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ সে সময় আমাদের এই ভূমণ্ডলে প্রাণহীন স্থাবরই ছিল—জঙ্গম তখনও দেখা দেয় নাই।†

পৃথিবীর তাপ আরও খর্ব হইয়া ক্রমশঃ উহা প্রাণ-বীজ পোষণের উপযোগী হইল। এই বার জঙ্গম স্থষ্টির আরম্ভ হইল। বিজ্ঞান এই জঙ্গম স্থষ্টিকে সাঙ্গ জগৎ (Organic world) বলেন। স্থাবরকে বিশ্লেষণ করিলে চরমে যেমন পরমাণু পাওয়া যায়, জঙ্গমের বিশ্লেষণে চরমে সেইরূপ কোষাণু পাওয়া যায়। জঙ্গম দ্বিবিধ, উদ্ভিদ ও জন্তু (Vegetable ও Animal)। কি উদ্ভিদ, কি জন্তু—উভয়েরই শরীর কোষাণুর সংঘাতে গঠিত।‡ এই কোষাণুই প্রাণ-বীজ।

স্থষ্টির বিবর্তন-ধারা জঙ্গমে উপনীত হইলে এক অভূতপূর্ব অতর্কিত বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা গেল। সে ব্যাপার কোষাণুর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন। এই প্রাণ বা জীবন কি? স্যার অলিভার লজ বলেন, 'Life must be

---

* Wild, fierce days these must have been—days of molten metal in red-hot cauldrons, of lightning and thunder, of earthquakes and volcanoes. Reclus gives a vivid picture of these first days of the Earth.

† Science has positive record in the rocks, of an earthly period when there was no life at all, and life now teems everywhere.

‡ Living things may be animal or vegetable, large or small; they may flourish in the lowest and blackest depths of the ocean, miles below the surface, or upon the dizziest crag like the eagle or mountain ash; but they all consist of cells.

considered *sui generis*. It is not a form of energy nor can it be expressed in terms of something else' অর্থাৎ, প্রাণ বস্তুটী এক অদ্ভুত, আজব পদার্থ। ইহা কোন জড় শক্তির রূপান্তর নহে, কিংবা কোন কিছুর সজাতীয় নহে।* এই প্রাণ অখণ্ড ও অমেয়। এই প্রাণের বিশিষ্ট ব্যাপার সংঘাত বা Organism-রচনা। উদ্ভিদ ও জন্তুর শরীর এইরূপ সংঘাতের চরম-অবয়ব cell বা বীজাণু-গঠিত। এই বীজাণু পৃথিবীতে কবে প্রথম দেখা দিয়াছিল ? স্যার অলিভার লজ বলেন, সে ৪০ কোটি বৎসরেরও পূর্বতন ঘটনা।† প্রাণধারা প্রথম উদ্ভিদ্‌রাজ্যে দেখা দিল এবং 'এমিবা' প্রভৃতি unicellular সংঘাত রচনা করিল। ক্রমে কোষাণুর গুণনের দ্বারা (by a process of cell multiplication) বিবর্তনের ফলে উন্নততর উদ্ভিদের উদ্ভব হইল। কালক্রমে প্রাণধারা উদ্ভিদ্‌রাজ্য (Vegetable kingdom) অতিক্রম করিয়া জন্তুরাজ্যে (Animal kingdomএ) উপনীত হইল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে জন্তু রাজ্যে বিকাশের ক্রম এইরূপ :—প্রথম কীট পতঙ্গ সরীসৃপ, তারপর পক্ষী (খেচর), তারপর জলচর (মৎস্য প্রভৃতি), তারপর উভচর (Amphibious creatures), তারপর স্থলচর পশু (mammal বা স্তন্যপায়ী জীব)— চতুষ্পদ, তারপর দ্বিপদ (বানর, বনমানুষ)—এবং সর্বশেষে মনুষ্য।‡ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উপদিষ্ট এই ক্রমের সহিত প্রাচ্য প্রজ্ঞানের বিশেষ বিবাদ নাই। এ দেশের ভাষায় এই ক্রমবিকাশের পরিচিত ক্রম এই :—

---

* যাঁহাদিগের প্রাণ-শক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আছে, তাঁহারা আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

† It could wait four hundred million years for the appearance of the human race upon this planet.—Making of Man, p. 126.

‡ How this amphibious creature developed into the mammal and how those early mammals grew gradually more vigorous and splendid is a long story. * * It was a slow process involving millions of years ; but it occurred.—Ibid, p. 76.

স্থাবরের পর জঙ্গম ; জঙ্গমের ধারাবাহিক বিকাশ,—স্বেদজ হইতে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জ হইতে অণ্ডজ এবং অণ্ডজ হইতে জরায়ুজ।

এই দীর্ঘ বিবর্তন-পথের পর্বগুলির স্থফি সাধক জালালুদ্দিন রুমি এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

I died from the mineral and became a plant.
I died from the plant and reappeared in an animal.
I died from the animal and became a man. * *
When did I grow less by dying ?—Masnavi.

অর্থাৎ, স্থাবর হইতে পাদপ (গুল্ম, লতা, তরু, বিটপী, বৃক্ষ, মহীরুহ), তারপর পশু (কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী, জন্তু, বানর)—শেষে মানুষ।

বিবর্তনের ফলে প্রোটাইল হইতে কিরূপে অণু উৎপন্ন হইয়া এই বিশাল নিরঙ্গ জগৎ রচনা করিল, এবং তাহার পর ঐ নিরঙ্গ জগতের উপর তাপ, তাড়িত, আলোক, কিমিয়া-যুতি (chemical affinity) প্রভৃতি জড়শক্তি ও প্রাণরূপ জীবশক্তি ক্রিয়া করিয়া সংহনন সমবায় দ্বারা এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় সাঙ্গ জগৎ নির্মাণ করিল,—আমরা তাহা মোটামুটি বুঝিলাম।

বিবর্তনের বিশিষ্ট ক্রম লইয়া সম্প্রতি আমাদের কালক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞান—উভয়েই এ সম্বন্ধে এক মত যে, প্রাণ-ধারা বহু বহু সোপান অতিক্রম করিয়া তবে মানব শ্রেণীতে উপনীত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই প্রাণের উদ্দিষ্ট ও লক্ষ্য ছিল মানব-সৃষ্টি। যাঁহারা নিসর্গের নিয়তি (Design in Nature) স্বীকার করেন না, যাঁহাদের মতে জগৎ অন্ধ জড়শক্তির বিবর্ত মাত্র, তাঁহাদের নিকট এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ হইবে না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতির আপূরণের মধ্যে ঈক্ষণ (সংকল্প বা অভিপ্রায়) লক্ষ্য করিতে পারেন, যাঁহারা বাদরায়ণের সহিত স্থর মিলাইয়া বলিতে পারেন—ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৫)—তাঁহারা নিশ্চয়ই এ মতের অনুমোদন করিবেন।

২০

স্যার অলিভার লজ এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন—Millions of years before man appeared, there were signs of his coming. * * The history of the Earth shews that for nothing less than a million of centuries, all *tended* to mankind. অর্থাৎ, মানবের আবির্ভাবের অন্ততঃ ১০ কোটি বৎসর পূর্ব হইতে তাহার আগমনের পূর্ব সূচি লক্ষিত হইতেছিল।

তাই বলিতেছিলাম—বিবর্তনের ক্রম সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ মতান্তর নাই। কিন্তু বিবর্তনের প্রণালী লইয়া দোঁহার মধ্যে মর্মান্তিক মতভেদ আছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন, এই যে বিবর্তন,—ইহা দেহগত। প্রাচ্য প্রজ্ঞান বলেন, ইহা দেহগত নয়, জীবগত। এ জন্মে জীব ক্রমবিকাশের যে সোপানে উপনীত হয়, সেই উন্নতি সংস্কাররূপে তাহার মধ্যে রক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জন্মের পর জন্ম জীব উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে।

প্রাচ্য প্রজ্ঞান আরও বলেন যে,—শরীরত্বায় দেহিনঃ (কঠ, ২।২।৭)। অর্থাৎ, It takes a soul to move a body (Mrs. Browning)। ক্রমবিকাশের জন্যই জীব ভিন্ন ভিন্ন শরীর রচনা করে।

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥—বৃহ, ২।৫।১৮

—এবং একবার নয়, দুইবার নয়—জীবকে জলজ ও স্থলজ সহস্র সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, তবে মনুষ্য-যোনিতে উপনীত হইতে হয়। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ এই বিষয়ে বিশেষিয়া বিবরণ করিয়াছেন—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥

ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।

ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ ॥*

অর্থাৎ, জীব প্রথমে স্থাবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের ফলে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয় এবং গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, মহীরুহ প্রভৃতি বিবিধ পাদপরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর জন্তু রাজ্যে উপনীত হইয়া প্রথমে সে সরীসৃপের দেহ গ্রহণ করে। ক্রমশঃ বিবর্তনের ফলে সে সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু-দেহে প্রবেশ করে। পশু-রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জীব মনুষ্য-দেহ ধারণের উপযোগী হয়। ইহারই নাম 'চৌরাশির চক্র'। উপনিষদ্ ইহাকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত জীবের† 'সংসার-চক্রে চংক্রমণ' বলিয়াছেন—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে—শ্বেত, ১।৬

আমরা ক্রমোন্নতির ফলে বিবর্তনের ধারাকে মানব-রাজ্যে (Human kingdomএ) প্রবেশ করিতে দেখিলাম। তাহার পর কি হয়?

---

* শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ-ধৃত এই শ্লোকের পাঠ অন্যরূপ :—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।

কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্ ॥

ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।

সর্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ ॥

† যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ * * সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

'যেমন অগ্নি হইতে বহুতর ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ (Sparks) নির্গত হয়, তেমনি সেই পরমাত্মা হইতে এই সমস্ত প্রাণ, এই সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।'

They come forth, fragments of Itself, thrown out by the one Life, sparks of the Eternal Flame, themselves to become flames.

—Annie Besant.

কিন্তু ঐ কথা বুঝিবার পূর্বে, আমরা জানিতে চাই, এই ভূমণ্ডলে মানব কবে প্রথম দেখা দিল।

এ বিষয়ে জৈব-বৈজ্ঞানিক (Biologist) দিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ডাক্তার কীথ (Keith) বলেন, মানবের বয়ঃক্রম ৬০ লক্ষ বৎসর। অপরে মানবের উদ্ভবকে এত সুপ্রাচীন ঘটনা বলিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু তাহা হইলেও কোনো বৈজ্ঞানিকই প্রচলিত খৃষ্টীয় বিশ্বাসের অনুমোদন করিয়া মানুষের বয়ঃক্রম এখন আর ৪।৫০০০ বৎসর মাত্র বলেন না। মানুষ যে অন্ততঃ দশ বার লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে লীলা করিতেছে—এ মত এক্ষণে সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানব কি খুব অর্বাচীন জীব নয়? নেহাৎ ভুঁইফোড়। সে একেবারেই কুলীনের সন্তান নহে—সত্য পরিচয় দিতে গেলে তাহাকে হীনবংশজই বলিতে হয়।

সেইজন্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—'Man is the parvenu of creation, he is the most modern of mammals and but recently, arisen from an animal ancestry.' অবশ্য, এই দশ বার লক্ষ বৎসরে মানবের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, আদিম যে মানব (যাহাকে Savage বা অসভ্য বলে), সে বর্বর পশু-মানব (Animal man)। বিবর্তনগতিতে অসভ্যের পর অর্ধ-সভ্য, এবং তাহার পর সভ্য মানব। এ সভ্যতা আপেক্ষিক মাত্র। পশু-মানবের তুলনায় তাহাকে সভ্য বলা যায় বটে; কিন্তু, অদ্যাপিও তাহার মধ্যে পশু-ভাব বেশ প্রবল। বস্তুতঃ বর্তমানে সভ্য মানবের পাপ-তাপ, দুঃখ-দৈন্য, মলা-মলিনতা, তাহার ঈর্ষা-দ্বেষ, কলহ-কলুষ, বিতণ্ডা-বিগ্রহ, অত্যাচার-অনাচার, দুষ্কৃত-দুর্নীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে,* তাহার মধ্যে যে

* স্যার অলিভার লজ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—No one looking at the evil and cruelty and abominations which in many parts of the planet are rife—no one can possibly suppose that the earth is perfect

কোন দিন দেবভাব প্রস্ফুটিত হইয়া, সে 'সুসভ্য' হইবে, এ সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক; কারণ, বিবর্তনই বিশ্বের নিয়ম; —Evolution is God's plan. ঐ নিয়ম কোন দিন ব্যাহত বা বিধ্বস্ত হইবে না। অতএব, বিবর্তনের ফলে মানুষ নিশ্চয়ই একদিন সভ্য হইতে সুসভ্য হইবে, এবং সুসভ্য হইতে পূর্ণ-সভ্য হইবে। ঐ পূর্ণ-সভ্য মানবই 'অতি-মানব'। এ বিষয়ে আমরা আগামী অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিব।

আমরা পাঁচ শ্রেণীর মানবের কথা বলিলাম—অসভ্য, অর্ধসভ্য, সভ্য, সুসভ্য এবং পূর্ণসভ্য। সুসভ্যকে সাধক এবং পূর্ণসভ্যকে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে। ভূতাত্মা, জীবাত্মা ও প্রত্যগাত্মার দিক্ হইতে ঐ পাঁচ শ্রেণীর মানবের সংস্থা কিরূপ? আমরা জানিয়াছি—ভূতাত্মা জীবাত্মারই ছায়া বা আভাস (reflection) এবং জীবাত্মার অন্তস্তল হইতে উৎসারিত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-রূপী শক্তিত্রয় ভূতাত্মাতে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রতিফলিত। অতএব জীবাত্মার প্রতীক (Symbol)-রূপে যদি ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ (triangle) ব্যবহার করা যায়, তবে নিম্নমুখ ত্রিকোণ ভূতাত্মার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

এ ভাবে জীবাত্মা= △ এবং ভূতাত্মা= ▽

অসভ্য মানুষে জীবাত্মা ও তাঁহার আভাস ভূতাত্মায় দৃশ্যতঃ কোন সংযোগ দৃষ্ট হয় না—তাহার ঐ ত্রিকোণদ্বয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—

In the savage, except for the fact that the one triangle is a reflection of the other, there is no apparent connection between them.—Hodson's Science of Seership, p. 206.

---

or anywhere near perfection; and many have felt inclined to arraign the Deity for permitting so much evil to exist or else have ventured to deny that there could be a beneficent Creator at all. Undoubtedly there is much evil, much human sin and every variety of imperfection.—Making of Man, page 122.

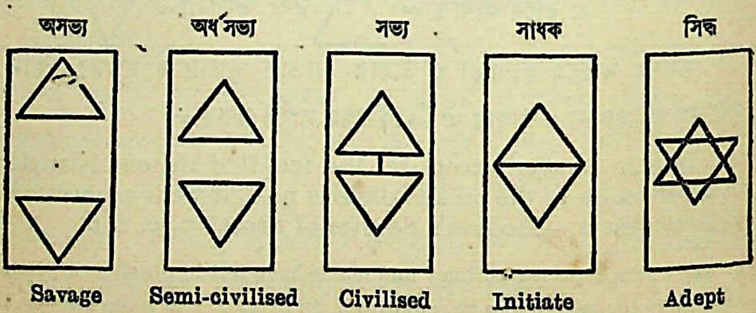
অর্ধসভ্যে ঐ দুই ত্রিকোণ কথঞ্চিৎ নিকটবর্তী বটে, কিন্তু এখনও অসংযুক্ত—In the Semi-savage, the two triangles approach closer, but as yet there is no connecting link between the two.

সভ্য মানুষে ঐ দুই ত্রিকোণের মধ্যে সংযোগ-সূত্র বেশ স্পষ্ট, অর্থাৎ, ঐ অবস্থায় দেখা যায় জীবাত্মা ও ভূতাত্মার মধ্যে সংযোগের রাখী-বন্ধন রচিত হইয়াছে—In the case of the developed man, a connection is shown, joining the two bases of the triangles representing the ego and the personality.—Hodson, p. 206.

সাধক অবস্থায় জীবাত্মা ও ভূতাত্মা সু-সংযুক্ত এবং সিদ্ধে উভয়ে সংযত্ত (interlaced).

In the case of the Initiate, the bases (of the triangles) are themselves united, showing perfect co-ordination—while in the Adept we see them interlaced.

নিম্নে অঙ্কিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয় বিশদ হইতে পারিবে।



প্রকৃত সাধক তিনি—যিনি আপনার ভূতাত্মাকে জীবাত্মার সহিত সম্পূর্ণ সংযুক্ত করিয়াছেন—has merged his Personality in the

Ego. আর তিনিই সিদ্ধ (Adept)—যিনি আরও ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া জীবাত্মাকে প্রত্যগাত্মার সহিত মিলিত করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়াছেন—ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি যাহাকে বলিতেন—Merge the Ego in the Monad and thereby become one with the Universal All.

ইহাই যোগের চরম ও পরম।

অষ্টম অধ্যায়

মানব ও অতিমানব

আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত জীব সংসার চক্রে চংক্রমণ করিয়া—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে—শ্বেত, ১।৬

সুদীর্ঘ বিবর্তন পথে যাত্রা করিয়া ধীরে ধীরে ক্রম-বিকাশের নিঃশ্রেণী (ladder of Evolution) অতিক্রম করিয়া লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতঃ একদিন মনুষ্য-যোনিতে প্রবেশ করে।*

ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

আমরা দেখিয়াছি, প্রথম তাহার অসভ্য অবস্থা। সেই অসভ্য ক্রমশঃ অর্ধসভ্য হইয়া কালে সভ্য হয়। কিন্তু সভ্য হইলেও সে অনেকদিন পর্যন্ত প্রবৃত্তির দাস থাকে এবং প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করে। আমরা জানি যে, যাহাকে 'ব্রহ্মচক্র' বলে তাহার দুই ভাগ—তাহার প্রথমার্ধের নাম প্রবৃত্তি-মার্গ ও দ্বিতীয়ার্ধের নাম নিবৃত্তিমার্গ। ঐ প্রবৃত্তিমার্গের পথিক বিবর্তন-চক্রের বিবর্তনে একদিন 'মোড়' ফিরিয়া (turning-point pass করিয়া) নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে। এতদিন জীব বহির্মুখ ছিল, এইবার সে অন্ত-র্মুখ হইতে আরম্ভ করে—এতদিন সে ব্রহ্ম-বিমুখ ছিল (His face was turned away from God)—এখন সে ব্রহ্ম-সম্মুখ হয় (His face is turned Godward)—অর্থাৎ, ব্রহ্ম-বৈমুখ্য ঘুচিয়া তাহার ব্রহ্ম-সাম্মুখ্য হয়। এতদিন তাহার পক্ষে নিয়ম ছিল—আদান (He grew by grasping)

---

* That spark, through aeons of time became a human being. * * At first that human being was in the shape of a savage.

—J. Krishnamurti.

—এখন হইতে তাহার নিয়ম হয় প্রদান (ত্যাগ বা বিসর্গ) (He now grows by giving)। এতদিন তাহার লক্ষ্য ছিল অভ্যুদয়—এখন হইতে তাহার লক্ষ্য হয় নিঃশ্রেয়স। এই নিঃশ্রেয়স বা Summum Bonum-ই মুক্তি। এত দিন সে ছিল প্রেয়ের পথে—এখন ক্রমে প্রেয়ঃ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথে প্রবেশ করে। এই শ্রেয়ের পথই মোক্ষ-মার্গ।* ইহারই চরমে নিঃশ্রেয়স। মানব প্রকৃতপক্ষে 'সুসভ্য' না হইলে এ পথে বিচরণ করিতে পারে না। ইহাকেই বলে 'দ্বিজ' হওয়া—

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে—কর্মবিপাক

দ্বি-জ = Twice-born—'সংস্কৃত'—সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। যিশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—যদি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে চাও তবে 'দ্বিজ' হইতে হইবে —Unless you be born again, born again, born from above—you cannot enter the Kingdom of Heaven. কিন্তু দ্বিজত্বই বিবর্তনের চরম নহে। দ্বিজকে 'ব্রাহ্মণ' হইতে হইবে।

সর্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ

—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

যজ্ঞ যেমন 'জগ্‌গি' নয়, ব্রাহ্মণও তেমন 'বামুন' নয়। ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ।

তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ * * স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব—বৃহদারণ্যক, ৩।৫।১

That is, by living as chance may determine—অর্থাৎ, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (গীতা, ৪।২২)।

এইবার মানব অতিমানব হইতে আরম্ভ করে—normal evolution-এর সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া Super-normal evolution-এর তুঙ্গ

---

* বুদ্ধদেব বলিতেন—

অঞ্‌ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্‌ঞা নিব্বানগামিনী। (অন্যা হি লাভোপনিষৎ অন্যা নির্বাণ-গামিনী)। 'লাভের পথ এক—নির্বাণের পথ আর।'—ধম্মপদ, বাল-বগ্‌গো, ১৬

ভূমিতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। এ পথ অতি দুর্গম পথ—ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।—কঠ, ১।৩।১৪

যিশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—Strait is the gate and narrow is the way and few there be that find it.

এতদিন জীব আত্মবিস্মৃত ছিল*—সে যে রাজপুত্র সে কথা ভুলিয়া ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী ছিল—'Gods in exile'—সিংহশিশু মেষভাবে আত্ম হারাইয়া 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' (শ্বেত, ৪।৭)। এখন তাহার নষ্টা স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আইসে—নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্—এবং তাহার মোহবন্ধ ছিন্ন হইয়া যথাকালে স্বধামে প্রত্যাবর্তন ঘটে।

স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

---

* যোগবাশিষ্ঠ এ বিষয় বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন—

হেতুর্বিহরণে তেষাম্ আত্ম-বিস্মরণাদ্ ঋতে।
ন কশ্চিৎ লক্ষ্যতে সাধো! জন্মান্তর-ফলপ্রদঃ॥—উৎপত্তি, ৯৫।১৪

'জীবের জন্মান্তর বা সংসৃতির একমাত্র হেতু তাহার আত্মবিস্মৃতি।'

ভাগবতের পুরঞ্জনের উপাখ্যানে এই তত্ত্ব অতি সুন্দর রূপকের রূপে বিবৃত হইয়াছে। পুরঞ্জন (জীব) আত্মবিস্মৃত হইয়া পুরের সহিত সারূপ্য স্থাপন করিয়া শোক মোহের অধীন ছিল, অন্তিমে তাহার সত্যসখা, নিত্যসখা নিরঞ্জন (দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া) উপনীত হইয়া তাহার স্তম্ভিত স্মৃতির উদ্বোধন করাইলে, সে 'নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্' এবং তখন স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সুস্থ ও সুস্থির হইল।

We resemble children, who, though living in a comfortless region (এই 'দুঃখালয়' সংসার), look, full of fear and trembling, upon the immense dark forest that stretches out before them, and cannot be brought by any inducement to enter it, while, all the time, behind it, in the midst of green meadows, bathed in smiling sunshine, stands their parents' house, from which they set out at first.

—The Doctrine of Buddha, p. 195.

যিশুখৃষ্ট Prodigal son-এর Parable-এ এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এ সকল কবি কল্পনা—মানুষ চিরদিন-ই মানুষ থাকিবে—পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট, বাসনা-তাড়িত, মোহগ্রস্ত, তুচ্ছ মানুষ—সে কোনদিন তুঙ্গতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে না। এ ধিক্কার যদি কখনও কাহারও মনের কোণে উদিত হয়, তবে তিনি উপনিষদের সেই অভয়-বাণী স্মরণ করিবেন—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (শ্বেত, ২।৫)—হে জীব! তুমি অমৃতের পুত্র,—সেই তেজোময়, অমৃতময় পুরুষের সন্তান—সেই রসামৃত সিন্ধুর বিন্দু; তুমি অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ—You are a God in the making. একদিন পূর্ণতার পুলকে তুমিই বলিবে—চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।

এ সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য মনীষী আমাদের আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

'Evolution is God's plan for the universe, of which I am a part and I am proceeding towards *a goal* of unimaginable power and glory—at a speed which depends solely on my own efforts.'

অর্থাৎ, বিবর্তন বিশ্বের বিধাতৃ-নির্দিষ্ট নিয়তি; এবং আমরা প্রত্যেকে যে লক্ষ্যের অভিমুখে চলিয়াছি (কেহ দ্রুত গতিতে, কেহ বিলম্বিততালে), সে গন্তব্যের গরিমা ও মহিমা কল্পনার অতীত।

বৈজ্ঞানিক প্রবর স্যার অলিভার লজের আশ্বাস-বাণীও কম উদাত্ত নহে। তিনি বলেন,—ইতিমধ্যেই মানুষ এতটা উন্নতি করিয়াছে, যে ভরসা করা যায়—আমাদের বাসভূমি, এই ভূমণ্ডল ধ্বংসমুখে পতিত হইবার পূর্বে, মানুষ অভ্যুদয়ের এমন তুঙ্গ-শৃঙ্গে আরোহণ করিবে, যাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।*

---

* Looking at the stage at which humanity has so far arrived in the light of the æons of preparation, * * * and its vast almost limitless

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ওয়েল্‌স্ (H. G. Wells, ইনি বৈজ্ঞানিকও বটেন) কয়েক বর্ষ হইল এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন—

'The question 'what is to come after man' is the most persistently fascinating and the most insoluble question in the whole world.' অর্থাৎ, 'মানুষের ভবিষ্যৎ কি—মানবের উত্তর পুরুষ কে হইবে? এ প্রশ্নের সমাধান যেমন শক্ত, ইহার কৌতূহলও তেমনি চিরন্তন।'

ওয়েল্‌স্ বলেন, কালবশে সূর্য নির্বাপিত হইতে পারে, পৃথিবী প্রাণহীন হইয়া তুষারস্তূপে পরিণত হইতে পারে কিন্তু আমাদের ভিতর এমন কিছুর ঈরণ অনুভূত হইতেছে, যাহা শাশ্বত, যাহা অব্যয়।* মানুষের অতীত ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে নৈরাশ্যের কোনই অবসর থাকে না। মানুষ এতটা উন্নতি করিয়াছে যে, উন্নতিই তাহার নিয়তি—এরূপ মনে করা একেবারেই অসঙ্গত নয়।

ওয়েল্‌স্ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'Why should things cease at Man', অর্থাৎ, মানুষেই কি বিবর্তনের চরম? তিনি বলেন,—'না। বিবর্তনের অগ্রগামী স্রোতঃ যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতেছে—গত একশত বৎসরে জীবনযাত্রায় যেরূপ অভ্যুদয় লক্ষিত হইতেছে, যাহা তাহার পূর্ববর্তী সহস্র বৎসর অপেক্ষাও সমধিক, তাহাতে মনে হয় যে, উন্নতির ঊর্ধ্বগতি সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া উচ্চতর হইতে উচ্চতর গ্রামে

---

future, we seem driven to believe that the ultimate destiny of man—man as a race—will be something extraordinarily magnificent.

—Making of Man, p. 18.

Man may rise to heights unspeakable and full of glory.

—Making of Man, p. 113.

* Worlds may freeze and suns may perish but there stirs something within us now, that can never die again. * * It is the long ascent of the past that gives the lie to our despair. * * And the distance we have travelled gives us some earnest of the way we have yet to go.

দিন দিন আরোহণ করিবে এবং এই মানবেরই কুলে এমন বংশধরগণ উৎপন্ন হইবে, যাহারা হেলায় পৃথিবীর পাদপীঠে দণ্ডায়মান হইয়া তারকা-মণ্ডলীর মধ্যে হস্ত প্রসারণ করিবে।'*

এইরূপ মানবকেই আমরা 'অতি-মানব' বলিতেছি।

এ সম্পর্কে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে একখানি থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—'The soul of man is eternal and its future is the future of a thing whose splendour has no limit.' (The Idyll of the White Lotus)—অর্থাৎ, অজর অমর অক্ষর জীবের যে ভবিষ্যৎ নিয়তি, তাহা গণনার অতীত।

যদি এ কথায় কাঁহারো অসম্মতি হয়—তবে তিনি যেন দুই তিনটা ঘটনা স্মরণ করেন। তাহা হইলে 'তমঃ সূর্যোদয়ে যথা'—তাঁহার চিত্তের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাইবে।

প্রথম কথা এই যে, পৃথিবীর বয়ঃক্রমের তুলনায় মানুষ নিতান্তই আধুনিক।

Man is a recent comer to the planet : he is in the early morning of his time. Mankind is in an early stage of evolution, having but recently arisen from an animal ancestry (Lodge).

* In the past century, there was more change in the conditions of human life than there had been in the previous thousand years. * * * Everything seems pointing to the belief that we are entering upon a progress that will go on, with an everwidening and ever more confident stride for ever. * * * We are creatures of the twilight. But it is out of our race and lineage that minds will spring that will reach back to us in our littleness and that will reach forward fearlessly to comprehend this future that defeats our eyes. And a day will come when beings, who are now latent in our thoughts and hidden in our loins, shall stand upon this earth as one stands upon a footstool and shall laugh and reach out their hands amidst the stars.

প্রত্যুত প্রাণি-স্বষ্টির প্রাচীনতার তুলনায় তাহাকে শিশু বলিলেই চলে। সে যেন এখনও প্রকৃতির গর্ভস্থ ভ্রূণ (embryo)। তাই তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবলিত ও সৌষ্ঠবময় হইতে বিলম্ব অবশ্যংভাবী। তাজমহলের মত সর্বাঙ্গসুন্দর সৌধ সম্পূর্ণ হইতে অনেক বৎসর লাগে নাই কি ? নির্মাণের প্রথম অবস্থায় যখন ইট কাঠ প্রস্তর কঙ্কর ধূলামাটির মধ্য হইতে ঐ মর্ম্মরের স্বপ্ন গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন কেহ কি ধারণা করিতে পারিত যে, কালের পূর্ণতায় ঐ স্বপ্ন এক অপার্থিব বাস্তবে পরিণত হইবে ? মানুষেরও ঠিক ঐরূপই অবস্থা। গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় এবং মিস্ত্রী-মথিত তাজমহলের ন্যায় তাহার এখনও অপরিণত অগঠিত অপূর্ণ অবস্থা। কিন্তু কালে তাহার প্রপূর্তি ঘটিবে—সে সর্বাবয়বে সম্পূর্ণ হইয়া এক অপূর্ব সৌষ্ঠব ও সুষমার আধার হইবে।* অবশ্য এই সম্পূর্ণতার জন্য সময় আবশ্যক। কিন্তু কাল ত' নিরবধি। মানবের পশ্চাতে বিশ ত্রিশ লক্ষ বৎসর মাত্র কিন্তু সম্মুখে কোটি কোটি বৎসর বিলম্বিত রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যতদিন না সূর্যের আলোক নির্বাপিত হইবে, ততদিন পৃথিবীর ক্ষয় নাই। পৃথিবীর অনেকরূপ পরিবর্তন ঘটিবে বটে—কত সাগর ভূধর হইবে, কত পর্বত সমুদ্র হইবে—কিন্তু তৎপূর্বে ইহার বিলয় ঘটিবে না। এ সম্বন্ধে স্যার অলিভার লজ বলিয়াছেন—

Neither the earth nor the sun shows the least sign of decadence or any likelihood of coming to a catastrophe, for let us say, twenty or a hundred million years ahead.

---

* এ সম্বন্ধে স্যার অলিভার লজ বলিতেছেন—

We are immature, ugly, like an embryo. We are unfinished, incomplete, imperfect like an unfinished building,covered in scaffolding, full of rough building material; the beauty of the design masked and hidden, the creature unborn as yet, or only in the lowest stage.—Making of Man, p. 116.

সে জন্য কবি ব্রাউনিং বলিতেন—Man is not man as yet.

অতএব আমাদের নৈরাশ্যের অবসর কোথায়? মানুষ যদি কুড়ি পঁচিশ লক্ষ বৎসরে এতটা উন্নতি করিয়া থাকে, তবে আরও দুকোটি দশকোটি বৎসরে তাহার অভ্যুদয় কত না উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে!

আমরা দেখিলাম, বিজ্ঞান এখন বাইবেলের ৪০০০-এর সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া কয়েক কোটিতে উঠিয়াছে। প্রজ্ঞান কিন্তু ইহাতেও তুষ্ট নন। প্রজ্ঞান বলেন—

'ভূমৈব সুখম্ (ছা, ৭।২৩।১)—কোটির কথা কি বল—পরার্ধে উঠিতে হইবে—কোটি লিখিতে ১-এর পর সাতটা শূন্য আর পরার্ধে ১-এর পর সতেরোটা শূন্য। আমার বেসাত ঐ পরার্ধ লইয়া। বিজ্ঞান! তুমি বর্তমান মন্বন্তরের যে পৃথিবী, তাহার বয়ঃক্রম মাত্র গণনা করিলে; কিন্তু এ মন্বন্তরের পূর্বে যেমন অন্যান্য মন্বন্তর ছিল, পরেও তেমনি অন্যান্য মন্বন্তর থাকিবে। চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। কল্পের পরিমাণ ঐ এক পরার্ধ বৎসর। সম্প্রতি যে কল্প চলিতেছে, তৎপূর্বে অন্যান্য কল্প ছিল এবং পরেও অন্যান্য কল্প চলিবে। এক এক সৃষ্টির পূর্বে ও পরে অন্য সৃষ্টি—মধ্যে প্রলয়। অতএব প্রবাহরূপে সৃষ্টি অনাদি। এখন যে সৃষ্টি-প্রবাহ চলিতেছে, তাহার পূর্বে অনেকবার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরেও অনেকবার সৃষ্টি হইবে। আমাদের এই পৃথিবীই প্রথম সৃষ্টি নহে। ইহার পূর্বে অন্যান্য বহু পৃথিবী ছিল এবং ইহার প্রলয়ান্তে আবার অন্যান্য বহু পৃথিবী হইবে।'

অতএব প্রাচ্য প্রজ্ঞানের উদাত্ত দৃষ্টিতে দেখিলে মানবের উন্নতির ক্ষেত্রের ও কালের পরিসর সবিশেষ বর্ধিত হইয়া যায়। মানব এই মন্বন্তরের পৃথিবীতে যতটা উন্নতি করিবে, তাহাই তাহার চরম নহে। পরবর্তী মন্বন্তরে এবং কল্পে সে উন্নতির এক শৃঙ্গ হইতে তুঙ্গতর শৃঙ্গে আরোহণ করতঃ অবশেষে তুঙ্গতম শিখরে অধিরূঢ় হইয়া পূর্ণসভ্য হইবে। তাই একজন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন:—

> **But in completed man begins anew**
> **A tendency to God.**

এই পূর্ণ-সভ্য completed man-ই অতিমানব।

প্রশ্ন উঠিবে, এক এক সৃষ্টির অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন অতিমানবের সঞ্চিত উন্নতি-সম্পদ্ রক্ষিত হয় কিরূপে? উহা প্রলয়-পয়োধি-জলে নিমগ্ন হয় না কেন? প্রাচ্য প্রজ্ঞান ইহার সদুত্তর দিয়াছেন:—

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ—গীতা, ১৪।২

সৃষ্টির অন্তে জীবন্মুক্ত অতি-মানবগণ নির্বাণ না লইয়া বিশ্বের হিতের জন্য অবস্থান করেন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে।

মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্মিকাঃ।
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তানকারিণঃ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্মার্থং তান্ 'শিষ্টান্' সংপ্রচক্ষতে॥

—মৎস্যপুরাণ, ১৪৫।৩৪-৫

অর্থাৎ, মন্বন্তরের অবসানে যে অতিমানবগণ 'অবশিষ্ট' থাকেন (মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি), যাঁহারা সঞ্চিত প্রজ্ঞা-পরম্পরার বিচ্ছেদ বারণ করেন, তাঁহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে। প্রলয়ের অন্তে নূতন সৃষ্টির আরম্ভে পৃথিবীর হিতার্থে তাঁহারা আবার দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন। ইহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, অদ্বিতীয় অতিমানব। এই অতিমানব উৎপাদনের জন্যই প্রকৃতির প্রারম্ভ এবং ঐ শ্রেষ্ঠ ফল প্রসবেই সৃষ্টির সার্থকতা।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মানবের মধ্যে যেমন আমরা মলা মলিনতার, পাপ পঙ্কিলতার পূতিগন্ধ অনুভব করিতেছি, সেইরূপ মানব-প্রবাহের তুঙ্গ তরঙ্গে আরূঢ় কোন কোন অতিমানবের মধ্যে পারিজাতের বিমল সৌরভ, অপার্থিব আঘ্রাণের আস্বাদ পাইতেছি না কি? যাঁহাদের আমরা অবতার বলি, পয়গম্বর বলি, ঈশ্বর-প্রেরিত বলি, যদি তাঁহাদের কথা ছাড়িয়াও দিই, তথাপি উচ্চমনীষী, অদ্ভুত প্রতিভাশালী অতিমানব কি জগতের ইতিহাসে আমাদের দৃষ্টিগোচর হন নাই? কপিল, কণাদ, প্লেটো, হেগেলের মত দার্শনিক, তানসেন, বিটুহোভেনের মত সঙ্গীতজ্ঞ, বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার,

কালিদাস, শেক্সপীয়ার, গেটের মত কবি, নিউটন, আর্যভট্ট, ডারউয়িন, হেকেলের মত বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধদেব, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস, মোজেসের মত নীতিবিদ্—আর কত নাম করিব? এই সকল অতিমানবও ত' আমাদের এই পৃথিবীর মাটিতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বহুবার যাহা হইয়াছে, আবার তাহা হইবে না কেন? অতএব আমাদের নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই।* বরং প্রচুর আশার যথেষ্ট কারণ আছে। মানবের নিয়তিই উন্নতি, এবং উন্নতির স্বভাবই এই যে, সে যতই পূর্ণতার অভিমুখী হয়, সাগর-গামিনী গঙ্গার মোহানার মত তাহার পরিসর ততই বিস্তৃত হয় এবং চরমে তাহার ইয়ত্তা ধারণার সীমা ছাড়াইয়া উঠে। এই জন্য একজন সাধক বলিয়াছেন, উন্নতির আরম্ভে Arithmetical progression, মধ্যম দশায় Geometrical progression এবং চরম অবস্থায় Progression by power। গণিতজ্ঞ পাঠক এই কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আমরা জানি, পাটীগণিতের বিবর্ধন মন্থরগতিতে অগ্রসর হয়। যথা—২, ৫, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ইত্যাদি। ইহা গেল Arithmetical Progression। জ্যামিতিক বিবর্ধন ইহা অপেক্ষা দ্রুততর। যেমন ২, ৬, ১৮, ৫৪, ১৬২, ৪৮৬, ইত্যাদি। কিন্তু বর্গ-বিবর্ধন বা Progression by power অতিমাত্র দ্রুত, যথা ২, ৪, ১৬, ১৬×১৬=২৫৬, ২৫৬×২৫৬=৬৫৫৩৬, ইত্যাদি। অতএব মানবের উন্নতি ও উর্ধ্বগতি সুদূর ভবিষ্যতে যখন মন্থরগামী পাটীগণিতের বিবর্ধন ও জ্যামিতিক বিবর্ধন ছাড়াইয়া বর্গ-বিবর্ধনের দ্রুত হারে অগ্রসর হইবে, তখন ইহার ক্ষিপ্রতার পরিমাণ বা ইয়ত্তা করা অসাধ্য হইবে না কি?

---

* To realise the possibilities latent in man, we must attend not to the average or the general body of mankind, but to those geniuses of the race whose achievements stand out as signs and symbols, or portents, of what the average may in time attain. That which has been possible may be possible again. That which has been done by one, may in time be done by many.—Making of Man, p. 100.

আমরা অতিমানবের সম্পর্কে অনেক কথাই বলিলাম। আমরা দেখিলাম, বিবর্তন-গতিতে জীব প্রথমতঃ স্থাবর হইতে জঙ্গম হইল এবং উদ্ভিদ্ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পশু-যোনিতে প্রবেশ করিল, ও ক্রমশঃ পশু হইতে মানব হইল। মানব হইয়া অসভ্য, অর্ধসভ্য ও সভ্য অবস্থা পর পর পার হইয়া সুসভ্য হইল—

সর্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ।

ইহাকেই আমরা 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াছি। কিন্তু এখনও বিবর্তনের চরম দূরস্থ।

এইবার সাধারণ বিবর্তনের (Normal Evolution-এর) সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া জীবকে অসাধারণ বিবর্তনের (Supernormal Evolution-এর) তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়া অতিমানব—Super-man—Angel হইতে হয়। রুমি এ সম্বন্ধে বলেন—

Next time I shall die from the man
That I may grow the wings of the Angel.—Masnavi.

দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহ, ৪।১।২

তারপর তাহাকে স্বরাট্, বিরাট্, অতিরাট্ হইতে হইবে।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসঃ পতিম্—তৈত্তি, ১।৫
তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি—ছা, ৭।২৫।২
সঙ্কল্পাদ্ এবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি—ছা, ৮।২।১
সর্বে অস্মৈ দেবা বলিম্ আবহন্তি—তৈত্তি, ১।৪
অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

'তিনি স্বরাট্ হন, মনস্পতি হন—সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়—তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে পিতৃগণ উত্থিত হন, দেবগণ তাঁহাকে বলি বহন করেন—এক কথায় তিনি অনন্যাধিপতি (একরাট্) হন।' ইহাকেই বলা যায়—প্রজাপতিত্ব-সিদ্ধি। দেবত্বের ইহাই চরম। বিবর্তনই

যদি বিশ্বের নিয়ম হয়, তবে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, দ্রুতই হউক বা মন্থরেই হউক, মানব একদিন না একদিন ঐ প্রজাপতিত্বের তুঙ্গ তোরণে আরূঢ় হইবেই। কিন্তু প্রজাপতিত্বেই কি বিবর্তনের বিশ্রান্তি?—না, তাহা নয়। জালালুদ্দিন রুমির ভাষায়—

Once more shall I wing my way above the Angels.
I shall become that which entereth not the imagination.
'Verily unto Him shall we return.'

ইহাকেই উপনিষদের ভাষায় 'ব্রহ্মসাযুজ্য' বলে—ব্রহ্মের সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় মিলন। ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য,—পরম পুরুষার্থ। কারণ, কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথায়—

Man who is from God sent forth,
Doth again to God return.

এইরূপে ব্রহ্মচক্রে চংক্রমণকারী জীবের নিয়তির সংপূর্তী হয়। আমরা জানি, চক্রের যেখানে আরম্ভ, সেখানেই শেষ—জীব ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া এই ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে, চরমে ব্রহ্মেই প্রত্যাবর্তন করে—তখন সে শেক্‌সপিয়ারের ভাষায় বলিতে পারে—'The wheel has come full circle, I *am* here' (King Lear, Act V, Sc. 3)। তখন কি হয়? When the infinite within wakes up to the infinite without, it is then we hear the golden harmony. তখন জীব যে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কল্পনারও অতীত।

জীবের ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তনকে (Getting back to God-কে) ঋগ্বেদের ঋষি 'অস্তে আগমন' বলিয়াছেন।

হিত্বায় অবদ্যং পুনরস্তমেহি—১০।১৪।৮
(অস্ত=ধাম, গৃহ, home)

প্রবাসী জীব সুদীর্ঘ জীবন-পথ-যাত্রার পর, এতদিনে 'অস্তং গত' হয়—স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। আমরা দেখিব, এই 'Getting back to God'-ই

মোক্ষ—কারণ, ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম। অতএব এত দিনে 'The wheel has come full circle—I am here.* (Shakespeare) উপনিষদ্ নানা ভাবে এই কথা বলিয়াছেন—

যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

'ব্রহ্ম বিজ্ঞানীর আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।'

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে—কঠ, ১।৩।৮

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম—গীতা, ১৫।৬

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ
—গীতা, ১৫।৪

মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—কঠ, ১।৩।৯

সেই বিষ্ণুর পরম পদ, যাহা সংসার পথের পার, সূরিগণ যে পদ ঈক্ষণ করেন,—যিনি 'অস্তং গত', তিনি সেই পদে প্রত্যাবর্তন করেন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং।—ঋগ্বেদ, ১।২২।২০

এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে, আমি 'পরিচয়' মাসিক পত্রে 'মানবের নিয়তি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট হইল।

---

* From the flame you came forth, to the flame you will return and thus unite the beginning and the end. The purpose is to lose the separate self which started as an individual spark.
—J. Krishnamurti's 'By What Authority,' p. 29.

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

মানবের নিয়তি

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া আধিভৌতিক ভাবে দেখিলে (অর্থাৎ, Physically ও Physiologically) মানুষকে এতই অকিঞ্চন মনে হয় যে, তাহার নিয়তি (Destiny) লইয়া আলোচনা একটা পণ্ডশ্রম বোধ হইতে পারে। বস্তুতঃ মানুষ সৃষ্টিসাগরের একটা নগণ্য বুদ্‌বুদ্‌ (a mere bubble in the ocean of life), বন্ধুরা মেদিনীর একটা তুচ্ছ চূর্ণমুষ্টি (only a handful of dust)। তাহার নিয়তি লইয়া এত বহ্বারম্ভ কেন?

পৃথিবীর তুলনায় মানুষ কতটুকু? পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল—তাহার তুলনায় চৌদ্দ পোয়া মানুষ কি ছার! সেইজন্য, মানুষের কাছে পৃথিবীর নাম 'পৃথ্বী' (বিপুলা, vast, gigantic)। কিন্তু এই পৃথিবী সৌর-মণ্ডলের একটি ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র—সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ-উপগ্রহ আবর্তিত হইতেছে, তাহাদের অন্যতম—মুখ্যতম নয়—a mere point in space। কারণ, সৌরমণ্ডল ত' একটি নয়—অগণ্য। Each star is a sun and the centre of a solar system—প্রত্যেক তারা এক একটি সূর্য এবং এক এক সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থ। স্যার জেম্‌স্‌ জিন্‌স্‌ (Sir James Jeans) বলেন, অন্ততঃ ১০০০০ কোটি ঐরূপ তারা-সূর্য আছে। স্যার আর্থার এডিংটনের (Sir Arthur Eddington) গণনা আরও বিস্ময়কর। তিনি বলেন, আমাদের সৌরমণ্ডল যে Galaxy-র (ছায়াপথের) অন্তর্গত, ঐ ছায়াপথে এক লক্ষ কোটি তারা আছে, আর বিশ্বে ঐরূপ এক লক্ষ-নিযুত Galaxy আছে! উপনিষদের সেই প্রাচীন কথা—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—ত্রিপাদবিভূতি, ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থাৎ, সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন

—দেবী ভাগবত, ৯।৩।৭

'বরং সমুদ্রের সৈকতকণার সংখ্যা করা যায় কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অগণ্য !'—'Worlds are scattered, like dust in the abysses of space'.

সেইজন্য প্রাচীনেরা বলিতেন—

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু—লিঙ্গপুরাণ

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি, ৪৪।২৯

"সাগর লহরী-সমানা' কোটি কোটির অযুত অযুত ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্বুদ্ সৃষ্টি-সমুদ্রে উত্থিত ও পতিত হইতেছে।'

মানুষের তুলনায় এই বিপুল সৃষ্টি-সৈকতের বালুকণা পৃথিবী পৃথ্বী বটে—কিন্তু সূর্যের তুলনায়? পৃথিবীর পরিধি মাত্র ২৫০০০ মাইল, সূর্যের ৮০০০০০ মাইল—কিন্তু এমন সব প্রকাণ্ড তারা আছে যাহারা সূর্যের চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বড়—a class of giant stars, a million times bigger than the sun (Lodge)। তাহাদের তুলনায় মানুষ কি গণনার মধ্যে আসিতে পারে ?

আর গুরুত্বের দিক্ দিয়া যদি দেখি, তবে মানুষ আরও নগণ্য হইয়া পড়ে। প্রমাণ-মানুষের ওজন দুই মণ, আড়াই মণ। পৃথিবীর ? ৬এর পৃষ্ঠে ৫৬৭টা শূন্য মণ। সূর্যের গুরুত্ব (weight) পৃথিবীর ৩৩২০০০ গুণ। আবার অ্যাণ্ড্রোমিডা-নক্ষত্রে যে নীহারিকা দৃষ্ট হয়, তাহার গুরুত্ব সূর্যের চেয়ে ৪৫০ কোটি গুণ !

'The great nebula in Andromeda weighs 4500 million times the weight of the sun.'

আবার কতটা স্থান জুড়িয়া বিশ্ব বিস্তৃত আছে যদি একবার ভাবিয়া দেখা যায়, তবে সৃষ্টির বিশালতার তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্রতা মনে করিয়া

লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। আমরা জানি, পৃথিবী হইতে স্থর্যের দূরত্ব ৯২½ কোটি মাইল। সেণ্টুরি তারার দূরত্ব ২৫ লক্ষ কোটি মাইল। কিন্তু এমন সব তারা আছে যাহাদের তুলনায় সেণ্টুরি নেহাৎ নিকটে। ঐ সব তারা হইতে পৃথিবীতে আলোক পঁহুছিতে ১৪ কোটি বৎসর লাগে, অথচ আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। অর্থাৎ, ঐ সকল তারার দূরত্ব ৮ কোটির উপর ১৩টা শূন্য মাইল!

Hubble has found that the most remote objects visible in the biggest telescope on earth are so distant that light travelling 186000 miles a second, takes about 140 million years to come from them to us.—Jeans.

তবেই দেখা গেল—

'The solar system, vast as it may appear to us, is nothing but an insensible point'.

—আমাদের এই বিরাট্-বিশাল সৌরমণ্ডল স্থবিশাল বিশ্বের তুলনায় একটা বিন্দুমাত্র—আর মানুষ ঐ বিন্দুর বিন্দুর বিন্দুর বিন্দু অর্থাৎ Pointএর Pointএর Pointএর Point—এতটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণেরও দুর্লক্ষ্য!

আর এক কথা। প্রাণিজগতে মানুষ নবাগত জীব—একেবারে আভিজাত্যহীন—'He is the parvenu of creation!' কেন? ভূতত্ত্ব-বিদেরা বলেন, পৃথিবীর বয়স ৪০ কোটি বৎসর—ঐ কালের মধ্যে কতবিধ প্রাণীর উদ্ভব ও বিলয় ঘটিল—অবশেষে মানুষ স্থষ্টির রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন—মাত্র ৬০ লক্ষ বর্ষ আগে!

We had to wait for 400 million years for the appearance of the human race upon this planet.—Lodge.

Man appeared on this globe only 6 million years ago.

—Keith.

So he is the most modern of mammals.

শুধু তাই নয়—স্যার অলিভার লজের ভাষায়, মানুষ 'is immature, ugly like an embryo (ভ্রূণের মত কুৎসিৎ), unfinished, incomplete, imperfect—full of sin and every kind of abomination,' অর্থাৎ সে হীন, দীন, মলিন, কু-লীন এবং সর্ববিধ পাপতাপ দুঃখ-দৈন্যে জর্জরিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন পরিহাস-রসিক ঠিক্ই বলিয়াছেন —Men are only tigers in trousers and apes in aprons। তাহার আবার নিয়তি লইয়া মাথা ব্যথা! তাহার তুচ্ছতা সম্পর্কে কবির নিম্নোক্তিই শেষ কথা নয় কি?

Raving politics, never at rest—
As this poor earth's pale history runs,
What is it all but a trouble of ants
In the gleam of a million million of suns?
—Tennyson in 'Vastness'.

অথচ এই মানুষের প্রসঙ্গেই বাইবেল বলিয়াছেন—Lord! What is man, that Thou art mindful of him? মহাকবি শেক্‌সপিয়র হ্যামলেটের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

What a piece of work is a man! How noble in reason, how infinite in faculty! In form and moving, how express and admirable! * * The beauty of the world! The paragon of animals!—Act II, 2.

এই মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই শুকদেব ভাগবতে বলিয়াছেন—

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ-পশূন্ খগদংশমৎস্যান্।
তৈস্তৈঃ অতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥—১১।৯।২৮
(পুরুষং মনুষ্যদেহম্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)

অর্থাৎ, ব্রহ্মণ্যদেব বহুবিধ পুর রচনা করিলেন—পাদপ কীট পতঙ্গ

মৎস্য সরীসৃপ পশু বানর ইত্যাদি—পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ (বৃহ, ২।৫।১৮)—চতুষ্পদ দ্বিপদ কত কি—কিন্তু তাহাতে তিনি তুষ্ট হইলেন না—যতক্ষণ না মানুষ সৃষ্টি করিলেন; যখন 'পুরুষং বিধায়', তখন বলিলেন, 'সুকৃতং—well done' (পুরুষো বাব সুকৃতম্—ঐতরেয়, ২।৩); তখন 'মুদমাপ দেবঃ'—তখনই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন। সেইজন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণের যতেক রূপ, সর্বোত্তম নররূপ।'

সেই Psalmist-এর কথা—'We are fearfully and wonderfully made.'

প্রাচীন গ্রীসেও এই ধরণের একটি প্রবচন ছিল—

'Wonders are many but nothing is more wonderful than Man.'

এ সকল উক্তির সার্থকতা কি?

সার্থকতা এই যে, মানব অমৃতের পুত্র*—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্বেদ, ১০।১৩।১), সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের অংশকলা (They are divine fragments)—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ (গীতা, ১৫।৭)—সেই অমৃতসিন্ধুর বিন্দু, সেই জলিতাগ্নির কণা, সেই ব্রহ্মপাবকের স্ফুলিঙ্গ, সেই পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি। সেইজন্য বাইবেল বলিয়াছেন—

God created man in His own image, in the image of God created He him.—Genesis, I. 27.

উপনিষদের উক্তি আরও উদাত্ত—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

---

* They (men) are the sons of God.—Sir Oliver Lodge's Making of Man. পিতাসি নঃ (ঋগ্বেদ)।

তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ! ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥—মুণ্ডক, ২।১।১

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে 'সরূপ' বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব বিসৃষ্ট হয় এবং অন্তিমে তাঁহাতেই বিলীন হয়।'

'সরূপ' স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ *Kindred* sparks—কারণ, অগ্নের্হি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব (বৃহদারণ্যক শঙ্করভাষ্য, ২।১।২০)। অতএব যখন মানবের দীনতা হীনতার কথা মনে উত্থিত হইবে, তখন যেন মনে থাকে—Man is not man as yet (Browning)—সে এখনও স্ফুলিঙ্গমাত্র—কিন্তু একদিন অগ্নিতে সন্ধুক্ষিত হইবে—this spark will one day be fanned into flame.

They come forth, fragments of Itself, thrown out by the One life, sparks of the Eternal Flame, themselves to become flames.—Annie Besant.

সেইজন্য স্যার অলিভার লজ 'Potential Divinity of Man'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। সে আজ ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী বটে—

'The soul is an exile from some other sphere, wearing for the moment, perhaps, a beggar's disguise'.—Santayana.

—কিন্তু মনে থাকে যেন যে, মেষের দলে প্রবিষ্ট হইলেও সে আত্মবিস্মৃত সিংহশিশু—অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেতাশ্বতর, ৪।৭)—একদিন সে নিজের আভিজাত্য স্মরণ করিবে, নষ্টা স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে—তখন ? স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ (ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২), এবং সে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ (শ্বেত, ৪।৭)। অতএব মানবের তুচ্ছ বর্তমান ছাড়িয়া তুঙ্গ ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে—তাহার মধ্যে যে সমস্ত সম্ভাবনা এখন অব্যক্ত আছে, যে সমস্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে—কারণ, মানব বস্তুতঃই ব্রহ্মখণ্ড—'We are

Gods in the making, Christs in the becoming, Logoi in gestation'.

সেইজন্য ঋষিরা মানুষকে এত সম্মান করিয়াছেন—ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ—God is in the slave, God is in the sinner* এবং সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

নমস্যেতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি ॥— ভাগবত, ৩।২৯।২৯

'কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না—সকলকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখ—সকলকে বহুমান সহকারে প্রণাম কর। কেননা ব্রহ্মণ্যদেব সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন।' তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্ত দেহই ব্রহ্মপুর—ইদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে (ছা, ৮।১।১)—সমস্ত শরীরই দেবালয়—(tabernacles of God)—দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ (মৈত্রেয়ী, ২।১)।

Know ye not that you are the tabernacles of God and the Most High dwelleth in you.—St. Paul.

মানুষ যদি ব্রহ্ম-খণ্ড হয়, যদি সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের সন্তান হয়, তবে ত' সে দায়াধিকারস্বত্বে পিতৃগুণে গুণবান্—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

—তবে ত' যিনি 'অস্তি ভাতি প্রিয়', সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যে সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহার সেই প্রতাপ (Power), প্রজ্ঞা (Wisdom) এবং প্রেম (Love) মানুষের মধ্যেও অস্ফুটভাবে বিদ্যমান। অতএব মানুষ হীন মলিন কিসে? অবশ্য ব্রহ্মে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম দেদীপ্যমান, পূর্ণভাবে বিকশিত এবং মনুষ্যে ঐ Life, Light ও Love অর্ধবিকশিত। সেইজন্যই ত' বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২

---

* অর্থাৎ, Penetrate to the greatness of the humble—the divine spark in the clod.—John Buchan.

যৎসর্বজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকম্ অন্যৎ তৎ
—শঙ্করভাষ্য

কিন্তু তথাপি তত্ত্বতঃ (essentially) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—সোঽহং, তত্ত্বমসি। অতএব জীবের নিয়তির আলোচনা নিরর্থক কিসে ?

আপত্তি উঠিবে, দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ—দেহের অতিরিক্ত, মানুষের জীব বলিয়া কোন কিছু আবার আছে নাকি ? যাহাকে আমরা চৈতন্য বলি, উহা ত' মস্তিষ্কের পরিস্পন্দ মাত্র (Vibration of brain cells—chemical reaction of molecules)। চার্বাকের মন্ত্রশিষ্য জড়বাদী বলেন :—

As the liver secretes bile, so the brain secretes thought.—অর্থাৎ, যেমন যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসরণ হয়, সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার ক্ষরণ হয়।

অতএব জীব বলিয়াই যখন কোন কিছু নাই, তখন 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা' করান কেন ? উত্তরে জড়বাদীকে স্মরণ করাইয়া দিই, Consciousness is the absolute world-enigma—সম্বিৎ বিশ্বের চরম প্রহেলিকা—এক নিঃশ্বাসে তাহার সমাধানের সাহস করিও না। বিশ্রুত তাত্ত্বিক শোপেন্‌হাওরের (Schopenhauer-এর) কথা একবার মনে কর—The supreme blasphemy is the denial of the *indestructible* essence within us—'অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যান একটা বিরাট্ বিয়াকুবি'। সেই যে অজর, অমর, অক্ষর আত্মতত্ত্ব, উহাই জীব—যাঁহার ক্ষয় ব্যয় উপচয় অপচয় নাই—

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—ছান্দোগ্য, ৬।১১।৩

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ—কঠ, ১।২।১৮

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ—গীতা, ২।২৪

—For him the hour shall never strike—the Deathless, the Eternal, the Immortal !

Ages pass away
And worlds grow old and go to wreck :
The soul alone endures.—Southey.

অতএব জীবের নিয়তি (Destiny) আছে বৈকি। ঐ নিয়তি কি ?

The soul of man is eternal and its future is the future of a thing whose splendour has no limit (The Idyll of the White Lotus)—অর্থাৎ অজর, অমর, অক্ষর জীবের যে ভবিষ্যৎ নিয়তি, তাহার যে ভাবী মহিমা-গরিমা, তাহা ইয়ত্তার অতীত।

কালের ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আমরা এই প্রসঙ্গের একবার অনুধ্যান করি, তবে দেখিতে পাই যে, জীব-বীজ প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত, মুকুলিত, বিটপিত হইয়া একদিন মহা মহীরুহে পরিণত হয়—

He is sown in weakness in order to be raised in power.
—Bible.

গীতার সেই প্রাচীন কথা—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্— ১৪।৩

এ বীজ বপনের উদ্দেশ্য কি ? ঐ বীজ হইতে কালে বিশাল বিটপী উত্থিত হইবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতি একঃ—শ্বেত, ৩।৯

ইহাকেই বলে বিবর্তন স্রোতঃ—creative evolution—অধ্যাপক বার্গসঁর Elan Vital,—

Which 'by its internal push has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies.'

লক্ষ্য করিবেন, সৃষ্টির এই ব্যাপার যদৃচ্ছার খামখেয়াল নহে—বিশ্বের এই বিবর্তনের মধ্যে 'one increasing purpose runs'— .

'মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি—যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি'

—'a great collective movement carrying individuals to ends greater than themselves and unforeseeable by living men.'

ফলে,—

মরে পিতা মরে পুত্র না মরে মানব
উন্নতির তিল-অর্ধ না হয় লাঘব।

The Individual withers, the Race is more and more.
—Tennyson.

অতএব—

'Evolution is God's plan for the universe, of which I am a part and I am proceeding towards a *goal* of unimaginable power and glory—at a speed which depends wholly on my own efforts.'

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া John Hargrave বলিয়াছেন—

I believe in the nameless God * * I believe in the holy Catholic body of *mankind*, the resurrection of common sense and *Evolution Everlasting*.

বাস্তবিকই বিবর্তনের বিপরিণাম অনন্ত, অতর্ক্য, অচিন্ত্য।

এই দীর্ঘ জীবনযাত্রার পথে পর্যটন করিয়া জীব অজ্ঞ হইতে সর্বজ্ঞ হয়—ইহাকেই বলে 'the long pilgrimage of the soul from Nescience to Omniscience.'

এই বিবর্তন পথের পর্বগুলি কি? What are the stages? সুফি সাধক জালালুদ্দীন রুমি এই পর্বগুলির সুন্দরভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

I died from the mineral and became a plant.
I died from the plant and reappeared in an animal.
I died from the animal and became a man.
When did I grow less by dying?—Masnavi.

স্থাবর থেকে পাদপ (গুল্ম, লতা, তরু, বিটপী, বৃক্ষ, মহীরুহ) তারপর পশু (কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী, জন্তু, বানর)—শেষে মানুষ। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে এই বিবর্তন-ধারার সবিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয় :—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশৎলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ ॥

বিবর্তনের মূলসূত্র—অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ (সাংখ্যসূত্র, ৩।১)—অর্থাৎ, অবিশেষ হইতে বিশেষ এবং বিশেষ হইতে সবিশেষ (from the homogeneous to the heterogeneous and from the less heterogeneous to the more heterogeneous)। জীব বিবর্তন-স্রোতে ভাসমান হইয়া প্রথম স্থাবরজগতে (Inorganic world-এ) প্রবেশ করিয়া mineral kingdom-এ উপনীত হয়। স্থাবরের পর 'জঙ্গম সৃষ্টি' (Organic world)। জঙ্গম জগতে জীব বিবর্তনের নিঃশ্রেণীর (Ladder of Evoluton-এর) ধাপে ধাপে উঠিয়া জলজ, কূর্ম, পক্ষী, পশু এবং বানর-যোনিতে লক্ষ লক্ষ বার ভ্রমণ করিবার পর মনুষ্য-যোনিতে প্রবেশ করে। কিন্তু মানবতাই কি বিবর্তনের চরম লক্ষ্য ? মানুষ অসভ্য, অর্ধসভ্য, সভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া সুসভ্যতায় উপনীত হয়। ইহাকেই বলে 'দ্বিজ' হওয়া—

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।

দ্বিজ = Twice born—'সংস্কৃত'—সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। যীশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—যদি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে চাও, তবে দ্বিজ হইতে হইবে——Unless you be born again, born from above—you cannot enter the Kingdom of Heaven. কিন্তু দ্বিজত্বই বিবর্তনের চরম নহে। দ্বিজকে 'ব্রাহ্মণ' হইতে হইবে—

সর্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যগাৎ—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

যজ্ঞ যেমন 'জগ্‌গি' নয়, ব্রাহ্মণও তেমন 'বামুন' নয়। ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ।

তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ * * স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব—বৃহদারণ্যক, ৩।৫।১

that is, by living as chance may determine, অর্থাৎ—যদৃচ্ছা-লাভসন্তুষ্টঃ (গীতা, ৪।২২)। সেইজন্য 'ব্রাহ্মণে'র সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলিতেন—

সঙ্খারানং খয়ং ঞত্বা অকতঞ্‌ঞূহসি ব্রাহ্মণ—ধম্মপদ, ব্রাহ্মণ, ১

—'ব্রাহ্মণ' তিনিই, যিনি অ-কৃতজ্ঞ—যিনি সেই অকৃত অমৃত অক্ষিত তত্ত্বকে জানেন। কিন্তু এখনও বিবর্তনের চরম দূরস্থ।

এইবার সাধারণ বিবর্তনের (normal evolution-এর) সমতলক্ষেত্র ছাড়িয়া জীবকে অ-সাধারণ বিবর্তনের (Supernormal Evolution-এর) তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে—তাহাকে অতিমানব—Superman —Angel হইতে হইবে।

Next time I shall die from the man
That I may grow the wings of the Angel.—Masnavi.

দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহ, ৪।১।২

তারপর তাহাকে স্বরাট্ বিরাট্ অতিরাট্ হইতে হইবে।

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসঃ পতিম্—তৈত্তি, ১।৫
তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২
সঙ্কল্পাদ্ এবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি—ছান্দোগ্য, ৮।২।১
সর্বে অস্মৈ দেবা বলিম্ আবহন্তি—তৈত্তি, ১।৪
অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

'তিনি স্বরাট্ হন, মনস্পতি হন—সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়—তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে পিতৃগণ উত্থিত হন, দেবগণ তাঁহাকে বলি বহন করেন—এক কথায়, তিনি অনন্যাধিপতি (একরাট্) হন।'

বিবর্তন-সিদ্ধ এইরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। * * যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ—বৃহ, ১।৪।১

'আদিতে আত্মা 'পুরুষ'রূপ ছিলেন। তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে কেন? পুরা ঔষৎ=পুরুষ।—যেহেতু তিনিই প্রথম হইয়া অন্য সকলের পূর্বে সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন।'

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—

স চ প্রজাপতিরতিক্রান্তজন্মনি সম্যক্ কর্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায়াং যদ্ যস্মাৎ কর্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্বঃ প্রথমঃ সন্ অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিৎসুসমুদায়াৎ সর্বস্মাৎ আদৌ ঔষৎ অদহৎ। কিম্? আসঙ্গাজ্ঞান লক্ষণান্ সর্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্ব-প্রতিবন্ধক-কারণভূতান্।

'সেই প্রজাপতি পূর্বজন্মে সাধকাবস্থায় কর্মজ্ঞানধ্যানাদির সাধনা দ্বারা—যেহেতু প্রজাপতিত্ব-লাভেচ্ছু অন্যান্য সাধকদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছিলেন এবং সর্বপ্রথমেই প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকভূত আসক্তি অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাকে 'পুরুষ' বলে।

পুরা=প্রথমে, উষ্=দহন।'*

এ কথার তাৎপর্য এই যে, পূর্বকল্পের যে সকল সাধকোত্তমেরা সাধনপথে ভূয়ঃ অগ্রসর হইয়া মোক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম, তিনি কল্পান্তে ব্রহ্মে বিলীন হন। সাংখ্যেরা এইরূপ পুরুষকে 'প্রকৃতিলীন' বলেন। যখন আবার কল্পের আরম্ভ হয়, যখন প্রলয়ের অবসানে আবার সৃষ্টির উদয় হয়, তখন সেই 'সর্ববিৎ সর্বকর্তা' পুরুষ কোন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্বের অধিকার বহন করিবার জন্য মহেশ্বর

* পুরাণে লিখিত আছে, আগামী কল্পে আঞ্জনেয় এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হইবেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মা is 'result of evolution'। তিনি জন্য-ঈশ্বর—নিত্য-সিদ্ধ নহেন।

কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া প্রজাপতিরূপে আবির্ভূত হন। অর্থাৎ, যিনি এক কল্পের প্রজাপতি, তিনি অন্য কল্পের সিদ্ধজীব। *

বলা বাহুল্য—ব্রহ্মাণ্ড যখন অগণ্য, তখন ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী প্রজাপতিও অসংখ্য।

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥
—যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি-প্রকরণ, ৪৪।২৯-৩০

'যেমন সমুদ্রে অসংখ্য ঊর্মি, যেমন আকাশে অগণ্য ধূলিকণা, সেইরূপ মহেশ্বরের বক্ষে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড।' যিনি মহেশ্বর, ঈশ্বরের ঈশ্বর (তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—শ্বেত, ৬।৭), তিনি এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু ঐ সকল প্রজাপতি, যাঁহারা 'জন্য'-ঈশ্বর, তাঁহারা সংখ্যাতীত—এবং প্রত্যেকেই ত্রিমূর্তি (Trinity)—তিনেই এক, একেই তিন।

অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
হরয়শ্চ হ্যসংখ্যাতাঃ এক এব মহেশ্বরঃ॥—লিঙ্গ পুরাণ

'রুদ্র সংখ্যাতীত, ব্রহ্মা সংখ্যাতীত, বিষ্ণু সংখ্যাতীত—কিন্তু মহেশ্বর (যিনি নিত্যঈশ্বর) তিনি এক ও অদ্বিতীয়।'

এ সম্বন্ধে দেবী ভাগবত এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে॥
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥—৯।৩।৭-৮

'বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা

---

* Learn life's old secret—
Peace is still
Eternal gain of those
Who do his will.—F. H. Aldhouse.

কখনও করা যায় না। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা গণনাতীত।'

ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ যে সিদ্ধ সাধক, সাধনার পারগত জীব, যোগ-বাশিষ্ঠ এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন,—

পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসাম্ভোরুহাস্পদম্।
কশ্চিদেব চিদুল্লাসো ব্রহ্মতাম্ অধিতিষ্ঠতি॥
সারেণ পুরুষার্থেন স্বেনৈব গরুড়ধ্বজঃ।
কশ্চিদেব পুমান্ এব পুরুষোত্তমতাং গতঃ॥
পৌরুষেণৈব যত্নেন ললনাবলিতাকৃতিঃ।
শরীরী কশ্চিদ্ এবেহ গতশ্চন্দ্রার্ধচূড়তাম্॥

—যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু, ৪।১৪-৬

'কোন পুরুষ প্রযত্নদ্বারা পৌরুষ অবলম্বন করিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার পদবী লাভ করিয়াছেন, কোন পুরুষ চেষ্টার দ্বারা গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পৌরুষ প্রয়োগদ্বারা অন্য কোন পুরুষ অর্ধনারীশ্বর চন্দ্রচূড়ের অধিকার লাভ করিয়াছেন।'

বিবর্তনের ফলে এই যে আমরা সাধনসিদ্ধ সাধকের প্রজাপতিত্বরূপ উচ্চ পদবী লাভের কথা বলিলাম—এ সমস্তই কাল-সাপেক্ষ—কালক্রমের অনুযায়ী, অর্থাৎ মানবের এই তুঙ্গ শৃঙ্গে অধিরোহণ জন্য হয়ত' কল্প কল্পান্ত লাগিবে, অর্থাৎ, time is an important factor। অবশ্য উন্নতিই বিশ্বের নিয়ম—Progress is undoubtedly the law of life। কিন্তু প্রথম প্রথম—ঐ উন্নতি অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র* এইরূপ লিখিয়াছি :—

Things have moved on to be sure—but only in arithmetical progression, 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. Presently,

* 'The Inevitability of Progress' in 'Theosophical Gleanings', pp. 193-4.

let us hope, it will gather momentum and the progression will become what is called geometrical, 1, 3, 9, 27, 81, 243 and so on. Later still, (this is not a bold prophecy to make), the meandering stream, when nearing the sun-lit sea, will turn into a mighty torrent, so that in the closing stages of humanity, progress will mount up, as Bishop Leadbeater says, by "Powers"—3, 9, 9 × 9 = 81, 81 × 81 = 6,561 and so on. But all through, the time element will be in operation,—কালঃ কলয়তাম্ অহম্ (গীতা, ১০।৩০)।

কিন্তু শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, দ্রুতই হউক বা মন্থরই হউক, মানব যখন একদিন ঐ প্রজাপতিত্বের তুঙ্গ তোরণে আরূঢ় হইবে, তখনই কি বিবর্তনের বিশ্রান্তি হইবে? না, হইবে না। জালালুদ্দীর রুমির ভাষায়—

Once more shall I wing my way above the Angels.
I shall become that which entereth not the imagination.
'Verily unto Him shall we return'.

ইহাকেই এদেশে বলে ব্রহ্মসাযুজ্য—গীতা যাহাকে বলিয়াছেন—'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' (১৪।২)। যাঁহারা 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ', অর্থাৎ, যাঁহাদের ব্রহ্ম-ধর্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দভাব সুবিকশিত, যাঁহাদের প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম কাষ্ঠাপ্রাপ্ত—তাঁহারা, গীতার কথায়,—

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ—১৪।২

—তাঁহারা আবর্তন-নিবর্ত্তনের অতীত হন।

ন পুনরাবর্তন্তে—প্রশ্ন, ১।১০

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২

ইহাকেই খৃষ্টান বলেন, বৈকুণ্ঠের তোরণের স্তম্ভ হওয়া—

Becomes a pillar in the temple of God, he goes out no more.

Though paths be straight or winding,
Through many lives be trod,
Each becomes *at last* a pillar
In the temple of God.
—Claude L. Watson.

শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' বলিলেন—সে সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের এই অমোঘ নির্দেশ—'Be ye perfect as your Father in Heaven is perfect'—'পরব্যোমে পরম পিতা যেমন পূর্ণ, তেমনি সম্পূর্ণ হও।'*

ইহাকেই বলে—'Getting back to God'.

There is no path more rugged
Than that which Christ hath trod,
Not a way so far off straying
But it comes at last to God.
—C. L. Watson.

ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ—'the radical need of losing ourselves again in God' (George Santayana).

কারণ,

Man, who is from God sent forth
Doth again to God return.—Wordsworth.

আমরাও এ দেশে ঐভাবে বলি—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে—শ্বেতাশ্বতর, ১৬

* খৃষ্টানেরা ইহাকে অন্যভাবে বলেন—যীশুখৃষ্টের প্রাংশুত্বের সমকক্ষ হওয়া। The Christ is born within the heart of every one of us, but, remember, He must grow within us so that we may come to the measure of the stature of His fulness.—Bishop C. W. Leadbeater.

আর একজন খৃষ্টভক্ত মধুর ভাষায় বলিয়াছেন—

Tho' Christ a thousand times in Bethlehem be born
Unless He be born within you you are forlorn.

চক্রের যেখানে আরম্ভ, সেখানেই শেষ—জীব ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া এই ব্রহ্ম-চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে, চরমে ব্রহ্মেই প্রত্যাবর্তন করে—তখন সে বলিতে পারে—'The wheel has come full circle, I *am* here' (Shakespeare)। তখন কি হয় ?

When the Infinite within wakes up to the Infinite without, it is then we hear the golden harmony.

—তখন নদী সাগরে সঙ্গত হয়—যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে (মুণ্ডক, ৩।২।৮)—অন্তরাত্মার অনন্ত পরমাত্মার অনন্তে একীভূত হয়—তখন সেই অনাহত স্বর বাজিয়া উঠে, যাহার ধ্বনি শুনিয়া কবীর গাহিয়াছেন—

কোটি ভান রাগ কা রূপা।
বীন সৎধুন বাজে অনূপা ॥

—সত্য ধ্বনির সেই বীণা অনুপম বাজে, যে রাগিণীর রূপ কোটি ভানু সমুজ্জল। ঐ সুপ্ত রাগিণীকে জাগাইবার জন্য কবীর অন্যত্র বলিয়াছেন—

সুর গম্ভীরা, কহে কবীরা
সুতল ব্রহ্ম জাগাও।

সকল সাধনার উহাই ত' চরম লক্ষ্য ! ব্রহ্মে জীবের ঐ প্রত্যাবর্তনকে —(getting back to Godকে) ঋগ্‌বেদের ঋষি—'অস্তে' আগমন বলিয়াছেন। হিত্বায় অবদ্যং পুনরস্তমেহি (ঋগ্বেদ, ১০।১৪।৮)—'হে জীব ! সমস্ত অবদ্য (অঞ্জন, stain) পরিহার করিয়া আবার 'অস্তে' ফিরিয়া আইস।' অস্ত শব্দের বৈদিক অর্থ—ধাম, গৃহ, home ; অতএব অস্তে আগমনের অর্থ স্বধামে প্রত্যাবর্তন—যদ্ধাম পরমং মম (গীতা, ৮।২১)। মানবের প্রকৃত ধাম (real home) কি ? ব্রহ্ম, God। এই জন্য কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন—

Trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.

বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে—'অস্তংগত' বলিয়াছেন—

অত্থং-গতস্‌স ন পমানং অত্থি—সুত্তনিপাত, V, ১০৭৬

যিনি 'অস্তং গত', যিনি স্বধাম-প্রত্যাবৃত্ত, তাঁহার ইয়ত্তা নাই—For him who has gone home, there is no standard of measure.

—Grimm, p. 519.

ইহা বিচিত্র নহে—কারণ, যিনি অকাম, নিষ্কাম, আত্মকাম, আপ্তকাম হইয়া—'মম সাধর্ম্যম্ আগত' হইয়া 'অস্তং' গত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি 'ব্রহ্মসংস্থ', তিনি ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—

অকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ * * ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি

—বৃহ, ৪।৪।৬

তিনি যীশুখৃষ্টের সহিত স্বর মিলাইয়া বলিতে পারেন—I and my Father are one—'সোঽহম্ অস্মি'। এই সোঽহং-সিদ্ধিই মানবের উচ্চ নিয়তি (High Destiny)।* যখন মানব সোঽহং-সিদ্ধ হয়, তখনই সেই নিয়তি সম্পূর্ণ হয়।

* 'Absolute repose, absolute fecundity' this, says Ruysbroeck, is the twofold property of Godhead ; and the secret child of the Absolute (অমৃতস্য পুত্র) participates in this dual character of Reality—'for this dignity has man been made'.—Underhill's Mysticism, p. 519.

নবম অধ্যায়

জীবের ইন্দ্রিয় শক্তি

বেদান্তমতে ব্রহ্ম 'অনন্তশক্তি-খচিত'—অনন্ত-শক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বে-শ্বরেশ্বরম্ (রামানুজ)। ব্রহ্ম যখন অনন্ত-শক্তি-খচিত, তখন ব্রহ্মখণ্ড (মমৈবাংশঃ—গীতা, ১৫।৭) জীবও অনন্ত-শক্তি-খচিত। ব্রহ্মকে যে জীব হইতে অধিক বলা হয়—(অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২), তাহার তাৎপর্য ইহা নয় যে, জীব ও ব্রহ্মে কোন তাত্ত্বিক ভেদ আছে। অগ্নিতে ও বিস্ফুলিঙ্গে, সমুদ্রে ও তরঙ্গে কি তাত্ত্বিক ভেদ সম্ভবে? ভেদ এই মাত্র যে, জীবে যাহা বীজাবস্থ, ব্রহ্মে তাহা সম্পূর্ণ—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ (শুক্লযজুঃ শান্তিমন্ত্র)।

আমরা জানি, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি-খচিত হইলেও, তাঁহাতে তিনটি শক্তি বিশেষভাবে বিস্ফূর্জিত—প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম (power, wisdom, and love)—পুরাণের ভাষায়, যাহাদিগের নাম সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। যখন—'God created man in His own image' (Bible), যখন জীব শিবের প্রতিচ্ছায়া—তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

প্রভেদ এই—ব্রহ্ম সুব্যক্ত সচ্চিদানন্দ আর জীব অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ। তথাপি জীবের মধ্যেও ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম, ঐ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তি বিস্ফূর্জিত না হইলেও বীজাবস্থায় বিদ্যমান; এবং বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে ঐ অব্যক্ত শক্তিত্রয় কালের পূর্ণতায় সুব্যক্ত হইয়া জীবও সম্পূর্ণ হইবে; এবং যীশুখৃষ্টের অমোঘ বাণী—'Be ye perfect as your Father in Heaven is perfect'—এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন

করিবে ; এবং গীতার ভাষায়, 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' (১৪।২) হইয়া পরব্যোমে পরম পিতা যেমন সম্পূর্ণ, সেইরূপ সম্পূর্ণতায় মণ্ডিত হইবে।

আমরা জানি, উচ্চ ভূমিকায় যাহারা প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমশক্তি—নিম্ন ভূমিকায় তাহারাই জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিরূপে প্রকাশিত। আমরা জানি, শক্তির প্রকাশের জন্য উপাধির প্রয়োজন—উপাধি ব্যতীত শক্তির প্রকাশ স্তম্ভিত থাকে। ইহাই কোশের উপযোগিতা। ক্রিয়াশক্তির প্রকাশের জন্য অন্নময় কোশ (physical body); ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের জন্য প্রাণময় বা কামময় কোশ (astral body); জ্ঞানশক্তির প্রকাশের জন্য মনোময় কোশ (mental body); সম্বিৎশক্তির প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানময় কোশ (causal body) ; হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশের জন্য আনন্দ-ময় কোশ (buddhic বা bliss body); এবং সন্ধিনী শক্তির প্রকাশের জন্য হিরণ্ময় কোশ (atmic বা spiritual body)। এ বিষয়ের আমরা পূর্ব অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যদি আমরা অন্নময় কোশ বা স্থূল শরীরের প্রতি লক্ষ্য করি, তবে ঐ শরীরে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় লক্ষিত হয়। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ; এবং বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ। এই দশ ইন্দ্রিয়ের উপরে আর একটি ইন্দ্রিয় আছে, তাহার নাম মনঃ। মনঃ একাধারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ; সেজন্য মনকে উভয়াত্মক বলা হয়। এক হিসাবে মনই ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ—(কঠ, ২।৩।৭); কারণ মনোযোগ ভিন্ন দর্শন, শ্রবণাদি কোন কিছুরই ব্যাপার হয় না। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্, অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্ ইতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি—১।৫।৩

কৌষীতকী উপনিষদেরও ঐ কথা—

অন্যত্র মে মনোঽভূৎ ইত্যাহ নাহম্ এতং গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি—৩।৭

নবম অধ্যায়

জীবের ইন্দ্রিয় শক্তি

বেদান্তমতে ব্রহ্ম 'অনন্তশক্তি-খচিত'—অনন্ত-শক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্ (রামানুজ)। ব্রহ্ম যখন অনন্ত-শক্তি-খচিত, তখন ব্রহ্মখণ্ড (মমৈবাংশঃ—গীতা, ১৫।৭) জীবও অনন্ত-শক্তি-খচিত। ব্রহ্মকে যে জীব হইতে অধিক বলা হয়—(অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২), তাহার তাৎপর্য ইহা নয় যে, জীব ও ব্রহ্মে কোন তাত্ত্বিক ভেদ আছে। অগ্নিতে ও বিস্ফুলিঙ্গে, সমুদ্রে ও তরঙ্গে কি তাত্ত্বিক ভেদ সম্ভবে? ভেদ এই মাত্র যে, জীবে যাহা বীজাবস্থ, ব্রহ্মে তাহা সম্পূর্ণ—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ (শুক্লযজুঃ শান্তিমন্ত্র)।

আমরা জানি, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি-খচিত হইলেও, তাঁহাতে তিনটি শক্তি বিশেষভাবে বিস্ফূর্জিত—প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম (power, wisdom, and love)—পুরাণের ভাষায়, যাহাদিগের নাম সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। যখন—'God created man in His own image' (Bible), যখন জীব শিবের প্রতিচ্ছায়া—তখন জীবও সচ্চিদানন্দ।

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

প্রভেদ এই—ব্রহ্ম সুব্যক্ত সচ্চিদানন্দ আর জীব অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ। তথাপি জীবের মধ্যেও ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম, ঐ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তি বিস্ফূর্জিত না হইলেও বীজাবস্থায় বিদ্যমান; এবং বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে ঐ অব্যক্ত শক্তিত্রয় কালের পূর্ণতায় সুব্যক্ত হইয়া জীবও সম্পূর্ণ হইবে; এবং যীশুখৃষ্টের অমোঘ বাণী—'Be ye perfect as your Father in Heaven is perfect'—এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন

করিবে ; এবং গীতার ভাষায়, 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' (১৪।২) হইয়া পরব্যোমে পরম পিতা যেমন সম্পূর্ণ, সেইরূপ সম্পূর্ণতায় মণ্ডিত হইবে।

আমরা জানি, উচ্চ ভূমিকায় যাহারা প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমশক্তি—নিম্ন ভূমিকায় তাহারাই জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিরূপে প্রকাশিত। আমরা জানি, শক্তির প্রকাশের জন্য উপাধির প্রয়োজন—উপাধি ব্যতীত শক্তির প্রকাশ স্তম্ভিত থাকে। ইহাই কোশের উপযোগিতা। ক্রিয়াশক্তির প্রকাশের জন্য অন্নময় কোশ (physical body); ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের জন্য প্রাণময় বা কামময় কোশ (astral body); জ্ঞানশক্তির প্রকাশের জন্য মনোময় কোশ (mental body); সম্বিৎশক্তির প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানময় কোশ (causal body) ; হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশের জন্য আনন্দময় কোশ (buddhic বা bliss body); এবং সন্ধিনী শক্তির প্রকাশের জন্য হিরণ্ময় কোশ (atmic বা spiritual body)। এ বিষয়ের আমরা পূর্ব অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যদি আমরা অন্নময় কোশ বা স্থূল শরীরের প্রতি লক্ষ্য করি, তবে ঐ শরীরে পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় লক্ষিত হয়। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ; এবং বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ। এই দশ ইন্দ্রিয়ের উপরে আর একটি ইন্দ্রিয় আছে, তাহার নাম মনঃ। মনঃ একাধারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ; সেজন্য মনকে উভয়াত্মক বলা হয়। এক হিসাবে মনই ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ—(কঠ, ২।৩।৭); কারণ মনোযোগ ভিন্ন দর্শন, শ্রবণাদি কোন কিছুরই ব্যাপার হয় না। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্, অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্ ইতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি—১।৫।৩

কৌষীতকী উপনিষদেরও ঐ কথা—

অন্যত্র মে মনোঽভূৎ ইত্যাহ নাহম্ এতং গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষম্ ইতি—৩।৭

এই মনের বিবিধ বৃত্তি। উপনিষদে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিঃ হ্রী র্ধী ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব—বৃহ, ১.৫।৩

যদ্ এতদ্ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ—সংজ্ঞানম্ আজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিঃ ধৃতিঃ মতিঃ মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুঃ অসুঃ কামঃ বশ ইতি—সর্বাণি এব এতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি—ঐত, ৫।২

[সংজ্ঞান = reflection ; আজ্ঞান = meditation ; বিজ্ঞান = deliberation ; প্রজ্ঞান = invention ; জূতি = suffering ; ক্রতু = force ; অসু = life ; বশ = will.—Deussen, p. 139]

এ সকল মনোবিজ্ঞানের বিচার্য—বেদান্তের নয়—সেইজন্য উপনিষদে ইঙ্গিত মাত্র আছে।

ঐ যে আমরা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিলাম—যাহাদিগকে ইংরাজিতে Organs বলে, উহারা করণ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারমাত্র—ইন্দ্রিয় নয়। ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রকৃত কেন্দ্র আত্মায়। অতএব—

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ, ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যাৎ, ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ, ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত শ্রোতারং বিদ্যাৎ, ন অন্নরসং বিজিজ্ঞাসীত অন্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ, ন কর্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্তারং বিদ্যাৎ * * ন মনো বিজিজ্ঞাসীত মন্তারং বিদ্যাৎ—কৌষীতকী, ৩।৮

'বাক্যকে নয় বক্তাকে, গন্ধকে নয় ঘ্রাতাকে, রূপকে নয় দ্রষ্টাকে, শব্দকে নয় শ্রোতাকে, রসকে নয় রসয়িতাকে, কর্মকে নয় কর্তাকে, মনকে নয় মন্তাকে জানিতে হয়।' কারণ,—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ—প্রশ্ন, ৪।৯

'সেই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীবেরই) দর্শন স্পর্শন শ্রবণ রসন ঘ্রাণন মনন বিবেচন বিহরণ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার।'

বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় শব্দের প্রাচীন অর্থ শক্তি—করণ বা Organ নহে। এইজন্য প্রাচীন উপনিষদে শক্তিহীন অর্থে 'নিরিন্দ্রিয়' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—

বহবো মর্ত্যা ব্রাহ্মণায়না* নিরিন্দ্রিয়া বিসুক্তৃতঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি

—বৃহ, ৬।৪।৪

'বহু ব্রহ্মবন্ধু নর পুণ্যহীন নিরিন্দ্রিয় হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে।'

কঠ উপনিষদে নচিকেতাঃ নিঃশক্তিক গাভীকে লক্ষ্য করিয়া এই নিরিন্দ্রিয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন,—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ—১।১।৩

পরবর্তীকালে ইন্দ্রিয়-শক্তির আধার বলিয়া উপনিষদে স্থানে স্থানে করণার্থে ইন্দ্রিয় শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—

ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ—কঠ, ১।৩।৪

ইন্দ্রিয়ৈঃ অস্য ইন্দ্রিয়াণি সংস্পৃশ্য—কৌষী, ২।১০

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথক্ ভাবম্ উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ—কঠ, ২।৩।৬

জড়বাদীর মুখে ইদানীং শুনা যায় বটে যে, যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রাকৃতিক বিবর্তনে প্রাণী-শরীরে ইন্দ্রিয়ের উদ্গম হইলে তবে দর্শন-স্পর্শনাদি মনোবৃত্তির উদয় হয়—অর্থাৎ, এ মতে অগ্রে ইন্দ্রিয়, পরে ব্যাপার—Organ precedes function. উপনিষদ্ এ মতের অনুমোদন করেন না ; উপনিষদ্ ফরাসী জৈববিজ্ঞানবিদ্ লামার্কের সিদ্ধান্তের পূর্বধ্বনি করিয়া বলেন,—Function precedes organ—অর্থাৎ আগে ব্যাপার—পরে ব্যাপারের সৌকর্যের জন্য করণ—

দর্শনায় চক্ষুঃ। অথ যো বেদ ইদং জিঘ্রাণি ইতি স আত্মা, গন্ধায় ঘ্রাণম্।

---

* ব্রাহ্মণায়নাঃ=ব্রাহ্মণাভাসাঃ (নিত্যানন্দ), ব্রহ্মবন্ধবঃ (শঙ্কর)।

অথ যো বেদ ইদম্ অভিব্যাহরাণি ইতি স আত্মা, অভিব্যাহারায় বাক্। অথ যো বেদ ইদম্ শৃণবানি ইতি স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্.

—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৪

অর্থাৎ, আত্মার দর্শনের ইচ্ছা হইলে চক্ষুঃ, ঘ্রাণের ইচ্ছা হইলে নাসিকা, বচনের ইচ্ছা হইলে বাক্, শ্রবণের ইচ্ছা হইলে শ্রোত্রের উৎপত্তি হয়। ঐ ঐ ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সাধকমাত্র, জনক নহে। কারণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির অদ্বিতীয় উৎস সেই আত্মা।

অকৃৎস্নো হি সঃ। প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ মনঃ। তানি অস্য এতানি কর্মনামানি এব

—বৃহ, ১।৪।৭

'সেই আত্মা অকৃৎস্ন (যেন divided)। প্রাণনকালে তিনি প্রাণ, বচনকালে বাক্, দর্শনকালে চক্ষুঃ, শ্রবণকালে শ্রোত্র, মননকালে মনঃ। এ সমস্ত তাঁহার কর্মনাম মাত্র (names for his functionings).'

উপনিষদে ঋষিরা ব্রহ্মকে 'বিকরণ' বলিয়াছেন। তিনি সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত অথচ সর্বেন্দ্রিয়-গুণান্বিত।

সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্—শ্বেত, ৩।১৭

তিনি—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ—শ্বেত, ৩।১৯

অচক্ষুঃ দেখিতে পান অপদ সর্বত্র যান
বিনা কর্ণে করেন শ্রবণ।
বিকরণ নিরাকার তিনি সর্বগুণাধার
হস্ত নাই করেন গ্রহণ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মের কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তাঁহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যাপার বিদ্যমান। জীবেরও একদিন এই অবস্থা ঘটিবে। যখন জীবের পূর্ণতা সিদ্ধি হইবে, তখন সেই মোক্ষের অবস্থায় বৃত্তির বিলোপ ঘটিবে বটে

কিন্তু শক্তির বিলোপ ঘটিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এ অবস্থার বিবৃতি করিয়াছেন :—

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্‌দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, ন হি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্‌দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন রসয়তে, রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে, ন হি রসয়িতুঃ রসয়তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্‌দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ রসয়েৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি। ন হি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বদেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ শৃণুয়াৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্‌দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত॥ যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ॥—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

অর্থাৎ, 'ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না, দৃষ্টি সত্ত্বেও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ উহা অবিনাশী, কিন্তু যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি দর্শন করিবেন কিরূপে? ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আস্বাদন করেন না, বচন করেন না, শ্রবণ করেন না, মনন করেন না, স্পর্শন করেন না, বিজ্ঞান করেন না—ঘ্রাণ-শক্তির,

স্বাদ-শক্তির, বচন-শক্তির, শ্রবণ-শক্তির, মনন-শক্তির, স্পর্শন-শক্তির, বিজ্ঞান-শক্তির যে বিলোপ ঘটে, তাহা নহে—ঐ সকল শক্তিই অবিনাশী; কিন্তু সে অবস্থায় যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আঘ্রাণ বা আস্বাদন বা বচন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শন বা বিজ্ঞান করিবেন?' অর্থাৎ, মুক্ত আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না।

এই যে সকল ইন্দ্রিয়শক্তি—ইহারা কি স্বতঃ প্রণোদিত? যদি না হয় তবে তাহারা কাহার প্রেরণায় প্রেরিত হয়? কেন-উপনিষদের প্রারম্ভে ঋষি এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন,—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ। কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি। চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনঃ, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ—সেই ব্রহ্মণ্য দেবের প্রেরণাতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখেও আমরা এই কথা শুনিতে পাই—

প্রাণস্য প্রাণম্ উত চক্ষুষঃ চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্।

মনসো যে মনো বিদুঃ তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণম্ অগ্র্যম্॥—বৃহ, ৪।৪।১৮

অর্থাৎ, 'সেই সনাতন পুরাতন চিরন্তন ব্রহ্মই সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির প্রেরক। তিনিই চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনঃ।'

উপরে কেন-উপনিষদ্ হইতে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, তাহাতে আমরা মাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ পাইলাম—অর্থাৎ চক্ষুঃ, শ্রোত্র, প্রাণ, বাক্য ও মনঃ। উপনিষদের অনেক স্থলেই ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্, মন্বানো মনঃ—বৃহ, ১।৪।৭

এইরূপ ছান্দোগ্যের প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্তম খণ্ডেও মাত্র ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই উল্লেখ আছে—

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত। প্রাণো হিংকারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো নিধনম্—ছা, ২।৭।১

এইরূপ কৌষীতকী উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে 'দৈব পরিমর' প্রসঙ্গে মাত্র ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে—অর্থাৎ চক্ষুঃ, শ্রোত্র, প্রাণ (ঘ্রাণ), বাক্ ও মনঃ—

যৎ বাচা বদতি * * যৎ চক্ষুষা পশ্যতি * * যৎ শ্রোত্রেণ শৃণোতি * * যৎ মনসা ধ্যায়তি—২।৮

এই সকল লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ডয়সন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ঋষিরা পঞ্চের অধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন না।* কিন্তু, এ মত সমীচীন মনে হয় না—কারণ, অধ্যাপক ডয়সন্ যাহাকে প্রাচীনতম উপনিষদ্ বলিয়াছেন, সেই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই দেখা যায়, শাকল্যের 'কতমে রুদ্রাঃ' এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

দশ ইমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ—বৃহ, ৩।৯।৪

এই দশ 'প্রাণ' কি কি ?—দশ জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়রূপাঃ। দশ ইমে পুরুষে—কর্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রাণাঃ। আত্মা মন একাদশঃ।—শঙ্করভাষ্য

অতএব এস্থলে আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইলাম না কি ? (কঠোপনিষদেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ—কঠ, ২।৩।১০)। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে আর্তভাগের প্রশ্নের উত্তরে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে অষ্ট গ্রহ ও অষ্ট অতি-গ্রহের উল্লেখ পাই।

অষ্টৌ গ্রহা অষ্টৌ অতিগ্রহা ইতি—বৃহ, ৩।২।১

অষ্ট গ্রহ কি কি ?—প্রাণ (ঘ্রাণ), বাক্, জিহ্বা, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, হস্ত

* In the text of the older Upanishads, only Speech, Breath (smell), Eye, Ear and Manas as a fifth, are usually named as organs of sense.—The Philosophy of the Upanishads, p. 269.

ও ত্বক্। গ্রহ অর্থে গ্রহীতা (Seizer)*। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়কে গ্রহণ করে, সেই জন্য তাহারা গ্রহ ; এবং ইন্দ্রিয় কর্তৃক যে যে বিষয় গৃহীত হয়, তাহারা অতিগ্রহ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, ঐ অষ্টগ্রহের যথাক্রমে অতিগ্রহ এই এই— গন্ধ, নাম (বাক্য), রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম ও স্পর্শ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে এই বিষয় আরও বিশদিত হইয়াছে—

স যথা সর্বাসাম্ অপাং সমুদ্র একায়নম্ এবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বক্ একায়নম্, এবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বা একায়নম্ এবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নম্ এবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নম্ এবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রম্ একায়নম্ এবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নম্ এবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়ম্ একায়নম্ এবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তৌ একায়নম্ এবং সর্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থ একায়নম্ এবং সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নম্ এবং সর্বেষাম্ অধ্বনাং পাদৌ একায়নম্ এবং সর্বেষাং বেদানাং বাক্ একায়নম্।

—বৃহ, ২।৪।১১

'নাসিকা সমস্ত গন্ধের আশ্রয়, জিহ্বা সমস্ত রসের আশ্রয়, ত্বক্ সমস্ত স্পর্শের আশ্রয়, চক্ষুঃ সমস্ত রূপের আশ্রয়, শ্রোত্র সমস্ত শব্দের আশ্রয়, বাক্ সমস্ত নামের আশ্রয়, পাণি সমস্ত কর্মের আশ্রয়, পাদ সমস্ত পথের আশ্রয়, পায়ু সমস্ত বিসর্গের আশ্রয়, উপস্থ সমস্ত আনন্দের আশ্রয়, মনঃ সমস্ত সংকল্পের আশ্রয় এবং হৃদয় সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়।'

এখানে আমরা যথাক্রমে নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও হৃদয়ের উল্লেখ পাইলাম।

---

* শঙ্করাচার্য বলেন :—গ্রহের অর্থ এই যে—বধ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞঃ অনেন গ্রহসংজ্ঞকেন বন্ধনেন ইতি (২।৪।৬ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য)। ইহা অপেক্ষা গ্রহ অর্থে বিষয়ের গ্রহীতা বুঝিলে সঙ্গততর হয় না কি ?

কৌষীতকী উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডেও আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ পাই—

কেন স্ত্রীনামানীতি বাচা ইতি, কেন নপুংসকানীতি মনসা ইতি, কেন গন্ধানিতি প্রাণেন ইত্যেব ব্রূয়াৎ। কেন রূপাণীতি চক্ষুষেতি, কেন শব্দানিতি শ্রোত্রেণেতি, কেন অন্নরসানিতি জিহ্বয়েতি, কেন কর্মাণীতি হস্তাভ্যামিতি, কেন সুখদুঃখে ইতি শরীরেণেতি, কেন আনন্দং রতিং প্রজাতিমিতি উপস্থেনেতি, কেন ইত্যা ইতি পাদাভ্যামিতি, কেন ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানিতি প্রজ্ঞয়েতি—১।৬

প্রশ্নোপনিষদে নিদ্রাবস্থায় কিরূপে দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ইন্দ্রিয়ের রাজা মনে একীভূত হয়, তাহার বর্ণনা আছে—

তৎ সর্বং পরে দেবে মনসি একীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে ন অভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে—প্রশ্ন, ৪।২

ঐ অধ্যায়ের অন্যত্র চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ—এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ের যথাক্রমে উল্লেখ আছে—

চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ, ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ, রসশ্চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ বক্তব্যং চ, হস্তৌ চ আদাতব্যং চ, উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যং চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ, পাদৌ চ গন্তব্যং চ, মনশ্চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চ, অহংকারশ্চাহঙ্কর্তব্যং চ, চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ—প্রশ্ন, ৪।৮

এই গণনায় মনঃ ব্যতীত বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত তেজঃ ও প্রাণেরও আমরা উল্লেখ পাইলাম।

আমরা দেখিলাম বেদান্তমতে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ও নাম কি কি। উপনিষদে দেখা যায়, কোথাও কোথাও ইন্দ্রিয়দিগকে 'প্রাণ' বলা হইয়াছে—

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসি ইত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে—ছান্দোগ্য, ৫।১।১৫

বলা বাহুল্য, এ 'প্রাণ' 'মহাপ্রাণ' নহে, যাঁহার বিষয়ে বলা হইয়াছে—প্রাণস্যেদং বশে সর্বং (প্রশ্ন, ২।১৩), যিনি মাতরিশ্বা—পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ (প্রশ্ন, ২।১১), —যিনি অত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ (প্রশ্ন, ২।১১),—যে প্রাণের কম্পনে সমস্ত বিশ্ব নিঃসৃত হয়—যদ্ ইদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ (কঠ, ২।৩।২)—যিনি প্রজ্ঞাত্মা, অজর, অমৃত (কৌষী, ৩।৮)—যিনি বৈশ্বানরঃ বিশ্বরূপঃ (প্রশ্ন, ১।৭)। অধিকন্তু এ প্রাণ শারীর আত্মা (individual self)ও নহে—যে প্রাণের বিষয়ে ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমেব অয়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ (ছা, ৮।১২।৩)—'যেমন অশ্ব শকটে সংযুক্ত থাকে, এ প্রাণ সেইরূপ এই শরীরে সংযুক্ত'—যে প্রাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে (প্রশ্ন, ৩।৩)— 'কায়ার সহিত ছায়ার যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত ঐ প্রাণের সেই সম্বন্ধ। ইনি স্বেচ্ছায় শরীরে প্রবেশ করেন।'

উপনিষদ্ ইন্দ্রিয়কে যে প্রাণ বলিলেন, সে প্রাণ পাশ্চাত্য 'ভাইট্যালিষ্ট'-দিগের Life—এ প্রাণ বায়ুও নয়, ক্রিয়াও নয়—

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথক্ উপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৪।৯

এই প্রাণ কোন ভৌতিক শক্তির বিকার নহে—

It is the vivifying principle which animates matter.
—Sir Oliver Lodge.

'It is not a form of Energy, nor can it be expressed in terms of something else'* অর্থাৎ, প্রাণ বস্তুটি এক অদ্ভুত আজব

---

* Lodge's 'Raymond or Life and Death', p. 290.

পদার্থ, উহা কোন জড়-শক্তির রূপান্তর নহে, কিম্বা কোন কিছুর সজাতীয় নহে। *

এই প্রাণ প্রাণী-শরীরে পঞ্চরূপে প্রকাশিত হয়—

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ—মুণ্ডক, ৩।১।৯

বৃহদারণ্যকে আমরা এই পঞ্চ প্রাণের উল্লেখ পাই—

প্রাণঃ, অপানঃ, ব্যানঃ, উদানঃ, সমানঃ—অন ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এব—বৃহ, ১।৫।৩

কোন্ প্রাণ কোন্ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত প্রশ্নোপনিষদে তাহার বিবরণ আছে—

পায়ূপস্থেঽপানং, চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখ-নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে, মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ হুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি—প্রশ্ন, ৩।৫

জীব শরীরে যে ১০১ × ৭২,০০০ শিরা প্রশিরা আছে—আসু ব্যানশ্চরতি (প্রশ্ন, ৩।৬)। আর উদানঃ ? অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্ উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্—প্রশ্ন, ৩।৭

অতএব আমরা বুঝিলাম, কেন উপনিষদে ইন্দ্রিয়দিগকে 'প্রাণ' বলা হইয়াছে। এই পঞ্চ প্রাণের মধ্যে চক্ষুঃ-শ্রোত্রে মুখ-নাসিকায় যে প্রাণ ব্যাপারিত, ঐ প্রাণই মুখ্য প্রাণ। ঐ প্রাণ সম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন—

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ, সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ—মুণ্ডক, ২।১।৮

ইহার শঙ্কর-ভাষ্য এইরূপ :—

সপ্ত শীর্ষণ্যাঃ (শীর্ষে স্থিতাঃ) প্রাণাঃ তস্মাদেব পুরুষাৎ প্রভবন্তি। তেষাং চ সপ্ত অর্চিষঃ দীপ্তয়ঃ স্ববিষয়-অবদ্যোতনানি। তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত

---

* এ সম্পর্কে আমি আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

বিষয়াঃ। বিষয়ৈঃ হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াঃ)। সপ্ত হোমাঃ তদ্‌বিষয়-বিজ্ঞানানি।

দুই চক্ষুঃ, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র ও মুখ—এই সপ্ত দ্বার দিয়া প্রাণের যে অর্চিঃ নির্গত হইতেছে, তাহাই মুণ্ডকের লক্ষিত সপ্তার্চিঃ। *

এই মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঋষিরা উপনিষদের স্থানে স্থানে 'প্রাণ-সংবাদ' (rivalry of the organs) নামক উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন।† ঐ সকল উপাখ্যানের মধ্যে বোধ হয় ছান্দোগ্যে রক্ষিত উপাখ্যানই প্রাচীনতম। আমরা নিম্নে ঐ উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরে অহং শ্রেয়ান্ অস্ম্যহং শ্রেয়ান্ অস্মীতি॥ তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্য উচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি॥ সা হ বাগ্ উচ্চক্রাম। সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথম্ অশকত ঋতে মজ্জীবিতুম্ ইতি। যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্॥ চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথম্ অশকত ঋতে মজ্জীবিতুম্ ইতি যথান্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ॥ শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথম্ অশকত ঋতে মজ্জীবিতুম্ ইতি যথা

---

* By the 'seven pranas' of Mundaka, 2.1.8, should be understood, as in Satapatha-Brahmana VI. 4.2.5. and elsewhere, the seven openings in the head; these, with the two lower, are described in Svet. 3.18, as the nine gates of the city of the body (নবদ্বারে পুরে দেহী).
—Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 269.

† এ প্রসঙ্গে ছা, ৫।১।৬-১২, বৃহ, ৬।১।৭-১৪, ১।৫।২১, কৌষী, ২।১৪, ৩।৩, ঐত আরণ্যক, ২।১।৪ ও প্রশ্ন, ২।২-৪ দ্রষ্টব্য।

বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্॥ মনো হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথম্ অশকত ঋতে মজ্জীবিতুম্ ইতি যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ॥ অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড্‌বীশশঙ্কূন্ সংখিদেৎ এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি, মোৎক্রমীরিতি॥—ছান্দোগ্য, ৫।১৬-১২

এই উপাখ্যানের সার মর্ম এই :—

এক সময় ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা পিতা প্রজাপতির দ্বারস্থ হইল। তিনি বলিলেন—'বৎসগণ, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে উৎক্রান্ত হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর হয়।' প্রথমে বাক্ উৎক্রান্ত হইল, কিন্তু শরীরের তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল না—শরীর মূকের ন্যায় অবস্থিত রহিল। তখন, চক্ষুঃ উৎক্রান্ত হইল, তাহাতেও শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল না—শরীর অন্ধের ন্যায় অবস্থিত রহিল ; পরে শ্রোত্র উৎক্রান্ত হইল, তাহাতেও শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল না, শরীর বধিরের ন্যায় অবস্থিত রহিল ; পরে মনঃ উৎক্রান্ত হইল, তাহাতেও শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল না—শরীর জড়ের ন্যায় অবস্থিত রহিল। এইবার প্রাণ উৎক্রান্ত হইতে উদ্যত হইলে, তেজস্বী অশ্ব যেমন পড্‌বীশশঙ্কু (pegs) উৎখাত করে, সেইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎখাত হইবার উপক্রম ঘটিল। তখন ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণকে সবিনয়ে বলিল,—'ভগবন্! আপনিই শ্রেষ্ঠ, আপনি উৎক্রান্ত হইবেন না।'

বৃহদারণ্যকের প্রাণ-সংবাদ প্রায় ইহারই অনুরূপ ; অতএব আমরা তাহা উদ্ধৃত করিব না। প্রশ্নোপনিষদের আখ্যায়িকা একটু ভিন্ন ভঙ্গীর। এক সময় বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র অহমিকা করিয়া বলিয়াছিল—'আমরাই এই শরীর ধারণ করি'—তে প্রকাশ্য অভিবদন্তি বয়মেতদ্ বাণমবষ্টভ্য

বিধারয়ামঃ (২।২)। তখন বরিষ্ঠ প্রাণ বলিলেন,—'এ তোমাদের কি মোহ ? আমিই নিজেকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই শরীর ধারণ করি।'

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ মা মোহম্ আপদ্যথ অহমেব এতৎ পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য এতদ্ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি ইতি।

তাহাদের এ কথায় শ্রদ্ধা হইল না—তে অশ্রদ্দধানা বভূবুঃ (২।৩)। তখন কি হইল ? তখন প্রাণ অভিমানে ঊর্ধ্বে উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহার ফলে ?

তস্মিন্ উৎক্রামতি অথ ইতরে সর্বে এব উৎক্রামন্তে, তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বে এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকর-রাজানম্ উৎক্রামন্তং সর্বা এব উৎক্রামন্তে তস্মিন্ চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাক্ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি।—প্রশ্ন, ২।৪

অর্থাৎ, 'মুখ্য প্রাণের উৎক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রও উৎক্রান্ত হইতে লাগিল—যেমন মক্ষিকা মধুকর রাজার উৎক্রমণে উৎক্রান্ত হয়। তখন তাহারা প্রীত হইয়া প্রাণের স্তুতি করিতে লাগিল।'

উপনিষদে ইন্দ্রিয়ের একটি নাম 'দেব'।

নৈনৎ দেবা আপ্নুবন্ পূর্বম্ অর্ষৎ—ঈশ, ৪
দ্যোতনাৎ দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি—শঙ্কর
বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ—প্রশ্ন, ৪।১১

সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ নিখিলৈঃ করণৈঃ বাগাদিভিঃ দেবশব্দাভিধেয়ৈঃ
—শঙ্করানন্দ

ইন্দ্রিয়দিগকে 'দেব' বলে কেন ? যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত।*

তত্র অগ্ন্যাদি-চেতনাবৎ দেবতাধিষ্ঠিতত্বাদ্ বাগাদীনাং চেতনাবত্ত্বং তাবৎ সিদ্ধম্—ছান্দোগ্য, ৫।১।১৪ শঙ্কর ভাষ্য

* ঋগ্‌বেদের ১০।১৬।৩ মন্ত্রে ইন্দ্রিয়ের এই দেবতাধিষ্ঠাতৃত্বের ইঙ্গিত আছে।

এইরূপে চক্ষুর অধিদেবতা আদিত্য, কর্ণের অধিদেবতা দিক্, নাসার অধিদেবতা পৃথিবী, জিহ্বার অধিদেবতা বরুণ, ত্বকের অধিদেবতা বায়ু বা ওষধি-বনস্পতি, বাক্যের অধিদেবতা অগ্নি, হস্তের অধিদেবতা ইন্দ্র, পদের অধিদেবতা বিষ্ণু, পায়ুর অধিদেবতা মৃত্যু, উপস্থের অধিদেবতা প্রজাপতি, এবং মনের অধিদেবতা চন্দ্রমা।* যে শরীর সমস্ত শরীরের প্রতিভূ—সেই বিরাট্ পুরুষের শরীর লক্ষ্য করিয়া ঐতরেয় উপনিষদে নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উপনিষদ্ প্রথম খণ্ডে বলিতেছেন—'আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্র আসীৎ'—আদিতে এক পরমাত্মাই বর্তমান ছিলেন, আর কিছুই ছিল না—'নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ'। তাঁহার মধ্যে সিসৃক্ষার উদয় হইল—'স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি'। তিনি অপ্ বা কারণার্ণব সৃষ্টি করিলেন—'অপ এব সসর্জাদৌ' (মনু, ১।৮),—'অধস্তাৎ তা আপঃ'। তিনি সেই অপ্ হইতে এক পুরুষমূর্তি সম্পিণ্ডিত করিলেন,—'সঃ অদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমূর্ছয়ৎ'—এবং সেই মূর্তিকে অভিতপ্ত করিলেন। 'তস্য অভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত'। ঐ নির্ভিন্ন মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা অগ্নির উৎপত্তি হইল—'মুখাৎ বাক্ বাচঃ অগ্নিঃ'। অতঃপর ঐ মূর্তির নাসিকা নির্ভিন্ন হইল, নাসিকা হইতে ঘ্রাণ এবং ঘ্রাণ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল—'নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাৎ বায়ুঃ'; পরে অক্ষি নির্ভিন্ন হইল, অক্ষি হইতে চক্ষুঃ এবং চক্ষুঃ হইতে আদিত্যের উৎপত্তি হইল—'অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ চক্ষুষঃ আদিত্যঃ'। কর্ণ নির্ভিন্ন হইল, কর্ণ হইতে শ্রোত্র এবং শ্রোত্র হইতে দিকের উৎপত্তি হইল—'কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাৎ দিশঃ'। ত্বক্ নির্ভিন্ন হইল, ত্বক্ হইতে লোম এবং লোম হইতে ওষধি-বনস্পতির উৎপত্তি হইল—'ত্বচো লোমানি লোমভ্যঃ ওষধি-বনস্পতয়ঃ'।

---

* এ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের দশম কাণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য। সেখানে একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ছাড়া আরও কয়েকজনের উল্লেখ আছে।

সুবালোপনিষদ্ পঞ্চম খণ্ডে মনঃ ব্যতীত বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তের—ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে অধিদেবতা বলা হইয়াছে।

হৃদয় নির্ভিন্ন হইল, হৃদয় হইতে মনঃ, মনঃ হইতে চন্দ্রমা—'হৃদয়াৎ মনঃ মনসশ্চন্দ্রমা'। নাভি নির্ভিন্ন হইল, নাভি হইতে অপান (পায়ু) এবং পায়ু হইতে মৃত্যু-দেবতা—'নাভ্যা অপানঃ অপানাৎ মৃত্যুঃ'। উপস্থ নির্ভিন্ন হইল, উপস্থ হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে অপ্ (বরুণ)।

পরমাত্মা ঐ সকল দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সেই মহার্ণবে নিক্ষেপ করিলেন। দেবতারা বলিলেন, আমাদের আয়তন বিধান করুন। 'তা এনম্ অব্রুবন্ আয়তনং নঃ প্রজানীহি'। পরমাত্মা তাঁহাদের সমীপে পুরুষমূর্তি স্থাপিত করিয়া বলিলেন—'যথায়তনং প্রবিশতেতি'। তথন—

অগ্নির্বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্, ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্, চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ, মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ, আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্।—ঐতরেয়, ২।৪

'অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসায় প্রবেশ করিলেন, আদিত্য চক্ষুঃ হইয়া অক্ষিতে প্রবেশ করিলেন, দিক্ শ্রোত্র হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিলেন, ওষধি-বনস্পতি লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মনঃ হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু পায়ু হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন, বরুণ রেতঃ হইয়া উপস্থে প্রবেশ করিলেন।' অর্থাৎ, বিরাট্ পুরুষের ব্রহ্মাণ্ড-দেহে (Macrocosm-এ) যে সকল শক্তি অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতারূপে বিরাজিত, সেই সকল দেবতার অংশই জীব-দেহ পিণ্ডাণ্ডে (Microcosm-এ) বিরাজিত।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়তি এষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণম্ অনুগৃহ্লানঃ
—প্রশ্ন, ৩।৮

To the organs of the individual Atman, there correspond in the universe the forces of nature (nature gods) as organs of the cosmical Atman.—Deussen, p. 267.

মৃত্যুতে কি হয়? স যত্র এষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্যাবর্ততে তথা অরূপজ্ঞো ভবতি—বৃহ, ৪।৪।১

স যত্র এষ চক্ষুষি ভবঃ চাক্ষুষঃ আদিত্যাংশঃ ভোক্তুঃ কর্মণা প্রযুক্তঃ যাবদ্ দেহধারণং তাবৎ চক্ষুষঃ অনুগ্রহং কুর্বন্ বর্ততে—মরণকালে তু অস্য চক্ষুষঃ অনুগ্রহং পরিত্যজতি, স্বম্ আদিত্যাত্মানং প্রতিপদ্যতে—শঙ্করভাষ্য

At death the material eye is set free and the spirit that dwells in the eye (চক্ষুর অধিদেবতা) returns outwards to the sun, while the psychical organ of the faculty of sight gathers with the rest of the organs in the heart around the soul, in order to journey forth in its company.

—Deussen, p. 268.

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তার আছে। ঋষি বলিতেছেন—

যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যং, মনশ্চন্দ্রং, দিশঃ শ্রোত্রং, পৃথিবীং শরীরম্, আকাশম্ আত্মা, ওষধীর্লোমানি, বনস্পতীন্ কেশাঃ, অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে—বৃহ, ৩।২।১৩

সর্বত্র হি বাগাদি-শব্দেন দেবতাঃ পরিগৃহ্যন্তে—শঙ্করভাষ্য

'মৃত পুরুষের বাক্ (বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা) অগ্নিতে, ঘ্রাণ (ঘ্রাণের অধিদেবতা) বায়ুতে, চক্ষুঃ আদিত্যে, মনঃ চন্দ্রমায়, শ্রোত্র দিক্‌দেবতায়, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা (হৃদয়াকাশ) মহাকাশে, লোম ওষধিতে, কেশ বনস্পতিতে, রক্ত ও রেতঃ অপ্‌দেবতায় মিলিত হয়।'

ইহা মৃত্যুর কথা। মুক্তিতে কি হয়?

দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু—মুণ্ডক, ৩।২।৭

দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াঃ চক্ষুরাদি-করণস্থাঃ—শঙ্কর

বিদেহকৈবল্যে যখন দেহেরই অত্যন্ত নাশ হয়, তখন চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গত অধিদেবতারা যে স্ব স্ব স্থানে মহাপ্রস্থান করেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

এ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের প্রাচীন শিক্ষা অভিজ্ঞ পাঠকের স্মৃতিপথে উদিত হইবে। দেবতার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং নিদ্রায় মৃত্যুতে এবং মোক্ষে তাঁহাদের নির্গমন, উহাতে বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন :—

প্রাণো বাব সোঽগ্নিঃ। যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণং তর্হি বাক্ অপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং শ্রোত্রং ; যদা প্রবুধ্যতে প্রাণাদ্ এব অধি পুনর্জায়ন্তে ইত্যধ্যাত্মম্॥ অথ অধিদৈবতম্। যা বৈ সা বাক্ অগ্নিরেব সঃ, যৎ তৎ চক্ষুঃ অসৌ স আদিত্যঃ, যৎ তৎ মনঃ এষ স চন্দ্রমা, যৎ তৎ শ্রোত্রং দিশ এব তৎ, অথ যঃ স প্রাণঃ অয়মেব স বায়ুঃ যোঽয়ং পবতে॥ যদা বৈ অগ্নিরনুগচ্ছতি, বায়ুং তর্হি অনূদ্বাতি; তস্মাৎ এনম্ উদবাসীৎ ইত্যাহুঃ বায়ুং হি অনূদ্বাতি। যদা আদিত্যোঽস্তম্ এতি বায়ুং তর্হি প্রবিশতি, বায়ুং চন্দ্রমা বায়ৌ দিশঃ প্রতিষ্ঠিতা, বায়োরেব অধি পুনর্জায়ন্তে। স যদা এবংবিৎ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি বাচৈব অগ্নিম্ অপ্যেতি, চক্ষুষা আদিত্যং, মনসা চন্দ্রং, শ্রোত্রেণ দিশঃ, প্রাণেন বায়ুম্। স এতন্ময় এব ভূত্বা এতাসাং দেবতানাং যাং যাং কাময়তে সা ভূত্বা ইলয়তি॥—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৩।৩।৬-৮

অধ্যাপক ডয়সন্ ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

In truth, the prana (breath, life) is this fire. For when a man sleeps, his speech enters into the prana, the eye enters into the prana, the manas enters into the prana, the ear enters into the prana ; and when he awakes, from the prana are they reborn. Thus far in relation to the self. Next in relation to the gods. In truth, Agni is that which this speech is here, yonder Aditya is this eye, yonder moon this manas, and the heavenly regions (দিশঃ) this ear. But yonder Vayu (wind), which purifies there as it blows, is this prana (breath). When now the fire (Agni) is extinguished, it is blown out in the wind. * * And when the sun (Aditya) sets, it enters into the wind ; and

similarly the moon and the heavenly regions are dependent on the wind; and from the wind they are reborn. He therefore who departs from this world knowing this, enters with his speech into the fire, with his eye into the sun, with his manas into the moon, with his ear into the heavenly regions, with his prana into Vayu; for from them he has arisen, and from these divinities whom he ever loves, united to them he finds rest.

—Philosophy of the Upanishads, p. 109.

শতপথ ব্রাহ্মণের উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়, কেন ইন্দ্রিয়কে 'দেব' বলা হয়। আরও জানা যায়, দেবতার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বের উপদেশ বেশ সুপ্রাচীন। অথচ অধ্যাপক ডয়সন্ এই 'Protectorate, which the nature-gods exercise over the psychical organs' (p. 267)—এই মতকে অর্বাচীন ('later theory') বলিয়াছেন। আশ্চর্য নয় কি?

যাহা হউক এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না।

দশম অধ্যায়

মৃত্যু ও উৎক্রান্তি

জীব যখন দেহী, অর্থাৎ কোন না কোন শরীরের সহিত সংযুক্ত—তখন তাহার পক্ষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। শরীর অর্থে যাহা শীর্ণ হয়, জীর্ণ হয়। শরীর জীর্ণ হইলে, জীব জীর্ণ বাসের ন্যায় জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—গীতা, ২।২২

ইহাই মৃত্যু। গীতা আরও বলিয়াছেন—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ (২।২৭); ভাগবতেরও ঐ কথা—মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ (১০।১।২৬)। তবেই "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে?" অর্থাৎ, 'যাবৎ জননং তাবৎ মরণম্' (শঙ্কর)।

স্বীকার করি, কোনও কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা (উহার পারিভাষিক নাম 'কল্প') বা শরীরের মধ্যে যোগাগ্নি প্রজ্বলন দ্বারা মানুষ সুদীর্ঘজীবী হইতে পারে। এ সম্পর্কে গীতার প্রসিদ্ধ মরাটি ভাষ্যে যোগী ধ্যানেশ্বর যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম এবং পাদটীকায় তাহার ইংরেজি অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

যোগসিদ্ধ পুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া সুষুম্নার দ্বারে সহস্রার স্পর্শ করিলে সহস্রদল হইতে একরূপ অমৃত ক্ষরণ হয়। সেই অমৃত ধারা সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাণকে আপ্লুত করে। তখন সেই ধারার দ্যুতি যেন ঘনীভূত হইয়া শরীরের এক নবীন ত্বক্ রচনা করে। তখন যোগীর দেহচর্ম ধান্যতুষের ন্যায় খসিয়া পড়ে এবং দেহে অপূর্ব লাবণ্যের বিকাশ হয়—দেহ যেন রত্নখচিত বলিয়া মনে হয়। মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে, জরা কোথায় অন্তর্হিত হয়; এমন কি যৌবনও পুনঃ মুকুলিত হইয়া শৈশবের দিকে ফিরিয়া যায়। যেমন বসন্তাগমে তরুবর নব পুষ্পকিশলয়ে ভূষিত হয়, ঐরূপ দেহও নবীন নখদন্তে শোভিত হয়,

যেন হীরকশ্রেণী দীপ্তি পাইতে থাকে, এবং যোগীর পদতল করতল রক্তপদ্মের সমতুল্য হয়; এবং চক্ষুতে অপূর্ব জ্যোতিঃ খেলিতে থাকে; যোগীর শরীর বায়ুতুল্য লঘু হয় এবং আপ্রনখ স্বর্ণময় বোধ হয়।*

---

* When this path is beheld, then thirst and hunger are forgotten, night and day are undistinguished in this road.

Then with a discharge from above, the reservoir of moon-fluid of immortality (contained in the brain), leaning over on one side, communicates into the mouth of the *Power*.

Thereby the tubes (nerves) are filled with the fluid, it penetrates into all the members, and in every direction the vital breath dissolves thereinto.

As from the heated crucible all the wax flows out and then it remains thoroughly filled with the molten metal poured in :

Even so, that lustre (of the immortal moon-fluid) has become actually moulded into the shape of the body. On the outside it is wrapped up in the folds of the skin.

Even so, above is this dry shell of the skin, which like the husk of grain, of itself falls off.

Afterwards such is the splendour of the limbs, that one is perplexed whether it is a self-existing shaft of cashmere porphyry, or shoots that have sprouted up from jewel seed.

Such becomes the body, what time the serpentine (or annular) Power drinks the moon-fluid (of immortality descending from the brain), then oh friend, Death dreads the shape of the body.

Then disappears old age, the knots of youth are cut to pieces, and *the lost state of childhood re-appears*.

As the golden tree at the freshly sprouting extremities of its branches puts forth jewel buds daily new, even so, *new and beautiful* nails sprout forth (from his fingers and toes).

He gets other teeth also ; but these shine beyond all measure, as rows of diamonds set on either side.

The palms of the hands and soles of the feet become like red lotus flowers ; the eyes grow inexpressively clear.

The body becomes of gold in lustre, but it has the lightness of the wind, for of water and of earth no portion is left.

—Quoted in 'Dream of Ravana', pp. 189-92.

যোগাগ্নি-প্রজ্বলন সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের উক্তি এইরূপ—

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে,
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥—শ্বেত, ২।১২

অর্থাৎ, 'ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক শরীরে যোগ-গুণ (দিব্য গন্ধ-সংবিৎ প্রভৃতি) প্রবৃত্ত হইলে—যে যোগী যোগাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারেন, তাঁহার রোগ জরা মৃত্যু বারিত হয়।'

শ্বেতাশ্বতর বলিলেন, ঐরূপ যোগীর শরীরের 'ন মৃত্যুঃ'—বলা বাহুল্য, ইহা আপেক্ষিক মৃত্যুঞ্জয়তা মাত্র। কারণ, উহা যখন শরীর, তখন একদিন না একদিন সে শরীরের বিনাশ হইবেই হইবে।

এই মৃত্যু সম্পর্কে বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

স যত্রায়ম্ অণিমানং ন্যেতি জরয়া বা উপতপতা বা অণিমানং নিগচ্ছতি, তদ্ যথা আম্রং বা উদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে, এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৬

'এই শরীর যখন জরা বশতঃ শীর্ণ হয় বা ব্যাধি জন্য জীর্ণ হয়, তখন (পক্ক) আম্র বা ডুমুর বা অশ্বত্থফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি এই পুরুষ (জীব) এই সমুদয় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হয়, এবং ভারাক্রান্ত শকট যেমন সশব্দে গমন করে, তেমনি 'শারীর আত্মা' ঊর্ধ্বশ্বাসী হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করে।'

তদ্ যথা অনঃ সুসমাহিতম্ উৎসর্জৎ যায়াৎ, এবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি, যত্রৈতদ্ ঊর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি —বৃহ, ৪।৩।৩৫

জীব দেহ ছাড়িয়া গেলে জীবাপেত শরীর স্ফীত হইয়া আধ্মাত (inflated) হইয়া সাপের খোলসের মত পড়িয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়,—

স উচ্ছ্বয়তি আধ্মায়তি আধ্মাতো মৃতঃ শেতে—বৃহ, ৩।২।১১

তদ্ যথা অহি-নির্ব্বয়নী (সর্প-নির্মোক) বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবমেব ইদং শরীরং শেতে—বৃহ, ৪।৪।৭

জীবের মৃত্যুদশা বর্ণনা করিয়া, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন—

পুরুষং সোম্য ! উতোপতাপিনং* জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি, তস্য যাবন্ন বাঙ্‌মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ তাবজ্জানাতি ॥ অথ যদাস্য বাঙ্‌মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ অথ ন জীনাতি ॥

—ছা, ৬।১৫।১-২

ছান্দোগ্যের অন্যত্রও এই কথা আছে—

অস্য সোম্য ! পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সংপদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণঃ তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্—ছা, ৬।৮।৬

অর্থাৎ, 'মৃত্যুকালে জীবের বাক্য মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজঃ পর দেবতায় সংভৃত হয়।' সেই জন্য ঐ দশায় তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়।

জীবিতকালে ইন্দ্রিয়-শক্তি-সকল বহির্মুখ ছিল, এখন মৃত্যুদশায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহারা অন্তর্মুখ হয়।

স যত্রায়ম্ আত্মা অবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেতি, অথ এনম্ এতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি। স এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেব অন্ববক্রামতি—বৃহ, ৪।৪।১

(এতে প্রাণাঃ = বাগাদয়ঃ ; তেজোমাত্রাঃ = চক্ষুরাদীনি করণানি—শঙ্করভাষ্য)

---

* উপতাপিনং জ্বরাদ্যুপতাপবন্তম্—শঙ্কর

'যখন জীব যেন নির্বল হইয়া সংমোহ প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার সমস্ত প্রাণ (ইন্দ্রিয়-শক্তি) আত্মাতে সংভৃত হয়। সে সেই সকল তেজোমাত্রা (চক্ষুঃ প্রভৃতি করণ) আদান করিয়া হৃদয়ে সংপিণ্ডিত করে।'

সুতরাং তখন দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই স্তম্ভিত হয়।

একীভবতি ন পশ্যতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন রসয়তে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বদতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন শৃণোতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন মনুতে ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন স্পৃশতি ইত্যাহুঃ, একীভবতি ন বিজানাতি ইত্যাহুঃ—বৃহ, ৪।৪।২

(একীভবতি করণজাতং স্বেন লিঙ্গাত্মনা * * তথা ঘ্রাণদেবতানিবৃত্তৌ ঘ্রাণম্ একীভবতি লিঙ্গাত্মনা, তদা ন জিঘ্রতি ইত্যাহুঃ। সমানম্ অন্যৎ—শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ, মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহ আত্মার সহিত একীভূত হওয়ায়, দর্শন শ্রবণ বচন স্পর্শন স্বাদন ঘ্রাণন মনন বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারই স্থগিত হইয়া যায়। কৌষীতকী-উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

যত্রৈতৎ পুরুষ আর্তো মরিষ্যন্ আবল্যং ন্যেত্য সংমোহং ন্যেতি, তদাহুঃ উদক্রমীৎ চিত্তং। ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন বাচা বদতি, ন ধ্যায়তি। অথাস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি; তদা এনং বাক্ সর্বৈঃ নামভিঃ সহ অপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহ অপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহ অপ্যেতি, মনঃ সর্বৈঃ ধ্যানৈঃ সহ অপ্যেতি * * স যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহৈব এতৈঃ সর্বৈঃ উৎক্রামতি—কৌষীতকী, ৩।৩-৪

অর্থাৎ, 'পুরুষ যখন আর্ত ও নির্বল হইয়া ম্রিয়মান হয়—তখন লোকে বলে ইহার চিত্ত উৎক্রান্ত হইয়াছে—তখন সে দেখে না, শুনে না, বাক্য বলে না, চিন্তা করে না। তখন সমস্তই প্রাণে একীভূত হয়—বাক্ সমস্ত বাক্যের সহিত, চক্ষু সমস্ত রূপের সহিত, শ্রোত্র সমস্ত শব্দের সহিত, মনঃ

সমস্ত ধ্যানের সহিত। সে যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন এই সমস্তের সহিতই উৎক্রান্ত হয়।'

প্রশ্ন-উপনিষদ্‌ও এই মর্মে বলিতেছেন—

তস্মাৎ উপশান্ত-তেজাঃ পুনর্ভবম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ মনসি সম্পদ্যমানৈঃ॥ যচ্চিত্তঃ তেনৈষ প্রাণম্ আয়াতি প্রাণঃ তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথা-সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি—প্রশ্ন, ৩।৯-১০

এই যে ইন্দ্রিয়-শক্তির আত্মার সহিত একীভাবের জন্য দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার স্থগিত হওয়া—এ ঘটনা আমাদের সুপরিচিত; কারণ, প্রতি রাত্রে নিদ্রাকালে এইরূপ ঘটনা ঘটে। তখনও সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্মায় উপ-সংহৃত হয়।

যত্রৈব এতৎ সুপ্তঃ অভূৎ, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় * * তানি যদা গৃহ্লাতি অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম। তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি, গৃহীতা বাক্, গৃহীতং চক্ষুঃ, গৃহীতং শ্রোত্রং, গৃহীতং মনঃ—বৃহ, ২।১।১৭

(প্রাণানাং = বাগাদীনাম্; বিজ্ঞানম্ = বাগাদীনাং স্বস্ব-বিষয়গত-সামর্থ্যম্ —শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ, 'নিদ্রার সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজের বিজ্ঞান দ্বারা প্রাণ-সমূহের বিজ্ঞান গ্রহণ করেন। তখন ঘ্রাণ গৃহীত হয়, বাক্ গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত হয়, শ্রোত্র গৃহীত হয়, মনঃ গৃহীত হয়।'

ছান্দোগ্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

স যদা স্বপিতি, প্রাণমেব বাক্ অপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ; প্রাণো হ্যেব এতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্তে—৪।৩।৩

ইহা সুপ্তির বর্ণনা। জাগ্রৎ হইলে কি হয়?

স যদা প্রতিবুধ্যতে * * অস্মাৎ আত্মনঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে —কৌষী, ৩।৩

'তখন ইন্দ্রিয়-শক্তি-সকল স্ব স্ব আয়তনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।' বৃহদারণ্যকও এই কথাই বলিয়াছেন—

অস্মাৎ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ ব্যুচ্চরন্তি—২।১।২০

বৃহদারণ্যক বলেন, রাজার প্রত্যাগমনের কালে সূত, গ্রামাধ্যক্ষ প্রভৃতি যেমন তাঁহার চৌদিকে সমবেত হয়, তেমনি অন্তকালে ইন্দ্রিয়-শক্তি (প্রাণসমূহ) আত্মাতে সম্ভৃত হয়।

তদ্ যথা রাজানং প্রযিযাসন্তম্ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ অভিসমায়ন্তি, এবমেব ইমম্ আত্মানম্ অন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩৮

তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত হয় এবং সেই দীপ্তিতে আত্মা শরীর হইতে চক্ষুঃদ্বারে, মূর্ধাদ্বারে বা অন্যদ্বারে উৎক্রমণ করেন। ইহাকেই বলে উৎক্রান্তি।

তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি, চক্ষুষো বা মূর্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্যঃ—বৃহ, ৪।৪।২

আমরা জানি দার্শনিক দৃষ্টি দ্বিবিধ—এক জড়বাদীর দৃষ্টি যাহাকে materialism বলে, এবং অন্য জীব-বাদীর দৃষ্টি যাহাকে spiritualism বলে। জড়বাদী বলেন, 'Life and mind are merely bye-products of the world-process'—প্রাণ ও চিত্ত এই বিশ্বব্যাপারের অবান্তর ঘটনা মাত্র। প্রতিবাদে জীব-বাদী বলেন—সে কি কথা! 'Mind is behind matter'—জড় হইতে জীব নয়, জীব হইতেই জড়।

অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ

—ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩

'তিনিই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের প্রভেদ করিলেন।' আর প্রাণ?

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং, প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—কঠ, ২।৩।২

'এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ইহা প্রাণের প্রেরণায় নিঃসৃত হইয়াছে' এবং প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্—প্রশ্ন, ২।৬

এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই প্রাণতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, 'The origin of forms is Life', which, as Elan Vital, 'has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies'। অধিকন্তু ঐ প্রাণ=প্রজ্ঞাত্মা—উহা অজর, অমর, আনন্দস্বরূপ—

স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরঃ অমৃতঃ—কৌষী, ৩।৮

জড়বাদী অবশ্য দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে চৈতন্য 'মদ-শক্তিবৎ'—জড় অণু-পরমাণুর chemical reaction মাত্র। তাঁহার ধারণা 'Survival of Man' বাজে কথা—'the grave is but his goal'—কারণ, দেহের নাশের সহিত জীবের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জড়-বাদীর মতে চিন্তা যখন মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—vibrations of the brain cells—যেমন যকৃৎ পিত্ত নিঃসরণ করে, তেমনি মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়—এবং যখন দেহের নাশেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়, তখন ঐ মতে মৃত্যুর পর উৎক্রান্তির কথাই উঠিতে পারে না।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে
—কঠ, ১।১।২০

'জীব মৃত হইলে মানুষের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হয়, কেহ বলে—থাকে, কেহ বলে—থাকে না।' জড়বাদী এ সন্দেহের অতি সহজে সমাধান করেন। তিনি বলেন—থাকে না, থাকে না, থাকে না,—নাস্তি নাস্তি নাস্তি। উপ-নিষদের ঋষিরা কিন্তু নিপট জীব-বাদী। তাঁহারা বলেন দেহই মরে, দেহী (জীব) মরে না—জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে (ছা, ৬।১১।৩)—'all of me does not die'। তাঁহারা প্রখ্যাত

দার্শনিক সোপেন্‌হাওয়রের পূর্বধ্বনি করিয়া বলেন, 'The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us' —'অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যানের মত বিরাট্ বিয়াকুবি দ্বিতীয় নাই'—আত্মার কি জন্ম মৃত্যু আছে ?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ১।২।১৮

আত্মা যে অজর অমর অক্ষর বস্তু—

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।—কঠ, ১।২।১৮

দেহের নাশে জীবের বিনাশ হইবে কিরূপে ? শরীর নশ্বর, বিনাশী বটে ; কিন্তু জীব অবিনাশী অবিনশ্বর। শরীরের নাশে শরীরীর নাশ হয় না—

মর্ত্যং বা ইদং শরীরম্ আত্তং মৃত্যুনা। তদস্য অমৃতস্য অশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্—ছা, ৮।১২।১

'এই শরীর মর্ত্য, মৃত্যুগ্রস্ত ; ইহা অশরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান।'

সেই জন্যই জীব-বাদী উপনিষদের ঋষি জীবের উৎক্রান্তির কথা তুলিলেন —'এষ আত্মা নিক্রামতি'—এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—উৎক্রান্ত জীবের সঙ্গে কী গমন করে ?

তম্-উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনু-উৎক্রামতি, প্রাণম্ অনু-উৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণাঃ* অনু-উৎক্রামন্তি * * তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ
—বৃহ, ৪।৪।২

'উৎক্রান্ত জীবের অনুগমন করে তাহার প্রাণশক্তি এবং ঐ শক্তি যে ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশিত ছিল, সেই সকল ইন্দ্রিয়। আর অনুগমন করে তাহার অর্জিত বিদ্যা ও কর্ম এবং পূর্বপ্রজ্ঞা।'

*সর্বে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ পরিবারস্থানীয়া অনুৎক্রামন্তি—নিত্যানন্দ

পূর্বপ্রজ্ঞা অর্থে ইহ জন্মে সঞ্চিত সংস্কার বা 'বাসনা' (traces, vestiges)।* (পূর্বপ্রজ্ঞা=অতীত কর্মফলানুভববাসনা—শঙ্কর)। সংস্কার ছাড়া আর কি সঙ্গে যায়? বিদ্যা-কর্মণী। বিদ্যা অর্থে ইহ জন্মে উপার্জিত জ্ঞান এবং কর্ম-অর্থে ইহ জন্মে অনুষ্ঠিত ব্যাপার। বলা বাহুল্য ঐ কর্ম কেবল চেষ্টনা (Action) মাত্র নহে—ভাবনা (Thoughts), কামনা (Desires) ও চেষ্টনা (Actions)—সমস্তই। আমরা জানি—চিত্তে প্রথমতঃ কামনার উদয় হয়, তাহারই অনুরূপ ভাবনা এবং ভাবনার অনুযায়ী চেষ্টনা হয়।

অথো খলু আহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে তদ্ অভিসংপদ্যতে—বৃহ, ৪।৪।৫

'পুরুষকে 'কামময়' বলে। সে যেমন কামনাযুক্ত হয়, সেই মত তাহার ভাবনা (ক্রতু) হয়। সে যেমন ভাবনাযুক্ত হয়, সেই মত কর্ম করে। সে যেমন কর্ম করে, তাহার অনুরূপ ফল পায়।'†

উৎক্রান্তিতে জীবের সঙ্গে কি যায়? এ প্রসঙ্গে গীতার উক্তি অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হইবে।

শরীরং যদ্ অবাপ্নোতি যৎ চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধান্ ইবাশয়াৎ ॥—গীতা, ১৫।৮

'বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ জীব ইন্দ্রিয় সমূহ (ও তাহাদের সংস্কার) সঙ্গে লইয়া উৎক্রান্ত হয়।'

---

* ইহাকে বুদ্ধদেব 'সঙ্খার' বলিতেন—'অনেকজাতি-সংসারং' (জন্মে জন্মে সঞ্চিত সংস্কার)—ধম্মপদ, জরা, ৮। ঐ অশেষ সংস্কারের আধার বলিয়াই জীবের চিত্ত Tabula Rasa নহে; উহা 'অসংখ্যেয়-বাসনাভিঃ চিত্রম্' (যোগসূত্র, ৪।২৪)—যেহেতু উহা 'অশেষ-সংস্কারাধারত্বাৎ' (সাংখ্য-সূত্র, ২।৪২)

† So Emerson regards an action as threefold—the desire which prompts, the thought which decides the mode of activity, and the act.

নাস্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে জীব-বাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি' (বৃহ, ৪।২।১)—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলাম—কিন্তু তাহার কি গতি হয়? উপনিষদ্ এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদের মতে জীব ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ—সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু। দেহ নাশে ঐ বিন্দু কি সিন্ধুতে মিশাইয়া যায়?—জলবিম্ব যথা জলে—'the dew-drop slips into the shoreless sea'? ঘটের নাশে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়, তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, দেহের নাশে কি জীব-চৈতন্য সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে একাকার হইয়া যায়? যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে (মুণ্ডক, ৩।২।৮)। বৌদ্ধেরা ইহাকেই নির্বাণ বলেন—ইহাই বেদান্তের বিদেহ-মুক্তি। আমরা যথাস্থানে দেখিব, ঐ নির্বাণ মুক্তি অতি উচ্চ অধিকারীর প্রভূত সাধনার চরম ফল—উহা সাধারণ জীবের পক্ষে সুদূর-পরাহত। তাহাই যদি হয় তবে দেহের নাশে সাধারণ জীবের কি গতি হয়? ইহার উত্তর দ্বিবিধ। প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক-লাভ—দ্বিতীয় উত্তর, জন্মান্তরপ্রাপ্তি।*

জন্মান্তরের আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথম উত্তর প্রচলিত ইসলাম্ ও খৃষ্ট মতাবলম্বীর উত্তর—যাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃতকর্মের ফল-স্বরূপ অনন্ত স্বর্গ-নরকে (eternal retribution in heaven or hell-এ) বিশ্বাসবান্। কিন্তু এ বিশ্বাস কি বিচারসহ? মানুষের আয়ুঃ শতবর্ষের অধিক নয়—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ—বাইবেলের মতে আরও কম—Three score years and ten—

* If the fact of death not being our end is established for a man, then the second question for him is : Of what kind is his continued existence after death? Here two chief doctrines are opposed to each other,—first, the immortality of the individual in an *eternal* heaven or in an *eternal* hell and secondly, the doctrine of palingenesis (জন্মান্তর).—George Grimm's The Doctrine of the Buddha, p. 104.

মাত্র সপ্ততি বর্ষ। এই স্বল্প কয়েক বৎসরে মানুষ কি এমন সুবৃহৎ পুণ্য-পাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, যাহার ফলে তাহার অন্তহীন স্বর্গ নরকের ব্যবস্থা হইবে? কার্য ও কারণের ত অন্ততঃ কতকটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। এত ছোট কারণে এত বড় কার্যের উৎপত্তি হইবে কিরূপে? সেই জন্য অধুনা অনেক খৃষ্টান, seeing 'the unparalleled disproportion in which cause and effect here stand to one another'—কার্য-কারণের ঐ বিরাট্ অসামঞ্জস্য দেখিয়া eternal reward or punishment (অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার)-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন ন্যায়পর বিধাতা, তখন তিনি লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড, অল্প পুণ্যে এত বিপুল ঋদ্ধির বিধান করিবেন কেন? সেই জন্য উপনিষদের ঋষিরা জীবের পরলোক-গতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ-নরক স্বীকার করেন না। তাঁহাদের কথা এই—যথা-কর্ম যথা-শ্রুতং (কঠ, ২।২।৭)—কর্মানুসারে ফলের তারতম্য—As you sow, so shall you verily reap—যেমন কর্ষণ, তেমনি ফলন—আর ঐ ফলন কোন মতেই অন্তহীন নয়। তবে জীবের পরলোক-গতির প্রকার ও প্রণালী কিরূপ? আগামী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

একাদশ অধ্যায়

জীবের সাংপরায়

উপনিষদ্ বলেন—

> ন সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্—কঠ, ১।২।৬

'যাহারা প্রমত্ত, বিত্তমোহে মূঢ়—'সাংপরায়' তাহাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না।'

সাংপরায় অর্থে পরলোকতত্ত্ব—পশ্চিমে যাহাকে 'Eschatalogy' বলা হয়—'the Doctrine of the last or final things, as death, judgment, the state after death.' সাংপরায় সম্পর্কে উপনিষদের উপদেশ কি ? আমরা দেখিয়াছি, 'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—জীব মৃত্যুর পর পরলোকে উৎক্রান্তি করে এবং তাহার সঙ্গে যায় তাহার 'বিদ্যাকর্মণী'। পরলোকে তাহার গতি হয় কর্মানুসারে—'যথাকর্ম যথাশ্রুতম্' (কঠ, ২।২।৭)।

কারণ,—পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩

'লোকে পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ হয় এবং পাপকর্মের ফলে পাপী হয়।'

পুনশ্চ—যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৪।৪।৫

'যে যেরূপ কর্ম করে, আচরণ করে, সে সেই প্রকার হয়—সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয় ; লোকে পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, পাপকর্মের ফলে পাপী হয়।'

সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম—'As you sow, so shall you verily reap.'

সে জন্য উপনিষদ্ কর্মের উপর বিশেষ 'ঝোঁক' দিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে দেখি আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলে—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য * * ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি—'মৃত পুরুষ কোথায় থাকে ?'—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'হে সোম্য ! সজনে ইহা আলোচ্য নহে—উঠিয়া আইস, নির্জনে আলাপ করি।'

তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াংচক্রাতে, তৌ হ যদ্ উচতুঃ কর্ম হৈব তদ্ উচতুঃ, অথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ—বৃহ, ৩।২।১৩

'তাঁহারা নিভৃতে যে আলাপ করিলেন, তাহা 'কর্ম' সম্বন্ধে, তাঁহারা যাহার প্রশংসা করিলেন, তাহা কর্মেরই।'

কারণ, শঙ্করের ভাষায়,—কর্ম হৈব আশ্রয়ং কার্যকরণোপাদান-হেতুম্ (কর্মই দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধাত্মক সংসারের হেতুভূত)। কিন্তু এমন ত' জীব আছে, যাহাদের 'কর্ম' নাই—তাহাদের মৃত্যুর পর কিরূপ গতি হয় ?

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি ত্রিবিধ জীবের উল্লেখ আছে—উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জীবজ।

তেষাং খলু এষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজম্, জীবজম্, উদ্ভিজ্জম্ ইতি—৬।৩।১

এখানে স্বেদজের উল্লেখ নাই। শঙ্করাচার্য বলেন, স্বেদজ উদ্ভিজ্জেরই অন্তর্গত। ঐতরেয় উপনিষদে স্বেদজের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

ইতরাণি চ ইতরাণি চ অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চ—ঐত, ৫।৩

[জারুজানি (জরায়ুজানি) = মনুষ্যাদীনি—শঙ্কর]

অতএব আমরা চতুর্বিধ জীবের কথা পাইলাম—উদ্ভিজ্জ (তরুলতাদি), স্বেদজ (দংশমশকাদি), অণ্ডজ (পক্ষী সরীসৃপাদি) এবং জরায়ুজ (পশু মনুষ্যাদি)। ইহাদিগের মধ্যে মনুষ্য ভিন্ন আর কোন জীবই 'কর্ম' করে না। এখানে 'কর্ম' অর্থে শারীরিক চেষ্টা মাত্র নয়, 'কর্ম' অর্থে সঙ্কল্প-পূর্বক ক্রিয়া, যাহাতে কর্তৃত্ব-বুদ্ধি থাকে,—যাহা কামনা দ্বারা প্রেরিত হয় এবং

আশয় (motive) দ্বারা প্রণোদিত হয়। উদ্ভিদ্ ও কৃমিকীটের ত' কথাই নাই, পশু-পক্ষীতেও ঐ জাতীয় 'কর্ম' দৃষ্ট হয় না। তাহাদের কর্মই যদি না থাকে, তবে তাহার ফল স্বরূপ 'সাংপরায়' হইবে কিরূপে ? সেইজন্য অনেকে (যেমন খৃষ্টানেরা) পশু পক্ষীর 'soul' স্বীকার করেন না। থিয়সফিষ্টেরাও বলেন, মনুষ্য ভিন্ন অপর কোন জীবের 'individual soul' নাই, মাত্র group-soul আছে। এই group-soul-কেই সম্ভবতঃ উপনিষদে 'জীব' বলা হইয়াছে। একটি মহীরুহকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

অস্য সোম্য ! মহতো বৃক্ষস্য যো মূলে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ, যো মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ, যোঽগ্রে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ। স এষ 'জীবেন' আত্মনা অনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানঃ তিষ্ঠতি—৬।১১।১

'হে সোম্য ! যদি কেহ এই মহীরুহের মূলে আঘাত করে, তবে রসস্রুতি হইবে কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে ; যদি কেহ মধ্যে আঘাত করে, তবে রসস্রুতি হইবে কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে ; যদি কেহ অগ্রে আঘাত করে, তবে রসস্রুতি হইবে কিন্তু বৃক্ষ জীবিত থাকিবে। কারণ, সেই বৃক্ষ 'জীব'-আত্মা দ্বারা পরিপূরিত হইয়া রসপান করিয়া মোদমান হইয়া অবস্থিত থাকিবে।'

কিন্তু—অস্য যদ্ একাং শাখাং জীবো জহাতি অথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি, সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতি—৬।১১।২

'কিন্তু জীব যদি প্রথম শাখা ত্যাগ করে, তবে সে শাখা শুষ্ক হয় ; দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করে, সে শাখা শুষ্ক হয় ; তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে, সে শাখা শুষ্ক হয় ; সমস্ত শাখা ত্যাগ করে, সমস্ত শুষ্ক হয়।'

অতএব ঋষি বলিতেছেন—

জীবাপেতম্ বাব কিলেদম্ ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—ছা, ৬।১১।৩

'অতএব জীবাপেত বৃক্ষই মৃত হয়, জীবের মৃত্যু হয় না।'

ঐ যে 'জীব'-আত্মা, ইহা কেবল উদ্ভিজ্জের মধ্যেই অনুস্যূত আছে, তাহা নয়—কৃমিকীট প্রভৃতি স্বেদজ, পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ এবং পশু প্রভৃতি জরায়ুজ প্রাণি-জগতের মধ্যেও অনুস্যূত আছে। এই 'group-soul' কিরূপে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর আবসথ আশ্রয় করিয়া চরমে মনুষ্যে ব্যক্তিত্বাপন্ন বা 'individualised' হয়, সে অনেক কথা। বর্তমানে তাহা আমাদের আলোচ্য নয়; আমাদের লক্ষ্য এই যে মনুষ্যেতর এই সকল জীবের 'কর্ম' নাই, সুতরাং তাহাদের পরলোকও নাই। তবে দেহান্তে তাহাদের কি গতি হয়? ইহাদিগের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

অথ এতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চন তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃৎ-আবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি; জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্। তেন অসৌ লোকঃ ন সংপূর্যতে—ছা, ৫।১০।৮

অর্থাৎ, কর্মী মনুষ্যের জন্যই পিতৃযান ও দেবযান গতি। ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রাণী ঐ দ্বিবিধ যানের কোন যানেই উৎক্রান্ত হয় না। তাহারা 'অসকৃৎ-আবর্তীনি' অর্থাৎ, শঙ্করাচার্যের ভাষায়,—

উভয়মার্গ-পরিভ্রষ্টাঃ হ্যসকৃৎ জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ * * জননমরণক্ষণেনৈব কালযাপনং ভবতি—ন তু ক্রিয়াসু শোভনেষু ভোগেষু বা কালোঽস্তি।

এই সকল প্রাণীর 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান এবং যেহেতু তাহাদের পরলোকগতি নাই, অতএব সে লোক কখনও পরিপূর্ণ হয় না।

বৃহদারণ্যকও এই মর্মে বলিয়াছেন—

অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যদিদং দন্দশূকম্

—বৃ, ৬।২।১৬

অর্থাৎ, কীট পতঙ্গ দংশমশকাদি ঐ উত্তর ও দক্ষিণ মার্গের কোনটিই প্রাপ্ত হয় না—কারণ, উত্তরস্য দক্ষিণস্য বা পথঃ প্রতিপত্তয়ে জ্ঞানম্ কর্ম বা নানুতিষ্ঠন্তি (শঙ্কর)।

Theosophy-র গ্রন্থেও আমরা শুনিতে পাই, ঐ group-soul বা

'জীব'-আত্মার যে ভগ্নাংশ (fragment) ঐরূপ কোন প্রাণীর শরীরে লীলায়িত ছিল, সেই শরীরের মৃত্যুতে সে ভগ্নাংশ অংশী জীব-সরিতে ফিরিয়া যায় এবং তজ্জাতীয় অন্য প্রাণীর শরীরে অচিরে অনুপ্রবেশ করে। মনুষ্যেতর প্রাণীর এই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-রূপ তৃতীয় স্থানের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া অধ্যাপক ডয়সন বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি এ সম্পর্কে তাঁহার 'Philosophy of the Upanishads' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

By the side of the way of the gods, which for the wise and faithful leads to an entrance into Brahman without return, and the way of the fathers, which in requital for sacrifice, works of piety and asceticism guides to the moon and thence back to earth,—our text originally but only obscurely pointed to the 'third place' as the fate of the wicked, who are born again as lower animals. * * By this means, the 'third place' by the side of the ways of the gods and the fathers becomes now superfluous and ought entirely to disappear, but is nevertheless allowed to remain.

—The Philosophy of the Upanishads, pp. 336-7.

সে যাহা হউক, আমরা কর্মী জীব, অর্থাৎ, মনুষ্যের পরলোক গতিরই অনুসরণ করি, কারণ, তাহার পক্ষেই সাংপরায়—যেহেতু তাহারই কর্ম, অর্থাৎ, পাপ পুণ্য আছে।

এই পরলোক-গতি বুঝিবার জন্য আমাদের আলোচিত জড়তত্ত্বের কয়েকটি কথা পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে। ঐ আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষ একটি নয়—সাধারণতঃ তিনটি ভূমিকায় বিহরণ করে,—স্থূল, সূক্ষ্ম, ও সুসূক্ষ্ম। ঐ তিন ভূমিকার এ দেশীয় নাম ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ। বৃহদারণ্যকে ইহাদিগকে মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক বলা হইয়াছে—

অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ—মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোকঃ ইতি

—বৃহ, ১।৫।১৬

অধ্যাপক মায়ার্স ইহাদিগকে the physical, the etherial and the met-etherial বলিয়াছেন। ভূর্লোক আমাদের এই পৃথিবী—Physical Plane ; ভুবর্লোক = অন্তরিক্ষ,—থিয়সফির Astral Plane ; এবং স্বর্লোক = স্বর্গ (Heaven world), থিয়সফির দেবযান বা Mental Plane। এই স্বর্গলোককে কোথাও কোথাও ইন্দ্রলোক বা মহেন্দ্রলোক বলা হইয়াছে—মাহেন্দ্রঃ চ স্বর্ ইতি উক্তঃ (ব্যাসভাষ্য, ৩।২৬)। উহার দুইটি স্তর বা ভূমি আছে। বৌদ্ধেরা স্বর্লোকের সূক্ষ্মতর স্তরকে 'অরূপ' ভূমি এবং স্থূলতর স্তরকে 'রূপ' ভূমি বলেন।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকের মিলিত নাম 'ত্রিলোকী'। এই ত্রৈলোক্যই সাধারণ জীবের লীলাক্ষেত্র। প্রতিদিন জাগ্রৎ অবস্থায় জীব ভূর্লোকে বিহরণ করে, স্বপ্ন বা নিদ্রাবস্থায় সে ভুবর্লোকে যায় এবং গাঢ় নিদ্রায় সুষুপ্ত হইলে সে স্বর্লোকে গমন করে। সেইজন্য মায়ার্স বলিয়াছেন—Man lives in three environments। ইহা জীবের পক্ষে দৈনন্দিন ঘটনা।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই ত্রিলোকীর পারে ঐতরেয় উপনিষদ্ অম্ভঃলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। কোথায় সে অম্ভঃলোক ?

অদঃ অম্ভঃ পরেণ দিবম্—ঐত, ১।২

—'দ্যুলোকের পরপারে'—অর্থাৎ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকীর ঊর্ধ্বতন যে লোক, তাহারই সাধারণ নাম অম্ভঃ। এই অম্ভঃলোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে গার্গীকে বলিয়াছেন—

কস্মিন্ নু খলু ইন্দ্রলোকাঃ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ? প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি। কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকাঃ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ? ব্রহ্ম-লোকেষু গার্গীতি।—বৃহ, ৩।৬।১

অতএব এখানে আমরা স্বঃ বা ইন্দ্রলোকের উপরিতন প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকের উল্লেখ পাইলাম। এই প্রজাপতিলোকের অপর নাম মহর্লোক।

ভূঃ ইত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবঃ ইতি বায়ৌ। স্বুবর্ ইতি আদিত্যে। মহঃ ইতি ব্রহ্মণি—তৈত্তি, ১।৫

যাহাকে আমরা ব্রহ্মলোক বলিলাম, তাহারও তিনটি স্তর বা ভূমি আছে—ব্রাহ্ম স্ত্রিভূমিকো লোকঃ (ব্যাসভাষ্য, ৩।২৬)। এই তিনটি স্তরের নাম যথাক্রমে জনঃ, তপঃ ও সত্য ; এই তিনে মিলিয়া উর্ধ্ব ত্রিলোকী। আর ঐ মহর্লোক নিম্নতর ত্রিলোকী ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এবং উর্ধ্বতর ত্রিলোকী জনঃ তপঃ সত্য—এই উভয়ের মধ্যবর্তী। এইভাবে উপনিষদ্ স্থানে স্থানে সপ্তলোকের কথা বলিয়াছেন—

আসপ্তমান্ তস্য লোকান্ হিনস্তি—মুণ্ডক, ১।২।৩

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঐ সপ্তলোকের নামোল্লেখ আছে—

ওঁ-গায়ত্রীং আবাহয়ামীতি ॥

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বুবঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥

—তৈত্তি আঃ, ১০।২৬-২৭

কিন্তু জনঃ তপঃ ও সত্য যখন এক ব্রহ্মলোকেরই তিনটি বিভিন্ন স্তর, তখন লোকের গণনায় পঞ্চ লোকই প্রশস্ত—পৃথিবীলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই যে পঞ্চ তত্ত্ব—উহারাই পঞ্চীকৃত হইয়া যথাক্রমে এই পঞ্চলোকের রচনা করিয়াছে। এই পঞ্চলোকই থিয়সফির পরিচিত Physical Plane, Astral Plane, Mental Plane, Buddhic Plane and Nirvanic Plane.

আমরা দেখিয়াছি, ঐ পঞ্চ লোকের অনুযায়ী জীবের পাঁচটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও নির্বাণ। জাগ্রৎ অবস্থায় জীব অন্নময় কোশের দ্বারা ভূর্লোক বা Physical Plane-এর সংস্রবে আইসে, এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ভূর্লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। স্বপ্নাবস্থায় জীব প্রাণময় কোশের দ্বারা ভুবর্লোক বা Astral Plane-এর সংস্রবে

আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ভুবর্লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব মনোময় কোশের দ্বারা স্বর্লোকের বা Mental Plane-এর রূপস্তরের সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ঐ স্তরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; পুনশ্চ, নিবিড় সুষুপ্তি অবস্থায় জীব বিজ্ঞানময় কোশের দ্বারা স্বর্লোকের অরূপ স্তরের সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে সেই স্তরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। তুরীয় অবস্থায় জীব আনন্দময় কোশের দ্বারা প্রজাপতিলোক বা Buddhic Plane-এর সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে প্রজাপতিলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। নির্বাণ অবস্থায় জীব হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে ব্রহ্মলোক বা Nirvanic Plane-এর সংস্রবে আইসে এবং ঐ শরীরের সাহায্যে ব্রহ্মলোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে।

জীবের মৃত্যু ঘটিলে কি ঘটনা হয়? প্রথমতঃ সাধারণ মনুষ্যের কথা ধরা যাউক। তখন অন্নময় কোশের বিনাশ হয় এবং ঐ জীব প্রাণময় কোশ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ ভুবর্লোকে গমন করে। কর্মানুসারে সেখানে তাহার স্থিতির পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। এই ভুবর্লোককে শাস্ত্র কোথাও কোথাও 'কামলোক' বলিয়াছেন। যাহাকে লৌকিক ভাষায় নরক, Hell, Purgatory প্রভৃতি বলা হয়, উহারা ঐ কামলোকের অন্তর্গত। ঐ কামলোকে কিয়ৎকাল বসতির পর যখন জীবের প্রাণময় কোশের বিলয় ঘটে, তখন সে মনোময় কোশ আশ্রয় করিয়া স্বর্লোকের রূপ-ভূমিতে উপনীত হয়। এই রূপ-ভূমিতেই সাধারণতঃ জীবের স্বর্গভোগ হয়। ভোগান্তে মনোময় কোশের বিলয়ে জীব বিজ্ঞানময়াদি কোশ-সম্বলিত কারণ-শরীর অবলম্বন করিয়া স্বর্লোকের অরূপ-ভূমিতে উন্নীত হয়। ইহাই জীবের স্বধাম—True, Habitat.

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সাধারণভাবে সূত্র করিয়াছেন—

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।৯

'জীব মৃত্যুতে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোকে যাত্রা করে।'

বলা বাহুল্য, স্বর্গলোকেও জীবের বসতি চিরস্থায়ী হয় না—আমরা দেখিয়াছি অনন্ত স্বর্গ নরক ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। পুণ্যক্ষয় হইলে 'যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা' (ছা, ৫।১০।৫) জীবের ঐ স্বর্গলোক হইতে চ্যুতি হয়। স্বধামে কিছুকাল স্থিতির পর জীবের চিত্তে প্রবাসে যাইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। বুদ্ধদেব ইহাকে 'তণ্‌হা' বলিয়াছেন। ঐ তণ্‌হার তাড়নায় সে ভূতসূক্ষ্ম বা Permanent Atoms-দ্বারা সংবেষ্টিত হইয়া স্বর্গলোকের রূপভূমি পার হইবার পর ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া অবতরণ করিয়া ভূর্লোকে উপনীত হইয়া জনকের দেহে প্রবেশ করে। সেখান হইতে জননীর কুক্ষিতে নিষিক্ত হয় এবং যথাকালে মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহাই জীবের জন্মান্তর। এই জন্মান্তর সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

এই দেহান্তর গ্রহণের বিষয় ব্রহ্মসূত্রে এইভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে—

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ—ব্রঃ সূঃ, ৩।১।১

ইহার শঙ্কর-ভাষ্য এইরূপ—

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তর-প্রতিপত্তৌ, দেহবীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তো রংহতি গচ্ছতি ইতি অবগন্তব্যম্।

অর্থাৎ, জন্মান্তর গ্রহণের জন্য জীব দেহবীজ 'ভূত-সূক্ষ্ম' সমূহ দ্বারা পরিষ্বক্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া ভূর্লোকে অবতরণ করে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে যে, জীব যখন স্বর্গলোকের অরূপ-ভূমিকা হইতে জন্মান্তর গ্রহণের জন্য অবরোহণ করে, তখন সে সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম দেহ দ্বারা অর্থাৎ প্রাণময় ও মনোময় কোশ দ্বারা বেষ্টিত থাকে না; কিন্তু দেহবীজ 'ভূত-সূক্ষ্ম' দ্বারাই পরিষ্বক্ত থাকে। পরবর্তী সূত্রে বাদরায়ণ এই 'ভূত-সূক্ষ্মের' কিছু পরিচয় দিয়াছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ—৩।১।২

ত্র্যাত্মকশ্চ দেহঃ ত্রয়াণামপি তেজোঽপ্-অন্নানাং তস্মিন্ কার্যোপলব্ধেঃ
—শঙ্করভাষ্য

ভূত-সূক্ষ্ম কি কি ? তেজঃ, অপ্ ও অন্ন অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব, অপ্তত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব-নির্মিত তিনটি পরমাণু। থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে ইহাদিগকেই 'Permanent Atoms' বলে।

এতক্ষণ আমরা সাধারণ মনুষ্যের পরলোকগতি বর্ণন করিলাম। এই গতাগতিকে শাস্ত্রের ভাষায় ধূমযান বা কৃষ্ণা গতি বলে। এ গতি ছাড়া উন্নততর জীবের—যাঁহারা জ্ঞানী, ভক্ত, ধ্যানী—আর এক গতি আছে,—তাহার নাম শুক্লা গতি বা দেবযান। এই ধূমযান ও দেবযান সম্বন্ধে আগামী অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখানে কেবল গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতে চাই।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥—৮।২৬

অর্থাৎ, জীবের এই দুই গতি—কৃষ্ণাগতি বা ধূমযান এবং শুক্লাগতি বা দেবযান। ধূমযানে জীবের আবৃত্তি হয় কিন্তু দেবযানে জীবের আবৃত্তি হয় না। সাধারণ জীব ধূমযান মার্গে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোকে যে গতাগতি করে—তাহার নাম 'আবৃত্তি'। কিন্তু যিনি উন্নত সাধক, যিনি অ-সাধারণ জীব—তিনি দেহান্তে ঐ তিন লোক পার হইয়া দেবযান মার্গে, বিজ্ঞানময়-আনন্দময়-হিরণ্ময়-কোশ-সম্বলিত কারণ-শরীর অবলম্বনে ত্রিলোকীর উচ্চতর মহঃ জনঃ তপঃ বা সত্য লোকে গমন করেন। ঐ প্রজাপতিলোক বা ব্রহ্মলোক হইতে তাঁহার আর আবৃত্তি হয় না। ইহাই অনাবৃত্তি—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২)।

সাধারণ ও অ-সাধারণ জীবের পরলোকগতি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে যাহা সংক্ষেপে বলিলাম, আগামী অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ বিস্তার করিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরলোকে ‘তর-তম’

আমার এক খৃষ্টান বন্ধু একবার আমাকে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, —‘আচ্ছা, প্রাচীন হিন্দুরা কি পাপ-পুণ্যের প্রভেদ জানিতেন? এটা কিন্তু নিশ্চিত—Sin-সম্পর্কে তাঁহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।’ উত্তরে আমি বলিলাম, ‘কেন? আপনি কি ঈশ-উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র জানেন না?—যুয়োধি অস্মজ্জুহুরাণম্ এনঃ (১৮)।’ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এনঃ কি?’ আমি বলিলাম, ‘এনঃ-শব্দের অর্থ “পাপ”; শুধু ‘এনস্’ কেন, বৈদিক সাহিত্যে পাপ-বাচক ‘আগস্’ শব্দও আছে।’ বন্ধু বলিলেন, ‘কিন্তু “পাপ” শব্দ ত’ নাই।’ তিনি মিশনারি—একটু আধটু বাংলা জানিতেন। আমি বলিলাম, ‘তাহাও আছে—পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন (বৃহ, ৪।৪।৫)—পুণ্য-কর্মের ফলে পুণ্যবান্ হয়, পাপ-কর্মের ফলে পাপী হয়।’

বস্তুতঃ উপনিষদেরও পূর্ববর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বেদে সুকৃত-দুষ্কৃতের ভেদ সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট রহিয়াছে।* সংহিতায় ‘সুকৃতাং লোকঃ’ অর্থাৎ, সুকৃতকারীর পরলোকের সাধারণ নাম ‘স্বর্গ’। আর দুষ্কৃতকারীর পরলোকের নাম ‘বব্রঃ’ (pit) (ঋগ্বেদ, ৭।১০৪।৩), পদং গভীরং (ইদং পদম্ অজ্ঞানতা গভীরম্—ঋগ্বেদ, ৪।৫।৫), অন্ধং তমঃ (ঋগ্বেদ, ১০।৮৯।১৫), অনারম্ভণং তমঃ (ঐ, ৭।১০৪।৩)। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ঈশ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

> অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
> তান্ তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥—৩

---

* এ প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্রষ্টব্য—ঋগ্‌বেদ, ১০।১১৭।৯

স্বর্গ দেবলোক—আর এ লোক অসুরলোক। যম এই লোকের অধিপতি—'সংগমনং জনানাম্' (ঋগ্বেদ, ১০।১৪।১)—তাঁহার পাশ ও পট্টীশ পাপীর ভয়দাতা (represent the terrors of death) এবং তাঁহার শবল চতুরক্ষ ভয়ঙ্কর শ্বানৌ (কুকুরদ্বয়) স্বর্গরোধী দ্বারপাল।

বৈদিক সাহিত্যে 'সুকৃতাং লোকঃ' * স্বর্গের অনেক মনোমদ বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনার সার সঙ্কলন করিয়া কঠ-উপনিষদে নচিকেতাঃ বলিয়াছেন—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥—কঠ, ১।১।১২

'স্বর্গলোকে ভয়ের প্রচার নাই, জরার প্রসার নাই, যমের অধিকার নাই। স্বর্গলোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া, শোকের অতীত হইয়া, (জীব) আমোদে বিহরণ করে।'

যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাঃ তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি ॥—ঋগ্বেদ, ৯।১১৩।১১

'যে লোকে আনন্দ ও মোদ, প্রমোদ ও আমোদের স্থিতি—যেখানে কামনার কামও স্তিমিত, সেই লোকে আমি যেন অ-মৃত হই।'

স্বর্গ দেবস্থান (তিব্বতীর দেবচান, Devachan)।

নাকস্য পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো
যঃ প্রিণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি—ঋগ্বেদ, ১।১২৫।৫

সুকৃতকারীরা স্বর্গবাসী জ্যোতির্ময় পিতৃ ও দেবগণের সহিত 'সধমাদং মদন্তি'—

অথা পিতৄন্ সুবিদত্রাং উপেহি,
যমেন যে সধমাদং মদংতি।—ঋগ্বেদ, ১০।১৪।১০

* ঋগ্বেদ, ১০।১৬।৪ ও শুক্ল যজুর্বেদ, ১৮।৫২

যূয়ম্ অগ্নে! শন্তমাভি স্তনূভি রীজানম্ অভিলোকং স্বর্গম্।
অশ্বা ভূত্বা পৃষ্টিবাহো বহাথ, যত্র দেবৈঃ সধমাদং মদন্তি॥

—অথর্ব বেদ, ১৮।৪।১০

অথর্ব বেদের এই মন্ত্রে আমরা স্বর্গলোকীর 'শন্তমা তনূ'র কথা পাইলাম। অন্যত্র অথর্ববেদ বলিয়াছেন, সুকৃতকারীরা স্বর্গলোকে 'সর্বতনু সর্বাঙ্গ সর্বপরু' হইয়া উত্থিত হন।

এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ। সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সংভবতি য এবং বেদ—অথর্ববেদ, ১১।৩।৩২

'ঐ মন্ত্রপূত ওদন (rice-dish) সর্বাঙ্গ, সর্বপরু (পরু=joint), সর্বতনূ। যিনি এবংবিৎ, তিনি সর্বাঙ্গ সর্বপরু সর্বতনূ হইয়া উদ্‌ভূত হন।'

স হ সর্বতনূরেব যজমানঃ অমুষ্মিন্ লোকে সংভবতি—শতপথ, ৪।৬।১।১

'সেই যজমান সর্বতনূ হইয়া ঐ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য উৎক্রান্ত জীবের যে 'নবতর কল্যাণতর রূপে'র উল্লেখ করিয়াছেন—সে রূপ অথর্ববেদোক্ত ঐ 'শন্তমা তনূ'। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই :—

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা* অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি॥

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো (অর্থাৎ স্বর্বর্ণস্য) মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়মাত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্—বৃহ, ৪।৪।৩-৪

অর্থাৎ 'যেমন জোঁক একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেই মত ঐ আত্মা এই দেহকে ত্যাগ

---

* অচেতনং কৃত্বা—শঙ্কর

করিয়া অচেতন করাইয়া, দেহান্তর গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংস্কৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেই মত ঐ আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্বলোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী কিংবা অন্য-লোকের উপযোগী শরীর রচনা করেন।'

ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

নিত্যোপাত্তানি এব পৃথিব্যাদীনি আকাশান্তানি পঞ্চভূতানি * * পেশঃ-স্থানীয়ানি। তান্যেব উপমৃদ্য উপমৃদ্য—অন্যৎ অন্যৎ চ দেহান্তরং (নবতরং কল্যাণতরং রূপং) কুরুতে—পিত্র্যং বা পিতৃভ্যো হিতং পিতৃলোকোপভোগ-যোগ্যং, গান্ধর্বং গন্ধর্বাণাম্ উপভোগযোগ্যং, তথা দেবানাং দৈবং, প্রজাপতেঃ প্রাজাপত্যং, ব্রহ্মণ ইদং ব্রাহ্মং বা, যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ অন্যেষাং বা ভূতানাং সম্বন্ধি শরীরান্তরং কুরুতে।

অর্থাৎ, 'ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চভূত (যাহা নিরন্তর উপাত্ত বা available আছে এবং যাহাদিগকে এখানে সুবর্ণস্থানীয় বলা হইয়াছে)—জীব ঐ ভূতপঞ্চককে যথোচিত উপমর্দন করিয়া অন্য অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ অর্থাৎ দেহান্তর রচনা করে—পিতৃলোকভোগোপযোগী, গন্ধর্বলোকভোগোপযোগী, দেবলোক-উপযোগী, প্রজাপতিলোক-উপযোগী, ব্রহ্মলোক-উপযোগী—অথবা 'যথাকর্ম যথাশ্রুত' অপর ভূতগণের উপযোগী অন্যবিধ শরীর নির্মাণ করে।'

এই যে যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর দেহান্তে 'পিত্র্য বা গান্ধর্ব বা দৈব বা প্রাজাপত্য বা ব্রাহ্ম' নবতর কল্যাণতর রূপের কথা বলিলেন—ইহার দ্বারা মনুষ্যলোকের ঊর্ধ্বে পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক (গন্ধর্বলোক পিতৃলোকেরই অন্তর্গত), দেবলোক, প্রজাপতিলোক বা ব্রহ্মলোকের উপযোগী শরীরের কথাই বলা হইল। কারণ, যাহার যেমন অধিকার, দেহান্তে তাহার সেইরূপ

পরলোক-গতি হয়।* যে নিম্নলোকের অধিকারী, সে তদনুযায়ী শরীর-অবলম্বনে নিম্নলোকে যায়; আর যে উচ্চ লোকের অধিকারী, সেও তদনুযায়ী শরীর-অবলম্বনে উর্ধ্বলোকে যায়। †

এই যে যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর পক্ষে পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতির উল্লেখ করিলেন, কঠোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়:—

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে, ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে॥

—কঠ, ২।৩।৫

---

* এ প্রসঙ্গে মজ্ঝিমনিকায়ে রক্ষিত বুদ্ধদেবের নিম্নোক্ত বাণী তুলনীয়—'Five in number, Sariputta, are the fates that may befall after death; namely these—passage into the hell-world, the animal kingdom, the realm of shades, the world of men or the abodes of the gods.'—M. N. I, p. 73. (Grimm, p. 90). বুদ্ধদেব নাস্তিকের ন্যায় দেহের নাশের সহিত জীবের বিনাশ স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, 'There is existence after death'। কি কি রূপে? মৃত্যুর পর জীবের ঐ দৈব, কিংবা মানুষ, কিংবা নারক, কিংবা পৈশাচ, কিংবা তির্যক্ যোনিতে পুনর্জন্ম হয়। বলা বাহুল্য নরকে, প্রেতলোকে বা পশুলোকে দুষ্কৃতকারীরই গতি হয়। উদ্ধৃত বচনে যে হেতু যাজ্ঞবল্ক্য সুকৃতকারীর কথাই বলিতেছেন, সেজন্য তিনি ঐ সকল অধম লোকের উল্লেখ করিলেন না।

† অধ্যাপক ডয়সন্ এই 'নবতর কল্যাণতর রূপ' সম্পর্কে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন, ইহাদ্বারা জন্মান্তর সূচিত হইয়াছে। তাঁহার কথা এই:—This passage does not yet recognise a twofold retribution, in a future world and again upon earth, but only one by transmigration. Immediately after death the soul enters into a new body, in accordance with its good or evil deeds. This is shown not only by the illustration of the caterpillar, which as soon as it has eaten up one leaf transfers itself to another, but also by the fact that the sphere of transmigration is extended through the worlds of men, fathers and gods up to Prajapati and the personal Brahman, that consequently the worlds of the fathers and the gods cannot be set apart, as according to the later theory, for a recompense by the side and independent of that by transmigration.—The Philosophy of the Upanishads, p. 331.

শঙ্করাচার্য ইহার ভাষ্যে বলেন যে, এক ব্রহ্মলোকেই শরীর-বিবিক্ত আত্মার দর্শন সম্ভব হয়, যেমন দর্পণস্থ মুখের—অন্যলোকে হয় না।

যস্মাৎ ইহৈব আত্মনো দর্শনম্ আদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টম্ উপপদ্যতে—ন লোকান্তরেষু।—২।৩।৪ কঠভাষ্য

এই ঊর্ধ্বলোকে গতির সম্পর্কে বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন :—

যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি * * তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে। স লোকমাগচ্ছতি অশোকম্ অহিমম্। তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ

—৫।১০।১

'(সুকৃতকারী) পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করতঃ ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন ; তিনি সেই লোকে উপনীত হন—যে লোক অশোক-অহিম (শীত-উষ্ণের অতীত)। সে লোকে তিনি শাশ্বতী সমা (সুদীর্ঘ কাল) বসতি করেন।'*

আমরা দেখিলাম, সুকৃতকারীর জন্য নির্দিষ্ট ঐ সকল ঊর্ধ্ব লোকের সাধারণ নাম 'স্বর্গলোক'। ঐ ভাবে স্বর্গলোক লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন :—

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণঃ * * তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকম্। * * এষ পন্থা ব্রহ্মণা হ অনুবিত্তঃ তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ—বৃহ, ৪।৪।৮-৯†

এখানে যে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃতের কথা বলা হইল—যিনি সেই পুরাতন অণুতম পথ বাহিয়া 'স্বর্গ' লোকে উপনীত হন—তাঁহাকে 'তৈজস' বলা

---

* অভিজ্ঞ পাঠকের এ প্রসঙ্গে গীতার বাক্য স্মরণ হইবে—প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ—৬।৪১

† শঙ্করাচার্য বলেন, এখানে স্বর্গলোকের অর্থ—মোক্ষ। 'মোক্ষং স্বর্গং লোকং চ, স্বর্গলোক-শব্দঃ ত্রিপিষ্টপবাচী অপি সন্ ইহ প্রকরণাৎ মোক্ষাভিধায়কঃ।' এ মত কিন্তু সঙ্গত মনে হয় না। এখানে স্বর্গলোক অর্থে উচ্চতর লোক।

হইল। 'তৈজস' অর্থে জ্যোতির্ম্ময়রূপধারী—যাহাকে প্রাচীন গ্রীকেরা 'Luciform Vehicle' বলিতেন—ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্বোক্ত নবতর কল্যাণতর রূপ।

বলা বাহুল্য, এখানে উপনিষদ্ উচ্চতর অধিকারীর কথা বলিলেন। আর যিনি উচ্চতম অধিকারী, মুণ্ডক যাঁহাকে 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব' বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিয়ম কি? তাঁহার কোন্ লোকে গতি হয়?

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যান্ চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তান্ চ কামান্॥—মুণ্ডক, ৩।১।১০

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এ সম্পর্কে বৈদিক ঋষির সার কথা এই—প্রত্যেককেই স্বীয় কর্ম্মার্জিত লোকে বসতি করিতে হয়।

তস্মাদ্ আহুঃ কৃতং লোকং পুরুষঃ অভিজায়তে ইতি—শতপথ, ৬।২।২।২৭

অন্যত্র শতপথ রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন—

স যদ্ধ বা অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ অন্নম্ অত্তি, তদ্ এনং অমুষ্মিন্ লোকে প্রত্যত্তি—১২।৯।১।১

'ইহলোকে জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, পরলোকে সে সেই অন্নের দ্বারা ভক্ষিত হয়।'

ইহাকেই বলে কর্ম্মের বিপাক (Retribution)—কারণ, পরলোকে নিক্তির তৌলে সূক্ষ্ম বিচার নিষ্পন্ন হয়।

তুলায়াং হ বা অমুষ্মিন্ লোকে আদধতি, যতরদ্ যংস্যতি তদ্ অন্বেষ্যতি, যদি সাধু বা অসাধু বা—শতপথ, ১১।২।৭।৩৩

'পরলোকে তুলাদণ্ডে জীব নিহিত হয়; দুই দিকের যে দিক্ উত্তোলিত হয়, সে তাহার অনুসরণ করে। তা' সে সাধুই হউক আর অসাধুই হউক।'

শতপথ ব্রাহ্মণে ভৃগুর সম্পর্কিত একটি প্রাচীন কাহিনী রক্ষিত আছে; দুষ্কৃতকারী পরলোকে কিরূপ কর্মবিপাক ভোগ করে, ভৃগু তাহা ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।

স হ তত এব প্রাঙ্ প্রবব্রাজ। এত্থ পুরুষৈঃ পুরুষান্ পর্বাণি এষাং পর্বশঃ সংব্রশ্চং পর্বশো বিভজমানান্ ইদং তব ইদং মম ইতি। স হোবাচ ভীষ্মং বত ভোঃ পুরুষান্ বা এতৎ পুরুষাঃ পর্বাণি এষাং পর্বশঃ সংব্রশ্চং পর্বশো ব্যভক্ষত ইতি। তে হ উচুঃ ইত্থং বা ইমে অস্মান্ অমুষ্মিন্ লোকে অসচন্ত তান্ বয়ম্ ইদম্ ইহ প্রতিসচামহে ইতি।—শতপথ, ১১।৬।১।৩

ইহার Julius Eggeling-কৃত ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ—

He (ভৃগু) then went forth from thence eastward, and lo, men were dismembering men, hewing off their limbs one by one, and saying, 'This to thee, this to me'. He said, 'Horrible ! woe is me ! Men here have dismembered men, hewing off their limbs one by one !' They replied, 'Thus, indeed, these dealt with us in yonder world and so we now deal with them in return.'

এই উক্তি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশের পর ভৃগু দেখিলেন, দণ্ডহস্ত এক শ্যামবর্ণ পুরুষ (ইনিই যমরাজ) এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে সুশ্রী ও বিশ্রী দুই রমণী অর্থাৎ সুকৃত ও দুষ্কৃতের সাকার মূর্তি।

স হ তত এব * * অবান্তরদেশং প্রবব্রাজ। এত্থ স্ত্রিয়ৌ কল্যাণীং চাতিকল্যাণীং চ। তে অন্তরেণ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ পিঙ্গাক্ষো-দণ্ডপাণিঃ তস্থৌ তং হৈনং দৃষ্ট্বা ভীর্বিবেদ—১৬।৬।১।৭

অতএব দুষ্কৃতকারীরা যে স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কশ্চিদ্ হ বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য * * কশ্চিৎ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি। অগ্নিমুগ্ধো হৈব ধূমতান্তঃ স্বং লোকং ন প্রতিপ্রজানাতি

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।১

'কেহ কেহ ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হইয়া স্ব লোক খুঁজিয়া পায় না— অগ্নিমুগ্ধ হইয়া, (চিতা-) ধূমাকুলিত হইয়া স্ব লোক খুঁজিয়া পায় না।'

কারণ, তাহাদের কৃত দুষ্কৃত স্বর্গের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে।

এইবার সুকৃতকারীর পুণ্যবিপাকের আলোচনা করি। সে অবশ্য স্বর্গভোগ করে।

তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্ অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্
—গীতা, ৯।২০

সুকৃতকারীর এই যে স্বর্গভোগ, সুকৃতের পরিমাণ অনুসারে কিন্তু তাহারও 'তর-তম' আছে।* প্রথমতঃ ঐ তারতম্যের ফলে কেহ পিতৃ-লোকে নীত হন, কেহ দেবলোকে। তাঁই বৃহদারণ্যক সাধারণভাবে বলিয়াছেন :—

কর্মণা পিতৃলোকঃ বিদ্যয়া দেবলোকঃ †—বৃহ, ১।৫।১৬

দেবলোক পিতৃলোক হইতে উর্দ্ধতর। (আগামী অধ্যায়ে আমরা পিতৃযান ও দেবযানের যে আলোচনা করিব, তাহাতে এ বিষয় বিস্পষ্ট হইবে)। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এই পিতৃলোক ও দেবলোকের ভেদ সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে।

* The Vedic conception is not an indiscriminate felicity for the departed, but different degrees of compensation proportionate to their knowledge and actions.—Deussen, p. 324.

* শঙ্করাচার্য ঠিকই বলিয়াছেন—এ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নহে—ইহা দেবতা-জ্ঞান।

যৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানম্ কর্মসম্বন্ধিত্বেন উপন্যস্তং, ন পরমাত্মজ্ঞানম্। বিদ্যয়া দেবলোক ইতি পৃথক্ ফলশ্রবণাৎ * * যে তু বিদ্যায়াম্ এব দেবতাজ্ঞানে এব রতাঃ। * * অবিদ্যয়া কর্মণা (অগ্নিহোত্রাদিনা) মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম জ্ঞানঞ্চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্ উভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি।
—ঈশোপনিষৎ, শঙ্করভাষ্য, ৯, ১১

দেবা বৈ যজ্ঞস্য স্বগাকর্তারং নাবিন্দন্তে * * ইমং নো যজ্ঞং স্বগা কুরু ইতি * * তাবতঃ সংবৎসরান্ পিতৃলোকং ন প্রজানাৎ ইতি

—তৈত্তি সংহিতা, ২।৬।১০।১-২

এষা হ উভয়েষাং দেবমনুষ্যাণাং দিক্ যদ্ উদীচী প্রাচী। যদ্ধেব উদঙ্ প্রাঙ্ তিষ্ঠন্ এতস্যাং হ দিশি স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারম্—শতপথ, ৬।৬।২।৩-৪

আগ্নেয়ো বা অনড্বান্। অগ্নিমুখা এব তৎ পিতৃলোকাৎ জীবলোকম্ অভ্যায়ন্তি॥ * * উদ্বয়ং তমসঃ পরি ইতি। এতাং ঋচং জপন্তো যন্তি তৎ তমসঃ পিতৃলোকাৎ আদিত্যং জ্যোতিঃ অভ্যায়ন্তি—শতপথ, ১৩।৮।৪।৬-৭

এ সকল বচন হইতে পিতৃলোক ও দেবলোকের প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে।

যজমান যজ্ঞ-জনিত 'অপূর্ব' দ্বারা এইরূপে যে স্বর্গলোকে নীত হইয়া, দেবগণের সহিত স্বর্গের সমৃদ্ধি সম্ভোগ করেন ('দেবেষু রত্নম্ অভজংত ধীরাঃ'—ঋগ্বেদ, ১।৯।১।১)—ইহাকে দেবতাদিগের সহিত 'স-লোকতা' বলা যাইতে পারে। সলোকতা অর্থে সমান-লোক-প্রাপ্তি, কিন্তু ইহাই স্বর্গের চরম নহে। সলোকতার উপরে দেবতার সহিত সরূপতা, তাহারও উপর দেবতার সহিত সাযুজ্য।

অসৌ বা আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমম্ আদিত্যস্য এব সাযুজ্যং গচ্ছতি

—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, ৫।১।৮।৬

'ঐ আদিত্যই উত্তম জ্যোতিঃ—(যজমান) আদিত্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।'

অমৃতো হৈব ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ এতি, আদিত্যস্য সাযুজ্যম্

—তৈঃ ব্রাঃ, ৩।১০।১১।৫

স হ হংসো হিরণ্ময়ো ভূত্বা স্বর্গং লোকম্ ইয়ায় আদিত্যস্য সাযুজ্যম্

—তৈঃ ব্রাঃ, ৩।১০।৯।১১

'সেই জীব হিরণ্ময় হইয়া স্বর্গলোকে আসিল—সূর্যের সাযুজ্য লাভ করিল।'

বৃহদারণ্যকের এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য কর্ম দ্বারা মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

যে কর্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে—বৃহ, ৪।৩।৩৩

ইহা দেবতার সারূপ্য। অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহ, ৪।১।২

ইহা দেব-সরূপতা নহে, দেব-সাযুজ্য।

ঐ যে 'অপ্যয়' বা দেবতার সহিত একীভূত হওয়া—উদ্ধৃত ব্রাহ্মণ-বাক্যে উহাকেই 'সাযুজ্য' বলা হইয়াছে। ইহার ফলে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দেবলোকে স্থিতি ও দেবতার মহনীয় ঐশ্বর্যভোগ ঘটে।

ইহাকে কোথাও কোথাও 'অমৃতত্ব' বলা হইয়াছে বটে—

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম—ঋগ্বেদ, ৮।৪৮।৩

অথবা—

দক্ষিণাবংতো অমৃতং ভজন্তে—ঋগ্বেদ, ১।১২৫।৬

কিন্তু আমরা যথাস্থানে দেখিব, এ অমৃতত্ব আপেক্ষিক মাত্র—ভোগান্তে স্বর্গলোকীর পতন অবশ্যংভাবী।

এ অধ্যায়ে আমরা পরলোকে যে 'তরতমে'র আলোচনা করিলাম, সুকৃতকারীর ধূমযানে কৃষ্ণা গতি ও দেবযানে শুক্লা গতির বিবরণে তাহা আরও বিস্পষ্ট হইবে। আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার বিবৃতি করিব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পিতৃযান ও দেবযান

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে এই প্রাচীন মন্ত্রটি দৃষ্ট হয় :—

দ্বে স্থতী অশৃণবং পিতৄণাম্ অহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
তাভ্যাম্ ইদং বিশ্বম্ এজৎসমেতি যদংতরা পিতরং মাতরঞ্চ॥

—১০।৮৮।১৫

'মনুষ্যদিগের পক্ষে দুইটি স্থতির (যানের) কথা শ্রুত আছি,—পিতৃযান ও দেবযান। তদ্দ্বারা প্রচলিত এই বিশ্ব পিতা ও মাতার মধ্যস্থলে মিলিত হয়।'

অধ্যাপক ডয়সন্ ঐ মন্ত্রের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—'I have heard from my forefathers that there are two ways alike for gods and men. They are all subject to the laws of day and night.'—p. 318.

এই অনুবাদ ঠিক মনে হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য ছান্দোগ্যের ৫।১০।২ মন্ত্রের ভাষ্যে ঐ ঋগ্বেদীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই :—

এষ দেবযানঃ পন্থা ব্যাখ্যাতঃ সত্যলোকাবসানো; ন অণ্ডাৎ বহিঃ—'যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ' ইতি মন্ত্র-বর্ণাৎ।

ইহার টীকায় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন :—পিতরং দ্যুলোকং মাতরঞ্চ পৃথিবীং মধ্যে যে দ্বে স্থতী (পিতৃযান ও দেবযান) অশৃণবং, তাভ্যামিদং বিশ্বম্ কর্মজ্ঞানাধিকৃতম্ গচ্ছতি; ন চ অণ্ডাৎ (ব্রহ্মাণ্ডাৎ) বহিরস্তি গতিদ্বয়মিত্যর্থঃ।

অতএব ঐ মন্ত্রে প্রযুক্ত পিতা ও মাতার অর্থ দ্যুলোক ও পৃথিবী—দিবা ও রাত্রি নহে। অধ্যাপক ডয়সন্ আরও বলেন যে ঐ মন্ত্র—

Is a hymn celebrating *Agni* in his twofold character as sun by day and fire by night. In view of this connection, it can hardly be doubtful that by the two ways that unite (সমেতি) all that moves between earth and heaven, day and night are to be understood, (and not পিতৃযান and দেবযান).

—Philosophy of the Upanishads, p. 318.

বৃহদারণ্যকের ঋষি কিন্তু ঋগ্বেদোক্ত ঐ দুই স্মৃতির দ্বারা পিতৃযান ও দেবযানই বুঝিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে রাজর্ষি প্রবাহণ জৈবলি ব্রাহ্মণকুমার শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিতেছেন :—

বেত্থ উ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদম্ পিতৃযাণস্য বা—যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বা। অপি হি ন ঋষেঃ বচঃ শ্রুতং—দ্বে স্মৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্ ইতি—বৃহ, ৬।২।২

'কুমার! দেবযান পথের প্রতিপৎ (সাধন) ও পিতৃযান পথের প্রতিপৎ —যদ্দ্বারা দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ লাভ করা যায় *—তাহা তুমি কি জান? তুমি কি ঋষির উক্তি শুন নাই—'দ্বে স্মৃতী অশৃণবম্' ইত্যাদি।'

অতএব অধ্যাপক ডয়সনের অর্থ গ্রহণ করা কঠিন।

ডয়সনের এ সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যখন এই পিতৃযান ও দেবযানের কথা বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে (যাহাকে খিলকাণ্ড বলে), তখন ইহা কখনই প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা হইতে পারে না। এ আপত্তির সহজ উত্তর এই যে, ঐ বিবরণ কেবল বৃহদারণ্যকে নয়, ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ডেও আছে এবং উভয়ে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুরূপ। উভয় বিবরণের মেলন করিলে মনে হয় ছান্দোগ্যের বিবরণই প্রাচীনতর। সে বিবরণ আমরা এখনই উদ্ধৃত করিব; কিন্তু তৎপূর্বে

* যৎ কর্ম কৃত্বা দেবযানং পন্থানং মার্গং পিতৃযাণং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে সা প্রতিপৎ ইত্যর্থঃ—নিত্যানন্দ

লক্ষ্য করিতে চাই যে, শতপথ ব্রাহ্মণ (যাহার প্রাচীনতার বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না)—ঐ ব্রাহ্মণে এই বিবরণের পূর্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ছান্দোগ্যের বিবরণ এইরূপ :—

কোন সময়ে অরুণ-গোত্রীয় শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের পরিষদে উপস্থিত হইলে, প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কুমার! অনু ত্বা অশিষৎ পিতা'—তোমার পিতা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন ত'। শ্বেতকেতু বলিলেন, হাঁ—'অনু হি ভগব ইতি'। তখন প্রবাহণ তাহাকে পরপর পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন :—বেথ যৎ ইতঃ অধি প্রজাঃ প্রয়ন্তি—'জীব ইহলোক হইতে কিরূপে পরলোকে প্রয়াণ করে, তাহা জান কি?' শ্বেতকেতু বলিলেন, 'ন ভগবঃ'। বেথ যথা পুনঃ আবর্তন্তে—'কিরূপে জীব পরলোক হইতে আবর্তন করে, তাহা জান কি?'—'ন ভগবঃ'। বেথ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্তনা?—'পিতৃযান ও দেবযান পথের বিয়োগস্থান কোথা জান কি?'—'ন ভগবঃ'। বেথ যথা অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্যতে?—'ঐ পরলোক কেন ভরিয়া যায় না, জান কি?'—'ন ভগবঃ'। বেথ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি?—'পঞ্চম আহুতিতে অপ্ (রেতঃ) কিরূপে পুরুষ-শব্দ-বাচ্য হয়, তাহা জান কি?'—'নৈব ভগব ইতি'।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে জৈবলির ঐ পঞ্চ প্রশ্নের উপন্যাস এইরূপ :—

(১) বেৎথ যথা ইমাঃ প্রজাঃ প্রযত্যঃ বিপ্রতিপদ্যন্তে।

(২) বেৎথ উ যথা ইমং লোকং পুনরাপদ্যন্তে।

(৩) বেৎথ উ যথা অসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রযদ্ভিঃ ন সংপূর্যতে।

(৪) বেৎথ উ যতিথ্যাম্ আহুত্যাং হুতায়াম্ আপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুৎথায় বদন্তি।

(৫) বেৎথ উ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বা, যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বা—৬।২।২

শ্বেতকেতু জৈবলির ঐ পঞ্চ প্রশ্নের একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে না পারায় মহা লজ্জিত হইয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং পিতাকে ঐ পঞ্চ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—'পঞ্চ মা রাজন্য-বন্ধুঃ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকং চ নাশকং বিবক্তুম্'। পিতা বলিলেন, আমিও জানি না—'যথা অহম্ এষাং নৈকং চ ন বেদ'।—ছা, ৫।৩।৫

তখন পিতা পুত্রে রাজা জৈবলির সমীপস্থ হইলেন এবং শ্বেতকেতুর পিতা রাজাকে বলিলেন—'আপনি আমার পুত্রকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর বলিবেন কি?'

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব। তং হ চিরং বস ইত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার। তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি।

—ছা, ৫।৩।৭

অর্থাৎ, গৌতমের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন, 'কিছুদিন অপেক্ষা করুন।' তাহার পর কহিলেন, 'হে গৌতম! আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন, ঐ বিদ্যা আপনার পূর্বে কোন ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই।' পরে রাজা গৌতমকে সেই গোপনীয় বিদ্যার উপদেশ করিলেন।

ঐ উপদিষ্ট বিদ্যার পারিভাষিক নাম 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা'। উহাতে মৃত্যুর পর জীবের পিতৃযান অথবা দেবযান-পথে পরলোকে গতি এবং পিতৃযানীর স্বর্গভোগান্তে মাতৃকুক্ষি হইতে পুনর্জন্ম বর্ণিত আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক ব্যতীত কৌষীতকী উপনিষদেও এই বিদ্যার বিবরণ আছে (সেখানেও ইহার উপদেষ্টা ঐ প্রবাহণ জৈবলি)। তাহা ছাড়া, প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষদেও ইহার উল্লেখ আছে। আমরা যথা স্থানে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা বলিয়াছি, শতপথ-ব্রাহ্মণেও জৈবলির প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন আছে। ঐ ব্রাহ্মণের যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য

জনকের নিকট ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, এবং জনক তাহার যথোচিত উত্তর দিতেছেন। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য ৫।৪।১ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

স উক্তো বাজসনেয়কে। তং প্রতি প্রশ্নাঃ উৎক্রান্তিঃ আহুত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃত্তির্লোকং প্রত্যুত্থায়ীতি। তেষাং চ অপাকরণমুক্তং তত্রৈব।*

উদ্ধৃত ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য শতপথ ব্রাহ্মণের যে অংশের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তাহার মূল এইরূপ :—

তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ। তে অন্তরিক্ষম্ আবিশত স্তে অন্তরিক্ষম্ এবাহবনীয়ং কুর্বাতে, বায়ুং সমিধং, মরীচীরেব শুক্রাম্ আহুতিং। তে অন্তরিক্ষং তর্পয়ত স্তে তত উৎক্রামতঃ॥ তে দিবম্ আবিশতঃ। তে দিবম্ এবাহবনীয়ং কুর্বাতে, আদিত্যং সমিধং চন্দ্রমসমেব শুক্রামাহুতিং। তে দিবং তর্পয়ত স্তে তত আবর্ত্তেতে॥ তে ইমাম্ আবিশতঃ। তে ইমামেব আহবনীয়ং কুর্বাতে, অগ্নিং সমিধম্, ওষধীরেব শুক্রামাহুতিং। তে ইমাং তর্পয়তঃ তে তত উৎক্রামতঃ॥ তে পুরুষম্ আবিশতঃ। তস্য মুখম্ এবাহবনীয়ং কুর্বাতে জিহ্বাং সমিধম্ অন্নমেব শুক্রামাহুতিং। তে পুরুষং তর্পয়তঃ। স য এবং বিদ্বান্ অশ্নাতি অগ্নিহোত্রম্ এবাস্য হুতং ভবতি। তে তত উৎক্রামতঃ॥ তে স্ত্রিয়ম্ আবিশতঃ। তস্যা উপস্থম্ এবাহবনীয়ং কুর্বাতে, ধারকাং সমিধং, ধারকা হ বৈ নাম এষা এতয়া হ বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা ধারয়াংচকার, রেত এব শুক্রামাহুতিং। তে স্ত্রিয়ং তর্পয়তঃ। স য

* ইহার আনন্দগিরি-কৃত টীকা এইরূপ—তত্রাগ্নিহোত্রে সায়ং প্রাতশ্চ হুতয়োরাহুত্যোঃ অস্মাৎ লোকাৎ উৎক্রান্তিঃ। উৎক্রান্তয়োঃ পরলোকং প্রতি গতিঃ। গতয়ো স্তত্র প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠিতয়োঃ স্বাশ্রয়ে সংপাদ্যমানা তৃপ্তিঃ। তৃপ্তিমাপাদ্যাবস্থিতয়োঃ পুনঃ ইমং লোকং প্রত্যাবৃত্তিঃ। আবৃত্তয়োরাশ্রয়ঃ পুমান্ কথম্ অমুং লোকং প্রত্যুত্থানশীলো ভবতি ইতি কার্যারম্ভমধিকৃত্য ষট্ প্রশ্নাঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। তত্রৈব বাজসনেয়কে যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি জনকস্য প্রতিবচনং দর্শয়তি।

এবং বিদ্বান্ মিথুনম্ উপৈতি অগ্নিহোত্রম্ এবাস্য হুতং ভবতি যস্ততঃ পুত্রো জায়তে স লোকঃ প্রত্যুত্থায়ী। এতদ্ অগ্নিহোত্রং যাজ্ঞবল্ক্য! নাতঃ পরমস্তীতি হোবাচ।—শতপথ, ১১।৬।২।৬-১০

ইহার Julius Eggeling-কৃত অনুবাদ এই :—

'Well, those two libations, when offered, rise upwards: they enter the air (অন্তরিক্ষং) and make the air their offering-fire, the wind their fuel, the sun-motes (আদিত্যম্) their pure libation: they satiate the air, and rise upwards therefrom.'

'They enter the sky (দিবম্) and make the sky their offering-fire, the sun their fuel, and the moon their pure libation: they satiate the sky, and return from there.'

'They enter this (earth), and make this (earth) their offering-fire, the fire their fuel, and the herbs their pure libation: they satiate this (earth), and rise upwards therefrom.'

'They enter man, and make his mouth their offering-fire, his tongue their fuel, and food their pure libation: they satiate man; and verily, for him who, knowing thus, eats food, the Agnihotra comes to be offered. They rise upwards from there.'

'They enter woman and make her lap their offering-fire, her womb (ধারকাম্) the fuel,—for that (womb) is called the bearer, because by it Prajapati bore creatures,—and the seed (রেতঃ) their pure libation: they satiate woman; and, verily, for him who, knowing this, approaches his mate, the Agnihotra comes to be offered. The son who is born therefrom is the renascent (প্রত্যুৎথায়ী) world: this is the Agnihotra, Yagnavalkya! There is nothing higher than this.'

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পরবর্তীকালে যাহাকে 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' বলা হইত, তাহার বিস্পষ্ট পূর্বরূপ আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হই। অতএব জন্মান্তরের-উপদেশক ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অর্বাচীন নহে, সুপ্রাচীন। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সম্পর্কে অন্যান্য কথা আগামী অধ্যায়ে বলিব—তদ্দ্বারা পিতৃযান ও দেবযান সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ আরও বিশদ হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, পঞ্চাগ্নি বিদ্যার দুইটি ভাগ। প্রথম ভাগে সাধকের পিতৃযান অথবা দেবযান মার্গে পরলোকে গতি এবং দ্বিতীয় ভাগে পিতৃযানীর স্বর্গভোগান্তে আবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম। পুনর্জ্জন্মের কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করিব। সম্প্রতি ঐ পিতৃযান ও দেবযান মার্গই আমাদের আলোচ্য।

এ সম্পর্কে উপনিষদের ঋষি বলেন—সাধক দ্বিবিধ। এক গৃহস্থ সাধক—যাঁহারা গ্রামে 'ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে' (ছা, ৫।১০।৩) এবং অন্য বাণপ্রস্থ সাধক—যাঁহারা অরণ্যে 'শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে' (ছা, ৫।১০।১)। প্রথম শ্রেণীর সাধকের পিতৃযান গতি হয় এবং স্বর্গে নীত হইয়া স্বর্গভোগান্তে তাঁহাদের আবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক দেবযান পথে দেবলোক অতিক্রম করিয়া মহঃ জনঃ তপঃ সত্য প্রভৃতি ঊর্দ্ধ্বতন লোকে উন্নীত হন। তাঁহাদিগের আর আবৃত্তি হয় না—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২

উভয় শ্রেণীর সাধকেরই উৎক্রমণ হয়—

তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে—তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি * * তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি—বৃহ, ৪।৪।২

বৃহদারণ্যক বলেন, চিতায় মৃতের শরীর অগ্নি-দগ্ধ হইলে 'পুরুষঃ ভাস্বর-বর্ণঃ সংভবতি' এবং সেই পুরুষ জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া পিতৃযান অথবা দেবযান পথে ঊর্দ্ধ্বলোকে উত্থিত হন।

অথ এনম্ অগ্নয়ে হরন্তি * * তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি। তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বর-বর্ণঃ সংভবতি—বৃহ, ৬।২।১৪

(ভাস্বর-বর্ণঃ = দীপ্যমানশরীরঃ—রঙ্গরামানুজ)

ঐ পিতৃযান সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এই বিবৃতি করিয়াছেন :—

অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তম্ ইত্যুপাসতে তে ধূমম্ অভিসংভবন্তি ধূমাদ্ রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষম্ অপরপক্ষাৎ যান্ যড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরং অভিপ্রাপ্নুবন্তি॥ মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদ্ আকাশম্ আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। এষ সোমো রাজা তদ্দেবানাম্ অন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।—৫।১০।৩-৪

'আর যাঁহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত ও দানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ন ছয়মাস (যখন সূর্য দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন) প্রাপ্ত হন, (তাঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না)। মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমা—ইনি রাজা সোম। তাঁহারা দেবতাদিগের অন্ন হন, দেবতারা তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করেন।*

পিতৃযান সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের বিবৃতি এইরূপ—

অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি, তে ধূমম্ অভিসংভবন্তি, ধূমাদ্ রাত্রিং রাত্রেঃ অপক্ষীয়মাণপক্ষম্, অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণা আদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্ পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্। তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি। তান্ তত্র দেবা যথা সোমং রাজানম্ আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব ইত্যেবম্ এনান্ তত্র ভক্ষয়ন্তি—বৃহ, ৬।২।১৬

---

* 'পিতৃযানী দেবতাদিগের অন্ন হন'—এ কথার অর্থ কি? শঙ্করাচার্য মূলের ভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন :—অন্নম্ ইতি উপকরণমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ন হি তে কবলোৎক্ষেপেণ দেবৈঃ ভক্ষ্যন্তে। কিং তর্হি? উপকরণমাত্রম্ দেবানাম্ ভবন্তি তে স্ত্রী-পশু-ভৃত্যাদিবৎ। অর্থাৎ, দেবতারা যে তাঁহাদিগকে গ্রাসে গ্রাসে ভক্ষণ করেন, এরূপ নহে; তবে তাঁহারা দেবতাদিগের বশবর্তী হন, ভোগ্য হন, উপকরণ হন।

'আর যাঁহারা যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপের দ্বারা লোকসকল জয় করেন—তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ন ছয়মাস (যখন সূর্য দক্ষিণে আসেন), মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে চন্দ্র। তাঁহারা চন্দ্রে উপস্থিত হইয়া অন্ন হন; দেবতারা যেমন রাজা সোমকে হ্রাসবৃদ্ধি সহকারে ভক্ষণ করেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করেন।' ইহাই পিতৃযান গতির পরিচয়।

দেবযান গতি সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন :—

যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি অর্চিষোঽহঃ অহ্ন আপূর্যমাণপক্ষম্, আপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়্ উদঙ্ এতি মাসাংস্তান্॥ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদ্ আদিত্যম্ আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি॥—ছা, ৫।১০।১-২

অথ যত্ন চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্বন্তি যদি চ ন, অর্চিষমেবাভিসংভবন্তি অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষম্ আপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাৎ আদিত্যম্ আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ॥ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্তং নাবর্তন্তে।—ছা, ৪।১৫।৫-৬

'যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত হন; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস (যখন সূর্য উত্তর দিকে উদিত হন), মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান; ইহাই দেবযান পন্থা।'

'আর এরূপ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কেহ করুক বা নাই করুক, তিনি অর্চিঃ প্রাপ্ত হন; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস (যখন সূর্য উত্তরে উদিত হন), মাস হইতে সংবৎসর,

সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ। এক অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান ; ইহাই দেবযান পথ। এই পথে গমনকারীকে আর মানব-আবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।'

দেবযান সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের বিবৃতি এইরূপ :—

তে য এবমেতদ্ বিদুঃ যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে,* তে অর্চিঃ অভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহঃ, অহ্ন আপূর্যমাণপক্ষম্, আপূর্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ উদঙ্ আদিত্য এতি, মাসেভ্যো দেবলোকং, দেবলোকাদ্ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্। তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি। তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।—বৃহ, ৬।২।১৫

'যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক সত্যকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস (যখন সূর্য উত্তরে আসেন), মাস হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে বৈদ্যুত ; ঐ বৈদ্যুত-প্রাপ্তদিগকে এক 'মানস-পুরুষ' আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান (ইনিই ছান্দোগ্য উপনিষদের 'অমানব পুরুষ')। সেই ব্রহ্মলোকে তাঁহারা প্রকৃষ্ট অবস্থায় শতসংখ্যক ব্রাহ্ম সংবৎসর বসতি করেন ; তাঁহাদের পুনরায় আবৃত্তি হয় না।'

বৃহদারণ্যকের অন্যত্রও দেবযানের কথা আছে।

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণঃ
মাং স্পৃষ্টো অনুবিত্তঃ ময়ৈব।
তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকম্ ইত ঊর্ধ্বো বিমুক্তাঃ ॥

* যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে=শ্রদ্ধাপূর্বকং সত্যং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্ম উপাসতে —নিত্যানন্দ। শ্রদ্ধাং পুরস্কৃত্য সত্য-শব্দিতং পরমাত্মানং প্রত্যগাত্মনি উপাসতে—রঙ্গরামানুজ

তস্মিন্ শুক্লম্ উত নীলমাহুঃ
পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ।
এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তঃ
তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ ॥

—বৃহ, ৪।৪।৮-৯

(উর্ধ্বঃ = উর্ধ্বং অনন্তরম্। ব্রহ্মণা = ব্রাহ্মণেন। তেজসি শুদ্ধসত্ত্বে ভবঃ তৈজসঃ—নিত্যানন্দ)

'এক পুরাতন অণুতম পন্থা বিস্তৃত আছে—যে পথে ব্রহ্মবিৎ দেহান্তে শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন্। ঐ পথ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে—আমার দ্বারা বিদিত হইয়াছে। ঐ পথে* শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিত লোহিত জ্যোতিঃ। ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজস (শুদ্ধসত্ত্ব) ব্রাহ্মণেরা ঐ পথ জ্ঞাত আছেন।'

গীতাতেও এই পিতৃযান ও দেবযানের প্রসঙ্গ আছে। ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন :—

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভারতর্ষভ !
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥—গীতা, ৮।২৩-২৬

---

* তস্মিন্ অর্চিরাদিকে মার্গে শুক্লং নীলং পিঙ্গলং হরিতং লোহিতম্ ইত্যাহুঃ—'অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এব নীল এষ পীত এব লোহিতঃ' (ছান্দোগ্য, ৮।৬।১) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ
—রঙ্গরামানুজ

'হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! যে কালে যোগী দেহত্যাগ করিলে তাঁহার আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, সেই কালের বিষয় বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—তখন প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস—তখন যোগী চন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার আবর্তন করেন। শুক্ল ও কৃষ্ণ—জগতের এই চিরন্তন দুই গতি; একের দ্বারা আবৃত্তি ও অন্যের দ্বারা অনাবৃত্তি লাভ হয়।'

কৌষীতকী উপনিষদেও এই পিতৃযান ও দেবযানের প্রসঙ্গ আছে। ঋষি বলিতেছেন :—

যে বৈ কেচ অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি। * * এতৎ বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যঃ চন্দ্রমাঃ।—কৌষী, ১।২

অর্থাৎ, 'যে কেহ ইহলোক হইতে উৎক্রান্ত হয়, সেই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়; চন্দ্রমাই স্বর্গলোকের দ্বার।' ইহাই পিতৃযান। কিন্তু 'তং যঃ প্রত্যাহ তম্ অতিসৃজতে'—অর্থাৎ, যিনি স্বর্গলোক প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি চন্দ্রমাকে লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গ হইতে উচ্চতর যে ব্রাহ্মাদিলোক—সেখানে উন্নীত হন।*

কোন পথে?

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্ম-লোকম্—কৌষীতকী, ১।৩

'তিনি এই দেবযানপথে অগ্নিলোকে গমন করেন, বায়ুলোকে, বরুণ-লোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে, ব্রহ্মলোকে।'

---

* তং চন্দ্রমসং দক্ষিণমার্গাখ্যং যোঽধিকারী অমানিত্বাদিগুণঃ প্রত্যাহ নিরাচষ্টে—অহম্ এতস্মিন্ সংততসংপাতে ন গমিষ্যামি ইতি তং নিরাকৃত-চন্দ্রমসম্ অতিসৃজতে, চন্দ্রমসম্ অতীত্য বিদ্যুদাদি-আতিবাহিকেষু সৃজতে উৎপাদয়তি, উপাসনা-সংকল্পো ব্রহ্মলোকং নয়তি

—শংকরানন্দের দীপিকা

ঐ সকল উচ্চতর লোক লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য একস্থলে বলিয়াছেন—

দ্বাবিংশেন (অক্ষরেণ) পরম্ আদিত্যাৎ জয়তি—তৎ নাকং তৎ বিশোকম্—ছা, ২।১০।৫

'সপ্তবিধ সামের দ্বাবিংশ অক্ষর দ্বারা সাধক আদিত্যের পরপার জয় করেন—যাহা বিশোক, যাহা নাক* (Pure Bliss) ।'

মুণ্ডক উপনিষদেও এই পিতৃযান ও দেবযানের প্রসঙ্গ আছে। পিতৃযানীর স্বর্গ হইতে পতন হয়—আর যিনি দেবযানী, তিনি সূর্যদ্বারে উর্ধ্বলোকে উন্নীত হইয়া সেই অমৃত অব্যয় পুরুষের সমীপস্থ হন।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥
ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥
তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে, শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি, যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥

—মুণ্ডক, ১।২।৯-১১

'সকাম কর্মীরা মূঢ়—অবিদ্যার বহুধা বশবর্তী। তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ রাগের ফলে কর্ম করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে কিন্তু কর্মক্ষয়ে স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। তাহারা ইষ্টাপূর্তকেই† বরিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠতম) মনে করে—অন্য শ্রেয়ের কথা জানে না। ফলে স্বর্গলোকে সুকৃতের ফলভোগান্তে এই লোকে অথবা হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হয়। আর যাঁহারা অরণ্যে তপঃশ্রদ্ধার সাধন করেন,—যাঁহারা শান্ত বিজ্ঞ ভিক্ষাচারী—তাঁহারা রজোহীন হইয়া সূর্যদ্বারে সেই লোক প্রাপ্ত হন—যাহা অমৃত অব্যয় পুরুষের ধাম।'

---

* 'নাকম্' কি? কম্ ইতি সুখং—তস্য প্রতিষেধঃ অ-কম্। তন্ন ভবতি ইতি নাকং, কম্ এব ইত্যর্থঃ—শঙ্করাচার্য

† ইষ্টং যাগাদি শ্রৌতং কর্ম। পূর্তং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্তম্—শঙ্কর

প্রশ্ন-উপনিষদেও এই পিতৃযান ও দেবযানের কথা আছে। ঋষি বলিতেছেন—

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্ যে হ বৈ তদ্ ইষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্য আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে। এতদ্ বৈ প্রাণানাম্ আয়তনম্—এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ পরায়ণম্। এতস্মাৎ ন পুনঃ আবর্তন্তে ইত্যেষ নিরোধঃ—প্রশ্ন, ১।৯-১০

'সংবৎসর হন প্রজাপতি—তাঁহার দুই অয়ন দক্ষিণ ও উত্তর। যাহারা ইষ্টাপূর্তরূপ কর্মমার্গের অনুসরণ করে, তাহারা চন্দ্রলোক জয় করে। তাহাদের নিশ্চিত পুনরাবৃত্তি হয়। সে জন্য যে ঋষিরা প্রজা কামনা করেন, তাঁহারা দক্ষিণ অয়ন অবলম্বন করেন। ইহাই পিতৃযান—রয়ি।

'আর যাঁহারা উত্তরায়ণে তপস্যা ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা বিদ্যা দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করেন, তাঁহারা সূর্যকে জয় করেন। উনিই প্রাণ সমূহের আয়তন—অমৃত, অভয়, পরায়ণ। ঐ স্থান হইতে আর আবৃত্তি হয় না। ইহাই নিরোধ।'*

আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া পিতৃযান ও দেবযানের 'ব্যাবর্তনা' প্রদর্শন করিলাম। ঐ সকল বচনের বিচার করিয়া উভয় যানের ভেদ এইরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে :—

(১) পিতৃযানীর সাধন ইষ্টাপূর্ত ও দেবযানীর সাধন শ্রদ্ধা-তপঃ।

(২) পিতৃযানী সাধক গ্রামে থাকিয়া সাধনা করেন, অর্থাৎ তিনি গৃহস্থ ;

---

* শঙ্কর বলেন, নিরোধের অর্থ বাধা—আদিত্যাৎ হি নিরুদ্ধা অবিদ্বাংসঃ। নৈতে সংবৎসরম্ আদিত্যম্ আত্মানং প্রাণং অভিপ্রাপ্নুবন্তি। রঙ্গরামানুজ বলেন—নিরোধ অর্থে পুনরাবৃত্তি-নিরোধ। ইহাই সঙ্গত মনে হয়।

এবং দেবযানী সাধক অরণ্যে বাস করিয়া সাধনা করেন, অর্থাৎ তিনি বানপ্রস্থ।

(৩) পিতৃযানীর গম্য স্থান চন্দ্রলোক; দেবযানীর গম্য স্থান সূর্যদ্বারে উচ্চতর লোক।

এজন্য গীতা পিতৃযানীর সম্পর্কে বলিয়াছেন :—

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি*র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে—৮।২৫

দেবযানীর সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের শেষ কথা এই :—

অথ যত্রৈতৎ অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি অথ এতৈরেব রশ্মিভিঃ ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে * * স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ, তাবদ্ আদিত্যং গচ্ছতি

—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৫

(৪) পিতৃযানীর মার্গের পর্ব (Stations)—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ইত্যাদি; এবং দেবযানীর মার্গের পর্ব—অর্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ইত্যাদি।

এই পর্বগুলি কি স্থান না স্থানী? ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ বলেন, অর্চিঃ প্রভৃতি মার্গ-চিহ্ন বা ভোগ-ভূমি নহে; ইহারা পথ-প্রদর্শক দিব্য পুরুষ—যাঁহারা পিতৃযানী ও দেবযানীকে যথাক্রমে স্ব স্ব অধিকৃত পর্ব পার করিয়া দেন।

আতিবাহিকা স্তল্লিঙ্গাৎ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৩।৪-৫

অর্থাৎ, 'অর্চিঃ দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ।' অধ্যাপক ডয়সন্ একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন :—

The meaning of the whole is that the soul on the way of the Gods (দেবযান) reaches regions of ever-increasing light, in which is concentrated all that is bright and radiant, as stations on the way to Brahman, who is himself the

* চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ সম্ভবতঃ=Lunar form.

'light of lights' (Jyotisham jyotis). The Pitriyana or the way of the Fathers was next explained after the analogy of this Devayana. As everything that was bright and radiant was directed to the latter, so to the former the counterpart of darkness and gloom.—Deussen, p. 335.

এ মতদ্বৈধ স্থলে বিচারের ভার পাঠকের উপর, তবে আমার মনে হয় ডয়সনের কথা অসঙ্গত নহে।

(৫) পিতৃযানী ও দেবযানীর উৎক্রান্তির প্রকারেও প্রভেদ আছে। পিতৃযানী যে-সে নাড়ী দিয়া শরীর হইতে বহির্গত হন; কিন্তু দেবযানী মূর্ধন্য সুষুম্না নাড়ী দ্বারা সূর্য রশ্মি অবলম্বন করিয়া নির্গত হন—

শতাধিকয়া ॥ রশ্ম্যনুসারী ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৭-৮

শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ
তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ অন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥—ছান্দোগ্য, ৮।৬।৬ ও কঠ, ২।৩।১৬

(৬) কিন্তু পিতৃযানী ও দেবযানীর মর্মান্তিক প্রভেদ এই যে, পিতৃযানীর স্বর্গ ভোগান্তে পুনর্জন্ম হয়—যাহাকে আবৃত্তি বলে; কিন্তু দেবযানী 'অমৃতত্বম্ এতি' অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে অনাবৃত্তি। এই অনাবৃত্তি আত্যন্তিক না আপেক্ষিক—absolute না relative? এ বিষয়ের আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। কিন্তু আগামী অধ্যায়ে প্রথমতঃ আমাদের পুনর্জন্ম বা আবৃত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম

বুদ্ধদেব বলিতেন—যাহা কিছু 'সমুদয়-ধর্মী' তাহাই নিরোধ-ধর্মী—যং কিঞ্চি সমুদয়-ধম্মং সব্বং তং নিরোধ-ধম্মং তি (মজ্ঝিমনিকায়, ১৪৭ সূত্ত)—অর্থাৎ, যাহারই উদয় আছে, তাহারই বিলয় আছে। ইহা উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি। উপনিষদ্ নানা ছন্দে বলিয়াছেন—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন (মুণ্ডক, ১।২।১২)—কর্মের ফল কখনও অবিনশ্বর হইতে পারে না। এই যে পিতৃ-যানী—ইষ্টাপূর্তের পুণ্য ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হইলেন, সেখানে তাঁহার স্থিতি কি চিরস্থায়ী? আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদের ঋষিরা অনন্ত স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদিগের শিক্ষা এই যে, পরলোকে কাল আমাদের সুকৃতের আয়ুঃ হরণ করে।

স্বর্গং লোকম্ অভিবহতি—অহোরাত্রৈর্বা ইদং সযুগ্‌ভিঃ ক্রিয়তে

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১০।১১।২

'(পুণ্য দ্বারা) জীব স্বর্গলোকে বাহিত হয় বটে—কিন্তু অহোরাত্র তাহার সুকৃত ভক্ষণ করে।'

উপনিষদে এ কথা বারংবার শুনিতে পাই। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

তদ্ যথা ইহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে—ছান্দোগ্য, ৮।১।৬

বৃহদারণ্যকে আমরা একথা আরও স্পষ্টভাবে শুনিতে পাই।

যদি হ বা অপি অনেবংবিৎ মহৎ পুণ্যং কর্ম করোতি তদ্ধ অস্য অন্ততঃ ক্ষীয়ত এব—বৃহ, ১।৪।১৫

'ইহলোকে অজ্ঞ (কর্মী) যদি বা মহৎ পুণ্য কর্মও করে, অন্তে তাহা নিঃসন্দেহ নিঃশেষ হয়।'

পুনশ্চ—

যো বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি ! অবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপঃ তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবৎ এবাস্য তদ্ভবতি ; যো বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি ! অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদ্ অক্ষরং গার্গি ! বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ—বৃহ, ৩৮।১০

যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যার স্তুতি করিয়া গার্গীকে বলিতেছেন—'যে কেহ সেই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোকে বহু বর্ষসহস্র ধরিয়াও হোম করে, যাগ করে, তপস্যা করে—তাহার ফল মাত্র নশ্বর হয়। যে কেহ সেই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ (দীন)—কিন্তু যিনি তাঁহাকে জানিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।'

শতপথ ব্রাহ্মণেও ঐরূপ উক্তি শুনা যায় :—

তে য এবম্ এতদ্ বিদুঃ যে বা এতৎ কর্ম কুর্বতে, মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি। তে সম্ভবন্ত এব অমৃতত্বম্ অভিসংভবন্তি। অথ য এবং ন বিদুঃ যে বা এতৎ কর্ম ন কুর্বতে মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি ত এতস্যৈব অন্নং পুনঃ পুনর্ভবন্তি

—শতপথ, ১০।৪।৩।১০

অর্থাৎ, 'যাঁহারা এইরূপ জানেন বা এইরূপ কর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর আবার উত্থিত হন এবং উত্থিত হইয়া অমৃতত্ব অর্জন করেন। কিন্তু যাঁহারা ইহা জানেন না অথবা এইরূপ কর্ম করেন না, তাঁহারা মৃত্যুর পর উত্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ উহার অন্ন হন (become again and again the prey of death)।'

অতএব ইষ্টাপূর্তের ফল কখনই চিরস্থায়ী হয় না। এই কারণেই নচিকেতাঃ যমের নিকট বর চাহিয়াছিলেন—'ইষ্টাপূর্তয়োঃ অক্ষিতিঃ' (imperishableness) (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১১।৮।৫)।

কিন্তু এ বর ত' দিবার নহে—এ যে অসম্ভব প্রার্থনা! তাই কঠ-উপনিষদে যমের উত্তরে শুনিতে পাই—

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।—কঠ, ১।২।১০

'শেবধি (পুণ্যফল) কখন নিত্য হয় না—অধ্রুব (অনিত্য) দ্বারা ধ্রুব (নিত্য) ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?' নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন (মুণ্ডক, ১।২।১২)—নশ্বর দ্বারা অনশ্বরের অর্জন অসম্ভব।

এ প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের নিম্নোক্তি স্মরণীয়—

স এষ সর্বৈঃ কামৈঃ সম্পন্নঃ * * স এষঃ অকামঃ সর্বকামঃ ন হ্যেতং কস্মচন কামঃ॥ তদ্ এষ শ্লোকো ভবতি—

বিদ্যয়া তদ্ আরোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিন ইতি॥

ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভি র্ন তপসা অনেবংবিৎ অশ্নুতে এবংবিদাং হৈব স লোকঃ—শতপথ, ১০।৫।৪।১৫-৬

'তিনি সমস্ত কামে সম্পন্ন হয়েন—তিনি অকাম, সর্বকাম—তাঁহার কোন কামনা নাই। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

বিদ্যাদ্বারা তাঁহারা সেই লোকে আরোহণ করেন, যেখানে সমস্ত কাম পরাগত। দক্ষিণা সেখানে পৌছিতে পারে না—অবিদ্বান্ তপস্বীও নয়। সে লোক দক্ষিণা দ্বারা বা তপস্যা দ্বারা জয় করা যায় না। যিনি বিদ্যাবিদ্, সে লোক তাঁহারই লোক।'

পিতৃযানী ইষ্টাপূর্তের ফলে স্বর্গলোক জয় করেন বটে কিন্তু স্বর্গভোগের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে তাঁহার পতন অবশ্যংভাবী।

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে—মুণ্ডক, ১।২।৯

এই স্বর্গ হইতে চ্যুতিকে ঋষিরা 'পুনর্মৃত্যু'* বলিতেন। ইহলোকে মৃত্যুর পর পরলোক—আবার পরলোক হইতে চ্যুতির পর ইহলোক। অতএব ঐ চ্যুতির সার্থক নাম পুনর্মৃত্যু (Death over again)। এই মৃত্যু একবার নয়, দুইবার নয়—পুনঃ পুনঃ। সেইজন্য ইহার নাম আবৃত্তি (Repetition)—তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ (বৃহ, ৬।২।১৫)—ইমং মানবম্ আবর্তং ন আবর্তন্তে (ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৬)।

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি যোঽগ্নিং নাচিকেতং চিনুতে য উ চৈনম্ এবং বেদ

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১১।৮।৬

'যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং যিনি উহাকে ঐরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন।'

অতি হ বৈ পুনর্মৃত্যুং মুচ্যতে, য এবম্ এতাম্ অগ্নিহোত্রে মৃত্যোরতি-মুক্তিং বেদ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।৩।৩।৯

'যিনি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিমুক্তিকে অবগত হন, তিনি পুনর্মৃত্যু হইতে অতিমুক্ত হন।'

অন্তরেণোহ বা এতম্ অশনায়া চ পুনর্মৃত্যুশ্চ। অপ অশনায়াং চ পুনর্মৃত্যুঞ্চ জয়ন্তি যে বৈষুবতম্ অহঃ উপয়ন্তি—শাংখায়ন ব্রাহ্মণ, ২৫।১

'যিনি বিষুবৎ দিন (the day of the Equinox) চরণ করেন, তিনি ক্ষুধাকে জয় করেন, পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন। তাঁহাকে ক্ষুধা ও পুনর্মৃত্যু স্পর্শ করে না।'

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি সর্বম্ আয়ুরেতি, য এবং বিদ্বান্ এতয়া ইষ্ট্যা যজতে

—শতপথ, ১১।৪।৩।২০

---

* অধ্যাপক ডয়সন্ 'পুনর্মৃত্যু'র অর্থ ঠিক ধরিতে পারেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—'To the evil-doers was assigned পুনর্মৃত্যু'। আবৃত্তি সম্পর্কে শ্রীশঙ্করাচার্যের একটি উক্তি আমাদের স্মরণীয়—'পুনঃ পুনঃ ঘটীযন্ত্রবৎ গমনাগমনায় কর্ম কুর্বন্ কুলালচক্রবৎ বা তির্যক্ ভ্রমণায় যাবৎ কর্মণা উপাত্তম্ আয়ুঃ তাবৎ জীবতি' (৫।৯।২ ছান্দোগ্যের শঙ্করভাষ্য)।

'যিনি এইরূপ জানিয়া ঐ ইষ্টি দ্বারা যজন করেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, সর্ব আয়ুঃ লাভ করেন।'

তস্মাৎ বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ।

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি য এবং বেদ—বৃহ, ৩।৩।২

'যিনি বায়ুই ব্যষ্টি, বায়ুই সমষ্টি—এইরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন।'

এই পুনর্মৃত্যুর পর মর্ত্যলোকে পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি—গীতা, ৯।২১

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বা

ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি—মুণ্ডক, ১।২।১০

'স্বর্গলোকে ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে জীব ইহলোকে বা নিম্নতর লোকে প্রবেশ করে-ই।'

ইহা লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা * * পুনর্নিবর্তন্তে—৫।১০।৫

'সম্পাত (অর্থাৎ পতন পর্যন্ত), স্বর্গে বসতি করিয়া (জীব) ইহলোকে আবার ফিরিয়া আইসে।'

উপনিষদে এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ জন্মান্তরের উপদেশ আছে। কঠ উপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।

স্থাণুম্ অন্যেঽনুসংযন্তি যথা-কর্ম যথা-শ্রুতম্॥—কঠ, ২।২।৬-৭

'হে গৌতম, তোমাকে আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম উপদেশ করিব এবং মৃত্যুর পর আত্মার যে গতি হয়, তাহাও বলিব। কোন কোন জীব শরীর ধারণ করিবার জন্য মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, কেহ কেহ বা স্থাণু (স্থাবর

যোনি) প্রাপ্ত হয়। যাহার যেরূপ কর্ম, যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে তাহার গতি হয়।'

এই মর্মে ঐতরেয় উপনিষদের উক্তি এই :—

সোঽস্য অয়ম্ আত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথ অস্যায়ম্ ইতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে তদস্য তৃতীয়ং জন্ম—ঐতরেয়, ৪।৪

'তাহারই ঐ পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্মের জন্য ইহলোকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ অবস্থান করে; এবং তাহার অন্য আত্মা, অর্থাৎ সে স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া বয়ঃস্থ হইলে প্রয়াণ করে। সে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে। এই তাহার তৃতীয় জন্ম।' (প্রথম জন্ম মাতৃকুক্ষিতে, দ্বিতীয় জন্ম পুত্ররূপে; সেইজন্য বলা হয় 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—আত্মাই পুত্ররূপে জাত হন।)

অন্য ভাবে প্রশ্ন-উপনিষদ্ ঐ একই উপদেশ দিয়াছেন—

স যদি একমাত্রম্ অভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যাম্ অভিসম্পদ্যতে। তম্ ঋচো মনুষ্যলোকম্ উপনয়ন্তে। স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানম্ অনুভবতি॥ অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিম্ অনুভূয় পুনরাবর্ততে॥—প্রশ্ন, ৫।৩-৪

'সে যদি ওঁ-কারের একটি মাত্র মাত্রা ধ্যান করে, তবে সে শীঘ্রই পৃথিবীতে ফিরিয়া আইসে। ঋক্ মন্ত্রসকল তাহাকে মনুষ্যলোকে উপনীত করে। সে এখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করে। আর সে যদি ওঁ-কারের দ্বিমাত্রা মনে ধ্যান করে, তবে সে যজুঃ-মন্ত্র দ্বারা অন্তরিক্ষ সোমলোকে উন্নীত হয়। সে সোমলোকে বিভূতি অনুভব করিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আইসে।'

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপদেশও আমাদের প্রণিধান-যোগ্য—

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎ-ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে ॥

তদেষ শ্লোকো ভবতি।—

তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি। লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তম্ অস্য ॥
প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে ॥—বৃহ, ৪।৪।৫-৬

'যাহার যেরূপ কার্য, যেরূপ আচরণ, সে সেইরূপ হয়। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। পুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্য হয়, পাপ কর্মের দ্বারা পাপ হয়। জীবকে 'কামময়' বলা হইয়াছে। তাহার যেমন কামনা, সেইরূপ ভাবনা হয়। যেরূপ ভাবনা হয়, সে সেইরূপ কর্ম করে। যেরূপ কর্ম করে, তাহার সেইরূপ গতি হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোকটি প্রচলিত আছে। তাহার মন যেখানে আসক্ত, সে কর্মের দ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে সে যে কর্ম করিয়াছে, পরলোকে সেই কর্মের ক্ষয় হইলে আবার কর্ম করিবার জন্য তাহাকে সেই লোক হইতে ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়।'

অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩

ইহার নিত্যানন্দ-বিরচিত ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে—

পুণ্যেন শাস্ত্রবিহিতেন কর্মণা দেবাদিষু জায়মানঃ পুণ্যঃ পুণ্যাত্মা বৈ ভবতি, পাপেন শাস্ত্রনিষিদ্ধেন কর্মণা স্থাবরাদিষু জায়মানঃ পাপঃ পাপাত্মা ভবতি।

এই যে স্থাবরাদিতে জন্ম—গীতা যাহাকে 'মূঢ়যোনিষু জায়তে' (১৪।১৫) বলিয়াছেন—উপনিষদের অন্যত্র ইহার বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥—ছান্দোগ্য, ৫।১০।৭

'যাঁহাদের আচরণ শুভ, তাঁহারা অচিরে শুভ ব্রাহ্মণ যোনিতে বা ক্ষত্রিয় যোনিতে বা বৈশ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আর যাহাদের আচরণ অশুভ, তাহারা অচিরে অশুভ কুকুর যোনিতে, শূকর যোনিতে বা চণ্ডাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।'

এ সম্পর্কে কৌষীতকী উপনিষদ্ বলেন—

য এনং ন প্রত্যাহ তম্ ইহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি। স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা-শকুনির্বা শার্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা* বা পুরুষো বা অন্যো বা এতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম যথাবিদ্যম্—কৌষী, ১।২

'আর যাহারা চন্দ্ররূপ স্বর্গলোক প্রত্যাখ্যান না করে, তাহারা মেঘের দ্বারা ইহলোকে বর্ষিত হয়; এবং এখানে কীট বা পতঙ্গ বা শকুনি বা ব্যাঘ্র বা সিংহ বা মৎস্য বা পরশ্বা বা পুরুষ বা অন্য জঙ্গম দেহে—সেই সেই স্থানে 'যথা-কর্ম যথাশ্রুত'-অনুসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।'

জীবের এই বারংবার জন্ম-মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক বৃক্ষের সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষোঽমৃষা—বৃহ, ৩।৯।২৮।১

'যেমন বৃক্ষ অক্ষয়, তেমনি জীব অব্যয় (অমৃষা)।'

বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়, বিটপিত হয়, পুষ্পিত হয়, ফলিত হয়—তারপর? মাটিতে তিরোহিত হয়। কিন্তু তথাপি বৃক্ষ একেবারে বিনষ্ট

* পরশ্বা=দন্দশূকবিশেষঃ—শঙ্করানন্দ

হয় না—বীজরূপে রক্ষিত থাকে। সেই বীজ হইতে প্ররোহ হয়, আবার পল্লব, আবার বিটপ, আবার পুষ্প, আবার ফল উদ্ভূত হয়—বীজগর্ভ ফল। বৃক্ষ—বীজ, বীজ—বৃক্ষ, অনাদি হইতে অনন্তকাল এই পর্যায়-ধারায় আবির্ভাব ও তিরোভাব চলে—তিরোভাবের পর পুনশ্চ আবির্ভাব, আবার আবির্ভাবের পর পুনশ্চ তিরোভাব।*

যদ্ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলাৎ নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি ॥—বৃহ, ৩৷৯৷২৮৷৪

বৃক্ষের এই যে বারংবার 'প্রেত্য-সম্ভব' (পুনরুৎপত্তি), তাহার নিদান ঐ বীজ—

ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা প্রেত্য-সম্ভবঃ—বৃহ, ৩৷৯৷২৮৷৫

জীবের এই যে পুনরুৎপত্তি, বারংবার ঐরূপে তিরোভাব ও আবির্ভাব (ন্যায় দর্শনে যাহার নাম 'প্রেত্যভাব')—তাহার নিদান কি? বৃহদারণ্যক বলেন, তাহার নিদান কর্ম—জন্মে জন্মে অনুষ্ঠিত ভাবনা, বাসনা ও চেষ্টনা (Thoughts, Desires and Actions)। ঐ কর্মই জন্মান্তরের বীজ।

বৃহদারণ্যক অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন—

অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎ-ক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদ্ অভিসম্পদ্যতে।

—বৃহ, ৪৷৪৷৫

'এই পুরুষকে 'কামময়' বলা যায়। সে যে প্রকার কামনাযুক্ত হয়, সেই প্রকার ভাবনা করে; যে প্রকার ভাবনাযুক্ত হয়, তদনুরূপ কর্ম করে; যে প্রকার কর্ম করে, তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়।'

---

* Mankind is like a plant. Like this it springs up, develops and returns finally to the earth. Not entirely, however. But as the seed of the plant survives, so also at death the works (karma) of a man remain as a seed, which sown afresh in the realm of ignorance (Avidya), gives rise to a new existence, in exact correspondence with his character.—Deussen's Philosophy of the Upanishads, pp. 313-4.

অতএব জন্মের পক্ষে কামই মূলাধার। এই কামকে গীতায় 'সঙ্গ' বলা হইয়াছে ('সঙ্গং ত্যক্ত্বা', 'মুক্তসঙ্গঃ' ইত্যাদি); বুদ্ধদেব উহাকে 'তণ্‌হা বলিয়াছেন। (তণ্‌হা 'তৃষ্ণা' শব্দের পালি অপভ্রংশ). অবিদ্যা-জনিত এই তণ্‌হা হইতেই জন্ম-জন্মান্তর এবং তণ্‌হা-ক্ষয়েই জন্মনিবৃত্তি।*

কোন বৃক্ষকে যদি সমূলে উৎখাত করা যায়, তবে যেমন তাহা হইতে আর বৃক্ষান্তর উৎপন্ন হয় না—সেইরূপ কোন জীবের কর্মমূল অর্থাৎ 'কাম' বা বুদ্ধদেবের কথিত 'তণ্‌হা' যদি নিঃশেষে উৎসারিত হয়, তবে তাহার 'প্রেত্যভাব' হইবে কিরূপে?—কারণ,

সতি মূলে তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—যোগসূত্র, ২।১৩

'মূল থাকিলে তবেই 'ত' তাহার বিপাকে— জন্ম আয়ুঃ ভোগ হইবে।'

যদি মূলই বিনষ্ট হয়, তবে প্ররোহ কখনই সম্ভব নয়।† বৃহদারণ্যক এই কথাই বলিয়াছেন—

যৎ সমূলম্ আবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনঃ আভবেৎ।
মর্ত্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি॥
জাত এব ন জায়তে কোঽন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ॥—বৃহ, ৩।৯।২৮।৬-৭

'বৃক্ষকে যদি স-মূলে উৎপাটিত করা যায়, তবে তাহা হইতে আর বীজ জন্মে না। মানুষ যদি মৃত্যু কর্তৃক বৃক্ণ হয়‡ তবে কোন্ মূল হইতে

---

* Verily it is this thirst (Tanha) or craving, causing the renewal of existence, accompanied by sensual delights, seeking satisfaction now here now there—the craving for the gratification of the passions, for continued existence in the worlds of sense.
—Buddhist Suttas, S. B. E. Vol. XI, p. 148.

† Hence it is this (Tanha or thirst) which must be completely eradicated, root and branch, during our present life-time—if at death we want to get out of the cycle of rebirths.
—The Doctrine of the Buddha, p. 312.

‡ বলা বাহুল্য, এ মৃত্যু Death নহে। অগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ (বৃহ, ৩।২।১০)—এই মৃত্যু জ্ঞানাগ্নি, যাহার স্পর্শে সমস্ত কর্মপাশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

আবার অঙ্কুর জন্মিবে ? এবার জন্ম হইয়াছিল—আর সে জন্মিবে না। কে আর তাহাকে জন্মাইতে পারিবে ?'

অর্থাৎ, এই তাহার শেষ-জন্ম ও শেষ-মৃত্যু।

অধ্যাপক ডয়সন্ বলেন, 'In no Vedic text earlier than the Upanishads can the doctrine of the soul's transmigration (জন্মান্তরবাদ) be certainly traced'. (p. 317). অপরে বলিয়াছেন যে, হিন্দুজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগ্‌বেদ সংহিতা—তাহাতে কোথাও জন্মান্তরের উল্লেখ নাই। অতএব জন্মান্তরবাদ অর্বাচীন এবং বেদ-বিরুদ্ধ।

এ সম্পর্কে আমি আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

'বেদের সংহিতাভাগে জন্মান্তরের উল্লেখ নাই বলিয়া জন্মান্তরবাদ অবৈদিক, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কারণ, বৈদিক যজ্ঞসমূহে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হইত, বেদের সংহিতাভাগে মাত্র সেই মন্ত্রসমূহই সংকলিত হইয়াছে ; ঐ সংহিতা ঋষি-সমাজে প্রচলিত অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন-স্থান নহে। বৈদিকযুগে ঋষি-সমাজে ব্রহ্মতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব-উপদেশ প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ অংশেই সেই সকল তত্ত্ব-উপদেশ সংকলিত হইয়াছিল ; জীবের উৎক্রান্তি, জীবের পরলোকগতি, জীবের জন্মান্তর প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জ্ঞান যথাস্থানেই সংকলিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌ই তাহাদের প্রকৃত সংকলন-স্থান—সংহিতা নহে। অতএব সংহিতায় জন্মান্তরের উল্লেখ না দেখিয়া জন্মান্তরবাদকে বেদবিরুদ্ধ বলা অসঙ্গত। টড্ হাণ্টারের বীজগণিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবদ্দশায় সংকলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভিক্টোরিয়ার কোন উল্লেখ নাই। ইহা হইতে কি আমরা সিদ্ধান্ত করিব, ভিক্টোরিয়া বলিয়া কোন রাজ্ঞী ইংলণ্ডে কখনও রাজত্ব করেন নাই ? রাজা রাণীর কথা ইতিহাসে থাকিবে, গণিতে নহে।

'ইতিহাস গ্রন্থে ভিক্টোরিয়ার উল্লেখ না থাকিলে তাঁহাকে কাল্পনিক ব্যক্তি অনুমান করা সঙ্গত, কিন্তু বীজগণিতে তাঁহার উল্লেখের আশা করা অসঙ্গত। বেদের সংহিতাভাগ মন্ত্রের সংকলন-গ্রন্থ। তাহাতে জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের উল্লেখ থাকিবে কেন ?

'দ্বিতীয় কথা। উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক দিন পর্যন্ত এই জন্মান্তরবাদ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সাধারণ্যে তাহার প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। বহুকাল পর্যন্ত এই জন্মান্তর-তত্ত্ব তত্ত্বদর্শী রাজর্ষিসম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ঐ তত্ত্বকে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' নামে অভিহিত করা হইত। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয়ে সংশয় থাকে না।'—পৃ, ১৪৯-৫০

এই সম্পর্কে ছান্দোগ্য হইতে প্রবাহণ জৈবলি ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যান আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি—তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়েও ঐ প্রবাহণ জৈবলি ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যান আছে। সেখানেও দেখি জৈবলি বলিতেছেন—ইয়ং বিদ্যা ইতঃ পূর্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণে উবাস (বৃহ, ৬।২।৮)—'ইতিপূর্বে এই বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণে বাস করে নাই।'

যে জন্মান্তরবাদ এইরূপ গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যজ্ঞে ব্যবহার্য মন্ত্রের সংগ্রহের মধ্যে তাহার উল্লেখ না থাকা কি বিচিত্র ? এবং সেজন্য জন্মান্তরবাদকে বেদবিরুদ্ধ বলা কি সঙ্গত ?

কিন্তু, উপনিষদের পূর্ববর্তী গ্রন্থে জন্মান্তরের কোন ইঙ্গিত নাই, একথা কি প্রমাণসিদ্ধ ? ঐতরেয় উপনিষদ্ বামদেব ঋষির প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া জন্মান্তরের সমর্থন করিয়াছেন। ঐতরেয়ের বিবরণ এইরূপ—

তদুক্তম্ ঋষিণা—গর্ভে নু সন্ অন্বেষাম্ অবেদমহং দেবানাং জনিমানি

বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীঃ অরক্ষন্ অধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্—ইতি গর্ভে এব এতৎ শয়ানো বামদেব এবম্ উবাচ—ঐত, ৪।৫

গর্ভে থাকিয়া যে শ্লোক বামদেব ঋষি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের ৪।২৭।১ মন্ত্র। শ্রীশঙ্করাচার্য ঐ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন—

'মাতৃকুক্ষিতে শয়ান থাকিয়া জন্মান্তরীন সংস্কার শুদ্ধির ফলে (অনেক-জন্মান্তর-ভাবনা-পরিপাক-বশাৎ) বামদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন—'এই সকল দেবতার (বাগ্-অগ্ন্যাদীনাং) সমস্ত জন্ম আমি জানিয়াছি। শত আয়সী (লৌহময়ী) পুরী আমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। শ্যেন যেমন জাল ছিন্ন করিয়া বেগে বহির্গত হয়, আমিও সেইরূপ আত্মজ্ঞান-শক্তিতে (আত্ম-জ্ঞানকৃত-সামর্থ্যেন) নির্গত হইয়াছি।'

এই বামদেব ঋষির কথা আমরা বৃহদারণ্যকেও প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্ম বা ইদম্* অগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব অবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ। তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং। তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদম্ অপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি।—বৃহ, ১।৪।১০

এই যে মন্ত্র 'অহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি'—ইহা ঋগ্বেদের ৪।২৬।১ শ্লোক। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

অগ্রে এ সমস্তই ব্রহ্ম ছিলেন। যিনি আপনাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই-ভাবে জানিলেন, তিনিই সর্ব হইলেন (স্বাভাবিকম্ সর্বত্বং প্রাপ্তম্)। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি জানিলেন, ঋষিদিগের মধ্যে যিনি জানিলেন, মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি জানিলেন, তিনি সর্ব হইলেন। ইহা জানিয়া ঋষি বামদেব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন—'আমি মনু হইয়াছি, সূর্য হইয়াছি।'

---

* ইদং—শরীরস্থং প্রমাত্রাদি-সাক্ষিভূতম্ ত্বং-পদলক্ষ্যম্—অর্থাৎ জীব (নিত্যানন্দ)।

অতএব ঋগ্বেদের দুইস্থলে আমরা জন্মান্তরের ইঙ্গিত পাইলাম।

শতপথ ব্রাহ্মণেরও একস্থলে জন্মান্তরের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

তে য এবম্ এতদ্ বিদুঃ। যে বৈতৎ কর্ম কুর্বতে মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি। তে সম্ভবন্ত এব অমৃতত্বম্ অভিসম্ভবন্তি। অথ য এবং ন বিদুঃ যে বৈতৎ কর্ম ন কুর্বতে মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি ত এতস্যৈব অন্নং পুনঃ পুনর্ভবন্তি

—শতপথ, ১০।৪।৩।১০

'যাঁহারা এইরূপ জানেন বা এইরূপ কর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর উত্থিত হন এবং অমৃতত্ব সংপ্রাপ্ত হন (they rise again to immortality); কিন্তু যাহারা ইহা জানে না বা এরূপ কর্ম করে না, তাহাদের মৃত্যুর পর যে উত্থান, তদ্দ্বারা তাহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অন্ন হয় (they become again and again the prey of death)'.

অন্যত্র—

দক্ষিণে অগ্নৌ পাবয়ন্তি পবিত্রাভিঃ * *। পিতৄন্ এব তৎ মর্ত্যান্ সতঃ অমৃতযোনৌ দধাতি মর্ত্যান্ সতঃ অমৃতযোনেঃ প্রজনয়তি

—শতপথ, ১২।৯।৩।১২

ইহার Julius Eggeling-কৃত অনুবাদ এই :—

On the southern fire they offer libations. * * The Fathers, whilst being mortal, he (যজমান) thus places in the immortal womb; and them that are mortal, he causes to be born (again) from out of the immortal womb.

এই মন্ত্রে অগ্নিক্রিয়ার ফলে পিতৃগণের প্রেতলোক হইতে অমৃতধাম স্বর্গলোকে উন্নয়ন ও সেখান হইতে পৃথিবীলোকে পুনরাগমন যে সূচিত হইতেছে, ইহা মনে করা আদৌ অসঙ্গত নহে। অতএব ডয়সন্ যে বলিলেন, উপনিষদের পূর্ববর্তী গ্রন্থে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ নাই—এ মত ভিত্তিহীন।

জন্মান্তর সম্বন্ধে অধ্যাপক ডয়সন্ আর একটি আপত্তি উঠাইয়া ঐ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

We see here how by the side of the belief in a return to earth, the ancient ideas of a recompense of good and evil in the other world persist, and become united with the doctrine of transmigration, so that now all good and evil actions experience a *two-fold* retribution, once in the other world and again by renewed life upon earth. And thus that which has already received a *full* recompense is recompensed yet again and strictly speaking the entire conception of a recompense is destroyed. * * * পুনশ্চ : Combining the ancient Vedic eschatology with the doctrine of transmigration, (it) teaches a two-fold recompense (a recompense, therefore, of that which has been already recompensed)—on the one hand in the other world, and once again by a return to earth.—pp. 332 & 334.

অর্থাৎ, যদি পরলোকে জীবের সুকৃত বা দুষ্কৃত ভোগের-দ্বারা বিপাক লাভ করিল, তবে কিসের জন্য ইহলোকে সে জীব আবার জন্মান্তর গ্রহণ করিবে? একবার বিপাক হইল পরলোকে, আবার বিপাক হইবে ইহলোকে? এইরূপ দ্বিগুণিত (ডবল) বিপাকের সার্থকতা কি?

এ সম্বন্ধে আমি আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরে' সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। স্মরণ রাখিতে হইবে কর্ম দ্বিবিধ—ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত। ক্রিয়মাণ কর্ম ইহজন্মে কৃত কর্ম, আর সঞ্চিত কর্ম অনেক জন্মকৃত পূর্বতন কর্ম।

ক্রিয়মাণং চ যৎ কর্ম বর্তমানং তদুচ্যতে। * * *
অনেকজন্ম-সংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্ ॥

—দেবী ভাগবত, ৬।১০।১২, ১০

পূর্ব পূর্ব জন্মে আমি যে বহু সংখ্যক জীবের সহিত কর্মপাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কয়জনই বা ইহজন্মে বিদ্যমান রহিয়াছে বা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং কয়জনের সহিতই বা আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে ? অথচ যাহার সহিত কর্মসূত্রের যোগ, যে উপকার পাইয়া আমার নিকট ঋণী, অথবা যাহার অপকার করাতে আমি তাহার নিকট ঋণী হইয়াছি, তাহার সহিত সংযোগ না হইলে, সে কর্মের শেষ হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, এক জন্মের মধ্যে সঞ্চিত কর্মের অত্যল্প অংশেরই ক্ষয় সম্ভব। এই জন্য যাঁহারা কর্ম দেবতা, অর্থাৎ কর্মের বিধাতা-পুরুষ— তাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া এইরূপ যোগাযোগ ঘটাইয়া দেন যে, সমস্ত সঞ্চিত কর্মের মধ্যে এক নির্দিষ্ট অংশ-মাত্রেরই ইহজন্মে ভোগ সমাধা হয়। এই নির্দিষ্ট অংশের নাম 'প্রারব্ধ' কর্ম। প্র+আরব্ধ= প্রারব্ধ।

সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ান্ কিল।
দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ ॥
প্রারব্ধং কর্ম বিজ্ঞেয়ম্— —দেবী ভাগবত, ৬।১০।১৩-৪

'সঞ্চিত কর্ম সমূহের মধ্যে যে নির্দিষ্ট অংশ, নব জন্মের প্রাক্‌কালে কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম।'

তবেই আমরা বুঝিলাম জীবের সমস্ত কর্ম একজন্মে ভোগ দ্বারা নিঃশেষ হয় না। সেজন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন। ৫।১০।৫ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই কথাই বলিয়াছেন :—

ন চ একস্মিন্ জন্মনি সর্বকর্মণাং ক্ষয় উপপদ্যতে। ব্রহ্মহত্যাদেশ্চ এৈককস্য কর্মণঃ অনেকজন্মারম্ভকত্ব-স্মরণাৎ। স্থাবরাদি-প্রাপ্তানাঞ্চ অত্যন্ত-মূঢ়ানাম্ উৎকর্ষ-হেতোঃ কর্মণঃ আরম্ভকত্বাসম্ভবাৎ। * * তস্মাৎ ন একস্মিন্ জন্মনি সর্বেষাং কর্মণামুপভোগঃ। * * বাসনাবৎ ন অশেষকর্মোপমর্দ ইতি শেষকর্মসম্ভবঃ।

অর্থাৎ, 'এক জন্মেই সমস্ত কর্মের ক্ষয় উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) নহে। ব্রহ্মহত্যারূপ এমন সকল কর্ম আছে যাহার ফল অনেক জন্ম ভুগিয়া শেষ করিতে হয়, এবং স্থাবরাদি অত্যন্ত মূঢ় যোনিতে জন্মান্তর হইলে উৎকর্ষ সাধনপূর্বক তাহার প্রতিকার একরূপ অসম্ভব। তবেই এক জন্মে সমস্ত কর্মের উপভোগ অনুপপন্ন হইতেছে। * * যেমন বাসনা (সংস্কার) নিঃশেষে নিরস্ত হয় না, সেইরূপ কর্মেরও অবশেষ (remnants) রহিয়া যায়।'

পুনশ্চ স্মরণ রাখিতে হইবে—পরলোক ভোগের স্থান, কর্মের স্থান নহে। পরলোকে জীব সুকৃত বা দুষ্কৃতের অনুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগ করে মাত্র। সুখ-ভোগকে 'স্বর্গ' বলে, দুঃখ-ভোগকে 'নরক' বলে।

পূর্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ॥

—দেবী ভাগবত, ৪।২১।২২

এই যে স্বর্গ বা নরক-ভোগ, তাহা কর্ম কর্তার স্বগত ব্যক্তিগত ভোগ। কিন্তু যাহাদের সহিত তাহার কর্মবন্ধন, কার্মিক গ্রন্থি পূর্ব পূর্ব জন্মে গ্রথিত হইয়াছিল, পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের সন্নিধি, সম্পর্ক ও সাহচর্য স্থাপিত না হইলে, সেই সকল কর্মের বিপাক বা ফলভোগ কিরূপে সাধিত হইতে পারে?

সেইজন্য দেবী ভাগবত বলিয়াছেন—

ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা॥
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে। * *
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্মভ্যঃ কর্মভিঃ পুনঃ॥
যোজয়ত্যেব তং কালম্ * * —৪।২১।২৩-২৫

'দেহান্তে জীব স্বকৃত কর্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। সেই স্বর্গ বা নরকে তাহাকে নানা প্রকার ভোগ ভুগিতে হয়। পরে ভোগের

অবসানে যখন তাহার পুনর্জন্মের সময় হয়, তখন কাল সঞ্চিত-কর্ম সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলি কর্মের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করে।'

ইহাই 'প্রারব্ধ' কর্ম, ইহারই ভোগের জন্য জন্মান্তর গ্রহণ।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, জীবে জীবে চরিত্র সম্বন্ধে প্রচুর প্রভেদ। কেহ ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত জন্মসিদ্ধ হরিভক্ত; কেহ চার্বাকের মন্ত্রশিষ্য নাস্তিক শিরোমণি—ঈশ্বরের নামে তাহার কর্ণজ্বর উৎপন্ন হয়; কেহ এমন শান্তশিষ্ট মধুর, অমায়িক প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, সহস্র প্রলোভন ও অশুভ ঘটনার নির্যাতন সে প্রকৃতিকে মলিন করিতে পারে না; কেহ আজন্ম পাতকী (congenital criminal), পাপ-প্রবৃত্তি তাহার অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত, শত প্রকার নৈতিক চিকিৎসার প্রয়োগেও সে পাপ-রোগের প্রশম হয় না। কেহ অতি স্থূল জড়বুদ্ধি, শিক্ষকের অযুত বেত্র-কশাঘাতেও তাহার কঠোর মস্তিষ্কে 'ক'-অক্ষর অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে না; কেহ সুবুদ্ধি মেধাবী—(কালিদাসের ভাষায়) শরৎকালে যেমন হংসমালা অযাচিত ভাবে গঙ্গায় উপনীত হয়, সমস্ত বিদ্যা সেইরূপ বিনা প্রযত্নে তাহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়। কেন এইরূপ হয়? অধ্যাপক ডয়সন্ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

It is the great moral difference of character, existing from birth, upon which the singers of the Rig Veda had already pondered, and which the philosopher explains in our passage on the hypothesis that a man has already existed once before his birth, and that his inborn character is the fruit and consequence of his previous action.

—The Philosophy of the Upanishads, p. 330

তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন—বৃহ, ৩।২।১৩

শঙ্করাচার্য আরও বলেন—

মর্কটজন্মনি আরব্ধে মর্কটস্য জাতমাত্রস্য মাতুঃ শাখায়াঃ শাখান্তরগমনে

মাতুঃ উদরসংলগ্নত্বাদি-কৌশলং ন প্রাপ্নোতি ইহ-জন্মনি, অনভ্যস্তত্বাৎ

—৫।১০।৫ ছান্দোগ্য ভাষ্য

'যেস্থলে জীবের মর্কটজন্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, দেখা যায় সদ্যঃজাত মর্কট-শিশুর মাতা শাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফ দিতেছে, অথচ শিশু এ জন্মে অনভ্যস্ত হইলেও মাতার শরীর-লগ্ন রহিয়াছে। এ কৌশল সে শিখিল কবে? নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে।'

ইহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় সহজাত সংস্কার (Instincts) বলে। নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন প্রাণীর সদ্যোজাত শাবকে ঐ Instinct সুস্পষ্ট ভাবে দর্শন দেয়—যেমন সদ্যঃজাত হংস-শাবক সন্তরণ করিতে পারে—'a new-born mammal will suck, a just hatched bird will peck or open its beak according to its kind'। এই সকল সহজাত-সংস্কার-জনিত ব্যাপার শিক্ষা বা সাধন-সাপেক্ষ নহে—উহা সাংসিদ্ধিক। তাহাই যদি হইল, তবে ঐ সকল সহজাত সংস্কার কোথা হইতে আইসে? শঙ্করাচার্য বলিলেন, পূর্ব জন্ম হইতে। ন্যায়দর্শনকার গৌতম ঋষি বলেন, সহজাত সংস্কার জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের অভ্যাস-জনিত 'বাসনা'র ফল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গৌতম সদ্যঃজাত শিশুর স্তন্যাভিলাষের উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ—ন্যায়সূত্র, ৩।১।২১

এই জন্মান্তর সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য ৫।১০।৫ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আপত্তি হইতে পারে যে, পরলোকে ভোগের দ্বারা যদি সমস্ত কর্মের নিঃশেষে ভোগ হইয়া যায়, তবে ত' তৎক্ষণাৎ মোক্ষ হইবে। আবার জন্মান্তর কি?

যদি সর্বস্যৈব ক্ষয়ঃ কর্মণঃ, চন্দ্রমণ্ডলস্থস্যৈব মোক্ষঃ প্রাপ্নোতি। * * ততঃ আগতস্য ইহ শরীরোপভোগাদি ন সম্ভবতি।

ইহার উত্তরে তিনি বলেন—

ইষ্টাপূর্তের ফলেই ত' স্বর্গলোক-প্রাপ্তি। ইষ্টাপূর্ত ব্যতীতও মনুষ্যের

অনেকানেক কর্ম থাকে। চন্দ্রমণ্ডলে তাহাদের ভোগ হয় না। অতএব তাহাদিগের ভোগের জন্য পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

ননু ইষ্টাপূর্তদত্ত-ব্যতিরেকেণাপি মনুষ্যলোকে শরীরোপভোগ-নিমিত্তানি কর্মাণি অনেকানি সম্ভবন্তি। ন চ তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে উপভোগঃ। অতঃ অক্ষীণানি তানি। যন্নিমিত্তম্ চন্দ্রমণ্ডলম্ আরূঢ়ঃ তান্যেব ক্ষীণানি ইত্য-বিরোধঃ।

পুনশ্চ,—ইহলোকে ইষ্টাদিকর্ম উপচিত্য চন্দ্রং গচ্ছন্তি। তৎ ক্ষয়ে চ আবর্তন্তে, ক্ষণমাত্রমপি তত্র স্থাতুং ন লভ্যতে। স্থিতি-নিমিত্ত-কর্মক্ষয়াৎ—স্নেহক্ষয়াদিব প্রদীপস্য।

ইহার টীকায় আনন্দ গিরি লিখিয়াছেন—

চন্দ্রলোকে ভোক্তব্যস্য কর্মণো ভোগেন ক্ষয়াদ্ উর্ধ্বম্ শেষেণ অনুপভুক্তেন কর্মণা জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।

অর্থাৎ, 'ইষ্টাপূর্ত ভিন্নও মনুষ্যলোকে শরীর গ্রহণের উপযোগী অনেক প্রকার কর্ম জীব কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সে সকল কর্মের ভোগ ত' আর চন্দ্রলোকে সিদ্ধ হয় না। অতএব সে সকল কর্ম অক্ষীণ থাকে এবং তাহাদের ভোগজন্যই জন্মান্তর।'

পুনশ্চ, 'যে কর্মের গতিকে জীব চন্দ্রমণ্ডলে নীত হয়, স্বর্গভোগ দ্বারা সেই কর্মই ক্ষয়িত হয়—অন্য কর্ম ক্ষয়িত হয় না। যেমন তৈলক্ষয়ে দীপ নির্বাণ হয়, সেইরূপ স্বর্গস্থিতিকারক কর্মক্ষয়ে জীবের স্বর্গ হইতে পতন অনিবার্য।'

বৃহদারণ্যক এ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

তেষাং যদা তৎ পর্যবৈতি অথ ইমমেব আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে

—বৃহ, ৬।২।১৬

তেষাং কর্মিণাং যদা যস্মিন্ কালে তৎ যজ্ঞদানাদিলক্ষণং সোমলোক-প্রাপকং কর্ম পর্যবৈতি পরিগচ্ছতি পরিক্ষীয়তে ইত্যর্থঃ—অথ তদা ইমমেব সিদ্ধম্ আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে—শঙ্করভাষ্য

নিত্যানন্দকৃত ইহার টীকা এইরূপ :—তেষাং কর্মিণাং যদা যস্মিন্ কালে তৎ যজ্ঞাদি-পিতৃলোক-প্রাপকং কর্ম পর্যবৈতি পরিগচ্ছতি ক্ষীয়তে, অথ তদা তে ইমমেব প্রসিদ্ধম্ আকাশম্ অভিনিষ্পদ্যন্তে।

অর্থাৎ, 'যখন পিতৃলোক-প্রাপক যজ্ঞাদি কর্ম ভোগ-দ্বারা নিঃশেষিত হয়, তখন জীব অবশিষ্ট কর্মভোগের জন্য জন্মান্তর-গ্রহণ হেতু মর্ত্যলোকে অবতরণ করে।'

অতএব অধ্যাপক ডয়সন্ যে Double Recompense-এর আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা ভিত্তিশূন্য।

এ বিষয়ের আর বিস্তার না করিয়া আমরা অতঃপর পূর্বোক্ত 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা'র আলোচনা করি। এ বিদ্যায় জীবের জন্মান্তরের জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ-প্রণালী সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে 'The Great Transmigration Text' বলেন। ইহা ছান্দোগ্যের পঞ্চম প্রপাঠকের তৃতীয় হইতে দশম খণ্ডে এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে রক্ষিত আছে। ঐ বিবরণ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুরূপ।

আমাদের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীব যে পথে স্বর্গে উপনীত হইয়াছিল, এখন সেই পথেই মর্ত্যে অবতরণ করে, কারণ, এ যাত্রা সেই স্বর্গ-যাত্রারই পুনর্যাত্রা (উল্টা রথ)। এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা অথ এতমেব অধ্বানম্ পুনর্নিবর্তন্তে যথা ইতম্—ছান্দোগ্য, ৫।১০।৫

অর্থাৎ, 'জীব যে পথে স্বর্গে উপনীত হইয়াছিল, এখন স্বর্গ হইতে অবতরণের সময় সেই পথেই ফিরিয়া যায়।'

When the ego is about to re-incarnate, he has to reverse the process of withdrawal, to pass downward through the very same worlds through which he came on his upward journey.—C. W. Leadbeater's 'Hidden Side of Things'.

ছান্দোগ্য সেই পুনর্যাত্রা এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন :—

প্রথমতঃ—আকাশম্ (অভিনিষ্পদ্যতে), আকাশাৎ বায়ুম্, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি। ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়ঃ তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপ-তরম্। যো যো হ্যন্নম্ অত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ ভূয় এব ভবতি।—ছা, ৫।১০।৫-৬

বৃহদারণ্যকের বিবরণ ইহারই অনুরূপ—

আকাশাৎ বায়ুম্, বায়োর্বৃষ্টিং, বৃষ্টেঃ পৃথিবীম্। তে পৃথিবীং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ; ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে—বৃহ, ৬।২।১৬

অতএব পুনর্যাত্রার পথ এইরূপ :—

প্রথম আকাশ, তাহার পর বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্ট হইয়া পৃথিবী ; পৃথিবীতে পৌঁছিয়া অন্নের মধ্যে প্রবেশ (ছান্দোগ্য ঐ অন্নকে বিশেষিত করিয়া ব্রীহি-যব, ওষধি-বনস্পতি, তিল-মাষ বলিলেন)। ঐ অন্ন-দ্বারে জীব, যে পুরুষ অন্ন ভক্ষণ করে তাহার শরীরের মধ্যে শুক্রে প্রবিষ্ট হয়, এবং শুক্রদ্বারে মাতার কুক্ষিতে নিষিক্ত হইয়া নব জন্ম লাভ করে। ঐ যে আকাশ ও বায়ুর কথা বলা হইল, তদ্দ্বারা দ্যুলোকের (Mental Plane-এর) অরূপ ও রূপভূমি সূচিত হইল। তাহার পর মেঘ (পর্জন্য)—তদ্দ্বারা অন্তরিক্ষ অর্থাৎ ভুবর্লোক (Astral Plane) সূচিত হইল। তদনন্তর পৃথিবী অর্থাৎ ভূর্লোক (Physical Plane)। সেখানে প্রথম পিতৃদেহে প্রবেশ এবং তথা হইতে নিষিক্ত হইয়া মাতৃকুক্ষি হইতে পুনর্জন্ম।

যাহাকে 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' বলা হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, জীবের জন্মান্তরের জন্য এই অবরোহণ-প্রণালী আরও সুস্পষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদিষ্ট ঐ 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' এইরূপ :—

অসৌ বাব লোকঃ গৌতম ! অগ্নিঃ। তস্য আদিত্য এব সমিৎ, রশ্ময়ো ধূমঃ, অহঃ অর্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি[১] বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

১ বৃহদারণ্যকের পাঠ—দিশঃ অঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সংভবতি।

পর্জন্যো বাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্য বায়ুরেব[১] সমিৎ, অভ্রং ধূমঃ, বিদ্যুৎ অর্চিঃ, অশনিঃ অঙ্গারাঃ, হ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ বর্ষং[২] সংভবতি।

পৃথিবী[৩] বাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিৎ, আকাশো ধূমঃ, রাত্রিঃ অর্চিঃ, দিশঃ অঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ[৪]।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা বর্ষং[২] জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ অন্নং সংভবতি।

পুরুষো বাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্য বাগেব[৫] সমিৎ, প্রাণো ধূমঃ, জিহ্বা[৬] অর্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সংভবতি।

যোষা বাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, যদ্ উপমন্ত্রয়তে[৭] স ধূমঃ, যোনিরর্চিঃ, যদ্ অন্তঃ করোতি তে অঙ্গারাঃ, অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ গর্ভঃ[৮] সংভবতি।

---

১ বৃহদারণ্যকের পাঠ—সংবৎসর এব সমিৎ

২ বৃহদারণ্যকের পাঠ—বৃষ্টিঃ

৩ বৃহদারণ্যকের পাঠ—অয়ং বৈ লোকঃ

৪ বৃহদারণ্যকের পাঠ—পৃথিব্যেব সমিৎ, অগ্নির্ধূমঃ, রাত্রিঃ অর্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ

৫ বৃহদারণ্যকের পাঠ—ব্যাত্তমেব। ব্যাত্তং—বিবৃতং মুখম্

৬ বৃহদারণ্যকের পাঠ—বাক্

৭ বৃহদারণ্যকের পাঠ—লোমানি ধূমঃ। এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়।

৮ বৃহদারণ্যকের পাঠ—পুরুষঃ—'গর্ভঃ' (Foetus) নহে, 'পুরুষ'—বৃহ, ৬।২

ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি ইতি। স উল্বাবৃতো গর্ভঃ দশ বা নব বা মাসান্ অন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্ বা অথ জায়তে।

—ছান্দোগ্য, ৫।৪-৯ খণ্ড

(এখানে 'অপ্' শব্দে রেতঃ (semen) বুঝিতে হইবে। তত্র পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ হুতায়াং রেতোরূপা আপো গর্ভীভূতাঃ—শঙ্কর)

জৈবলি শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন :—

হে গৌতম! দ্যুলোক-রূপ অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন—যে অগ্নির আদিত্য সমিৎ, রশ্মিচয় ধূম, দিবা অর্চিঃ, চন্দ্রমা অঙ্গার এবং নক্ষত্রনিকর বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ আহুতি হইতে সোমরাজার উৎপত্তি হয়।

পর্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহুতি দেন—যে অগ্নির বায়ু সমিৎ, মেঘ ধূম, বিদ্যুৎ অর্চিঃ, বজ্র অঙ্গার এবং বজ্রধ্বনি বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ আহুতি হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয়। পৃথিবীরূপ অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন—যে অগ্নির সংবৎসর সমিৎ, আকাশ ধূম, রাত্রি অর্চিঃ, দিক্ সমূহ অঙ্গার এবং অবান্তরদিক্ বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ আহুতি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়। পুরুষ-রূপ অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন—যে অগ্নির বাক্ সমিৎ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা অর্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গার এবং শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ আহুতি হইতে রেতের উৎপত্তি হয়। স্ত্রীরূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃকে আহুতি দেন—যে অগ্নির উপস্থ সমিৎ, লোম ধূম, যোনি অর্চিঃ, প্রবেশ (penetration) অঙ্গার এবং অভিনন্দ* বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। ঐ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃকে আহুতি দেন। ঐ আহুতি হইতে গর্ভের (foetus-এর) উৎপত্তি হয়। এইরূপ পর পর পঞ্চম আহুতিতে (রেতোরূপ) অপ্ পুরুষ-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এ গর্ভ কমবেশ নয় মাস কিংবা দশ মাস মাতৃকুক্ষিতে শয়িত থাকিয়া তদনন্তর জন্মগ্রহণ করে।

---

* অভিনন্দাঃ—সুখলবাঃ—শঙ্কর

অতএব আমরা দেখিলাম পঞ্চাগ্নি বিদ্যার পঞ্চ অগ্নি কি কি।

(১) দ্যুলোক, (২) পর্জন্য, (৩) পৃথিবী-লোক, (৪) পুরুষ, এবং (৫) নারী। এই পঞ্চাগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিতেছেন :—

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ
সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥—মুণ্ডক, ২।১।৫

অর্থাৎ, 'প্রথম দ্যুলোকাগ্নি (সূর্য যাহার সমিৎ এবং যে অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দিয়া সোমের উৎপত্তি); দ্বিতীয় অগ্নি পর্জন্য (অন্তরিক্ষ লোক)—যাহাতে সোম আহুতি এবং বৃষ্টি-জনিত ওষধির উৎপত্তি ; তৃতীয় অগ্নি মনুষ্যলোক (পৃথিবী) ; চতুর্থ অগ্নি পুরুষ (যিনি পঞ্চম অগ্নি নারীতে রেতঃরূপ আহুতি প্রদান করেন এবং যাহার ফলে বহু সন্ততির প্রজনন হয়)।'

আমরা লৌকিক অগ্নিতে দেখিতে পাই—তাহার সমিৎ আছে, ধূম আছে, শিখা (অর্চিঃ) আছে, অঙ্গার আছে এবং স্ফুলিঙ্গ আছে। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় ঐ পঞ্চ অগ্নিরও প্রত্যেকের যথাক্রমে সমিৎ, ধূম, শিখা, অঙ্গার ও বিস্ফুলিঙ্গ কল্পিত হইয়াছে। ইহা উপমান (analogy) মাত্র, প্রকৃত নহে। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য প্রথম অগ্নি (দ্যুলোক) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

তস্য অগ্নেঃ দ্যুলোকাখ্যস্য আদিত্য এব সমিৎ—তেন হি ইদ্ধঃ অসৌ লোকো দীপ্যতে। অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিদ্ আদিত্যঃ। রশ্ময়োঃ ধূমঃ তদুত্থানাৎ—সমিধো হি ধূম উত্তিষ্ঠতি। অহঃ অর্চিঃ প্রকাশসামান্যাৎ, আদিত্যকার্যত্বাচ্চ। চন্দ্রমাঃ অঙ্গারাঃ—অহঃপ্রশমে অভিব্যক্তেঃ—অর্চিযো হি প্রশমে অঙ্গারাঃ অভিব্যজ্যন্তে। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ—চন্দ্রমসঃ অবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণত্ব-সামান্যাৎ।

ঐ পঞ্চ অগ্নিতে কি কি আহুতি দেওয়া হয় ? প্রথম আহুতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সোম, তৃতীয় বৃষ্টি, চতুর্থ অন্ন, এবং পঞ্চম রেতঃ।

দ্যুলোকাগ্নিতে দেবগণ যে শ্রদ্ধারূপ আহুতি অর্পণ করেন, ঐ শ্রদ্ধা—যাহা আহুতিরূপে অর্পিত হয়—উহা কি? শঙ্করাচার্য বলেন, শ্রদ্ধা অর্থে—অগ্নিহোত্রাহুতি-পরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ—ছা, ৫।৪।২

অধ্যাপক ডয়সন্ বলেন—'The peculiar essence and so to speak the soul of the work (*karman*) that ascends as the sacrificial vapour (*apas*) is the faith (*shraddha*) with which it is offered.'—p. 334.

আমি বলিতে চাই, এখানে শ্রদ্ধার অর্থ শ্রদ্ধাভাবিত যজ্ঞানুষ্ঠান-জাত 'অপূর্ব'। ঐ অপূর্ব—যাহার ফলে পিতৃযানীর স্বর্গভোগ হয়, যখন ভোগের দ্বারা সেই অপূর্ব অবসিত হয়, তখনই পিতৃযানী জীব পুনর্জন্মের জন্য দ্যুলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রথম অন্তরিক্ষ বা ভুবর্লোকে অবরোহণ করে। সোমরাজার আহুতি দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে। কারণ, এখানে সোমের প্রচ্ছন্ন অর্থ lunar body*—যাহার অতিবাহনে জীব দ্যুলোক হইতে অন্তরিক্ষ লোকে অবতরণ করে। সেই অন্তরিক্ষ লোক হইতে 'বৃষ্ট' হইয়া অনুশয়ী জীব পৃথিবীলোকে প্রবেশ করে এবং শস্যকে দ্বার করিয়া পিতার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃরূপে মাতার কুক্ষিতে নিষিক্ত হয় এবং নির্দিষ্টকাল গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হইয়া নবজন্ম ধারণ করে। ইহাই জন্মান্তরের প্রণালী এবং সেইজন্যই বলা হইল প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতি সোমে রূপান্তরিত হয়; দ্বিতীয় অগ্নিতে সোমরূপ আহুতি বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়; তৃতীয় অগ্নিতে বৃষ্টিরূপ আহুতি অন্নে রূপান্তরিত হয়; চতুর্থ অগ্নিতে অন্নরূপ আহুতি রেতে রূপান্তরিত হয় এবং পঞ্চম অগ্নিতে রেতঃরূপ আহুতি গর্ভ বা ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়।

পিতৃযানীর আবৃত্তি বা জন্মান্তরের আলোচনা এখানেই শেষ করিলাম। পরবর্তী অধ্যায়ে দেবযানীর অনাবৃত্তির কথা বলিব।

---

* শরীরং চ তেষাং সুখোপভোগযোগ্যং চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যম্ আরভ্যতে—শঙ্করভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়

অনাবৃত্তি

আমরা দেখিয়াছি যে, পিতৃযান ও দেবযান-গতির মর্মান্তিক ভেদ এই যে, পিতৃযানীর স্বর্গভোগান্তে চ্যুতি হইয়া আবৃত্তি বা পুনর্জন্ম হয়—কিন্তু দেবযানীর আবৃত্তি হয় না।

এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবম্ আবর্তং ন আবর্তন্তে

—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৬

'এই দেবযান পথে গমনকারীকে আর মানব আবর্তে ফিরিতে হয় না।'

অর্থাৎ, দেবযানীর পক্ষে নিয়ম—অনাবৃত্তি।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২২

তেষাং ন পুনঃ আবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫

ন চ পুনঃ আবর্ততে—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, দেবযানী শুদ্ধ পূত হইয়া সূর্য দ্বারে উচ্চতর লোকে প্রয়াণ করেন—

সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি—মুণ্ডক, ১।২।১১

ছান্দোগ্য এই উচ্চতর লোক লক্ষ্য করিয়া দেবযানীর সম্পর্কে বলিয়াছেন—

পরম্ আদিত্যাৎ জয়তি—তৎ নাকং তৎ বিশোকম্—ছান্দোগ্য, ২।১০।৫

কৌষীতকী উপনিষদ্ আর একটু বিশেষিয়া বলিতেছেন—

স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য ইন্দ্রলোকমাগচ্ছতি—এবং দেবলোকের ঊর্ধ্বে—স প্রজাপতি-লোকং, স ব্রহ্মলোকম্—কৌষী, ১।৩

আমরা জানি, এই প্রজাপতিলোকই মহর্লোক (Buddhic Plane) —প্রাজাপত্যঃ ততো মহান্—এবং ঐ ব্রহ্মলোক (Nirvanic Plane) আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ স্থান ; আর ঐ ব্রহ্মলোক ত্রিভূমিক—ব্রাহ্ম স্ত্রিভূমিকো লোকঃ (ব্যাসভাষ্য, ৩।২৬)। ঐ তিনটি ভূমি বা স্তর আমাদের পরিচিত—জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক।

বৃহদারণ্যকও দেবযানীর সম্পর্কে বলিয়াছেন—দেবলোকাৎ আদিত্যম্ —দেবলোক পার হইয়া আদিত্য—এবং আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্। এই বৈদ্যুতলোকই কৌষীতকীর প্রজাপতিলোক। দেবযানী ঐ প্রজাপতিলোকে উপনীত হইলে তাঁহাকে—

পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি—বৃহ, ৬।২।১৫

(ব্রহ্মলোকের উক্ত তিন স্তর লক্ষ্য করিয়াই ঋষি এখানে বহুবচন 'ব্রহ্মলোকান্' বলিলেন।)

ছান্দোগ্যও দেবযানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্— দেবলোকের ঊর্ধ্বে বিদ্যুৎ (প্রজাপতি)-লোক ; এবং সেখান হইতে এক অমানব পুরুষ দেবযানীকে ব্রহ্মলোকে উপনীত করান—

তৎপুরুষঃ অমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম (ব্রহ্মলোকং) গময়তি —৫।১০।২

ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ খণ্ডে ধার্মিক জীবনের চরমে-স্থিত বান-প্রস্থের সম্বন্ধে এই উক্তি দৃষ্ট হয় :—

আত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য, অহিংসন্ সর্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ ; স খলু এবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষম্ ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে। ন চ পুনরাবর্ততে।

অর্থাৎ, ঐ ভাবে যিনি যাবজ্জীবন যাপন করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন—তাঁহার আর আবৃত্তি হয় না।

অতএব আমরা দেখিলাম, দেবযান গতির চরম ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য উপনিষদের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ণনা এইরূপ—

অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাম্ ইতো দিবি। তদ্ ঐরংমদীয়ং সরঃ, তদ্ অশ্বত্থঃ সোমসবন স্তদ্ অপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভু-বিমিতং হিরণ্ময়ম্॥ তদ্ য এব এতৌ অরং চ ণ্যং চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাম্ সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥—ছা, ৮।৫।৩-৪

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্ ইদং শরীরম্ ** স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে॥ য এতে ব্রহ্ম-লোকে।—ছা, ৮।১২।৩,৫-৬

'এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গ ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মার বসতি স্থান। সেখানে 'অর' ও 'ণ্য' নামক সমুদ্রদ্বয়, 'ঐরংমদীয়' সরোবর, 'সোমসবন' নামে অশ্বত্থ বৃক্ষ, অপরাজিতা পুরী। সেখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঐ অর ও ণ্য সমুদ্রদ্বয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদেরই ঐ ব্রহ্মলোক; তাঁহাদের সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়।'

'সেই সংপ্রসাদ (স্বস্থ জীব) এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হন। তিনিই উত্তম পুরুষ; তিনি সেখানে স্ত্রী, যান বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হাস্য করিয়া বিচরণ করেন। যে শরীরে তিনি জাত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় স্মরণ থাকে না। ** তিনি ব্রহ্মলোকে দৈবচক্ষুঃ-মনের দ্বারা সমস্ত কাম দর্শন করিয়া প্রীত হন।'

কৌষীতকী উপনিষদ্ আর একটু রঞ্জিত করিয়া রূপকের ভাষায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরো হ্রদঃ, মুহূর্তাঃ যেষ্টিহা, বিরজা নদী, ইল্যো বৃক্ষঃ, সালজ্যং সংস্থানম্, অপরাজিতম্ আয়তনম্, ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ, বিভুপ্রমিতং, বিচক্ষণা আসন্দী, অমিতৌজাঃ পর্যঙ্কঃ। * * স আগচ্ছতি আরং হ্রদং তং মনসাত্যেতি। তমিত্বা সংপ্রতিবিদো মজ্জন্তি। স আগচ্ছতি মুহূর্তান্ যেষ্টিহান্ তে অস্মাদ্ অপদ্রবন্তি। স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে * * স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি। স আগচ্ছতি ইল্যং বৃক্ষং। তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং, তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি অপরাজিতম্ আয়তনং, তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ তৌ অস্মাদ্ অপদ্রবতঃ। স আগচ্ছতি বিভুপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। স আগচ্ছতি বিচক্ষণাম্ আসন্দীম্ * * সা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি। স আগচ্ছতি অমিতৌজসং পর্যঙ্কং, স প্রাণঃ * * তস্মিন্ ব্রহ্মাস্তে। তম্ ইত্থংবিৎ পাদেনৈবাগ্রে আরোহতি, ইত্যাদি।—প্রথম অধ্যায়, ৩-৫

'সেই ব্রহ্মলোকে 'আর' নামক হ্রদ, 'যেষ্টিহা' নামক মুহূর্ত, 'বিরজা' নামক নদী, 'ইল্য' বৃক্ষ, 'সালজ্য' সংস্থান (পত্তন), 'অপরাজিত' আয়তন, 'ইন্দ্র ও প্রজাপতি' দ্বারপাল, 'বিভু' সভাস্থান, 'বিচক্ষণা' আসন্দী (মঞ্চ), 'অমিতৌজাঃ' পর্যঙ্ক। তিনি আর হ্রদে উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তাহা পার হন; অজ্ঞানীরা এই হ্রদে নিমগ্ন হয়। তিনি 'যেষ্টিহা' মুহূর্তদিগকে প্রাপ্ত হন, তাহারা তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে। তিনি সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ পুণ্য) পরিত্যাগ করেন। তিনি সুকৃত ও দুষ্কৃতমুক্ত হইয়া ব্রহ্মাকে জানিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। তিনি 'ইল্য' বৃক্ষের সমীপস্থ হন, তাঁহাতে ব্রহ্মগন্ধ প্রবেশ করে। তিনি 'সালজ্য' সংস্থান প্রাপ্ত হন;

তাঁহাতে ব্রহ্মরস প্রবেশ করে। তিনি 'অপরাজিত' আয়তন প্রাপ্ত হন; তাঁহাতে ব্রহ্মতেজঃ প্রবেশ করে। তিনি ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারপালদ্বয়ের সমীপস্থ হন; ইহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করেন। তিনি 'বিভু' সভাস্থলে আগমন করেন; তাঁহাতে ব্রহ্মতেজঃ প্রবেশ করে। তিনি 'বিচক্ষণা' আসন্দী (মঞ্চ) প্রাপ্ত হন; এই আসন্দীই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার দ্বারা সমস্ত বিষয়ের দর্শন হয়। তিনি 'অমিতৌজাঃ'-পর্যঙ্কের সমীপস্থ হন; ইহাই প্রাণ। ইহাতে ব্রহ্মা আসীন আছেন। ব্রহ্মবিৎ এক পদ দ্বারা ঐ পর্যঙ্কে আরোহণ করেন।'

কৌষীতকী উপনিষদ্ যে ভাবে ব্রহ্মলোকের ভোগৈশ্বর্যের বর্ণনা করিলেন, তাহাতে স্থানে স্থানে খৃষ্টীয় ও ইস্‌লামীয় স্বর্গের কথা আমাদের মনে পড়ে—কারণ, এ বর্ণনায়ও হুরি (অপ্‌সরা) এবং নানাবিধ ব্রহ্মালংকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রিয়া চ মানসী প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুষ্পাণ্যাবয়তৌ। * * তং পঞ্চশতানি অপ্সরসাং প্রতিয়ন্তি—শতং চূর্ণহস্তাঃ, শতং বাসোহস্তাঃ, শতং ফলহস্তাঃ, শতম্ আঞ্জনহস্তাঃ, শতং মাল্যহস্তাঃ। তং ব্রহ্মালংকারেণ অলংকুর্বন্তি। স ব্রহ্মালংকারেণ অলংকৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি
—১।৩-৪

(বলা বাহুল্য এ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহেন, ইনি ব্রহ্মা।—ব্রহ্ম বিদ্বান্ হিরণ্যগর্ভজ্ঞানবান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি হিরণ্যগর্ভরূপমেব সর্বতঃ প্রাপ্নোতি, নতু অন্যৎ—শঙ্করানন্দ)।

'ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত দেবযানীকে পুষ্পাভরণভূষিতা মানসী ও চাক্ষুষী হ্লাদকারিণী রমণীদ্বয় অভ্যর্থনা করেন এবং চৌদিকে পঞ্চশত অপ্সরা সমবেত হন—একশতের হস্তে চূর্ণ, একশতের হস্তে বাস, একশতের হস্তে ফল, একশতের হস্তে অঞ্জন এবং একশতের হস্তে মাল্য। তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত করেন (হিরণ্যগর্ভযোগ্যেন মণ্ডনেন মণ্ডয়ন্তি)। তিনি ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত হইয়া ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হন। (স

প্রাপ্তব্রহ্মলোকঃ অপ্‌সরোভিঃ ব্রহ্মালংকারেণ অলংকৃতঃ তাভিঃ সভাজনৈশ্চ আগচ্ছতি)।'

আমরা দেখিলাম, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয়েই বলিলেন, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত দেবযানীর আর আবৃত্তি হয় না—

তেষাং ন পুনঃ আবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫

ন চ পুনঃ আবর্ততে—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১

এই যে অনাবৃত্তি—ইহা কি আপেক্ষিক না আত্যন্তিক ? ইহা কি গৌণ না মুখ্য ? এই সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের বক্তব্য এই :—

ব্রহ্মলোকান্ গময়তি। তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি। তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ—বৃহ, ৬।২।১৫

'তাঁহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আয়ুঃ-পরিমিত কাল বাস করেন। তাঁহাদের আর আবৃত্তি হয় না।'

ইহার টীকায় শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী নিত্যানন্দ স্বামী লিখিতেছেন—

তে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তাঃ তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ প্রকৃষ্টাঃ সন্তঃ পরাবতঃ প্রকৃষ্টান্ ব্রাহ্মমানমিতান্ সংবৎসরান্ শতসংখ্যকান্ বসন্তি। তেষাং ন পুনঃ অস্মিন্ কল্পে আবৃত্তিরস্তি। কল্পান্তরে তু আবর্তন্তে। 'তেষাম্ ইহ' ইতি মাধ্যংদিনাদিশ্রুতৌ বিশেষণাৎ।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত দেবযানী ব্রহ্মলোকে প্রকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়া শতসংখ্যক ব্রাহ্ম সংবৎসর সেখানে বাস করেন। এ কল্পে তাঁহার আর আবৃত্তি হয় না—কিন্তু কল্পান্তরে আবৃত্তি হয়। মাধ্যংদিন শাখায় সেই জন্য 'তেষাম্ ইহ ন পুনরাবৃত্তিঃ' এইরূপ পাঠ আছে।'

ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্করাচার্যও এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম এই :—ছান্দোগ্য যে বলেন 'ন পুনরাবর্ততে', এই অনাবৃত্তি আত্যন্তিক নয়। যদি আত্যন্তিক হইত, তবে উহা অমৃতত্ব-লাভের তুল্য-মূল্য হইত ; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-সিদ্ধি ভিন্ন সে অমৃতত্ব লাভ হয় না,

হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে, এ অনাবৃত্তি আপেক্ষিক। পুরাণেও আমরা এইরূপ অমৃতত্বের কথা শুনিতে পাই। পৌরাণিকেরা বলেন—আভূত-সংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে (বিষ্ণুপুরাণ, ২।৮।৯০) —অর্থাৎ, কল্পকাল স্থিতির নাম অমৃতত্ব। (সেইজন্যই বৃহদারণ্যক বলিলেন—ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত দেবযানীর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল, অর্থাৎ কল্পান্ত পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে স্থিতি হয়। পরে কল্পান্তরে তাঁহার আবর্তন হয়, যদি না ইতিমধ্যে সেই দেবযানী ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।)

ছান্দোগ্যের ঐ শঙ্করভাষ্য এইরূপ—

তত্রৈবোক্তং পৌরাণিকৈঃ—আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যত ইতি। যচ্চ আত্যন্তিকম্ অমৃতত্বং তদপেক্ষয়া 'ন তত্র দক্ষিণা যন্তি, স এনম্ অবিদিতো ন ভুনক্তী'ত্যাদ্যাঃ শ্রুতয় ইত্যতো ন বিরোধঃ। ন চ পুনরাবর্তন্ত ইতীমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্ত ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধঃ ইতি চেৎ—ন 'ইমং মানবম্' ইতি বিশেষণাৎ তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তীতি চ। যদি হ্যেকান্তেনৈব ন আবর্তেরন্, 'ইমং মানবম্ ইহ' ইতি চ বিশেষণম্ অনর্থকং স্যাৎ। ইমম্ ইহ ইত্যাকৃতিমাত্রমুচ্যত ইতি চেৎ—ন অনাবৃত্তিশব্দেনৈব নিত্যানাবৃত্ত্যর্থস্য প্রতীতত্বাৎ আকৃতি-কল্পনা অনর্থিকা, অত ইমমিহেতি চ বিশেষণার্থবত্ত্বায় অন্যত্র আবৃত্তিঃ কল্পনীয়া। ন চ সদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেবং প্রত্যয়বতাং মূর্ধন্যয়া নাড্যা অর্চিরাদিমার্গেণ গমনম্। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। তস্মাৎ তৎসর্বমভবৎ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। অত্রৈব সমবনীয়ন্ত ইত্যাদি শ্রুতিশতেভ্যঃ—ছান্দোগ্যভাষ্য, ৫।১০।১

অর্থাৎ, এ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যদি আত্যন্তিক অনাবৃত্তি লক্ষিত হইত, তবে ঋষি 'ইমং মানবম্ আবর্তং ন আবর্তন্তে'—এরূপ বিশেষণের প্রয়োগ করিতেন না—মাত্র বলিতেন 'ন আবর্তন্তে'। অতএব বুঝিতে হইবে— 'অন্যত্র আবৃত্তিঃ কল্পনীয়া'—কল্পান্তে অন্য লোকে আবৃত্তি হয়। আরও দেখ —যদি এখানে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানীর কথা হইত, তবে শ্রুতি এস্থানে

সুষুম্নানাড়ীদ্বারে দেবযানমার্গে উৎক্রান্তির প্রসঙ্গ করিতেন না—কারণ, ব্রহ্মজ্ঞের উৎক্রান্তিই হয় না।

গীতার উপদেশেও আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের আবর্তন ঘটে*—যদি না জীব একান্তভাবে ভগবানে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এ সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥—গীতা, ৮।১৫-১৬

অর্থাৎ, 'মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়, অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; তাঁহারা পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্তন করে, কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

ইহা হইতে বুঝা যায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু কল্প-ক্ষয় হইলে তাঁহাকে ফিরিতে হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্ন-জ্ঞানানাম্ অবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্র উৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ নান্যেষাম্। মামুপেত্য, বর্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেব।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মলোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এইরূপ ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে

* বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা—Up to the highest world of the gods, every existence becomes annihilated.

অবস্থানকালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা (কল্পান্তে) ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করেন। অপরে করিতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম কখনই হয় না।'

এখানে শ্রীধরস্বামী নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

'কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন।'

ব্রহ্মসূত্রও এই মর্মে বলিয়াছেন—

কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরম্ অভিধানাৎ—ব্রঃ সূঃ, ৪।৩।১০

'কার্যের (ব্রহ্মাণ্ডের) অবসানে তাহার অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা পরতত্ত্ব (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।'

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যদিও ব্রহ্মলোকবাসীর স্থিতি স্বর্গলোকবাসীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ, কিন্তু কল্পান্তে তাঁহারও পতন (অর্থাৎ জন্মান্তর) হয়—যদি না ইতিমধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ফিরিতে হয় না, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। অতএব বাদরায়ণের সূত্রোক্ত 'অনাবৃত্তি' এই ভাবেই বুঝিতে হইবে।

সেইজন্য পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় স্বকৃত শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদে এই অনাবৃত্তি-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

'এই স্থানে আর একটি সিদ্ধান্তকথা বক্তব্য। তাহা এই—যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ, পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুনর্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্ব-জ্ঞান-নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর

প্রত্যাবর্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্ন-ব্রহ্ম-দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত হন।'

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত দেবযানী সাধক ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে যদি ভূয়ঃ-সাধন দ্বারা পরব্রহ্মের সহিত নিজের ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তবেই কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত তিনিও আত্যন্তিক অনাবৃত্তি বা অমরত্ব লাভ করিবেন। শ্রীধরস্বামীর লক্ষিত স্মৃতিবাক্যে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। ইহাকেই বৈদান্তিকেরা 'ক্রমমুক্তি' বলেন। ২।৩।১৬ কঠভাষ্যে শঙ্করাচার্য এই ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, ঐ মন্ত্রে ঋষি যে অমৃতত্বের কথা বলিয়াছেন—'তয়োর্ধ্বম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি'—তাহা আপেক্ষিক। একা চ সুষুম্না নাম পুরুষস্য হৃদয়াৎ বিনিঃসৃতা—(শতং) নাড্যঃ শিরাঃ তাসাং মধ্যে মূর্ধানং ভিত্ত্বা অভিনিঃসৃতা নির্গতা সুষুম্না নাম। তয়া অন্তকালে হৃদয়ে আত্মানং বশীকৃত্য যোজয়েৎ। তয়া নাড্যা (সুষুম্নয়া) উর্ধ্বম্ উপরি আয়ন্ গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ অমৃতত্বম্ অমরণধর্মত্বম্ আপেক্ষিকম্ (এতি)—'আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।' ইতি স্মৃতেঃ।

তবে, কালান্তরে অর্থাৎ কল্পান্তে (ব্রহ্মলোকগত অনুপম ঐশ্বর্য ইতিমধ্যে ভোগ করিবার পর) ব্রহ্মার সহিত তাঁহার মুখ্য অমৃতত্ব-লাভ অসম্ভব নহে—ব্রহ্মণা বা সহ কালান্তরেণ মুখ্যম্ অমৃতত্বম্ এতি, ভুক্ত্বা ভোগান্ অনুপমান্ ব্রহ্মলোকগতান্।

এই ক্রমমুক্তি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব একস্থলে এইরূপ বলিয়াছেন—

They having entered the stream, * * after death they will no more return to this world but in one of the highest worlds of light, attain Nibbana.

—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 413.

এ সম্পর্কে মুণ্ডক ও কৈবল্য উপনিষদের উক্তি এই :—

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে

—মুণ্ডক, ৩।২।৬ ও কৈবল্য, ৪

'তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে পরান্তকালে (অর্থাৎ কল্পান্তে = at the end of time) পর-অমৃত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।'

ইহারই নাম 'ক্রমমুক্তি'। ইহলোকে ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা যে মুক্তি, সে 'জীবন্মুক্তি'—আর ব্রহ্মলোকে পরামৃত হইয়া কল্পান্তে যে মুক্তি, সে ক্রমমুক্তি।

তবেই আমরা দেখিলাম—ঐহিক বা ইহলোক-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম জীবন্মুক্তি।

অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে—বৃহ, ৪।৪।৭

অত্র = ইহলোকে।*

—এবং আমুষ্মিক বা পরলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম ক্রমমুক্তি।

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ১।২

প্রেত্য = পরলোকে।

ব্রহ্মলোকে দেবযানী সাধক কি ভাবে ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য অনুভব করেন, কৌষীতকী উপনিষদে তাহার বিবরণ আছে। সে বিবরণ এইরূপ :—

তং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি কোঽসি ইতি—ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—'তুমি কে?' তং প্রতিব্রূয়াৎ—তিনি প্রত্যুত্তর দেন—'আমি ভা-রূপ পরব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত আত্মা—আকাশাৎ যোনেঃ সংভূতো ভায়াঃ†—আমি সমস্ত ভূতের আত্মা—ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য আত্মা। ত্বম্ আত্মাসি—যঃ

---

* নিরস্তাশেষবিশেষব্যাপি-ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্ত্যা প্রভিন্নসমস্তাবিদ্যাদিগ্রন্থের্জীবত এব ব্রহ্মভূতস্য বিদুষো ন গতির্বিদ্যতে ইতি উক্তম্ 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ইত্যুক্তত্বাৎ, 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি' ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ—২।৩।১৬ কঠের শঙ্করভাষ্য

† সংভূতঃ উৎপন্নঃ ভায়াঃ স্বয়ং প্রকাশাৎ ব্রহ্মণঃ—শঙ্করানন্দ

ত্বমসি সোঽহমস্মি—ব্রহ্মা! তুমি যে আত্মা, আমিও সেই আত্মা—সোঽহম্।' ব্রহ্মা পুনর্বার প্রশ্ন করেন—'কোঽহম্ অস্মি—আমি কে?' উত্তর—'সত্যম্ ইতি—ইদং সর্বম্ ইদং সর্বম্ অসি—তুমি সত্য (পরব্রহ্ম স্বরূপ)—তুমি এই সমস্ত, এ সমস্তই তুমি।' ব্রহ্মা বলেন—'ঠিক বলিয়াছ। আপো বৈ খলু মে, হ্যসাবয়ং তে লোক ইতি—বিশ্বভুবন মদীয় (হিরণ্যগর্ভস্য পরব্রহ্ম-অভিন্নস্য), উহা অদ্য হইতে ত্বদীয় হইল—কারণ তুমি পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে।'—কৌ, ১।৫-৬

সুফিদিগের মধ্যে এই ধরণের একটি গল্প প্রচলিত আছে। (সুফিরা পারস্যের বৈদান্তিক সাধক)। সে গল্পটি এই:—

এক সাধক বহু সাধনার পর অত্যুচ্চ গিরি-চূড়ায় অবস্থিত সিদ্ধি-মন্দিরের সমীপস্থ হইয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, 'কে তুমি'? সাধক উত্তর করিলেন, 'আ-মি'। ভিতর হইতে প্রত্যুত্তর হইল, 'ফিরিয়া যাও—এ মন্দিরে দুইজনের স্থান নাই'। সাধক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। আরও কত বর্ষ সাধন করিয়া পুনরায় সেই সঙ্কট গিরিপথ বাহিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পুনরায় করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, 'কে তুমি'? সাধক এতদিনে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভব করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন, 'তু-মি'। অমনি মন্দিরদ্বার স্বয়ং উদ্ঘাটিত হইল এবং সাধক মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই পরম জ্যোতিঃতে বিলীন হইয়া গেলেন।

এই যে পর-জ্যোতিঃ—যাহার সহিত একীভাব সাধন-সিদ্ধির চরম লক্ষ্য, ছান্দোগ্য এই ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন:—

পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ * * অথ যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্ যদ্ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ—ছান্দোগ্য, ৩।১৩।৬-৭

এখানে ছান্দোগ্য যে পঞ্চ ব্রহ্ম-পুরুষের কথা বলিলেন—যাঁহারা

স্বর্গলোকের দ্বারপাল, তাঁহারা ব্রহ্মার অনুচর (বলা বাহুল্য যে ঐ স্বর্গলোক দ্বারা ব্রহ্মলোকই সূচিত হইয়াছে ; কারণ, শঙ্করের ভাষায়, ঐ পঞ্চ পুরুষ ব্রহ্মণো হার্দস্য পুরুষাঃ)। কিন্তু, সাধকোত্তমের যে পরজ্যোতিঃ লক্ষ্য— তাহা ঐ দ্যুলোকের পরপারে, বিশ্বের ঊর্ধ্বে, উত্তম অনুত্তম সমস্ত লোকের পশ্চাতে। উহা স্বয়ংপ্রভ ও সদাপ্রকাশ—স্বয়ংপ্রভং সদাপ্রকাশত্বাৎ দীপ্যত ইব দীপ্যতে (শঙ্কর)। সাধন-সিদ্ধ অনুভূতি করেন যে, সেই পরমজ্যোতিঃ এবং তাঁহার অন্তঃস্থ জ্যোতিঃ অভিন্ন। বামদেব ঋষি ঐ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে উচ্চতম লোকে অমৃতত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন।

স এবং বিদ্বান্ অস্মাৎ শরীরভেদাদূর্ধ্বঃ উৎক্রম্য অমুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐতরেয়, ৪।৬

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—

ঊর্ধ্বঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ * * সর্বাত্মভাবম্ আপন্নঃ সন্ অমুষ্মিন্ যথোক্তে অজরে, অমরে, অমৃতে, অভয়ে, সর্বজ্ঞে, অপূর্বে, অনপরে, অনন্তে, অবাহ্যে, প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে প্রদীপবৎ নির্বাণম্ অত্যগমৎ।

ঐ অমৃতত্ব-সিদ্ধির কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে বলিব।

সপ্তদশ অধ্যায়

অমৃতত্ব-সিদ্ধি

বৈদিক ঋষি মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ—ঋগ্বেদ, ১০।১৩।১

আমরা নর নারী প্রত্যেকে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের সন্তান। সে জন্য মর্ত্য মানুষ হইলেও আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রতিক্ষণ ব্রহ্মক্ষুধা সন্ধুক্ষিত হইতেছে,—পাশ্চাত্যেরা ইহাকে 'Hunger for the Absolute' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে হেতু আমরা অমৃতের পুত্র (heirs of immortality), সেই জন্য অমৃতত্বই আমাদের আকাঙ্ক্ষার নিত্য বস্তু।*

চাতক যেমন ফটিক জল ভিন্ন অন্য বারিতে তৃপ্ত হয় না, জীব তেমনি 'অমৃতত্ব' ভিন্ন অন্য কিছুতেই স্বস্তি বোধ করে না। তাই তাহার চিরন্তন প্রার্থনা—'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়' (বৃহ, ১।৩।২৮)—তাহার নিরন্তর কামনা 'তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি' (ঋগ্বেদ, ৯।১১৩)

প্রচলিত ভাষায় দেবতাদিগকে 'অমর' বলে—'অমরা নির্জরা দেবাঃ'। বৈদিক যুগে অনেকে মনে করিতেন, কোনো উপায়ে মানুষ যদি দেবস্থান স্বর্গলোক—'স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে' (কঠ, ১।১।১৩)—জয় করিতে পারে, তবে সেও অমর হইবে; এবং দেবতাদিগের সহিত মহনীয় 'সধমাদং' সম্ভোগ করিবে। ঐ স্বর্গজয়ের অমোঘ উপায় তাঁহাদের মতে যজ্ঞ—স্বর্গকামো যজেত।[১] এজন্য বৈদিক কর্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞের এত বাহুল্য।

---

* To conquer death,—this question has been the great question of mankind from its first beginnings, and will remain so, as long as there are men.—The Doctrine of the Buddha, p. 4.

উহার মূল কথা এই ছিল যে, বৈদিকেরা আশা করিতেন দেবতাদিগের অনুগ্রহে বা মধ্যস্থতায় অমৃতত্বের অধিকারী হইবেন।

দক্ষিণাবংতো অমৃতং ভজংতে
দক্ষিণাবংতঃ প্রতিরংত আয়ুঃ—ঋগ্বেদ, ১।১২৫।৬

'দক্ষিণাবন্তের অমৃতত্ব লাভ হয়, দক্ষিণাবন্ত আয়ুঃ উত্তরণ করেন।'

ত্বং তম্ অগ্নে! অমৃতত্ব উত্তমে মর্তং দধাসি—ঋগ্বেদ, ১।৩১।৭

'হে অগ্নি! তুমি মর্ত মানুষকে উত্তম অমৃতত্বে স্থাপন কর।'

আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং * *
উতো অস্মান্ অমৃতত্বে দধাতন—ঋগ্বেদ, ৫।৫৫।৪

'হে মরুদ্গণ! তোমাদের মহিমা মহনীয়! তোমরা আমাদিগকে অমৃতত্বে নিধান কর।'

বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বম্ ঈমহে—ঋগ্বেদ, ৫।৬৩।২

'হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের ধন এখানে বর্ষণ কর—যেন আমরা অমৃতত্বের ভাগী হইতে পারি।'

ঐ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে 'সোমযাগ' একটি বিশিষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত।

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্—ঋগ্বেদ, ৮।৪৮।৩

'আমরা সোম পান করিয়াছি, জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছি, দেবতাদিগকে জানিয়াছি,—আর ভয় কি? আমরা অমর হইলাম।'

গীতাকার এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে—গীতা, ৯।২০

'সোমপান দ্বারা পূতপাপ হইয়া সোমযাজী, বৈদিক বিধিমার্গে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করেন।'

এই সোমযাগ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিয়াছেন—

সোমযাজী শতে শতে সংবৎসরেষু, অগ্নিচিৎ কামম্ অশ্নাতি, কামং ন। তদ্ হৈতৎ যাবৎ শতং সংবৎসরাঃ তাবদ্ অমৃতম্ অনন্তম্ অপর্যন্তম

—শতপথ, ১০।১।৫।৪

'সোমযাজীর শত বৎসরে একবার ভোজন, অগ্নিচয়নকারী ইচ্ছামত ভোজন করেন কিংবা না করেন। এই যে শত সংবৎসর ইহাই অমৃত অনন্ত অনবধি (unending and everlasting)।'

অপরে বলিতেন—তং যথা যথা উপাসতে তদ্ এব ভবতি *—'যে যেরূপ উপাসনা করে, সে সেরূপই হয়।' তাই তাঁহারা দেবতার সহিত সারূপ্য ও সাযুজ্য দ্বারা অমরতা অর্জনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল—

কর্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে—বৃ, ৪।৩।৩৩ ‡

দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃ, ৪।১।২

এ সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যে নানাবিধ উদ্‌যোগ—উপায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

য এবং বিদ্বান্ অগ্নিং চিনুতে ভূয়ানেব ভবতি, অভীমান্ লোকান্ জয়তি। বিদুরেনং দেবাঃ, অথো এতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং গচ্ছতি

—কৃষ্ণযজুর্বেদ, ৫।৭।৫।৭

'যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নি চয়ন করেন, তিনি ভূয়ান্ হয়েন, অভীম লোক জয় করেন। দেবতারা তাঁহাকে জানেন, তিনি ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন।'

---

* ৪।৩।১৫ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর-ধৃত শ্রুতি।

‡ বৃহদারণ্যক অন্যত্র (৪।৩।৩৩) আজান-দেব ও কর্ম-দেবের ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা কর্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কর্মদেব; আর যাঁহারা জন্মসিদ্ধ দেবতা, তাঁহারা আজান-দেব।

ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতাম্ আপ্নোতি, এতাসাম্ এব দেবতানাং সাযুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমানলোকতাম্ আপ্নোতি স এতম্ অগ্নিং চিনুতে

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৫।১২

'ব্রহ্মার সাযুজ্য, সালোক্য প্রাপ্ত হন। এই সকল দেবতার সাযুজ্য, সার্ষ্টিতা (সমান ঐশ্বর্য), সালোক্য প্রাপ্ত হন—যিনি এই অগ্নি চয়ন করেন।'

ছান্দোগ্য উপনিষদেও ইহাদিগের উল্লেখ আছে—

এতাসাম্ এব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি

—ছান্দোগ্য, ২।২০।২

বৃহদারণ্যকও ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি, নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি, মৃত্যুরস্য আত্মা ভবতি, এতাসাং দেবতানাম্ একো ভবতি—বৃহ, ১।২।৭

'যিনি এইরূপে অশ্বমেধের প্রতীক ভাবনা করেন, তিনি দেবতাদিগের অন্যতম হন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, মৃত্যু তাঁহার আত্মা হয়।'

কিন্তু, এই সকল উপায় কি সদ্-উপায় না অপায় ? ইহাদ্বারা যে অমৃতত্ব অর্জন করা যায়, তাহা কি মুখ্য না গৌণ ? দেবযানীর ব্রহ্মলোকে স্থিতি প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিয়াছি ;—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। কেবল পাঠককে গীতার একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিব। গীতা বলেন—সোমযাজী স্বর্গে গমন করেন বটে এবং স্বর্গে প্রচুর দেবভোগ ভোগ করেন বটে—

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥—গীতা, ৯।২০

কিন্তু—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ॥—গীতা, ৯।২১

'সেই বিশাল স্বর্গভোগের পর, ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্বর্গবাসীর স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।'*

কেবল সোমযাজী বা ইষ্টাপূর্তকারী কেন? যাঁহারা, দক্ষিণ মার্গে না গিয়া, তপঃশ্রদ্ধার অনুষ্ঠান দ্বারা দেবযান-পথে উত্তর মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন, তাঁহারাও (কল্পান্তে) পুনর্মৃত্যুর কবলে পতিত হন; অতএব মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার নিধি 'অমৃতত্ব' তাঁহাদের পক্ষেও সুদূরপরাহত থাকে। এইজন্য দেখি কঠ-উপনিষদে নচিকেতাঃ যমরাজকে বলিতেছেন— 'যম! তুমি আমাকে চিরজীবিকা (অমৃতত্ব) দিবে বলিতেছ। কিন্তু তোমার সহিত সাযুজ্যে—মাত্র 'জীবিষ্যামো যাবদ্ ঈশিষ্যসি ত্বম্'—(১।১।২৭) —তুমি নিজেই যখন চিরজীবী নহ, আমাকে চিরজীবিকা দিবে কিরূপে?' মনুষ্যের তুলনায় দেবতারা দীর্ঘজীবী বটেন, কিন্তু তাঁহারা ত' চিরজীবী নহেন।

নচিকেতাঃ যমকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, সমস্ত দেবতা—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, এমন কি যিনি, 'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব' (মুণ্ডক, ১।১।১)—দেবতাদিগের যিনি প্রথম ও প্রধান—সেই ব্রহ্মার সম্পর্কেও ঐ কথা বলিতে হয়।

অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।—শঙ্কর

অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্র কেহই চিরজীবী নহেন। কালের করাল গতিতে শীঘ্র বা বিলম্বে সকলকেই ধ্বংসমুখে পড়িতে হইবে।

---

* এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।১১।৭।৪) দ্রষ্টব্য। ঐ স্থানে—'যে অবরেণ আদিত্যন্' (যাহা অন্তবৎ ক্ষয্য) এবং 'যে পরেণ আদিত্যন্' (যাহা অনন্ত অপার অক্ষয্য)—এই উভয় লোকের ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এজন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দেবানাঞ্চ যুগে যুগে।
কালেন সমতীতানি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥
—২ সাংখ্যকারিকা-ভাষ্যে গৌড়পাদ-ধৃত বচন

'কত সহস্র ইন্দ্রের, কত লক্ষ দেবতার কালের গতিতে পতন হইয়াছে। কালের গতি কে অতিক্রম করিবে?' কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ (গীতা, ১১।৩২)।

অতএব, অমৃতত্বে উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা দেবতা ধরিয়া নয়, দেবতা হইয়াও নয়—ঐ সারূপ্য ও সাযুজ্য অমৃতত্বের পথ নয়, বিপথ—অমৃতত্বকামীর পক্ষে ঐ পথে বিচরণ ব্যর্থশ্রম মাত্র।

তবে অমৃতত্ব-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা কি? ইহার এক কথায় উত্তর—ব্রহ্ম-সাযুজ্য—যিনি অনশ্বর, যিনি অজর, অমর, অক্ষর, যিনি অদ্বয়, অব্যয়, অক্ষয়, —সেই অজিত, অমিত, অক্ষিত ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য। জীব যদি কোনো মতে সেই সনাতন, পুরাতন, চিরন্তনে প্রবিষ্ট হইতে পারে, জীব যদি কোনো দিন তাঁহার সত্তায় নিজ সত্তা নিমজ্জিত করিতে পারে,—এক কথায় জীব যদি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইতে পারে (ইহাই 'সাযুজ্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ)—তবেই সে আপেক্ষিক নয়, আত্যন্তিক অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে—সেই স্থায়ী, অবিনশ্বর, শাশ্বতিক অমৃতত্ব, যে অমৃতত্বের অপচয় উপচয় নাই, উদয় অস্ত নাই, ক্ষয় ব্যয় নাই—যে অমৃতত্বের অন্তিকে পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু কোন দিন অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই শাশ্বতিক অমৃতত্বই মোক্ষ। অমৃতত্ব অর্জনের, মোক্ষ সাধনের, পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু বারণের ইহাই আর্য পন্থা—অদ্বিতীয় অমোঘ পথ।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।—শুক্লযজুর্বেদ, ৩১।১৮

তাঁহারে জানিলে জীব যায় মৃত্যু পার।
অয়নের তরে অন্য গতি নাহি তার॥

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সূত্রাকারে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি—ছা, ২।২৩।১

ঐ স্থলে ছান্দোগ্য তিনটি ধর্মস্কন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থের করণীয়। ঐ তিন আশ্রমীই পিতৃযান বা দেবযান পথে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন বটে—সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি—কিন্তু যিনি ব্রহ্মসংস্থ (ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থিতঃ), তাঁহারই অমৃতত্বে অধিকার। ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন, ঐ অমৃতত্ব—'পুণ্যলোকবিলক্ষণম্ অমরণভাবম্'। উহা আত্যন্তিক—দেবযানীর ন্যায় আপেক্ষিক নয়—'আত্যন্তিকম্ এতি ন আপেক্ষিকম্ দেবাদ্যমৃতত্ববৎ'।

কেন আত্যন্তিক? ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য বলেন—

পুণ্যলোকাৎ পৃথক্ অমৃতত্বস্য বিভাগকরণাৎ। যদি চ পুণ্যলোকাতিশয়-মাত্রম্ অমৃতত্বম্ অভবিষ্যৎ, ততঃ পুণ্যলোকত্বাৎ বিভক্তং নাবক্ষ্যৎ।

'এখানে অমৃতত্বকে অন্যলোক-প্রাপ্তি হইতে পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে। যদি অমৃতত্ব পুণ্যলোকেরই আতিশয্য হইত, তবে এরূপ বলা হইত না।'

ছান্দোগ্যধৃত ঐ সূত্রের ('ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি') পূর্বরূপ আমরা সুপ্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত হই। সেখানে ঋষি বলিতেছেন্ঃ—

স এষঃ অকামঃ সর্বকামো ন হ্যেতং কস্যচন কামঃ॥ তদেষ শ্লোকো ভবতি—"বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥" ইতি। ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভিঃ ন তপসা অনেবংবিদ্ অশ্নুতে, এবংবিদাং হৈব স লোকঃ

—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫-৬

'যিনি অকাম সর্বকাম, তাঁহাকে কোনও কামনা স্পর্শ করে না। এই সম্পর্কে এই শ্লোক আছে। "যখন সমস্ত কাম পরাগত (তিরোহিত) হয়,

তখন বিদ্যাদ্বারা তিনি অধিগত হন। সেখানে দক্ষিণাবন্ত যাইতে পারে না, অবিদ্বান্ তপস্বীও যাইতে পারে না।” যে ‘এবংবিৎ’ নয়, (যে অবিদ্বান্), দক্ষিণা দ্বারা তপস্যা দ্বারা সে ঐ লোক (position) প্রাপ্ত হয় না; কারণ, সেই লোক এবংবিদেরই লোক।’ ঐ লোক ভূমি নহে, ঐ লোক ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

অথ অকাময়মানো যঃ অকামো নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ* ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

‘যিনি কামনারহিত, যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না; তিনি ব্রহ্ম হইয়া ‘ব্রহ্মাপ্যয়’ প্রাপ্ত হন।’

এই যে ব্রহ্মে অপ্যয় (একীভাব)—ইহাই ব্রহ্মসাযুজ্য। যাঁহার কাম (স্পৃহা) নিঃশেষে নির্ধূত হইয়াছে, তাঁহার আর উৎক্রান্তি (পরলোক ও পুনর্মৃত্যু) ঘটিবে কেন? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদ্ অয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥—বৃহ, ৪।৪।১২

‘যিনি ব্রহ্মের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোঽহং ভাবে সুস্থিত হইয়াছেন, কিসের ইচ্ছায়, কোন্ কামনায় তিনি আবার শরীরে সন্তপ্ত হইবেন?’

অন্যত্রও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ‘অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম’ (বৃহ, ২।৫।১৯) এইভাবে জীবকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই জীব অমরত্ব লাভ করিবে।

তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭

‘তাঁহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিলে, সেই অ-মৃত ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে, তবেই অমৃত হইতে পারিব।’

এই জ্ঞান ইহলোকে, শরীর ধারণেই হইতে পারে। যাঁহার হয়, তিনিই অমৃত হন।

---

* ইহাই মুণ্ডকের ‘আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ’—৩।১।৪

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্ বয়ং ন চেদ্ অবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥

—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়। যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই অমৃত হন। আর অপরে—যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের মহতী বিনষ্টি (মৃত্যু ও পুনর্মৃত্যু) এবং (জন্মে জন্মে) দুঃখভোগ হয়।'

এই যে অমৃতত্ব—শোপেন্‌হয়র যাহাকে 'Indestructibility *without* continued existence' বলিয়াছেন, জর্জ গ্রিম যাহার নাম দিয়াছেন 'The great riddle of deathless and tranquil eternity' (The Doctrine of the Buddha, p. 502.)—নিখিল উপনিষৎ-সাহিত্য ঐ অমৃতত্বের গম্ভীর ঝঙ্কারে মুখরিত।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ * * * গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি গুহাগ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত হন।'

যে পূর্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদুঃ
তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ—শ্বেত, ৫।৬

'দেবতা বা ঋষি—পূর্বতন যাঁহারাই তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় (ব্রহ্মময়) হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন।'

য এতদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—কঠ, ২।৩।২

'যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন।'

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি

—কেন, ২।৫

'যিনি 'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ', ভূতে ভূতে তাঁহার অনুধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তি অমৃত হন।'

কারণ, তিনি 'প্রতিবোধবিদিত' (অগ্র্যা বুদ্ধির গম্য), তাঁহাকে জানিলেই অমৃতত্ব।

প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে—মুণ্ডক, ৩।২।৬

'ব্রহ্মলোকে উন্নীত জীব পরান্তকালে (কল্পের অবসানে) পরম অমৃতত্ব লাভ করিয়া পরিমুক্ত হন।'

শুধু পরলোকে কেন, ইহলোকেও যে-ই তাঁহাকে জানিবে, সে-ই অমৃতত্ব লাভ করিবে।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥—কঠ, ২।৩।১৪

'যে কেহ মর্ত্য মানুষ চিত্তকে নিষ্কাম করিতে পারেন, তিনিই অমৃত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।'

অমৃতত্ব-সিদ্ধির সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে, আগামী অধ্যায়ে বলিব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অমৃতত্ব-সিদ্ধির উপায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা অমৃতত্ব-সিদ্ধির আলোচনা করিতেছিলাম। সে আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, অমৃতের পুত্র জীবের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা অমৃতত্ব-সিদ্ধি। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যজ্ঞাদির ফলে তথাকথিত অমর দেবতাদিগের সহিত সালোক্য, সামীপ্য বা সাযুজ্য দ্বারা আত্যন্তিক অমৃতত্ব-সিদ্ধি অসম্ভব। তবে অমৃতত্ব-সিদ্ধির উপায় কি? এক কথায় ব্রহ্ম-সাযুজ্য—সেই অক্ষর অজর অমর ব্রহ্মের সহিত একীভাব।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮
তাঁহারে জানিলে জীব যায় মৃত্যুপার
অমৃতত্ব-তরে অন্য গতি নাহি আর।

অর্থাৎ, ঐ অমৃতত্ব-সিদ্ধি ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই হয় না—হইতে পারে না।

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুম্ অত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে—কৈবল্য, ৯

'তাঁহাকে জানিলে তবে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়—বিমুক্তির গত্যন্তর নাই—নাই।'

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ—শ্বেত, ১।৮

'ব্রহ্মবিজ্ঞানই পাশমুক্তির অদ্বিতীয় হেতু।'

সে জন্য এই বিজ্ঞানকে ঋষিরা বিদ্যা বলিতেন—আর সমস্ত জ্ঞান অ-বিদ্যা।

ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা—শ্বেত, ৫।১

কারণ, তাহাই বিদ্যা—যাহার ফলে অমৃতত্ব-সিদ্ধি হয়—বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে (ঈশ, ১১)। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

তম্ এবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ—মুণ্ডক, ২।২।৫

'সেই পরমাত্মাকেই একমাত্র জানিবার চেষ্টা কর—তিনি অমৃতের সেতু। তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনা ত্যাগ কর।' ঐ আলোচনা 'বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ' (বৃহ, ৪।৪।২১)—is mere verbiage. কারণ,—

যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম হন।'

অধিকন্তু তিনি 'পদবিৎ' হন—তিনি অকর্ম-কৃৎ হন—তিনি অতিমৃত্যু অতিক্রম করেন।

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ
আত্মানং ধীরম্ অজরং যুবানম্॥—অথর্ববেদ, ১০।৮।৪৪

'যিনি সেই চির তরুণ, অজর, ধীর (বিপশ্চিৎ) পরমাত্মাকে জানেন, মৃত্যু হইতে তাঁহার ভয় হয় না।'

তস্যৈব আত্মা পদবিৎ তং বিদিত্বা ন কর্মণা লিপ্যতে পাপকেন
—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯।৮

'তাঁহাকে যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আত্মা পদবিৎ (path-finder) হয়—তিনি কর্মরূপ পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।'

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

'ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।'

সেই জন্য শ্বেতাশ্বতর অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

যদা চর্মবৎ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।

তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥—শ্বেত, ৬।২০

'যেদিন মানব বাহুদ্বয়ে মহাকাশকে ক্ষুদ্র চর্মখণ্ডের ন্যায় বেষ্টন করিতে পারিবে, সেইদিনই ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হইবে।'

ঐ মোক্ষ-শব্দের নিরুক্তি কি ? ব্রহ্মসাযুজ্যকে কেন মোক্ষ বলা হয় ? মোক্ষ অর্থে বন্ধন-মুক্তি—Release, Liberation, Emancipation। কিসের বন্ধন ? অবিদ্যার বন্ধন, কামনার বন্ধন, বাসনার বন্ধন, তৃষ্ণার বন্ধন, মোহের বন্ধন—যাহাদিগকে উপনিষদে গ্রন্থি, গ্রহ, বন্ধ, পাশ বলা হইয়াছে। এই সকলের দ্বারা জীবের বদ্ধভাব হয়—পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ। ঐ অবিদ্যার শাতন হইলে, ঐ কামনা বাসনার বারণ হইলে, ঐ মোহের অপসারণ হইলে—তবেই জীবের মুক্তি (Deliverance)—অর্থাৎ Emancipation, instead of the glory of Heaven.

তখন—ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ—মুণ্ডক, ২।২।৮

তখন—গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

তখন—স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

তখন—জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ—শ্বেত, ১।১১

বুদ্ধদেব এই মোক্ষকে নির্বাণ বলিতেন। কোনও প্রাচীন উপনিষদে কিন্তু 'নির্বাণ'-শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবে বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দুই একখানি অর্বাচীন উপনিষদে মোক্ষ-অর্থে নির্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—এবং নির্বাণানুশাসনং বেদানুশাসনম্ (আরুণেয়, ৫), একমেব তৎ পরং ব্রহ্ম বিভাতি নির্বাণম্ (ব্রহ্ম, ২)। ইহার কারণ এই যে, বৈদিক যুগে 'নির্বাণে'র মোক্ষ অর্থ হয় নাই। এমন কি, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে সংকলিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণেও 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ মোক্ষ নহে—নির্বাণঃ অবাতে (৮।২।৫০)। নির্ পূর্বক বা-ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় হইলে

'নির্বাত' স্থলে নির্বাণ পদ সিদ্ধ হইবে—অবাতে অর্থাৎ বায়ুর সংস্পর্শ না বুঝাইলে (নচেৎ বাতাধিকরণো বাতার্থো ভবতি—কাশিকা)—যেমন নির্বাণঃ অগ্নিঃ, কিন্তু নির্বাতং বাতেন।*

বুদ্ধদেবের মতে যিনি নির্বাণী, তিনি—has already in this present life, actually realized complete deliverance from everything that is অনত্তা, * * has completed the gigantic task [of getting rid of his bondage to this will (তণ্হা)] ; has burst all the fetters, 'whether refined or gross.' (Grimm, p. 333).

সেই জন্য সাংখ্যেরা মুক্তিকে 'অন্তরায়-ধ্বস্তি' বলেন—মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তেঃ ন পরঃ (সাংখ্যসূত্র, ৬।২০)—অন্তরায়-ধ্বংসই মুক্তি। কি অন্তরায়? কামনা, বাসনা, শোক, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু—(যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়) অশনায়া-পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি (বৃহ, ৩।৫।১)।

বুদ্ধদেব মোক্ষকে নির্বাণ বলিতেন কেন? তাঁহার নিজের মুখের বাণী শুনুন—

সেয়্যথাপি ভিক্খবে! তেলং চ পটিচ্চ বট্টিং চ পটিচ্চ তেলপ্পদিপো ঝায়েয়্য, তত্র পুরিসো ন কালেন কালং তেলং আসিঞ্চেয়্য ন বট্টিং চ উপসংহরেয়্য। এবং হি সো ভিক্খবে! তেলপ্পদিপো পুরিমন চ উপাদানস্স

* গীতাকার কয়েক স্থলে নির্বাণ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন—'শান্তিং নির্বাণপরমাম্' [৬।১৫], 'ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি' [২।৭২], 'স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি' [৫।২৪], অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্ [৫।২৬]। ইহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নহে—কারণ, এখন আমরা যে আকারে গীতা পাই, তাহা বুদ্ধদেব অপেক্ষা অর্বাচীন। ঐ যুগে বোধ হয় নির্বাণ শব্দ extinction অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইজন্য গীতাকার 'ব্রহ্ম' শব্দ উপসর্গ-রূপে ব্যবহার করিয়া ঐ মতের প্রতিবাদ করিলেন। প্রাচীনতর আকারে গীতা 'ভারত-সংহিতা'র অঙ্গীভূত ছিল—যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে ইত্যাদি—মহাভারত, আদিপর্ব, ১।১৪৩

পরিযাদানা অঞ্ঞস্সচ অনুপাহারো অনাহারো নিব্বায়েয্য। এবং এব খো ভিক্খবে! সঞ্ঞোজনীয়েসু ধম্মেসু আদীনবানুপস্সিনো বিহরতো তণ্হা নিরুজ্ঝতি, তণ্হানিরোধা উপাদাননিরোধোপি। এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খখন্ধস্স নিরোধো হোতি।—সংযুত্তনিকায়, ২

'হে ভিক্ষুগণ! যেমন তৈল ও বর্তি সংযোগে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে যদি কেহ তৈল ও বর্তি আর যোগ না করে, তবে সেই প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্বাপিত হয়, সেইরূপ যিনি সমস্ত সংযোজনের (fetters of existence) অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনাহারে বিহরণ করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান (grasping) নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চ স্কন্ধের নিরোধ হয়।'

বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

I teach the annihilation of craving, the annihilation of hatred, the annihilation of delusion.

অর্থাৎ, লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহাদের নির্বাণই নির্বাণ।

Nirvana is the dying out of the three fires of লোভ, দ্বেষ and মোহ—of desire, hatred and illusion. *

—What is Buddhism, p. 60.

এই যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ইহারা তৃষ্ণা বা তণ্হারই প্রকট মূর্তি; সেই জন্য ত্রিপিটকে বহুবার 'তণ্হা'-নির্বাণকেই নির্বাণ বলা হইয়াছে।

---

* This epithet is Nirvana, 'the going out', that is to say, the going out in the heart of the three fires of lust, ill-will and dulness.

—Rhys Davids, p. 151.

'Nibbana, Nibbana, so they say, friend Sariputta! What now means Nibbana, friend?' 'That which is the vanishing of Desire, friend, the vanishing of Hate, the vanishing of Delusion;—that, friend! is called Nibbana.' (সংযুত্তনিকায়, IV, ২৫১).—Grimm, p. 338.

'All that is extinguished is the flaring flame of thirst (তণ্‌হা) to remain in contact with the world.'

—Grimm, p. 339.

অর্থাৎ, উপনিষদের ভাষায়—

সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ—শ্বেত, ৬।১৬

অতএব যিনি মুক্ত, যিনি নির্বাণী, তিনি বুদ্ধদেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

অহু পুব্বে লোভো, তং অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে দোসো, তং অহু অকুসলং; সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে মোহো, তং অহু অকুসলং, সো এতরহি নত্থি ইচ্চে তং কুসলং ইতি—অঙ্গুত্তর নিকায়, I.

'একদিন লোভ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন আর তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন দ্বেষ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন মোহ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র); এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি।'

যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার দৃষ্টি কিরূপ হয়? যিনি ব্রহ্মসাযুজ্য—ব্রহ্মের সহিত একীভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সেই অমেয় অজ্ঞেয় অজেয়, সেই অব্যয় অদ্বয় অক্ষয়কে আত্মস্থ করিয়াছেন—তিনি বিশ্বকে যে কেবল ব্রহ্মময় দেখেন—

সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি—গীতা, ৭।১৯

—তাহা নয়, নানাত্ব তাঁহার নিকট নিঃশেষে নিবৃত্ত হয় (Plurality is wholly negated); তখন শুধু সুস্থিত থাকেন—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ

—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্ম
—মুণ্ডক, ২।২।১১

'ব্রহ্মই অধে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই নানাত্ব-নিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—বৃহ, ৪।৪।১৯

'ঐ অবস্থায় নানাত্ব নিষিদ্ধ হয়—(মুক্ত পুরুষ) মনঃ দ্বারা তাঁহাকেই দর্শন করেন।' কিরূপ দর্শন করেন ?

যদেবেহ তদ্ অমুত্র, যদ্ অমুত্র তদ্ অন্বিহ—কঠ, ২।১।১০

'দেখেন যিনিই সেখানে, তিনিই এখানে'—তিনি সর্বময়, তিনিই সর্ব—তিনি ভিন্ন কিছু নাই—নেহ নান্যস্তি কিঞ্চন—তিনি প্রপঞ্চোপশম (effacing the entire universe)—তিনি শান্ত শিব অদ্বৈত।

অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্—মাণ্ডূক্য, ৭

যতদিন তিনি নানাত্ব দেখিতেন—pluralityর আয়ত্তে ছিলেন, ততদিন তাঁহার শোক মোহ ছিল, তাঁহার ভয় ভাবনা ছিল—ততদিন তিনি মৃত্যুর অধীন ছিলেন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—বৃহ, ৪।৪।১৯

এখন ?—একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ (বৃহ, ৪।৪।২০)—এখন তিনি একত্বের উপলব্ধি করিয়াছেন—বুঝিয়াছেন—'All Plurality is mere appearance'; জানিয়াছেন যে, স্ফুলিঙ্গ-বিন্দু বিবর্তিত হইয়া যেমন অলাতচক্র (fiery circle) রচনা করে (অলাতচক্রম্ ইব স্ফুরন্তম্ আদিত্যবর্ণম্—মৈত্রায়ণী, ৬।২৪),—এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব সেইরূপ মায়ার বিবর্ত।

এখানে পাঠককে একটু সতর্ক করিতে চাই। ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে

সংসারান্ত হয় বটে—কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের জনক নয়—অর্থাৎ, উহা মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নয়। উপনিষদের ঋষি বলেন, মোক্ষ সিদ্ধ বস্তু, সাধ্য নয়—মোক্ষ অজাত, অকৃত—জাত বা কৃত নয়—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন (মুণ্ডক, ১।২।১২)। 'It is uncaused and is not the consequence or effect of any cause'; দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে, 'it is being and not becoming'—সম্ভূতি নয়, অসম্ভূতি (ঈশ-উপনিষদ্, ১২-১৪)।*

যাহাই উৎপত্তিশীল, তাহাই বিনাশশীল। মোক্ষ যদি নৈমিত্তিক হইত, তবে উহা নিত্য হইতে পারিত না। গৌড়পাদাচার্য ঠিকই বলিয়াছেন—

অনাদেরন্তবত্ত্বং চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি।
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি॥

—মাণ্ডূক্যকারিকা, ৪।৩০

'সংসার যদি অনাদি হইত, তবে তাহার অন্ত সিদ্ধ হইত না। মোক্ষ যদি সাদি হইত, তবে তাহা অনন্ত হইতে পারিত না।'

বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন—

যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং, সব্বং তং নিরোধধম্মং তি

—মজ্‌ঝিমনিকায়, ১৪৭ সূত্ত

'What has in any way become, that must perish.'

এইজন্য মোক্ষকে 'নিরুপাধি' বলে। মোক্ষ দেশ, কাল ও নিমিত্ত—Time, Space and Causality—এই ত্রিবিধ উপাধির অতীত। যাহা beyond causation, তাহা Becoming হইবে কিরূপে?

---

* In the sphere of metaphysical phenomena, to which emancipation belongs, there is in general no becoming but only a being—as all metaphysical thinkers, not only in India but in the West also, from Parmenides and Plato down to Kant and Schopenhauer, have recognised.—Deussen's The Philosophy of the Upanishads, p. 344.

বিশেষতঃ জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বরূপ—

নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ
সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সংবিভুশ্চাদ্বিতীয়ঃ—মৈত্রেয়ী, ১।১১

অতএব আত্মা যখন নিত্যমুক্ত, তখন তাহার মুক্তির কথা উঠিবে কিরূপে? সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে—কঠ, ২।২।১

Emancipation therefore is not properly a new beginning, but only the perception of that which has existed from eternity, but has hitherto been concealed from us.

—Deussen, p. 345.

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্ ইহার উপর আর একগ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চেদিত্যেষা পরমার্থতা—২।৫

'পরমার্থ দৃষ্টিতে (from the absolute standpoint) মুমুক্ষা ও মুক্তির কথাই উঠিতে পারে না।'

সে জন্য পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্—৬।২৩৪

'বন্ধ-মোক্ষকে যদি 'বাস্তব' বলিতে চাও, তবে তাহা শ্রুতির অসহ্য'—কারণ, 'we are all emancipated already—how could we otherwise become so!' (Deussen, p. 345)—বস্তুতঃ জীব, ছান্দোগ্যের ভাষায়, অনৃত-প্রত্যূঢ় (অবিদ্যা-মোহিত)—অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ (ছা, ৮।৩।২)।

ঐ অবিদ্যা-নিবৃত্তিই মোক্ষ এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। তাই বলিতেছিলাম ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের কারণ বটে কিন্তু কারক নয়।

For deliverance is not effected *by* the knowledge of the Atman (ব্রহ্মবিজ্ঞান) but it consists *in* this knowledge; it is

not a *consequence* of the knowledge of the Atman but this knowledge is itself already deliverance (মোক্ষ) in all its fulness.*—Deussen, p. 346.

আমরা দেখিয়াছি, দেহসত্ত্বে ইহ ও এক্ষণেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে—

ইহ চেদ্ অবেদীৎ অথ সত্যম্ অস্তি—কেন, ২।৫

যাঁহার হয়—তিনি জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তির সম্পর্কে অনেক কথা বক্তব্য আছে—আগামী অধ্যায়ে বলিবার চেষ্টা করিব।

* There is no real question of *becoming* perfect or being *made* perfect but of realising the perfection that ever is within. * * It is realisation rather than *becoming*, that will help. * * Dont struggle and endeavour to *become*, by great effort, that which you are essentially all the time.—Bosman.

ঊনবিংশ অধ্যায়

জীবন্মুক্তি

আমরা দেখিয়াছি, জীবের চরম পরম সিদ্ধি অমৃতত্ব—অতিমুচ্য ধীরাঃ * * অমৃতা ভবন্তি—(কেন, ১।২)। উহারই নাম মুক্তি—এবং ঐ মুক্তি লাভের অনন্য পন্থা ব্রহ্ম-বিজ্ঞান। ঐ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান যখন যাঁহার যেখানেই হয়, তিনিই মুক্ত—তা' সে অদ্যই হো'ক আর কল্পান্তেই হো'ক, ইহলোকেই হো'ক অথবা ব্রহ্মলোকেই হো'ক, শরীর থাকিতেই হো'ক বা শরীর না থাকিতেই হো'ক,—তাহাতে কিছু যায় আসে না। তাই বাদরায়ণ বলিয়াছেন, মুক্তি-সম্পর্কে ইহলোক-পরলোক (ইহ-অমুত্র), অদ্য-অনন্ত—এরূপ কোনই নিয়ম নাই—

এবং মুক্তিফলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২

—কেন না, মুক্তি প্রতিবন্ধক্ষয় বা 'অন্তরায়-ধ্বস্তি'রই নামান্তর।

ঐহিকম্ অপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান—মুক্তি যাহার সাক্ষাৎ ফল) প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া ইতি স্থিতম্—শঙ্কর

এ সম্পর্কে শ্রুতি বলিতেছেন :—

ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যমস্তি
ন চেদ্ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন, ২।৫

'ইহলোকে যদি ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হয় তবেই মুক্তি—না হয় বিনষ্টি, (মৃত্যুময়) সংসার-গতি।'

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্ বয়ং
ন চেদ্ অবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।

য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥—বৃহ, ৪।৪।১৪

'ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতে পারে—যদি না হয়, তবে মহতী বিনষ্টি ; যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহাদের অমৃতত্ব—অন্যথায় দুঃখময় সংসার।'

ইহ চেদ্ অশকৎ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু* শরীরত্বায় কল্পতে ॥—কঠ, ২।৩।৪

'শরীর ভ্রংশের পূর্বে যদি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উদয় না হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকে শরীরগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।'

কিন্তু জীবিতমানে মর্ত্য মানুষ যদি চিত্তকে নিষ্কাম করিয়া ঐ বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, তবে তিনি 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে'।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥—বৃহ, ৪।৪।৭

শরীর-ধারণে যিনি ঐ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন, তিনি জীবন্মুক্ত—তাঁহার কথাই আমাদের সম্প্রতি আলোচ্য। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে—ছা, ৬।১৪।২

ঐ ব্রহ্মবিজ্ঞানী, ব্রহ্মে-স্থিত পুরুষকে বৃহদারণ্যক 'প্রতিবুদ্ধ' বলিয়াছেন—

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা
অস্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।—বৃহ, ৪।৪।১৩

'এই গহন (অনর্থ-সংকুল) দেহে প্রবিষ্ট যাঁহার আত্মা অনুবিত্ত (ব্রহ্মবিৎ)

* পৃথিব্যাদয়ঃ লোকাস্তেষু সর্গেষু লোকেষু—শঙ্কর

হইয়াছে, 'তিনি 'প্রতিবুদ্ধ'।' প্রতিবুদ্ধ কেন? যেহেতু তিনি অনাদি মোহনিদ্রা হইতে এখন জাগরিত হইয়াছেন।*

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥
—মাণ্ডূক্য-কারিকা, ১।১৬

'অনাদি মায়াঘোরে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্নহীন দ্বৈতহীন ব্রহ্মতত্ত্ব।'

সেই জন্য উপনিষদের ঋষিরা উদাত্তস্বরে জীবকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—উৎতিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত (কঠ, ১।৩।১৪)—'উঠ! জাগ! প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান অর্জন কর।'

যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানী হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৃহদারণ্যকে বামদেব ঋষির উল্লেখ আছে—

তদ্ধ এতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবম্ সূর্যশ্চেতি
—বৃহ, ১।৪।১০

জাতিস্মর বামদেব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ জানিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, —'আমি মনু ছিলাম, আমি সূর্য হইয়াছিলাম'। যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহারই সম্বিতের এইরূপ সম্প্রসারণ সম্ভব, কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', যাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইয়াছে, তিনিই এই সমুদয় হন—অপরে হয় না।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মী'তি স ইদং সর্বং ভবতি
—বৃহ, ১।৪।১০

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, যিনি, ঐ বৃহদারণ্যকে দেখি, জনক রাজার নিকট 'ব্রহ্ম-

* সেই জন্য শাক্যসিংহের সার্থক সংজ্ঞা—বুদ্ধ; কারণ, তিনি সংবুদ্ধ, সম্যক্ জাগরিত —'The fully wake One'—অনাদি মায়া হইতে, Primeval and Gigantic 'Self-mystification' হইতে প্রতিবুদ্ধ।

পারায়ণং জগৌ'—তিনিও এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাই জনক রাজা তাঁহার মোক্ষ-বিষয়ক উপদেশ আত্মস্থ করিয়া ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বলিতে পারিয়াছিলেন—

অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি—বৃহ, ৪।২।৪

ঐ অভয় আর কে?

এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম—ছা, ৮।১১।১

ব্রহ্মই অভয়—অভয়ং বৈ ব্রহ্ম, অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ

—বৃহ, ৪।৪।২৫

বুদ্ধদেবও এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি ইহজীবনেই নির্বাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এবং সেই জন্য তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারিয়াছিলেন—

'I have in this life entered Nirvana, while the life of Goutama has been extinguished. Self (i.e. the personal self) has disappeared and Truth has taken its abode in me.'

শরীর পাতের পর ঐ জীবন্মুক্তের যে মোক্ষ হয়, ঋষিরা তাহার নাম দিয়াছেন 'বিদেহ-মুক্তি'। ঐ বিদেহ মুক্তির সম্পর্কে আমরা আগামী অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিব। এখানে জীবন্মুক্তি হইতে ঐ বিদেহ মুক্তির প্রভেদ-নির্দেশক কয়েকটি শ্রুতি-বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করি।

এষ মে আত্মা—এতম্ ইত আত্মানং প্রেত্য অভিসম্ভবিষ্যামি

—শতপথ, ১০।৬।৩।২

'সেই আমার আত্মা (যিনি জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ, জ্যায়ান্ দিবঃ,)—এখান হইতে 'প্রেত' হইয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবে।'

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে, এতদ্ ব্রহ্ম। এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাদ্ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ১।২

'অতিমুক্ত ধীরগণ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধন কি? জীবন্মুক্তি-পথের পাথেয় কি? উপনিষদের নানাস্থানে এ সম্পর্কে অনেক অমূল্য উপদেশ বিক্ষিপ্ত আছে—ঐ সকল সংকলিত ও সজ্জিত করিলে একখানি চমৎকার পুস্তিকা রচিত হইতে পারে।* ঋষিদিগের মতে সাধন পথে প্রথম পদন্যাস (First Step)—দুষ্কৃত হইতে বিরতি ('Cease from wrong-doing')।

নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ ॥

—কঠ, ১।২।২৪

'যে দুশ্চরিত হইতে অ-বিরত, যে অশান্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত, যাহার মনঃ অসংযত—সে কখন ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।'

আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত কেন? আমরা ধর্ম জানি কিন্তু ধর্মে প্রবৃত্তি নাই কেন? জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। আমরা কামনার বশবর্তী বলিয়া। অতএব সাধনপথে কামনাজয় অত্যাবশ্যক।

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাঃ
তে শুক্রম্ এতদ্ অতিবর্তন্তি ধীরাঃ।—মুণ্ডক, ৩।২।১

'যাঁহারা কামনাজয়ী হইয়া সেই (পরম) পুরুষের উপাসক—তাঁহাদিগকে আর জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না।'

বৃহদারণ্যক এইরূপ চরিতার্থ পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন (৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন—

তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেব

* এই সাধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে যাঁহার কৌতূহল আছে, তিনি বিদ্যারণ্য মুনির 'জীবন্মুক্তি বিবেক', মিসেস্ বেসেন্ট-প্রণীত 'The Path of Discipleship', বিসপ্ লেডবিটার-রচিত 'Masters and the Path' এবং ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি-সংকলিত 'Voice of the Silence' ও 'Practical Occultism' গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে পারেন।

আত্মানং পশ্যতি। * * নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।—বৃহ, ৪।৪।২৩

'শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া এবংবিৎ আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন। পাপ তাঁহাকে তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন—পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। বিপাপ বিরজঃ বিসংশয় তিনি 'ব্রাহ্মণ' হন।'

যিনি এইরূপ বিপাপ বিরজঃ—যিনি ধর্মবলে বলীয়ান্—তিনি স্বভাবতঃই অ-প্রমত্ত।

নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।—মুণ্ডক, ৩।২।৪

বস্তুতঃ, ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য ভেদ করিতে হইলে ঐ অ-প্রমাদই অমোঘ অস্ত্র—

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ—মুণ্ডক, ২।২।৪

যিনি নিষ্কাম—বিষয়-ভোগে নির্বেদ তাঁহার প্রকৃতিগত—তাঁহার লক্ষ্য কৃত নয়, অকৃত,—ভূত নয়, অভূত।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদম্ আয়ান্ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।—মুণ্ডক, ১।২।১২

'ব্রাহ্মণ কর্মার্জিত লোকে নির্বিণ্ণ—তিনি জানেন কৃতের দ্বারা কখনো অ-কৃত লাভ হয় না।'

যিনি এইরূপ অকামহত 'ব্রাহ্মণ', তাঁহার ব্রহ্ম-বিজ্ঞান অদূরবর্তী—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥—বৃহ, ৪।৪।৭

গীতা ঐরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥—গীতা, ৫।১৯

'যাঁহাদের মন সমত্বে সুস্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসৃতি জয় করিয়াছেন —কারণ, নির্দোষ-সম যে ব্রহ্ম, ঐ ব্রহ্মে তাঁহাদের স্থিতি-লাভ হইয়াছে।'

অন্যত্র মুণ্ডক-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।—৩।১।৫

'নিত্য যিনি সত্য, তপঃ, ব্রহ্মচর্য ও প্রজ্ঞানের অনুষ্ঠান করেন, পরমাত্মার লাভ তাঁহার নিকট সুলভ হয়।'

এই সত্যের উপর ঋষিদিগের বিশেষ ঝোঁক। তাঁহারা বলেন—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥—মুণ্ডক, ৩।১।৬

'সত্যই বিজয়ী হয়—মিথ্যা হয় না। সত্য দ্বারা সেই দেবযান পথ বিতত আছে, যদ্দ্বারা ক্ষীণতৃষ্ণ ঋষিগণ সত্যের পরম নিধানে উপনীত হন।'

এইরূপে সাধক জ্ঞানপ্রসাদে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' হইলে তবে সেই নিষ্কল পুরুষকে (যিনি জীবের পরম পুরুষার্থ) প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ
ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।—মুণ্ডক, ৩।১।৮

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

যদা ইন্দ্রিয়বিষয়-সংসর্গ-জনিত-রাগাদি-মল-কালুষ্য-অপনয়নাৎ আদর্শ (দর্পণ)-সলিলাদিবৎ প্রসাদিতং স্বচ্ছং শান্তম্ অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্য প্রসাদঃ স্যাৎ।

এজন্য সদ্‌গুরুর সংযোগ অত্যাবশ্যক—যাহা লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

> তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
> উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ ॥—গীতা, ৪।৩৪

ঐ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী, যাঁহার নিকট সত্য করকলিতকুবলয়বৎ অবদাত—তিনিই সদ্‌গুরু। শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যার আদান করেন। মুণ্ডক ঐরূপ সদ্‌গুরুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

> তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
> সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।—১।২।১২

বিদ্যালাভের জন্য ঐরূপ শ্রোত্রিয় (শ্রুতির পারগামী), ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, শমদমাদিসম্পন্ন সদ্‌গুরুকে শিষ্য ভাবে উপসন্ন হইতে হয়। তিনিই প্রকৃত 'আচার্য'।

কারণ,—

> আচার্যাৎ হৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি
> —ছান্দোগ্য, ৪।৯।৩

'আচার্য হইতে বিদিত বিদ্যাই সর্বোৎকর্ষ লাভ করে।' অতএব উপনিষদের উপদেশ এই—আচার্যবান্ পুরুষো বেদ (ছা, ৬।১৪।২)।

আচার্য অন্তেবাসীকে যে বিদ্যা দান করেন, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানকে অপরোক্ষ অনুভূতিতে (Realisation-এ) পরিণত করিতে হইলে—যোগাভ্যাস আবশ্যক। যোগ-উপনিষদে তাহার সম্যক্ বিবরণ আছে। পরবর্তীকালে পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের 'অনুশাসন' (শিষ্টস্য শাসনম্=অনুশাসনম্) করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বরূপ বিস্পষ্ট

আকারে প্রাচীন উপনিষদেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগের এই অষ্ট অঙ্গ কি কি ?*

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টৌ অঙ্গানি

—যোগসূত্র, ২।২৯

'যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ।'

ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহিরঙ্গ; এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্যের অভাব), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের অগ্রহণ)—ইহাদের নাম যম। শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—ইহাদের নাম নিয়ম।' পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন (স্থির-সুখমাসনম্—২।৪৬ সূত্র)। প্রাণ-বায়ুর সংযম=প্রাণায়াম (শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ—২।৪৯ সূত্র)। ইন্দ্রিয়-নিরোধের নাম প্রত্যাহার। এক দেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধন ধারণা (দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা—৩।১ সূত্র)। চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান (তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—৩।২ সূত্র)। ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, উক্ত যম ও নিয়ম কতকগুলি নৈতিক সাধন

---

* মৈত্রী-উপনিষদে যোগকে ষড়ঙ্গ বলা হইয়াছে—

তথা তৎপ্রয়োগকল্পঃ। প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারঃ ধ্যানং ধারণা তর্কঃ সমাধিঃ ষড়ঙ্গ ইত্যুচ্যতে যোগঃ—৬।১৮

তর্ক কি ? রামতীর্থ তাঁহার দীপিকায় বলেন—সবিকল্পকসমাধির্বা তর্কঃ।

মৈত্রীর অন্যত্র এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়—অতঃ পরা অস্য ধারণা * * বাঙ্মনঃপ্রাণ-নিরোধনাৎ ব্রহ্ম তর্কেণ পশ্যতি (৬।২০)।

(অর্থাৎ character-building)। উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মসাধনের যে সকল উপায় উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাদের সংগ্রহ-নামই যম ও নিয়ম। যম ও নিয়মের পর আসন। ঐ আসনের বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বিশিষ্ট উপদেশ আছে—

সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-
বিবর্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে,
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥—শ্বেত, ২।১০

'শুচি, সমতল, কঙ্কর, বহ্নি, বালুকাবর্জিত, শব্দ জল ও গৃহাদি হইতে দূরস্থিত,—মনের অনুকূল ও চক্ষুর অপীড়ন স্থানে নিবাত গুহায় আসন স্থাপন করিবে।'

কোথায় কি ভাবে যোগী আসন স্থাপন করিবেন—শ্বেতাশ্বতর তাহারই উপদেশ দিলেন। উহার সহিত গীতার নিম্নোক্তি তুলনীয়—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥—গীতা, ৬।১১

'যোগী পবিত্র দেশে নাতি-উচ্চ, নাতি-নিম্ন স্থানে কুশ, অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থিরাসন সংস্থাপন করিবেন।'

আসনের পর প্রাণায়াম। তৎসম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের উপদেশ এইরূপ :—

একমেব ব্রতং চরেৎ। প্রাণ্যাৎ চৈব অপান্যাৎ চ।
নেৎ মা পাপ্মা মৃত্যুঃ আপ্নুবৎ ইতি—বৃহ, ১।৫।২৩

'এক (প্রাণ)-ব্রত আচরণ করিবে—প্রাণ ও অপানের সমীকরণ করিবে। যেন পাপ মৃত্যু আমাকে না গ্রাস করে।'

ইহাকেই গীতা বলিয়াছেন—

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ—গীতা, ৫।২৭

প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার। এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য বলিয়াছেন :—

আত্মনি সর্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য—ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১

কঠ-উপনিষদে ইহার প্রতিধ্বনি আছে :—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥—কঠ, ১।৩।৬

'যিনি বিজ্ঞানবান্, সংযতমনাঃ, সদশ্ব যেমন সারথির বশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বশীভূত হয়।'

কঠ এই ধারণাকে অন্যত্র 'আবৃত্ত-চক্ষুঃ' বলিয়াছেন—

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ
আবৃত্ত-চক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্।—কঠ, ২।১।১

ধ্যানধারণা সম্বন্ধে উপনিষদে বহুতর উপদেশ আছে। এ সম্বন্ধে কঠ বলিতেছেন :—

যচ্ছেৎ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি ॥
—কঠ, ১।৩।১৩

অর্থাৎ, 'প্রাজ্ঞ বাক্যকে মনে সংযত করিবেন ; মনকে জ্ঞানে, জ্ঞানকে মহতে, এবং মহৎকে শান্ত আত্মায়।'

এইরূপে ধারণা যখন ধ্যানে পরিপক্ক হইবে, তখন—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥
—কঠ, ২।৩।১০-১১

'যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি নিশ্চল হইবে—তাহাই

পরমাগতি। ঐ স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণাকে 'যোগ' বলে। তখন যোগী অপ্রমত্ত হন। ঐ যোগের প্রভব ও প্রলয় আছে।'

যে অপ্রমত্ত যোগী ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ—প্রণব তাঁহার ধনু এবং আত্মা শর। ঐ শর সন্ধান করিয়া তিনি তন্ময় হন।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥—মুণ্ডক, ২।২।৪
স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ॥—শ্বেত, ১।১৪

'নিজ দেহকে অরণি করিয়া ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যান দ্বারা তাহাদের নির্মন্থন অভ্যাস করতঃ নিগূঢ়বৎ সেই জ্যোতিঃরূপকে দর্শন করিবে।'

এই সমাধিই প্রকৃত যোগ—যুজ্‌সমাধৌ—যাহাকে Roman Catholic-রা 'Unio Mystica' (Mystic Union) বলেন। এদেশেরও কথা ঐ :—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ—যাজ্ঞবল্ক্য
আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥
—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭।৩১

অর্থাৎ, 'আত্মার চেষ্টাসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।'

যোগ-সম্পর্কে উপনিষদের উপদেশের সমাহার করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—৭।২৬।২

'আহার শুদ্ধির ফলে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধির ফলে ধ্রুবা স্মৃতি, স্মৃতিলম্ভে সমস্ত গ্রন্থির বিপ্রমোক্ষ।'—অর্থাৎ, ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ—মুণ্ডক, ২।২।৮

শঙ্করাচার্য ঐ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বলেন :—

আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু আহরণ করা যায়, তাহাই 'আহার') শব্দাদি-বিষয়বিজ্ঞানং ভোক্তুর্ভোগায় আহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধি-লক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধিঃ রাগদ্বেষমোহদোষৈঃ অসংস্পৃষ্টবিষয়-বিজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ।

ঐ আহারশুদ্ধি হইলে চিত্তের নৈর্মল্য সম্পাদিত হয় ; এবং ঐ নৈর্মল্যের ফলে আত্মবিস্মৃত জীবের নিজ স্বরূপের স্মৃতি ফুটিয়া উঠে—নষ্টাম্ আপ পুনঃ স্মৃতিম্।

এইরূপে জীব যখন নিজের শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ উপলব্ধি করেন—তখন ফলতঃ তাঁহার সমস্ত গ্রন্থি নির্মুক্ত হয়, এবং তিনি পাশ-মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।*

ইহাই জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্তির পরে কি ? সে অনেক কথা—আগামী অধ্যায়ে বলিব এবং প্রসঙ্গতঃ জীবন্মুক্তির সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে ও 'কুটীচকা'দি দীক্ষা সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

---

* মৈত্রী উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

তাল্বধ্যগ্রম্ পরিবর্ত্য চ ইন্দ্রিয়াণি সংযোজ্য মহিমা মহিমানং নিরীক্ষেত ততো নিরাত্মকত্বম্ এতি। নিরাত্মকত্বাৎ ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলত্বম্ লভতে ইত্যেবং হ্যাহ। পরঃ পূর্বং প্রতিষ্ঠাপ্য নিগৃহীতানিলং ততঃ। তীর্ত্বা পারমপারেণ পশ্চাৎ যুঞ্জীত মূর্ধনি।—মৈত্রী, ৬।২১

অর্থাৎ 'জিহ্বাগ্র তালুতে (খেচরী মুদ্রায়) সংচারিত করতঃ ইন্দ্রিয়গণকে একীভূত করতঃ যোগী পূর্ণ মহিমা নিরীক্ষণ করিবেন। এইবার তিনি নিরাত্মক হইবেন এবং সুখদুঃখের অতীত হইবেন এবং কৈবল্য লাভ করিবেন। এ বিষয়ে এই উক্তি আছে—নিগৃহীত প্রাণকে তালুদেশে পূর্বে স্থাপন করতঃ অপার দ্বারা পারকে পার হইয়া পরে আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে যুক্ত করিবে।'

বিংশ অধ্যায়

জীবন্মুক্তির পরে

উপনিষদের ঋষিরা অদ্ভুত মনীষাবলে যে অপূর্ব সাধন-মন্দির রচনা করিয়াছেন—যাহার চূড়া জীবন্মুক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—সেই সুগঠিত সুপ্রাচীন মন্দিরের পরিকল্পনার উৎস কে? উৎস ব্রহ্মণ্যদেব—ঋষি মহর্ষিরাও যাঁহার প্রভাব জানেন না—যিনি মহর্ষিদিগেরও আদি, যিনি—পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ (যোগসূত্র, ১৷২৬) অর্থাৎ, যিনি পরমগুরু পরাৎপর গুরু—যিনি ত্রিকালাতীত, যিনি চিরন্তন সনাতন (Eternal Now)—সেই অনাদিনিধন ব্রহ্মণ্যদেব। উপনিষদের ঋষিরা সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের পরিকল্পনার অনুসরণ করিয়া ঐ সাধন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন মাত্র।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ঐ মন্দিরের গোপুরের অভিমুখে নানা দিক্ দেশ হইতে বহুবিধ পথ প্রবাহিত হইয়াছে—কেহ কর্মের পথ, কেহ জ্ঞানের পথ, কেহ ধ্যানের পথ, কেহ ভক্তির পথ ইত্যাদি। সকল শ্রেণীর সাধকই ঐ মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু যিনি সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইয়াছেন, তাঁহারই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশাধিকার। অপরে ঐ মন্দিরের চূড়াস্থিত আলোক দেখিয়া আশ্বাসিত উৎসাহিত হন বটে, কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না।

ঐ সাধন-চতুষ্টয় কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। বিবেক কি? বিবেক অর্থে আত্মা ও অনাত্মার, সৎ ও অসতের ভেদ-উপলব্ধি। যিনি নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহার চিত্তে বিষয়-ভোগের উপর বিরক্তির ভাব উৎপন্ন হয়। উহারই নাম বৈরাগ্য।

ষট্‌সম্পত্তি যথাক্রমে—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। বহিরিন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম এবং অন্তরিন্দ্রিয়-সংযমের নাম শম। হৃদয়ে বৈরাগ্য উদ্দীপিত হইলে ইন্দ্রিয়েরা আর মাত্রা-স্পর্শের লোভে বাহ্য বস্তুর অভিমুখে ধাবিত হয় না। তখন সাধক অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ চিত্ত-নিরোধ করিতে সক্ষম হন। এইরূপে দুর্নিবার চঞ্চল মনঃ বশ্যতা স্বীকার করিতে আরম্ভ করে।

তিতিক্ষা সহিষ্ণুতারই নামান্তর। যে গুণ আয়ত্ত হইলে সাধক সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ সমান জ্ঞান করিতে পারেন, অবস্থার বিবিধ বিপর্যয়, সম্পদ-বিপদ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তুল্য বোধ করেন, সেই গুণের নাম তিতিক্ষা। তিতিক্ষা অর্জিত হইলে সাধক রাগদ্বেষের অতীত হন; তখন তিনি আর প্রিয় লাভে প্রহৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না।

উপরতি অর্থে অসীম উদারতা—সেই ভাব, যাহা আয়ত্ত হইলে শত্রু-মিত্র, উচ্চ-নীচ, ইষ্ট-দ্বিষ্ট সকলের প্রতি একটা সমতা, একটা উপেক্ষা-বুদ্ধি জাগরিত হয়। সংসার-চক্র বিধাতার নিয়মে পরিচালিত—তাঁহার পথে প্রধাবিত—এই ধারণা সাধকের হৃদ্‌গত হওয়াতে তিনি আর কিছুতে বিচলিত হন না। তিনি সকল বস্তু সকল ব্যক্তি সকল অবস্থার প্রতি সমান উদার অবিচলিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন।

শ্রদ্ধা অর্থে নির্ভরের ভাব—ভগবান্ বা গুরুর প্রতি এবং সাধকের আপনার উপর নির্ভর। গুরু যে সাধন-মার্গ উপদেশ দিয়াছেন, সেই ঠিক পথ; সেই পথ ধরিয়া গেলে আমি তমসের পরপারে পহুঁছিব, আর ঐ পথ দুর্গম হইলেও উহা আমি অতিক্রম করিতে অবশ্য সমর্থ হইব—সাধকের এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

সমাধান অর্থে স্থৈর্য—বিক্ষিপ্ত চিত্তের সাম্যাবস্থা। যে অবস্থায় মনে সন্তোষ, শান্তি, স্বচ্ছ ভাব ফুটিয়া উঠে—তাহার নাম সমাধান। বাত্যাবিক্ষুব্ধ

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে অবিচলিত সাগর-শৈলের সহিত এই সমাধান তুলনীয়।

সাধক যখন এই ষট্‌সম্পত্তি আয়ত্ত করেন, তখন তাঁহার চিত্তে মুমুক্ষুত্ব আপনি জাগরিত হয়। এই ভঙ্গুর নশ্বর জগতে সকলই অস্থায়ী—এই তুচ্ছ সংসার নিয়ত পরিবর্তনশীল, এ চক্রে একবার জড়িত হইলে অনন্তকাল ভ্রমণ করিতে হয়। সাধক এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং পৃথিবীতে বারংবার গতাগতিতে নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়া সংসার-নিবৃত্তির পথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ইহারই নাম মুমুক্ষুত্ব।

বৃহদারণ্যক ঐ সাধন-চতুষ্টয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—

তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি। * * নৈনং পাপ্‌মা তরতি, সর্বং পাপ্‌মানং তরতি। নৈনং পাপ্‌মা তপতি, সর্বং পাপ্‌মানং তপতি। বিপাপো বিরজো-ঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি—৪।৪।২৩

'শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া এবংবিৎ আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন। পাপ তাঁহাকে তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন—পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। বিপাপ বিরজঃ বিসংশয় তিনি 'ব্রাহ্মণ' হন।'

এইরূপ চরিতার্থ পুরুষকে বৃহদারণ্যক 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

আর একটু নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঋষিদিগের রচিত ঐ সাধনমন্দির সপ্ত-তল এবং এক একটি তল উত্তীর্ণ হইয়া তবে তাহার উপরিতন তলে উঠিতে হয়। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেক তলের সংসৃষ্ট একটি উপযোগী দীক্ষা আছে এবং এক একটি তল অতিক্রম করিতে হইলে সাধককে একটি একটি স্বতন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। মন্দিরের প্রথম তলে সাধক যে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার নাম 'কুটীচক' দীক্ষা।

দ্বিতীয় তলের দীক্ষার নাম 'বহূদক' দীক্ষা। তৃতীয় তলের দীক্ষার নাম 'হংস' দীক্ষা এবং চতুর্থ তলের দীক্ষার নাম 'পরমহংস' দীক্ষা।*

এ প্রসঙ্গে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অথ খলু সৌম্য! কুটীচকো বহূদকো হংসঃ পরমহংস ইত্যেতে পরিব্রাজকাঃ চতুর্বিধা ভবন্তি। ** তদ্ এতদ্ ঋচা অভ্যুক্তম্ কুটীচকো বহূদকশ্চাপি হংসঃ পরমহংস ইতি—শাঠ্যায়নী, ১১

পরমহংস পঞ্চম দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে 'ঋষি'-পদবী প্রাপ্ত হন। ঋষি-অর্থে দ্রষ্টা (Seer)—করকলিতকুবলয়বৎ তত্ত্বসকল যাঁহার পূত দৃষ্টির সমক্ষে অবদাত হয়। ষষ্ঠ দীক্ষা 'মহর্ষি'-দীক্ষা—ঋষির উপর মহর্ষি। তাঁহারও উপর পরমর্ষি—পরমর্ষি-দীক্ষাই সপ্তম দীক্ষা—চরম দীক্ষা। উপনিষদ্ নানাভাবে এই পরমর্ষিদিগকে প্রণাম করিয়াছেন—'নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ' (মুণ্ডক, ৩।২।১১ ; প্রশ্ন, ৬।৮)।

এই দীক্ষা-সপ্তকের বিস্তৃত বিবরণ সম্প্রতি আমাদের আলোচ্য নয়—আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, সাধক পর পর ঐ সপ্ততল অতিক্রম করিয়া যখন সাধনমন্দিরের চূড়ায় উপনীত হন, তখন তিনি দেখেন সে চূড়া অপূর্ব আলোকে উজ্জ্বলিত। ঐ আলোকের স্নিগ্ধ কমনীয় জ্যোতিঃ বর্ণনার অতীত। সেই জ্যোতির নামই 'জীবন্মুক্তি'।

জীবন্মুক্তির পরে কি? জীবন্মুক্ত দেখেন, সাধনমন্দিরের আকাশস্পর্শী চূড়া হইতে দুইটি পথ দুই ভিন্ন মুখে প্রবাহিত—একটি নির্বাণ-মুক্তির পথ, অন্যটি নির্মাণমুক্তির পথ। জীবন্মুক্ত কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? এসম্পর্কে তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে সংকলিত 'অনাদ নাদে' (Voice of the Silence-এ) সুন্দর নির্দেশ আছে :—

'The *Shangya* robe (অর্থাৎ নির্বাণ-মুক্তি), 'tis true, can

---

* এই দীক্ষা-চতুষ্টয়-প্রাপ্ত সাধকের বৌদ্ধ পরিভাষায় নাম—স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। খৃষ্টানেরা ঐ চারি দীক্ষার নাম দিয়াছেন—Baptism, Transfiguration, Crucifixion ও Resurrection.

purchase light eternal. The Shangna robe alone gives the Nirvana of destruction ; it stops rebirth, but, O Lanoo, it also kills compassion. No longer can the perfect Buddhas, who don the Dharmakaya glory, help man's salvation. Alas ! shall *selves* be sacrificed to *Self* ; mankind, unto the weal of Units ?

Know, O beginner, this is the *open* Path, the way to selfish bliss shunned by the Bodhisattvas of the 'Secret Heart,' the Buddhas of Compassion,

To live to benefit mankind is the first step. To practise the six glorious virtues is the second.

To don Nirmanakaya's humble robe (নির্মাণ-মুক্তি) is to forego eternal bliss for Self, to help on man's salvation. To reach Nirvana's bliss, but to renounce it, is the supreme, the final step—the highest on Renunciation's Path.

Know, O disciple, this is the *secret* Path, selected by the Buddhas of Perfection, who sacrificed The Self to weaker Selves.'

প্রাচীন ব্যাসভাষ্যেও আমরা 'নির্মাণচিত্তম্ অধিষ্ঠায়' (১।২৫) এইরূপ কথা শুনিয়াছি। শ্রীধরস্বামীও ভাগবতের টীকায় 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে' (১০।৮৭।২১) এই বচন শ্রুতিবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন—"উহারও লক্ষ্য বোধ করি নির্বাণমুক্তির পরিবর্তে নির্মাণমুক্তি।

যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি, গীতার ভাষায়, সর্বদা 'সর্বভূতহিতে রতঃ' (৫।২৫)। তাঁহার নিত্য প্রার্থনা এই—'সব্বে সত্তা সুখিনো হোন্তু'। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আত্মীয় করিয়া বহুবচন-প্রয়োগে বলেন—সত্যং পরং ধীমহি—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। অতএব তিনি নির্বাণ-মুক্তি বরণ করিয়া এবং তাহার ফলে বিশ্বের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া নিজের ভূমানন্দে নিমগ্ন থাকিবেন কিরূপে ?

এ সম্পর্কে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ সেই প্রাচীন যুগে আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ভাগবতে দেখিতে পাই, যখন ভগবান্ প্রত্যক্ষ হইয়া প্রহ্লাদকে মুক্তিবর গ্রহণ জন্য নির্বন্ধ করিলেন, তখন প্রহ্লাদ এই বলিয়া মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥

—ভাগবত, ৭।৯।৪৩

'দেবগণ ও মুনিগণ প্রায়ই স্ব স্ব মুক্তি কামনাতেই বিজনে তপস্যা করেন; তাঁহারা পরের কার্যে বিমুখ রহেন। আমি কিন্তু দীনহীন বিশ্বের জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া একলা মুক্তির ইচ্ছা করি না; হে নাথ। তুমিই আমার অনন্য গতি।'

মুক্তি-প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের এই উক্তি সযত্নে স্মরণীয়। অন্যথা মুক্তি-পথের পথিকের বিশেষ বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব তিনি 'স্ব-বিমুক্তি-কাম' হইয়া যেন স্ব-চিত্তকে আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় কলুষিত না করেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়—ইদানীং ঐ স্বার্থপরতা আমাদের ধর্মজীবনে কলুষসঞ্চার করিতেছে। তাই দেখি যাঁহারা সাধকের শীর্ষস্থানীয়, সেই মুনি-যতি-গণ স্ব স্ব নির্বাণ মুক্তির চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। তাঁহাদের পরের ভাবনা ভাবিবার অবসর নাই। এক্ষণকার অধিকাংশ সন্ন্যাসী-পরমহংসেরা 'স্ববিমুক্তিকাম' নহেন কি? তাঁহাদের মধ্যে পরার্থনিষ্ঠার অবকাশ কই? জগৎ উৎসন্ন যায় যাক্, জগতের জীবগণ অনন্তকাল সংসারপাশে আবদ্ধ থাকে থাকুক্, মানবজাতি অবনতির অধস্তন সোপানে অবতরণ করে ক্ষতি নাই—আমার মুক্তির যেন কোন কিছু ব্যাঘাত না ঘটে, আমি যেন কর্মপাশ ছিন্ন করিয়া বিশ্বের বন্ধন এড়াইয়া নির্বাণ-পথের পথিক হইতে পারি। ইহাই

এইরূপ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, 'বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি'—বলি কোনও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে ইন্দ্রত্বলাভ করিবেন; 'দ্রোণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি'—অশ্বত্থামা আগামী মন্বন্তরে বেদব্যাস হইবেন।

দেবতারা যে মুক্তপুরুষ, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সাংখ্যেরা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বেদে যে সকল ঈশ্বর-প্রতিপাদক মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে মুক্তপুরুষেরই প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা—সাংখ্যসূত্র, ১৷৯৫

অনেকের ধারণা দেবতারা কেবল ভোগসুখ উপভোগ করেন, তাঁহাদের কোনরূপ দায়িত্ব বা কার্যভার নাই। এ দৃষ্টিতে ইন্দ্র শচী-সনাথ হইয়া কেবল পারিজাতের আঘ্রাণ ও স্বর্গের সুধা পান করিতেছেন। এ ধারণা ভ্রান্ত। দেবতাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম-কারকের দায়িত্ব ও গুরুভার বহন করিতে হয়। সে ভারের পরিমাণ মনুষ্যবুদ্ধির কল্পনাতীত। তাহার তুলনায় পৃথিবীর প্রধানতম সাম্রাজ্যের প্রধান সচিবের কার্যভার নগণ্যমাত্র। অথচ, তাঁহারা কোন প্রত্যাশায় এই ভার বহন করেন না। কারণ, তাঁহারা মুক্তপুরুষ; তাঁহাদের কোন কিছু অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য নাই। ভগবান্ গীতাতে নিজের কর্মসম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহারাও সেই কথা বলিতে পারেন।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তম্ অবাপ্তব্যম্ বর্ত এব চ কর্মণি ॥—গীতা, ৩৷২২

পরার্থে আত্মত্যাগের ইহা বরণীয় দৃষ্টান্ত নহে কি?

এইরূপ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যখন তিনি পরিনির্বাণের অধিকারী হইয়া সাধনমন্দিরের গর্ভগৃহের অর্গল উন্মোচনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, এমন সময় নিখিল বিশ্বের মর্মভেদী আর্তস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। বুদ্ধদেব চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, যেন অগণ্য

জীব—পাপক্লিষ্ট, দুঃখদগ্ধ, দীনহীন, মলিন জীব তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিতেছে, 'প্রভু! আপনি ত' জগতের সম্পর্ক ছাড়িয়া নির্বাণের অনন্তসুখে নিমগ্ন হইতেছেন। কিন্তু আমাদের কি গতি হইবে?' বুদ্ধদেবের আর নির্বাণ গ্রহণ করা হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন একটী জীবও অমুক্ত থাকিবে, ততদিন তিনি জগতের মধ্যে থাকিয়া জীবের হিতার্থে উদ্যুক্ত থাকিবেন।* তদবধি বুদ্ধদেব নির্মাণকায় গ্রহণ করিয়া পরার্থনিষ্ঠ হইয়া সর্বভূতের হিত-সাধনায় নিযুক্ত আছেন। মানবের দুর্ভাগ্য এই সকল মহৎ দৃষ্টান্ত চক্ষুর সম্মুখে থাকিতেও, সে নিজের মুক্তির জন্য প্রয়াসী হইয়া আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার বিড়ম্বনা ভোগ করে। বুদ্ধদেবের মহাত্যাগের অনুসরণ না করিয়া বৌদ্ধেরা এক্ষণে 'প্রত্যেক বুদ্ধযান' আশ্রয় করিয়াছে। এ মতে প্রত্যেকে নিজে নিজে বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে; অপরের কল্যাণের প্রতি দৃক্‌পাত করা আবশ্যক বোধ করিতেছে না। ইহাই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। আমরা যেমন দেবতা ও ঋষিদিগের দৃষ্টান্তের অবহেলা করিয়া 'স্ববিমুক্তি-কাম' হইয়াছি, বৌদ্ধেরাও সেইরূপ বুদ্ধদেবের অনুসরণ না করিয়া 'প্রত্যেক বুদ্ধত্বের' নিষ্ফল সাধনায় চেষ্টার অপব্যয় করিতেছে।† তাহার ফলে, উভয় ধর্মসম্প্রদায়েরই বর্তমান মলিন দশা।

---

* Never will I seek nor receive individual salvation, never will I enter into final peace alone but for ever and everywhere will I live and strive for the redemption of every creature throughout the world.—The Pledge of Kwan-yin.

† এ সম্পর্কে মাদাম্ ব্লাভাট্স্কি লিখিয়াছেন—*Pratyeka* Buddhas are those Bodhi-sattvas who strive after and often reach the Dharmakaya robe, after a series of lives. Caring nothing for the woes of mankind or to help it, but only for their own bliss, they enter Nirvana and—disappear from the sight and the hearts of men. In Northern Buddhism a "Pratyeka Buddha" is a synonym of *spiritual selfishness.*—Glossary to 'The Voice of Silence.'

তাই বলিতেছিলাম, মোক্ষকামীকে এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার সংস্পর্শ হইতে নিজেকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

যাহা হউক, এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না। জীবন্মুক্তি সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে—আগামী অধ্যায়ে তাহা বলিব।

একবিংশ অধ্যায়

জীবন্মুক্তের দশা

আমরা দেখিয়াছি, যিনি জীবন্মুক্ত—তিনি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সুস্থিত। ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সুস্থিত জীবন্মুক্তকে গীতা 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নাম দিয়াছেন এবং এইভাবে তাঁহার দশা বর্ণন করিয়াছেন :—

> প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
> আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
> দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
> বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
> যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
> নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥—গীতা, ২।৫৫-৭

'হে পার্থ! যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট হন,* তখন তাঁহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে। দুঃখে যাঁহার চিত্ত অনুদ্বিগ্ন, সুখে যিনি স্পৃহাহীন, যিনি রাগভয়ক্রোধশূন্য—এইরূপ মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।'

চতুর্দশ অধ্যায়ে গীতা জীবন্মুক্তকে গুণাতীত† বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। সে বর্ণনা এইরূপ :—

> প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব!
> ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি, ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

---

* গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন—যঃ ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ—৩।১৭

† যিনি গুণাতীত,—তিনি বুদ্ধদেবের ভাষায়, নির্বাণের তোরণে উপনীত ('নিব্বাণস্-সান্তিকে')। বুদ্ধদেব তাঁহার 'attitude'-এর এই ভাবে পরিচয় দিয়াছেন—

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চা তি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি, নেঙ্গতে ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥—গীতা, ১৪।২২-২৫

'ত্রিগুণের কার্য—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ। গুণাতীত ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইলেও দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাজ্ক্ষা করেন না। তিনি উদাসীনের মত অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। গুণ সকল স্ব স্ব কার্যে রহিয়াছে, এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন। তাঁহার সুখ দুঃখ সমান। তিনি আত্মাতে অবস্থিত। লোষ্ট্র প্রস্তর ও সুবর্ণে তাঁহার সমদৃষ্টি। প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি তাঁহার পক্ষে সমতুল্য। তিনি ধীর; মান ও অপমান তাঁহার পক্ষে সমান। শত্রু-মিত্রে তাঁহার পক্ষে ভেদ নাই। সমস্ত আরম্ভ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 'গুণাতীত'।'

অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। দুক্খং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চা তি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। অদুক্খং অসুখং চে বেদনং বেদেতি, সা অনিচ্চা তি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। সো সুখং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি; সো দুক্খং চে বেদনং বেদেতি, বিসংযুত্তো নং বেদেতি; সো অদুক্খং অসুখং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি।—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

'তিনি যদি সুখকর বেদন (sensation) অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়,—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত (unappropriated), ইহা অনভিনন্দিত।' যদি দুঃখকর বেদন অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়,—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত।' যদি অদুঃখ-অসুখকর বেদন অনুভব করেন, তবেও তাঁহার বোধ হয়,—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত।' তাঁহার অনুভব সুখকর হ'ক, দুঃখকর হ'ক, অদুঃখ-অসুখকর হ'ক, তিনি 'বিসংযুক্ত' (উদাসীন)-ভাবে তাহা ভোগ করেন।'

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান—মজ্‌ঝিমনিকায়ে ইহার চমৎকার বর্ণনা আছে। বুদ্ধদেব আনন্দকে বলিতেছেন—

পটিখুলং চ অপটিখুলং চ তদ্‌ উভয়ং অভিনিবজ্জেত্বা উপেক্‌খো বিহরেয্‌যং সতো সংপজনো তি উপেক্‌খো তত্‌থ বিহরতি সতো সংপজনো এবং খো আনন্দ! অরিয়ো হোতি ভাবিতেন্দ্রিয়ো—মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩

অর্থাৎ, 'প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল (repugnant and unrepugnant)—উভয়কেই বর্জন করিয়া উপেক্ষক উদাসীন ভাবে (with equal mind) বিচরণ করিতে হইবে—সৎ ও সম্প্রজান (thoughtful and clearly conscious) হইয়া। হে আনন্দ! যিনি 'অরিয়' (আর্য—Saint), তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপই বশীকৃত।'

এই 'Equal Mind'-ই গীতার 'সমত্ব'—সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)। এই অবস্থার নাম দ্বন্দ্বাতীত হওয়া—

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ—গীতা, ৪।২২

ইহাই প্রকৃত 'পক্ষপাত'-বিনির্মুক্তি—ইহাই 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্‌'—নির্বাণের সমীপস্থ দশা—

পক্ষপাত-বিনির্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা—ব্রহ্মবিন্দু, ২।১

বুদ্ধদেব নিজের ঐ দশা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :—

যে মে দুক্‌খং উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দেন্‌যো কোপি ন বিজ্জতি ॥

সুখদুক্‌খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বত্থ সমকো হোমি এসা মে উপেক্‌খা পরং ॥—চর্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই।

সুখ দুঃখ, যশঃ ও অযশঃ আমার নিকট তুল্যমূল্য। সর্বত্রই আমি সমান— ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (perfection of my equanimity)।'

সেই গীতার প্রাচীন কথা—

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥—৫।২০

'যিনি ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মে স্থিত—যিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন—প্রিয়প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রহর্ষ নাই, অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে তাঁহার উদ্বেগ নাই।'

ইহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা—যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত 'ব্রাহ্মণে'র অনুষ্ঠেয়—যে ব্রাহ্মণ 'শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত।'

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ—বৃহ, ৪।৪।২১

সন্ন্যাস-উপনিষৎসমূহে এ অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা আছে। ব্রহ্ম-উপনিষৎ বলেন—'তাঁহারই ব্রাহ্মণ্য সম্পূর্ণ, যাঁহার জ্ঞানময়ী শিখা, যাঁহার জ্ঞানময় উপবীত'।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥—ব্রহ্ম, ৪

এইরূপ 'ব্রাহ্মণে'র লক্ষ্য—পরম পদে প্রবেশ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য।

গুহাং প্রবেষ্টুমিচ্ছামি পরং পদম্ অনাময়ম্—সন্ন্যাস, ২

এইরূপ 'ব্রাহ্মণ' পরমহংস-পদারূঢ়।

ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাবমানে চ ষড়ূর্মিবর্জং নিন্দা-গর্বমৎসরদম্ভ-দর্পেচ্ছাদ্বেষ-সুখ-দুঃখ-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহহর্ষাসূয়া-অহংকারা-দীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপমিব দৃশ্যতে—পরমহংস, ২

'তিনি শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক মোহ ও জরামৃত্যু-রূপ সংসার সমুদ্রের ছয়টি ঊর্মি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। নিন্দা গর্ব হিংসা দম্ভ দর্প ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ কাম ক্রোধ

লোভ মোহহর্ষ অসূয়া অহংকারাদি বর্জন করিয়া, (দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম পূর্বক) তিনি নিজ শরীরকে শবদেহ জ্ঞান করেন।'

'তিনি কি ভাবে জীবন যাপন করেন?' ইহার উত্তরে আরুণেয়ী-উপনিষদ্ বলিতেছেন—

ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসাং চ অপরিগ্রহং চ সত্যং চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত হে রক্ষত—৩

'হে সন্ন্যাসী! তোমরা ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ ও সত্য সযত্নে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

সঙ্গে সঙ্গে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দর্প, হিংসা, মমত্ব, অহংকার, অসত্য সর্বথা বর্জন কর।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-দম্ভ-দর্পাসূয়া-মমত্ব-অহংকারানৃতাদীন্ অপি ত্যজেৎ—আরুণেয়ী, ৪

সন্ন্যাসী কিরূপ আচরণ করিবেন?

দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ, সুখে ন স্পৃহা, ত্যাগো রাগে, সর্বত্র শুভাশুভয়োঃ অনভিস্নেহঃ, ন দ্বেষ্টি ন মোদতে চ—পরমহংস, ৪

'দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, কাম্যবস্তুতে কামনাহীন, সর্বত্র শুভাশুভে স্নেহহীন—সন্ন্যাসী দ্বেষ, রাগ বর্জিত হইবেন।'

তিনি নিন্দা-স্তুতির অতীত হইবেন—

স্তূয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পরান্—সন্ন্যাস, ৪

তাঁহার সম্বন্ধে শাঠ্যায়নী-উপনিষদ্ বলিতেছেন—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-দম্ভ-দর্পাসূয়া-মমত্বাহংকারাদীন্ তিতীর্য মানাবমানৌ নিন্দাস্তুতী চ বর্জয়িত্বা বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ। ছিদ্যমানো ন ব্রূয়াৎ। তদৈবং বিদ্বাংস ইহৈব অমৃতা ভবন্তি—১৮

সন্ন্যাসী—'কাম ক্রোধ লোভ মোহ দম্ভ দর্প ঈর্ষা মমতা অহংকার প্রভৃতি

নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মান-অপমান নিন্দাস্তুতি বর্জন করিয়া, তরুর মত (সহিষ্ণু হইয়া) অবস্থান করিবেন। কাটিয়া ফেলিলেও কথা কহিবেন না। এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি এইখানেই অমৃতত্ব লাভ করেন।'

তখন তাঁহার স্থিতি কিরূপ হয়?

সর্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্তন্তে। ** সর্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গতিঃ উপরমতে। য আত্মনি এব অবস্থীয়তে যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্ ব্রহ্মৈবাহমস্মি ইতি কৃতকৃত্যো ভবতি কৃতকৃত্যো ভবতি—পরমহংস উপনিষদ্, ৪

'মনঃস্থিত সমস্ত কামনা ব্যাবৃত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি উপরত হয়। যিনি আত্মাতে অবস্থিত হন, তিনি সেই চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া সোঽহং ভাব প্রত্যক্ষ করতঃ কৃতকৃত্য হন, কৃতকৃত্য হন।'

জীবন্মুক্তের ঐরূপ দশা লক্ষ্য করিয়া একজন অভিজ্ঞ লেখক সংক্ষেপে বলিয়াছেন—To reach Nirvana is to pass beyond humanity and to gain a level of peace and bliss far above earthly comprehension. (Man, Visible and Invisible)—অর্থাৎ, জীবন্মুক্তের এমন স্বস্তি ও শান্তি, যাহা মানবধারণার বহু উর্ধ্বে।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'মোক্ষ মননের বচনের বর্ণনের অতীত।'

তথাপি মোক্ষকে চরম শান্তি ও পরম আনন্দ বলা যাইতে পারে। মোক্ষাস্বাদী ঋষিরা তাহাই বলিয়াছেন।

প্রথমতঃ উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমানন্দ' বা 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' বলা হইয়াছে।

স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য গত্বা শয়ীত, এবমেবৈষ এতৎ শেতে—বৃহ, ২।১।১৯

অন্যত্র—যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখম্ অস্তি। ভূমৈব সুখম্
—ছান্দোগ্য, ৭।২৩।১

যো বৈ ভূমা তদ্ অমৃতম্—ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১

অর্থাৎ, মোক্ষ বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি ভূমানন্দের অবস্থা, উহা আনন্দের অতিম্নী (Acme)।

গীতা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মোক্ষকে 'অত্যন্ত' সুখ বলিয়াছেন—ঐ সুখ 'ব্রহ্ম-সংস্পর্শ'-জনিত।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে—গীতা, ৬।২৮

অন্যত্র গীতা ঐ সুখকে 'অক্ষয়'-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—

স ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে—গীতা, ৫।২১

বৌদ্ধ ধম্মপদেরও ঐ কথা—

নিব্বাণং পরমং সুখং—সুখবগ্‌গো, ৮

পস্‌সে চে বিপুলং সুখং—পকিণ্ণকবগ্‌গো, ১

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য মানবকে ঐ বিপুল সুখ, ঐ ভূমানন্দের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ-সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধিমান্, সকলের অধিপতি, সর্ববিধ মনুষ্য-ভোগের অধিকারী—ঐ ব্যক্তির যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্য-লোকের পরম আনন্দ।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি, অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্বৈঃ মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পিতৃলোকের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্বলোকের যে আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ; দেবলোকে কর্মদেবগণের যে আনন্দ, গন্ধর্বলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ এবং আজানদেবগণের যে আনন্দ, কর্মদেবগণের আনন্দের তাহা আবার শতগুণ; প্রজাপতিলোকের

যে আনন্দ, আজানদেবগণের আনন্দের তাহা শতগুণ ; কিন্তু ব্রহ্মলোকের যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতিলোকের আনন্দ তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র।

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ।

ইহাই চরম আনন্দ, পরম আনন্দ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহার আনন্দের ঐ পরিমাণ—

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এব এব পরম আনন্দঃ

—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ, নির্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দের দশলক্ষ কোটি গুণ (billion times)। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ইহার উপর কয়েক গ্রাম চড়াইয়া বলিয়াছেন—

যুবা স্যাৎ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একো মানুষ আনন্দঃ—২।৮

'যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন, এবং এই সর্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার করতলগত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দের চরম।'

ব্রহ্মের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ মনুষ্য-আনন্দের ১০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০ গুণ অর্থাৎ, one hundred trillion times. অকামহত শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত জীবন্মুক্তের আনন্দ এইরূপই—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য—তৈত্তি, ২।৮

এইরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, মুক্তির আনন্দ মনুষ্য-মানের অতীত। সেইজন্যই ইহাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরাও নির্বাণের প্রসঙ্গে বলেন—Bliss is Nibbana. Bliss is Nibbana (অঙ্গুত্তর নিকায়)। ইহা শারিপুত্রের মুখের কথা। বুদ্ধদেবের নিজের বাণী আরও উদাত্ত। তিনি বলেন, মুক্ত পুরুষ 'পীতিসুখং অধি-

গচ্ছতি, অঞ্ঞং এবং চা ততো সন্ততরং' (মজ্ঝিমনিকায়)—অর্থাৎ, নির্বাণ কেবল সুখ নহে, উহা সুখোত্তর দশা। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, ঐ আনন্দ 'নন্দনাতীতম্'।

মুক্তি শুধু পরম আনন্দ নহে—মুক্তি পরা শান্তি—'that peace that passeth understanding'—'an inward peace that can never be shaken, a joy that can never be ruffled.' (Rhys Davids, p. 164 & 166).

তম্ আত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্—কঠ, ২।২।১৩

'সেই ব্রহ্মকে যে ধীরব্যক্তি আত্মার মধ্যে অনুভব করেন, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি—অপরের নহে।'

ইহাই প্রজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান,—যাহার অচির ফল পরাশান্তি।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি—গীতা, ৪।৩৯

আর এক শ্লোকে গীতা ইহাকে 'শান্তিং নির্বাণপরমাং' (৬।১৫) বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে অন্যত্র গীতার উক্তি এই :—

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥—গীতা, ২।৭১

'যিনি সমস্ত কামনার বস্তু উপেক্ষা করিয়া স্পৃহাহীন, মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন।'

হংস উপনিষদের বর্ণনায়, যিনি মুক্ত—তিনি 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুদ্ধো বুদ্ধো নিত্যো নিরঞ্জনঃ শান্তঃ প্রকাশতে'—মুক্ত 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ (self-illumined), শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিরঞ্জন (stainless) ও শান্ত।' বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্বাণের পরা শান্তি লক্ষ্য করিয়া, উহার সংজ্ঞা এইরূপ :—

'Blissful tranquillity', 'Stainless bliss of eternal peace', 'Absolute peace', 'Eternal peace', 'Eternal rest, eternal

stillness,' 'The great peace.'—(The Doctrine of the Buddha, pp. 349, 350 & 358.).

মুক্ত পুরুষ যে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন, ইহা বিচিত্র নয়। কেন বিচিত্র নয়—সে অনেক কথা। এবার সেকথা বলিবার চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিলাম, জীবন্মুক্তের দশায় ভূমানন্দ ও পরা শান্তি—এমন আনন্দ, যাহা নন্দনাতীত, যাহা অকথ্য অবর্ণ্য—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—যে আনন্দের পরিমাণ চরম মনুষ্য-আনন্দের ১০০০,০০০ ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০ গুণ অর্থাৎ one hundred trillion times এবং যে শান্তি পরা শান্তি শাশ্বত শান্তি—Absolute Peace, Eternal Peace—'that peace that passeth understanding'—যে স্বস্তি মানব-ধারণার বহু বহু উর্ধ্বে।

জীবন্মুক্ত পুরুষ কিরূপে ঐ বিপুল শান্তি ও স্বস্তির অধিকারী হন? বিষয়টা একটু বুঝিবার চেষ্টা করি। অ-শান্তির নিদান কি? কামনা বাসনা তৃষ্ণা। নির্বাণ-দশায় যখন 'যত্র কামাঃ পরাগতাঃ' (শতপথ, ১০।৫।৪।১৬) —সমস্ত কামনা তিরোহিত হয়, সমস্ত বাসনা উন্মূলিত হয় (ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ—মুণ্ডক, ৩।২।২), সমস্ত তৃষ্ণা নির্বাপিত হয় (মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ—মুক্তিক, ২।৬৮)—তখন নির্বাণীর অশান্তি আসিবে কোথা হইতে? সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুক্ত পুরুষকে 'শ্রোত্রিয়, অ-কামহত' নাম দিলেন (বৃহ, ৪।৩।৩৩) এবং তাঁহাকে 'অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম' (বৃহ, ৪।৪।৬)—এই বিশেষণ-চতুষ্টয়ে বিশেষিত করিয়া বলিলেন—তিনি 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি' (বৃহ, ৪।৪।৬)। ইহাকেই বলে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। এই ব্রহ্মভূতকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি—১৮।৫৪

ব্রহ্মভূত পুরুষ কামের ও শোকের অতীত—অতএব তিনি প্রশান্ত। যাজ্ঞবল্ক্যেরও ঐ কথা—

তীর্ণো হি তদা সর্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি—বৃহ, ৪।৩।২২

অর্থাৎ 'মুক্তপুরুষ, হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।'

অন্যান্য উপনিষদেরও ঐরূপ উক্তি—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য, ৭।১।৩

তরতি শোকম্ তরতি পাপ্মানম্—মুণ্ডক, ৩।২।৯

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি—কঠ, ১।২।২২

'সেই মহতো মহীয়ান্ (বিভু) পরমাত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তি, শোকের অতীত হন।'

এই জন্যই মোক্ষশাস্ত্রে তৃষ্ণাক্ষয়ের এত মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। ব্যাস-ভাষ্যে একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত দেখা যায়, যাহার মর্ম এই যে, ইহলোকে যে কামসুখ এবং দিব্যলোকে যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের তাহারা ১৬ ভাগের এক ভাগও নহে।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

—২।৪২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য-ধৃত শ্রুতি

বুদ্ধদেবও মনোজ্ঞ ভাষায় তণ্হা-বিজয়ের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—

এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সব্বসঙ্খারসমথো সব্বুপাধিপটিনিস্সগ্গো তণ্হাক্খয়ো বিরাগো নিরোধো নিব্বাণং তি—মজ্ঝিমনিকায়, I, ৪৩৬ পৃ

অর্থাৎ, This is the peaceful, this is the exalted : the coming to rest of all organic processes, the becoming free from all accessories (*upadhis*), the drying up of thirst, the unattractiveness, the dissolution of causality (Nirodha), Nibbana.—Grimm, p. 340

অশান্তির আর একটি কারণ—বিচিকিৎসা, সংশয়, Doubt ; কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হয়, কারণ—তিনি তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন, সত্যের তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'temperamental reaction to the vision of Reality' বলিতেছেন। অতএব 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' (মুণ্ডক, ২।২।৮)—তিনি 'অ-বিচিকিৎস' হন। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন :—

ইতি যস্য স্যাৎ, অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি—৩।১৪।৪

'যাঁহার এই অবস্থা, তাঁহার কখনও সংশয় হয় না', অর্থাৎ, 'The illusion, when once it has been penetrated, can no longer delude.'—Deussen, p. 355.

অশান্তির তৃতীয় কারণ—স্বকৃত সুকৃত-দুষ্কৃত—এক কথায় কৃত-কর্ম-বিপাক,—যাহার ফলে সুখ-দুঃখ, 'হ্লাদ-পরিতাপ'।

তে হ্লাদ-পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ—যোগসূত্র, ২।১৪

মুক্ত পুরুষ কিন্তু বিসুকৃত, বিদুষ্কৃত হন—

বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্—কৌষী, ১।৪

তিনি পুণ্য-পাপ-প্রহীণ (ধম্মপদ, চিত্তবগ্গো, ৭), তাঁহার সমস্ত কর্ম অবসিত—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক, ২।২।৮

অতএব পাপ ও পুণ্য, কৃত ও অকৃত তাঁহাকে সন্তপ্ত করে না।

এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবম্ কিমহং পাপম্ অকরবম্ ইতি স য এবং বিদ্বান্—তৈত্তি, ২।৯

'যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী—তাঁহাকে 'কেন আমি পুণ্য করিলাম না—কেন আমি পাপ করিলাম'—এ চিন্তা কখনও তাপিত করে না।'

কারণ, তিনি—

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া মহাভারতকার বলিয়াছেন—

ত্যজ ধর্মম্ অধর্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ ॥*

—মহাভারত, শান্তিপর্ব

অর্থাৎ, 'ধর্ম ও অধর্ম—সত্য ও মিথ্যা সমভাবে ত্যাগ কর। উভয়কেই ত্যাগ করিয়া যাহার দ্বারা ত্যাগ কর—তাহাকে ত্যাগ কর।'

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসংভেদায়। নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্। সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তে অপহত-পাপ্মা হি এষ ব্রহ্মলোকঃ—৮।৪।১

'সেই পরমাত্মা সেতুস্বরূপ। তিনি সমস্ত লোকের অসংভেদের বিধৃতি (জাঙ্গাল—embankment)। সেই সেতুকে দিবারাত্রি উত্তীর্ণ হয় না—জরা মৃত্যু শোক সুকৃত ও দুষ্কৃত তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না। সমস্ত পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়—সেই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মৈব লোকঃ—শঙ্কর) অপহত-পাপ্মা।'

কিন্তু জীবন্মুক্ত ঐ সেতু উত্তীর্ণ হন—

তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি—৮।৪।২

'তিনি যখন ঐ সেতু উত্তীর্ণ হন, তখন পূর্বে যেন অন্ধ ছিলেন এখন চক্ষুষ্মান্ হন, ক্ষত ছিলেন—অক্ষত হন, রোগী ছিলেন—অরোগী হন।'

ঐ জীবন্মুক্ত-সম্পর্কে বৃহদারণ্যকের উক্তি এই :—

এতম্ উ হৈব এতে ন তরতঃ। ইত্যতঃ পাপম্ অকরবম্ ইত্যতঃ কল্যাণম্ অকরবম্ ইত্যুভে উ হৈব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ * * আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি সর্বম্ আত্মানং পশ্যতি,

* শ্রীশঙ্করাচার্য কর্তৃক শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যের অবতরণিকায় উদ্ধৃত।

নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি —বৃহ, ৪।৪।২২-৩

'ইহাকে 'কি আমি পাপ করিয়াছি, কি আমি পুণ্য করিয়াছি' এ চিন্তা পীড়িত করে না—এ উভয় চিন্তাই তিনি অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত ইহাকে সন্তপ্ত করে না। * * যিনি আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি 'আত্মরতি', 'আত্মক্রীড়' (মুণ্ডক, ৩।১।৪)—পাপ তাঁহাকে উত্তীর্ণ হয় না, তিনি পাপকে উত্তীর্ণ হন; পাপ তাঁহাকে তাপিত করে না, তিনি পাপকে তাপিত করেন। তিনি বিপাপ, বিমল, অবিচিকিৎস হইয়া 'ব্রাহ্মণ' হন।'

ব্রাহ্মণ কে? ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহার চর্যা কিরূপ? স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব (বৃহ, ৩।৫।১) —'By living as chance may determine' অর্থাৎ, তিনি 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ' (গীতা, ৪।২২)।*

এই ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্তন করিয়া বৃহদারণ্যক এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্।
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ, তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেন ॥—৪।৪।২৩

---

* বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

আয়ন্তীং নাভিনন্দতি পত্থামন্তীং ন সোচতি।
সংজাসংগামজিং মুত্তং তং অহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং —উদান, ১।৮

The coming does not make him glad,
The going does not make him sad;
The monk, from longings all released,
Him do I call a Brahmana.—Strong, p. 103.

'ব্রাহ্মণের ইহাই চিরন্তন মহিমা যে, তিনি কর্ম দ্বারা অপচিত বা উপচিত হন না। ব্রহ্মের পদ (তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—ঋগ্বেদ, ১।২২।২০) যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি পাপ কর্মে লিপ্ত হইবেন কেন?'

বৃহদারণ্যক ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যদি হ বা অপি বহ্বিব অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্বম্ এব তৎ সংদহতি, এবং হৈব এবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমৃতঃ সংভবতি—৫।১৪।৮

'যদি বহু কাষ্ঠও অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায়, অগ্নি সে সমুদায়ই দগ্ধ করে। সেইরূপ এই প্রকার বিজ্ঞানী ব্যক্তি যদি বহু পাপও করেন, তথাপি তিনি সে সমস্ত বিনাশ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর অমর হয়েন।'

ছান্দোগ্যের এ সম্বন্ধে উক্তি এই—

তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—৫।২৪।৩

'যেমন ইষীকা-বৃক্ষের তূলা (fibre) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভস্মীভূত হয়, তেমনি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীর সমস্ত পাপ প্রদগ্ধ হয়।'

ইহার সহিত ধম্মপদের নিম্নোক্তি তুলনীয়—

মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বে চ খত্তিয়ে।
রট্ঠং সানুচরং হন্ত্বা অনিঘো যাতি ব্রাহ্মণো॥
—ধম্মপদ, পকিণ্ণক-বগ্গো, ৫

আমরা জানি, কর্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ। উপরিধৃত উপনিষদ্ বাক্যে আমরা জীবন্মুক্তের সঞ্চিত কর্মের 'বিনাশে'র কথা পাইলাম —গীতা যাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—গীতা, ৪।৩৭

'জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমস্ত (সঞ্চিত) কর্ম বিনষ্ট হয়।'

আর জীবন্মুক্তের ক্রিয়মাণ কর্ম ? তাহার 'অশ্লেষ' হয়। এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে
—৪।১৪।৩ *

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞকে পাপ (ও পুণ্য) কর্ম স্পর্শ করে না।'

ইহাকেই গীতা 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা' (৫।১০) বলিয়াছেন।

ঈশ-উপনিষদ্ সেইজন্য বলিলেন—

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে—২

অর্থাৎ, এইরূপ হইলে, (ক্রিয়মাণ) কর্মের আর সংশ্রব হয় না। বাদরায়ণ মুক্তপুরুষের কর্ম সম্পর্কে এই 'অশ্লেষ-বিনাশ' লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিয়াছেন—

তদধিগমে উত্তর-পূর্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ
—ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হইলে ব্রহ্মজ্ঞের পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহজন্মকৃত কর্ম (যাহা সাধারণতঃ বন্ধের কারণ) বন্ধের হেতু হয় না—অর্থাৎ, তাহার অশ্লেষ হয়।

---

* বুদ্ধদেবও এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন :—

সেয্যথাপি ব্রাহ্মণ ! উপ্পলং বা পদুমং বা পুণ্ডরীকং বা উদকে জাতং উদকে সংবট্‌ঠং উদকং অচ্চুগ্গম্ম ঠাতি অনুপলিত্তং উদকেন, এবমেব খো অহং ব্রাহ্মণ ! লোকে জাতো লোকে সংবট্‌ঠো লোকং অভিভুয্য বিহরামি অনুপলিত্তো লোকেন—অঙ্গুত্তর নিকায়, II, ৩৮ পৃ

ইহার অনুবাদ এই—

'Just as, O Brahmin, the blue, red or white lotus-flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water—just so, Brahmin, I am born within the world, grown up within the world, but I have vanquished the world and unspotted by the world I remain.'
—Grimm, p. 201

শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য এ সম্পর্কে বলিয়াছেন—

সম্যক্-জ্ঞানাধিগমাৎ উৎপন্ন-সম্যক্-জ্ঞানস্য ধর্মাদীনাম্ অকারণপ্রাপ্তৌ এতানি সপ্তরূপাণি বন্ধনভূতানি সম্যক্-জ্ঞানেন দগ্ধানি। যথা নাগ্নিনা দগ্ধানি বীজানি প্ররোহণ-সমর্থানি, এবম্ এতানি ধর্মাদীনি বন্ধনানি ন সমর্থানি।—৬৭ সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য

'যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ধর্মাধর্ম আর ফলপ্রসূ হয় না। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর আচরিত ধর্মাধর্ম বন্ধনের কারণ হয় না।'

বাচস্পতি মিশ্র অন্যভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

ক্লেশ-সলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম-বীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে; তত্ত্বজ্ঞান-নিদাঘ-নিপীত-সকল-ক্লেশ-সলিলায়াম্ উষরায়াং কুতঃ কর্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ?—৬৭ সাংখ্যকারিকার তত্ত্বকৌমুদী

অর্থাৎ, 'জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে উষর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে? অজ্ঞানসিক্ত বুদ্ধিতেই কর্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে উষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?'

এই ভাবে যিনি কর্ম করিতে পারেন, তাঁহার ক্রিয়মাণ কর্ম আর কর্ম থাকে না—অকর্ম হয়।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ ॥—গীতা, ৪।১৮

'যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন, এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই কর্মযোগী, তিনিই সমস্ত কর্ম সুনিষ্পন্ন করেন।'

বাকি রহিল 'প্রারব্ধ' কর্ম। জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্মের কি হয়? ঐ

প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ বা অশ্লেষ হয় না—জীবন্মুক্তকে ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় করিতে হয়—

প্রারব্ধকর্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট উপদেশ আছে—

ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে—৪।১।১৯

অনারব্ধ-কার্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় উক্তঃ। ইতরে তু আরব্ধ-কার্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—শঙ্কর

অর্থাৎ, 'অপ্রবৃত্ত-ফল যে পুণ্য-পাপ—জ্ঞানের বলে তাহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ বা প্রবৃত্ত-ফল যে কর্ম, তাহা ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হয়।'

ঐ পাদের ১৫ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য ঐ বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন্মান্তর-সঞ্চিত কিংবা জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে ইহজন্মকৃত যে সুকৃত-দুষ্কৃত, জ্ঞানাধিগমে তাহাই বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যে প্রারব্ধ কর্ম দ্বারা এ জন্মের শরীর নির্মিত হইয়াছে, ভোগ ভিন্ন তাহার ক্ষয় হয় না।

অনারব্ধ-কার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ—৪।১।১৫

অপ্রবৃত্ত-ফলে এব পূর্বে জন্মান্তর-সঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাগ্-জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃত-দুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে ন ত্বারব্ধকার্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যামেতদ্ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্মিতম্—শঙ্করাচার্য

৬।১৪।২ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এ বিষয়ে পুনরায় বিচার উত্থাপন করিয়াছেন—

তথাপি প্রবৃত্তফলানাম্ অপ্রবৃত্তফলানাং চ কর্মণাং বিশেষঃ অস্তি।

'প্রবৃত্ত-ফল ও অপ্রবৃত্ত-ফল কর্মের বিশেষ আছে।' কিরূপে—কথং?

যানি প্রবৃত্তফলানি কর্মাণি—যৈঃ বিদ্বৎশরীরম্ আরব্ধং, তেষাম্ উপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ।

'জীবন্মুক্তের যে প্রারব্ধ কর্ম—যদ্দ্বারা তাঁহার বর্তমান শরীর গঠিত হইয়াছে—সে কর্মের ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হয়।' ইহার দৃষ্টান্ত—

যথা আরব্ধবেগস্য লক্ষ্যমুক্তেষ্বাদেঃ বেগক্ষয়াদেব স্থিতির্ন তু লক্ষ্যবেধ-সমকালমেব প্রয়োজনং নাস্তীতি তদ্বৎ। অন্যানি তু অপ্রবৃত্তফলানীহ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেরূর্ধ্বং চ কৃতানি বা ক্রিয়মাণানি বা অতীতজন্মান্তরকৃতানি বা অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানেন দহ্যন্তে প্রায়শ্চিত্তেনেব। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' ইতি স্মৃতেশ্চ। 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণী'তি চ আথর্বণে। অতো ব্রহ্মবিদো জীবনাদিপ্রয়োজনাভাবেঽপি প্রবৃত্তফলানাং কর্মণাম্ অবশ্যমেব ফলোপভোগঃ স্যাদিতি মুক্তেষুবৎ 'তস্য তাবদেব চিরমিতি' যুক্তমেবোক্তমিতি যথোক্তদোষচোদনানুপপত্তিঃ। জ্ঞানোৎপত্তেরূর্ধ্বং চ ব্রহ্মবিদঃ কর্মাভাবম্ অবোচাম। 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' ইতি অত্র তচ্চ স্মর্তুমর্হসি।

অর্থাৎ, 'যেমন লক্ষ্যভেদ জন্য নির্মুক্ত শর, লক্ষ্যভেদ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই নিবৃত্ত হয় না—বেগক্ষয় হইলে তবে নিবৃত্ত হয়—সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানী জীবন্মুক্তের প্রবৃত্তফল যে প্রারব্ধ কর্ম, তাঁহার জীবন-প্রয়োজন অবসিত হইলেও সে কর্মফল-ভোগ শেষ না হইলে নিবৃত্ত হয় না। অবশ্য জ্ঞানোৎ-পত্তির পূর্বে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কৃত যে অপ্রবৃত্ত-ফল অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম তাহার এবং জ্ঞানোৎপত্তির পরে অনুষ্ঠিত যে ক্রিয়মাণ কর্ম তাহার 'অশ্লেষ-বিনাশ' হয়। ঐ বিনাশ বিষয়ে প্রমাণ—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' এই স্মৃতিবাক্য এবং 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি' এই শ্রুতিবচন। অতএব উপনিষদ্ যে বলিলেন—'তস্য তাবদেব চিরং' ইহা উপপন্ন বটে। 'ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি' ইহার ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞের কৃত কর্মের অশ্লেষ আমরা ইতিপূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি।'

প্রশ্ন উঠিতে পারে ব্রহ্মবিজ্ঞান অধিগত হইলে যখন অহংকার ও অভিমান তিরোহিত হয়, ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়,—তখন জীবন্মুক্তের শরীর

কিরূপে বিধৃত থাকে ? ইহার উত্তরে শ্রীশঙ্করাচার্য ৬।১৪।২ ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বলিয়াছেন—

সদ্-বিজ্ঞানানন্তরমেব দেহপাতঃ সৎসংপত্তিশ্চ ন ভবতি কর্মশেষবশাৎ * * তস্য উপভোগেন ক্ষয়াৎ দেহপাতঃ।

অর্থাৎ, অভুক্ত প্রারব্ধ কর্মের সংস্কার (momentum)-বশে কতকদিন (অর্থাৎ ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয় পর্যন্ত) জীবন্মুক্তের দেহ-ব্যাপার সচল থাকে। ইহাকেই সাংখ্যেরা বলেন,—'চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ'।* কুমারের চাক ঘুরাইয়া কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিল। ঘট প্রস্তুত হইয়া গেলেও চক্রের যে Momentum বা বেগাখ্য সংস্কার, সেই সংস্কারবশে চক্র ঘুরিতে থাকে। এইরূপ জীবন্মুক্তের যে শরীরযাত্রা—তাহা সংস্কার বশেই সম্পন্ন হয়—সে কেবল শারীর কর্ম—

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্—গীতা, ৪।২১

ঐ কর্ম ভোগ মাত্র—ফলপ্রসূ নয়। এ সম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্র 'তত্ত্ব-কৌমুদী'তে বলিয়াছেন—

যথা উপরতেঽপি কুলালব্যাপারে, চক্রং বেগাখ্যসংস্কারবশাৎ ভ্রমৎ তিষ্ঠতি, কালপরিপাকবশাৎ তু উপরতে সংস্কারে নিষ্ক্রিয়ং ভবতি। শরীর-স্থিতৌ চ প্রারব্ধ-পরিপাকৌ ধর্মাধর্মৌ সংস্কারৌ—৬৭ সাংখ্যকারিকা ভাষ্য

আচার্য শঙ্কর ইহার অনুমোদন করেন। তাঁহার উক্তি এই—

বাধিতম্ অপি তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎকালম্ অনুবর্তত এব—৪।১।১৫ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য

এইরূপে ধৃত শরীরই জীবন্মুক্তের অন্তিম দেহ। বুদ্ধদেবের ভাষায়,—

স বে অন্তিম-সারীরো মহা-পঞ্ঞো মহাপুরিসো তি বুচ্চতি

—ধম্মপদ, তণ্হাবগ্গো, ১৯

---

* চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ। সংস্কারলেশতঃ তৎসিদ্ধিঃ।—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮২-৩

ঐ শরীরধারী জীবন্মুক্ত বুদ্ধবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

গহকারক ! দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি !—ধম্মপদ, জরাবগ্‌গো, ৯

'হে ঘরামি ! এইবার তোমার 'হদিস্‌' পাইয়াছি, তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়াছ ! আর নূতন ঘর গড়িতে পারিবে না !'

জীবন্মুক্তের ঐ অন্তিম শরীরের পাত হইলে কি হয় ? সে অনেক কথা—আগামী অধ্যায়ে বলিবার চেষ্টা করিব।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

স্বারাজ্য-সিদ্ধি

আমরা দেখিয়াছি, জীবন্মুক্তের শরীর সংস্কার বশে কিছুকাল বিধৃত থাকে—চক্রভ্রমণবৎ ধৃত-শরীরঃ (সাংখ্যসূত্র, ৩।৮২)। ঐ শরীরই তাঁহার অন্তিম দেহ। প্রারব্ধক্ষয়ে ঐ শরীরের পতন হইলে কি হয়? এ বিষয়ে আমরা অচিরেই আলোচনা করিব কিন্তু তৎপূর্বে জীবন্মুক্তি সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য আছে।

আমরা দেখিয়াছি, যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী—তিনি ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-সিদ্ধ—গীতা যাহাকে 'মম সাধর্ম্যম্ আগতঃ' (১৪।২) বলিয়াছেন। ইহাই Attainment of Divine similitude—ইহাকেই খৃষ্টানেরা 'Deification' বলেন—'when the human is made Divine'—যাহা জীব সম্পর্কে যিশুখৃষ্টের লক্ষ্য ছিল—'Be ye perfect as your Father that is in Heaven is perfect'—অর্থাৎ, পরব্যোমে পরম পিতা যেমন সম্পূর্ণ, সেইরূপ সম্পূর্ণ হও—পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম্ (বৃহ, ৫।১।১)।*

বৃহদারণ্যক উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

'ব্রহ্ম হইলে তবেই ব্রহ্মসাযুজ্য হয়।'

---

* চৈতন্য চরিতামৃতকারও বলিয়াছেন—

সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।

ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ কি? জীব কিরূপে ব্রহ্ম হয়?—How is the human made Divine? জীব কি প্রকারে ব্রহ্মের 'স-রূপ' হয়?

আমরা জানি ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তি, ২।১

তিনি একাধারে 'অস্তি ভাতি প্রিয়ঃ'—প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন—'the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love', যুগপৎ 'Life, Light and Love'—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয়্যেকা সর্বসংস্থিতৌ—বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯

জীব যখন ব্রহ্মের অংশ—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

জীব যখন ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ—

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

জীব যখন ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি (His own image)—তখন ব্রহ্মখণ্ড জীবও সচ্চিদানন্দ*—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তশ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

—তখন জীবের অভ্যন্তরেও ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব, ঐ প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম—বিস্ফূর্ত না হইলেও বীজভাবে বিদ্যমান। সেই জন্য বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম চিদাকাশ, জীব চিন্মাত্র (Monad)। স্ফুলিঙ্গে যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি

---

* সেই জন্য থিয়সফিতে জীবকে 'Triune Monad' বলা হয়। Man is made in the image of God. * * The Divine spark of the spirit in man is seen to be *triple* in its appearance.

—C. W. Leadbeater's 'Man, Visible and Invisible.'

This Divine spirit (Monad)—a ray from the Logos, has the *triple* nature of the Logos Himself.

—Dr. Annie Besant's Ancient Wisdom.

অব্যক্ত (latent) থাকে, তেমনি জীবে ঐ শক্তিত্রয় সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী অব্যক্ত থাকে। সেই জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২

জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম—শঙ্করভাষ্য

—ভিন্ন নহে, অধিক—যেমন বৃক্ষ বীজ হইতে অধিক। অর্থাৎ, ব্রহ্মে যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম—যে Life, Light and Love—যে Power, Wisdom and Bliss—পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত (সম্পূর্ণ = patent)—জীবে তাহা বীজভাবে স্থিত।

একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, জীব একাধারে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা—তাঁহার অভ্যন্তর হইতে ত্রিবিধ শক্তি—কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—যুগপৎ উৎসারিত হইতেছে। কর্মশক্তি = Power of Action, যাহার প্রকাশ চেষ্টায় (Conation-এ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সন্ধিনী-শক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রতাপ বা Power); ইচ্ছাশক্তি = Power of Desire, যাহার প্রকাশ কামনায় (Emotion-এ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে হ্লাদিনীশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রেম বা Love); এবং জ্ঞানশক্তি = Power of Thought, যাহার প্রকাশ ভাবনায় (Cognition-এ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সংবিৎশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রজ্ঞা বা Wisdom)।

আর একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়, জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বীর, ধীর ও পীর—the Hero type, the Sage type and the Saint type। যাঁহাদের সন্ধিনীশক্তি বেশ স্ফূর্ত তাঁহারা বীর, যাঁহাদের সম্বিৎ-শক্তি বেশ স্ফূর্ত তাঁহারা ধীর এবং যাঁহাদের হ্লাদিনীশক্তি বেশ স্ফূর্ত তাঁহারা পীর। বীরের মধ্যে যে সন্ধিনীশক্তি অর্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত, ধীরের মধ্যে যে সম্বিৎশক্তি অর্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত, পীরের মধ্যে যে হ্লাদিনীশক্তি অর্ধব্যক্ত বা অঙ্কুরিত—সেই সেই সম্ভাবনাকে সুব্যক্ত করিবার জন্য, সেই

সেই স্ফুলিঙ্গকে অগ্নিতে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্য, সেই সেই অঙ্কুরকে বৃক্ষে বিকশিত করিবার জন্য জীববীজকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়—

মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

বাইবেলের ভাষায়, He is sown in weakness in order to be raised in power.

এই যে ক্রমাভিব্যক্তি—অব্যক্তের ব্যক্তীভবন—ইহারই নাম Evolution.

আমরা যাহাকে সাধনা বলি, তাহার লক্ষ্য জীবের ঐ অব্যক্ত বা অর্ধব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাবকে সুব্যক্ত করা—ঐ অর্ধবিকশিত প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমকে বিস্ফূর্জিত করা। যে জীবে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব মহোজ্জ্বল—তিনিই ব্রহ্মের স্বারূপ্য-সিদ্ধ—তিনিই জীবন্মুক্ত।

জীব কিরূপে ব্রহ্ম হইবে? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর—প্রণালীশুদ্ধ সাধন দ্বারা। এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র* এইরূপ লিখিয়াছি :—

'সাধনা দ্বারা জীবের মধ্যে অব্যক্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব—তাহার অব্যাকৃত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি সুব্যক্ত করিতে পারিলে—তবেই জীব ব্রহ্ম হইবে—তবেই জীব বুঝিতে পারিবে 'তত্ত্বমসি'—তবেই জীব বলিতে পারিবে, 'সোঽহং' 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং'। এইরূপ সাযুজ্যসিদ্ধির জন্য কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি একশঃ কোন মার্গই যথেষ্ট নয়। পরমাত্মার যে চিৎ-ভাব—জীবের বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—জ্ঞানযোগ দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে; পরমাত্মার যে আনন্দভাব—জীবের আনন্দময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—ভক্তিযোগ দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে; এবং পরমাত্মার

* প্রেমধর্ম, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ২৮

যে সৎ-ভাব—জীবের হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—কর্মযোগের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ, জীবকে একাধারে বীর, পীর ও ধীর (Hero, Saint and Sage) হইতে হইবে। এইরূপে যখন জীবের সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব পূর্ণ বিকশিত হইবে, যখন তাহার মধ্যে অর্ধব্যক্ত প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত হইবে, তখন জীব আর জীব থাকিবে না—শিব হইবে। তখন সে যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিবে—'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি' (ঈশ, ১৬; বৃহ, ৫।১৫।১)—ক্রাইষ্টের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিবে—'I and my Father are one'।'

এইরূপ যিনি সাধনের চরম ফল লাভ করেন, যিনি যিশু খৃষ্টের সহিত বলিতে পারেন 'Consummation est—it is finished'—যিনি বুদ্ধদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করিতে পারেন—'খীণা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইত্থত্তা যাতি'—'Lived out is the Holy Life'—এক কথায় যাঁহার মধ্যে সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে—তিনি ভিন্ন আর কে এমন কথা বলিতে পারে? ইহাই ব্রহ্মভূত হওয়া—

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

এই যে ব্রহ্মভাব বা ব্রাহ্মী স্থিতি—অন্যভাবে দেখিলে ঐ মোক্ষকে ব্রহ্মসাযুজ্য না বলিয়া জীবের স্ব-রূপে অবস্থান বলা যাইতে পারে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১

'মোক্ষে ব্রহ্মের সহিত মিলনে জীবের স্ব-রূপ প্রতিষ্ঠা হয়—তাঁহার যে স্ব-রূপ, তখন তাহারই আবির্ভাব হয়।'

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্ব-রূপস্য। (মোক্ষে) যং দশা-বিশেষম্ আপদ্যতে, স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ ন অপূর্বাকারোৎপত্তিরূপঃ—রামানুজ-ভাষ্য

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ স্মরণীয়—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'এই 'সম্প্রসন্ন' জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে স্থিত হন।'

এখানে মুক্তপুরুষই শ্রুতির লক্ষ্য—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২

যাজ্ঞবল্ক্য এইভাবেই জীবকে 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়াছেন এবং বৃহ, ৪।৩।৯ মন্ত্রে জীবের 'স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা'র উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা জীবের এই 'স্ব-রূপে অবস্থান'কে লক্ষ্য করিয়া নির্বাণ-দশার বর্ণনায় বলিয়াছেন—

He reposes in the boundlessness and infinitude of his own highest essence.

—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 359.

This, his inscrutable essence, the Saint (the Perfected One) enters, to it he withdraws, in it he rests.—Ibid, p. 196.

এই 'Inscrutable Essence'ই উপনিষদের লোকোত্তর আত্মা (Transcendental Self)—যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে যাহাকে 'অসঙ্গ পুরুষ', জীবের 'অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্মা অভয় রূপ' বলিয়াছেন—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্—বৃহ, ৪।৩।২১

অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬

যেহেতু ঐ Essence লোকোত্তর (transcendental), সেইজন্য ঐ 'স্ব-রূপ'কে উদ্দেশ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

—যিনি বিষয়ী (বিষয় নহেন), যিনি দ্রষ্টা (দৃশ্য নহেন), যিনি জ্ঞাতা (জ্ঞেয় নহেন)—তাঁহাকে, সেই pure subject-কে জানিবে কি প্রকারে?

সেই আত্মা যে, 'নেতি নেতি'—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—বৃহ, ৪।২।৪

'ঐ আত্মা নেতি নেতি—নির্দেশের অতীত। তিনি অগ্রাহ্য—কখনও গৃহীত (বিদিত) হন না।'

বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

The Atma, our kernel, cannot be grasped at all, by means of cognition. * * * This true *I* is therefore *not* to be discovered as an *object* of cognition. * * It is *transcendent.*—Grimm's Doctrine of the Buddha, pp. 499 & 515.

আমরা জানিয়াছি যে, চতুর্বেদ 'মহাবাক্যে' সম্বন্ধে জীব-ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করেন—সোঽহং, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য, এই যে অহং ও ত্বং, এই যে আত্মা—ইনি জীবাত্মা নহেন—সেণ্ট্ পল্ যাহাকে Soul বলিয়াছেন, সেই Soul নহেন,—তিনি প্রত্যগাত্মা (Monad), সেণ্ট্ পলের 'Spirit'।

পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যখন অমৃত, তখন সেই প্রত্যগাত্মাও নিশ্চয়ই অমৃত। যাজ্ঞবল্ক্য 'অন্তর্যামী'-ব্রাহ্মণে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ (বৃহ, ৩।৭।৩-২৩)। এই 'ধ্রু' (Formula) তাঁহার মুখে একবার নয়, দুইবার নয়, ঐ স্থলে একুশবার শুনিতে পাই।

আমরা আরও জানিয়াছি যে, ব্রহ্মে স্থিতি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।১

বিদ্বান্ ব্রহ্ম অমৃতঃ অমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭

'অমৃত ব্রহ্মকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

জীবের স্ব-রূপে অবস্থানেরও ঠিক ঐ ফল—কারণ, 'এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ' এবং ঐ অবস্থায় জীব 'realises his true nature'।

তদ্‌ হইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি, স ইদং সর্বং ভবতি। তস্য হ ন দেবাশ্চ ন অভূত্যৈ ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি—বৃহ, ১।৪।১০

'অতএব অদ্য ও এখানে যিনি জানিতে পারেন 'আমিই ব্রহ্ম', তিনি এ সমস্তই হন। দেবতাদের সাধ্য নাই—তাঁহার এই ভাব বারণ করিবে। কারণ তিনি এ সকলেরই আত্মা হন।'

ইহাই জীবের স্বরূপে অবস্থান। সাংখ্যেরা ইহাকে 'কৈবল্য' বলেন।

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান-বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকম্‌ আত্যন্তিকম্‌ উভয়ং কৈবল্যম্‌ আপ্নোতি ॥
—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

'জীবন্মুক্তের দেহপাত হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করেন।'

অধিকন্তু প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের 'লিঙ্গ' শরীররূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও বিলয় হয়—লিঙ্গস্য আ-বিনিবৃত্তেঃ (সাংখ্যকারিকা, ৫৫)। এইরূপে পুরুষ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ স্বচ্ছ 'কেবল' অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থান করেন—'remains in a passive state of eternal isolation'.

কৈবল্যং স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি
—যোগসূত্র, ৪।৩৪

তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—৩।৫৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

তদভিব্যক্তৌ কেবলঃ শুদ্ধো মুক্তঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ—
—৬২ সাংখ্যকারিকা-ভাষ্যে গৌড়পাদ

ইহাই মুক্তি। তখন পুরুষ 'স্বরূপ-প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে' (১।৫১ যোগস্থূত্রের ব্যাসভাষ্য)। এইভাবে ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্ব-রূপেণ ব্যবস্থিতিঃ—২।১০।৬

আর এক ভাবে দেখিলে মোক্ষকে স্ব-স্বরূপে অবস্থান না বলিয়া স্বধামে প্রত্যাবর্তন বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদের ঋষি জীবকে আহ্বান করিয়া তাই বলিয়াছেন—

হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।৮

'হে জীব! অবদ্য (অঞ্জন, Stain) পরিহার করিয়া আবার 'অস্তে' ফিরিয়া আইস।'

আমরা এখন যেমন বলি সূর্য অস্ত গেলেন 'গতোঽস্তম্ অর্কঃ'—অথবা কালিদাস যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলে বলিয়াছেন—'যাত্যেকতোঽস্ত-শিখরং পতিরোষধীনাম্'—ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখরে চলিলেন,—বৈদিক যুগে 'অস্ত'-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত হইত না। বেদের ভাষ্যকার সায়ণ বলেন, 'অস্তে'র অর্থ গৃহ, ধাম। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ঋণাবা বিভ্যদ্ ধনমিচ্ছমানো
অন্যেষাম্ অস্তম্ উপনক্তম্ এতি—ঋগ্বেদ, ১০।৩৪।১০

'ঋণের ভয়ে ভীত ব্যক্তি ধন ইচ্ছা করিয়া রাত্রে অপরের অস্তে (গৃহে) প্রবেশ করে।'

উপনিষদের স্থানে স্থানেও ঐ অর্থে 'অস্ত' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং যন্তি—ছান্দোগ্য, ১।৯।১

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

বৈদিক ঋষি বলিলেন—'হিত্বায় অবদ্যং'—'সমস্ত অবদ্য, সমস্ত অঞ্জন, মলা মলিনতা পরিহার করিয়া 'অস্তে' ফিরিয়া আইস।' আমরা দেখিয়াছি, জীব প্রকৃতপক্ষে নিরঞ্জন—'শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ'—কিন্তু দেহ-রূপ 'পুরের' সহিত সংযুক্ত হইয়া সে পুরঞ্জন হয়—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ।—বৃহ, ২।৫।১৮

সেইজন্যই জীবের নাম 'পুরুষ'—পুরে যাহার বসতি। ঐ পুরের অঞ্জন (stain) যেন তাহাকে উপরক্ত করে।

স বা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্‌মভিঃ সংসৃজ্যতে—বৃহ, ৪।৩।৮

তাই ঋষি বলিলেন, ঐ উপরাগ ধৌত করিয়া, শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া, 'নিরবদ্য নিরঞ্জন' হইয়া স্বধামে প্রত্যাগমন কর। এইরূপে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত পুরুষই মুক্ত পুরুষ—তিনিই 'অস্তং গতঃ'।

বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে 'অস্তং গত' বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের মুখের বাণী এই —

অত্থং গতস্‌স ন পমাণং (measure) অত্থি, যেন নং বজ্জু (বদেয়ুঃ) তং তস্‌স নত্থি —সুত্তনিপাত, ৫

অধ্যাপক গ্রিম্ ঐ বাক্যের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

For him, who has gone home, there is no standard of measure—এবং আমাদের স্মরণ করাইয়াছেন যে, Those acquainted with the older Sanskrit literature will see at once that in the Pali word 'Attham gatassa' is hidden the ancient well-known compound word, already found in the Vedas, 'Astamgata', the root meaning of which is 'gone home'.—p. 519.

বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন যে, যিনি পরিনির্বাণী (মুক্ত পুরুষ—the Delivered one), তিনি 'is submerged in the Deathless'.

তে পতিপত্তা অমতং (অমৃতং) বিগয্‌হ লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্‌জমানা—সুত্তনিপাত

গ্রিম বলেন—'Neither this deathless, Nirvana, is thus my *I*; it is rather my *home* in which I am submerged.' (Doctrine of the Buddha, p. 519).

কেননা, মুক্তিতে কি হয়? (We) reach that realm (ধাম), our own proper realm (প্রকৃত স্ব-ধাম), 'where there is neither birth nor sickness nor becoming old nor dying, nor woe, sorrow, suffering, grief and despair'. (Doctrine of the Buddha, p. 197).

নির্বাণের এই বর্ণনার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনার তুলনা করুন—দেখিবেন, দুইটি একই সুরে বাঁধা।

যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি—বৃহ, ৩।৫।১

'যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত।'

আমাদের গন্তব্য ঐ স্বধাম কি? আমাদের 'মুলুক' (Real Home) কোথায়? কোন মুলুক্‌সে আয়সি হংসা (কবীর)?—হে হংস (জীব)! তুমি কুতঃ আয়াতঃ—তোমার আয়তি কোথা হইতে? কুতঃ? কোথা হইতে? ব্রহ্ম হইতে—

From God who is our Home.—Wordsworth.

অতএব ব্রহ্মই আমার স্বধাম—

ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি

—ছান্দোগ্য, ৬।১০।২

'এই সমস্ত প্রজা (creatures) সেই ব্রহ্ম হইতেই (যিনি 'তৎ সৎ') বিচ্ছুরিত হইয়াছে'—For, man who is from God sent forth (Wordsworth)—যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়—সেইরূপ।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত ঐ জীব বিবর্তনের নিঃশ্রেণী (ladder of evolution) ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া বহু যুগ যুগান্তে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হয়।

ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্মাণি সাধয়েৎ—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

মনুষ্য হইলেও জীব অনেকদিন পর্যন্ত আত্ম-বিস্মৃত থাকে—সে যে অমৃতের পুত্র সে কথা ভুলিয়া ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী থাকে—Gods in exile—সিংহশিশু যেযভাবে আত্ম হারাইয়া, 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' (শ্বেত, ৪।৭)। এখন তাহার নষ্টা স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আইসে—নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্—এবং তাহার মোহবন্ধ ছিন্ন হইয়া—যথাকালে স্বধামে প্রত্যাবর্তন ঘটে।

স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

যিশুখৃষ্ট Prodigal Son-এর Parable-এ এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উহাই লক্ষ্য—

For man, who is from God sent forth,
Doth again to God return.

প্রবাসী দীর্ঘ জীবন-পথ-যাত্রার পর এতদিনে 'অস্তংগত' হয়—স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই 'Getting back to God'-ই মোক্ষ—কারণ, ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম। এতদিনে, 'The wheel has come full circle, I am here.' (King Lear, Act V, 2)

From the flame you came forth, to the flame you will return and thus unite the beginning and the end. The purpose of life is to lose the separate self which started as an individual spark.

—J. Krishnamurti's 'By What Authority', p. 29.

উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন—

যস্তু বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

'ব্রহ্মবিজ্ঞানীর আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।'

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে—কঠ, ১।৩।৮

যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম—গীতা, ১৫।৬

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ—গীতা, ১৫।৪

মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—কঠ, ১।৩।৯

সেই বিষ্ণুর পরম পদ, যাহা সংসার পথের পার, সূরিগণ যে পদ ঈক্ষণ করেন,—যিনি 'অন্তংগত', তিনি সেই পদে প্রত্যাবর্তন করেন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥—ঋগ্বেদ, ১।২২।২০

সেই জন্যই ব্রহ্ম 'প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডূক্য, ৬)—

তিনি জীবের 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্' (গীতা, ৯।১৮)—তাঁহা হইতেই জীবের প্রভব, এবং তাঁহাতেই জীবের প্রলয়।

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি—মুণ্ডক, ২।১।১

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম—তৈত্তি, ৩।১

'ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, ব্রহ্মদ্বারা স্থিতি এবং অন্তে ব্রহ্মতেই লয়।'

সেই বেদের প্রাচীন বাণী—

তস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্বম্—শুক্ল. যজুর্বেদ, ৩২।৮

প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখন মুক্ত পুরুষের অন্তিম দেহের পতন হয়, তখন তিনি কি করেন? এইবার চরমপন্থী পরিব্রাজক অমৃতধামে তীর্থযাত্রা করেন।

প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

তাঁহার জন্য বৈতরণীর ঘাটে ওঁকার-নৌকা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল (ওঁকার-প্লবেন অন্তর্হৃদয়াকাশস্য পারং তীর্ত্বা—মৈত্রী, ৬।২৮)—এখন তিনি ঐ তরীতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে ভবপারে চলিয়া যান—

ওঁকাররথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বা তু সারথিম্।
ব্রহ্মলোক-পদান্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ ॥—অমৃতনাদ, ২

অধ্যাপক ডয়সন্ ঐ মুক্ত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদের সুরে বলিয়াছেন—

He who has recognised that *Aham Brahma Asmi*, 'I am Brahman', he already is, not *will be* delivered ; he sees through the illusion of plurality (নানাত্ব), knows himself as the sole real, as the substance of all that exists—and is thereby exalted above all desire (কাম).—p. 409.

প্রশ্ন উঠে—জীবন্মুক্তের দেহপাতে প্রাণাদির উৎক্রান্তি হয় কিনা ? বৃহদারণ্যকে দেখি, আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে, উৎ অস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি আহো ন ইতি—৩।২।১১

'মুক্ত পুরুষ যখন মরেন, তখন তাঁহার প্রাণসমূহ (বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ) উৎক্রান্ত হয় কিনা ?'

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, উৎক্রান্ত হয় না—এখানেই বিলীন হয়—

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—৩।২।১১

ন উৎক্রামন্তি, অত্রৈব অস্মিন্ এব পরেণ আত্মনা অবিভাগং গচ্ছন্তি। বিদুষি কার্যাণি করণানি চ স্ব-যোনৌ পরব্রহ্মতত্ত্বে সমবনীয়ন্তে একীভাবেন সমবসৃজ্যন্তে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ, ঊর্ময় ইব সমুদ্রে—শঙ্করভাষ্য

'প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না—এখানেই পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়। বিদ্বান্ পুরুষের (ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীর) দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ—সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায়, স্বযোনি পরব্রহ্মে বিলীন হয়, একীভূত হয়, নিলীন হয়।'

এ স্থলে ব্রহ্মবিজ্ঞানী মুক্ত পুরুষই যে শ্রুতির লক্ষ্য, শঙ্করাচার্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন—পরমাত্ম-দর্শনেন যোঽসৌ মুক্তো বিদ্বান্।*

আমরা দেখিয়াছি, সাধারণ জীবমাত্রেরই উৎক্রান্তি হয়—

তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি—বৃহ, ৪।৪।২

এখানে দেখিলাম যিনি অসাধারণ জীব, যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, জীবন্মুক্ত—তাঁহার উৎক্রান্তি হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্রও ঐ কথা বলিয়াছেন—

যঃ অকামঃ নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬

'যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম,—তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় না—তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে একীভূত হন।'

ইহার শঙ্কর-ভাষ্য এই :—

তস্য এবম্ অকাময়মানস্য কর্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ প্রাণা বাগাদয়ঃ ন উৎক্রামন্তি * * স চ বিদ্বান্ আপ্তকামঃ আপ্তকামতয়া ইহৈব ব্রহ্মভূতঃ * * স ইহৈব ব্রহ্ম ভবতি যদ্যপি দেহবান্ ইব লক্ষ্যতে, স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—ন শরীরপাতোত্তরকালম্। ন হি বিদুষো মৃতস্য ভাবান্তরাপত্তিঃ জীবতঃ অন্যো ভাবঃ, দেহান্তরপ্রতিসন্ধানাভাবমাত্রেণৈব তু ব্রহ্ম অপ্যেতি ইতি উচ্যতে।

অর্থাৎ, 'যিনি অকাম-নিষ্কাম, তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি উৎক্রান্ত হয় না। তিনি যখন কর্মশূন্য, তখন তাঁহার দেশান্তর প্রাপ্তি ঘটিবে কিরূপে? ব্রহ্মবিজ্ঞানী

---

* অধ্যাপক ডয়সনেরও ঐ মত। তিনি বলেন—

Yet we are compelled, as seems to have been done already by the Madhyandinas, to interpret the words only of the *emancipated*, if we would not set ourselves in irreconcilable contradiction with the words of Yajnavalkya elsewhere :—'When the life departs, all the vital organs depart with it'.

—The Philosophy of the Upanishads, p. 349.

আপ্তকাম এবং যেহেতু তিনি আপ্তকাম, অতএব এখানেই ব্রহ্মের সহিত একীভূত। যদ্যপি তাঁহাকে দেহধারী বলিয়া মনে হয় তথাপি তিনি ব্রহ্ম—অতএব তাঁহার ব্রহ্মে 'অপ্যয়' হয়—সেজন্য শরীরপাতের অপেক্ষা থাকে না। তাঁহার শরীর পাত হইলে জীবিতাবস্থা হইতে যে ভাবান্তর হয় তাহা নয়, তবে অজ্ঞ লোকের মৃত্যুর পর যেরূপ দেহান্তর-সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাঁহার সেরূপ হয় না; এইজন্যই 'ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মে অপ্যয় হয়' এইরূপ বলা হইয়া থাকে।'

৫।১০।১ ছান্দোগ্য-ভাষ্যেও আচার্য শঙ্কর এ সম্পর্কে অন্যভাবে বলিয়াছেন—

ন চ প্রাণৈর্বিযুক্তস্য গতিঃ উপপদ্যতে জীবত্বং বা। সর্বগতত্বাৎ সদাত্মনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধ-মাত্রমেব হ্যগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গবৎ জীবত্বভেদকারণম্ ইত্যতঃ তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতির্বা ন শক্যা পরিকল্পয়িতুম্—শ্রুতয়ঃ চেৎ প্রমাণম্।

অর্থাৎ, 'শ্রুতি যখন বলিলেন—(প্রাণাঃ) অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—তখন প্রাণ-বিযুক্ত আত্মার গতি বা জীবত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। যিনি পরমাত্মা, তিনি সর্বব্যাপী ও নিরবয়ব—তাঁহার প্রাণসম্বন্ধই জীবব্রহ্মের ভেদ-কারণ—যেমন অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের ভেদ। সেই প্রাণের প্রলয়ে তাঁহার জীবত্ব বা গতি কিরূপে কল্পিত হইতে পারে—যদি শ্রুতিকে প্রমাণ স্বীকার করা যায়?'

নৃসিংহ উত্তরতাপনী উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকের ঐ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

য এবং বেদ, সঃ অকামঃ নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—পঞ্চম খণ্ড, ৫

'ব্রহ্ম অপ্যেতি'—ব্রহ্মের সহিত একীভাব—ইহা দ্বারা 'বিদেহ-কৈবল্য' বুঝিতে হয়—শঙ্করাচার্য যাহাকে ব্রহ্মে নিলীন হওয়া বলিলেন—'একীভাবেন সমসৃজ্যন্তে প্রলীয়ন্তে।' এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন-উপনিষদ্ হইতে এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তথা চ শ্রুত্যন্তরং কলাশব্দবাচ্যানাং প্রাণানাং পরস্মিন্ আত্মনি প্রলয়ং দর্শয়তি—'এবমেব অস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি' ইতি পরেণ আত্মনা অবিভাগং গচ্ছন্তি ইতি দর্শিতম্

—বৃহ-ভাষ্য, ৩।২।১১

'অপর শ্রুতিতেও কলা-নামে অভিহিত প্রাণ সমূহের পরব্রহ্মে বিলয়ের কথা উক্ত হইয়াছে—যথা, 'ঠিক এইরূপই ব্রহ্মদ্রষ্টা পুরুষের ষোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়।' অর্থাৎ প্রাণসমূহ পরমাত্মার সহিত অবিভাগ প্রাপ্ত হয়।'

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে জীবন্মুক্ত দেহপাতে 'কৈবল্য-মুক্তি' গ্রহণ করেন, তাঁহারই প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় না। কিন্তু তিনি যদি নির্বাণ-মুক্তি অস্বীকার করিয়া নির্মাণ-মুক্তি গ্রহণ করেন কিংবা দেহপাতের পর যদি 'স্বারাজ্য-সিদ্ধি' তাঁহার অভিপ্রেত হয়—তবে তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় কি না? ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ বলেন—'হয়'।

প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন, শারীরাৎ—৪।২।১২ *

ন পরব্রহ্মবিদো দেহাৎ প্রাণানাম্ উৎক্রান্তিরস্তি ইতি চেৎ—ন ইত্যুচ্যতে। যতঃ শারীরাৎ আত্মনঃ এষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং, ন শরীরাৎ

—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মবিজ্ঞানীর দেহ হইতে যে প্রাণ-সমূহ উৎক্রান্ত হয় না, তাহা নহে। আত্মা হইতে উৎক্রান্ত হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত'—কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যাঁহার আত্মা হইতেও প্রাণ-সমূহের উৎক্রান্তি হয়, তিনি বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেন। অতএব আমরা বলিতে চাই, নির্বাণ-মুক্তের ও স্বারাজ্য-সিদ্ধের দেহপাতের অনন্তর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বাদরায়ণ ঐরূপ সূত্র করিলেন।

---

* আচার্য শঙ্কর এই সূত্রকে পূর্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য রামানুজের মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। আমি রামানুজের মতই অনুসরণ করিতেছি।

নির্মাণ-মুক্তির কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ঐ অবস্থায় মুক্ত জীব 'নির্মাণ-কায়ম্ অধিষ্ঠায়' (অপ্রাকৃত দেহ অবলম্বন করিয়া) ব্যাবহারিক ভেদের গন্ধটুকু অবশিষ্ট রাখিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত থাকেন; নামরূপ হারাইয়া মিশ্রিত হন না—জলস্তম্ভে জলদ যেমন জলধির সহিত মিলিত হয়, মিশ্রিত হয় না।

'In that apparently selfless state 'the I, the Me, the Mine,' though spiritualised, remain intact'.

এ সম্পর্কে আমরা 'অনাদ-নাদ' গ্রন্থ হইতে স্থানান্তরে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

To don Nirmanakaya's humble robe is to forego eternal bliss for Self, to help on man's salvation. To reach Nirvana's bliss, but to renounce it, is the supreme, the final step—the highest on renunciation's path.

Know, O disciple, this is the secret path, selected by the Buddhas of perfection, who sacrificed the Self to weaker selves. *

প্রাচীন ব্যাসভাষ্যেও আমরা 'নির্মাণচিত্তম্ অধিষ্ঠায়' (১।২৫)—এইরূপ কথা শুনিয়াছি। শ্রীধর-স্বামী ভাগবতের টীকায় 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে' (১০।৮৭।২১)—এই বচন শ্রুতিবাক্য বলিয়া যে উদ্ধার করিয়াছেন—উহাও বোধ হয় নির্বাণমুক্তির পরিবর্তে নির্মাণ-মুক্তি লক্ষ্য করিয়া।

---

* ইহার টীকায় মাদাম্ ব্ল্যাভাট্স্কি লিখিয়াছেন :—Having reached the goal and refused its fruition, he remains on earth, as an Adept (জীবন্মুক্ত); and when he dies, instead of going into Nirvana, he remains in that glorious body (নির্মাণকায়) he has woven for himself, invisible to uninitiated mankind, to watch over and protect it.

এইবার 'স্বারাজ্য-সিদ্ধির' কথা বলি। বৌদ্ধেরা ইহাকে 'সম্ভোগকায়' বলেন। এ সম্পর্কে ঐ অনাদ-নাদ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

Sambhogakaya is greater than a Nirvanee and greater still is a Nirmanakaya—the Buddha of compassion.

যিনি সম্ভোগকায়ী, তিনি স্বরাট্ হন। তাঁহার সমস্ত লোকে কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়। তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন (সঙ্কল্পাৎ এব তু তৎ শ্রুতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৮)। সমস্ত দেবতারা তাঁহার জন্য বলি আহরণ করেন—

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্—তৈত্তি, ১।৫

সর্ব্বে অস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি—তৈত্তি, ১।৪

সেইজন্য বাদরায়ণ তাঁহাকে 'অনন্যাধিপতি' বলিয়াছেন—

অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৯

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ এই—

যে ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতান্ চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি—৮।১।৬

'যিনি পরমাত্মাকে জানিয়া প্রয়াণ করেন, তাঁহার সমস্ত লোকে কামচার হয়।'

এই কামচারিত্বের বিবৃতি করিয়া ছান্দোগ্যের ঋষি বলিতেছেন—

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥ অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে॥

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ অথ যদি অন্নপানলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য অন্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন অন্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ যং যম্ অন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥—ছান্দোগ্য, ৮।২।১-১০

'তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তবে সংকল্পমাত্রে পিতৃগণ উত্থিত হন এবং তিনি পিতৃগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধি অনুভব করেন।'

(শঙ্কর বলেন ঐ পিতৃলোক স্বতন্ত্র স্থান নহে—পিতরো জনয়িতারঃ তে এব সুখহেতুত্বেন ভোগ্যত্বাৎ লোকা উচ্যন্তে।)

এইরূপ তিনি যদি মাতৃলোকের কামনা করেন, ভ্রাতৃলোকের কামনা করেন, ভগিনীলোকের কামনা করেন, সুহৃৎলোকের কামনা করেন, স্ত্রীলোকের কামনা করেন, গন্ধমাল্যলোকের কামনা করেন, অন্নপানলোকের কামনা করেন, গীতবাদ্যলোকের কামনা করেন, তবে সংকল্পমাত্রে ঐ ঐ কামনার বস্তু উত্থিত হয় এবং তিনি তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধি অনুভব করেন।

'তিনি যে যে দেশের কামনা করেন, যে যে কামের কামনা করেন, সংকল্প মাত্রে তিনি তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধি অনুভব করেন।'

প্রশ্ন উঠিবে, স্বারাজ্যসিদ্ধের শরীর থাকে কিনা? বাদরি বলেন—থাকে না; জৈমিনি বলেন—থাকে। বাদরায়ণের মত এই যে, শরীরের থাকা না থাকা মুক্তের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রদ্‌বৎ ভোগ হয়; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়।

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্॥ ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ॥ দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ॥ তন্বভাবে সন্ধ্যবদ্ উপপত্তেঃ॥ ভাবে জাগ্রদ্‌বৎ॥—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪

মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন এবং সেই সমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন।

প্রদীপবদ্ আবেশস্তথা হি দর্শয়তি—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৫

সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

'তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন।'

মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব হয় না।

জগদ্‌ব্যাপারবর্জম্—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

আর তাঁহার যে ভোগ হয়, তাহা ঐ সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮

'যদি বল মুক্তের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্যই শ্রুতি-উপদিষ্ট—'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্,'—উত্তরে বলি, সে ঐশ্বর্য অধিকৃত-মণ্ডলে সীমাবদ্ধ।'

এ সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর ৪।৪।১৭ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন—

যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বর-সাযুজ্যং ব্রজন্তি * * জগদ্-উৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জয়িত্বা অন্যদ্ অণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্যং মুক্তানাং ভবিতুম্ অর্হতি।

'সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনার ফলে কেহ কেহ ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন। ঐ মুক্তদিগের অণিমাদি সমস্ত ঐশ্বর্যসিদ্ধি হয়—কেবল জগদ্‌ব্যাপারে অধিকার জন্মে না।'

ভগবানের সহিত মুক্তের ভোগের মাত্র সাদৃশ্য হয়।

ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাচ্চ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।২১

"ভোগমাত্রমেষাম্ অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্—শঙ্কর

'মুক্তের ভোগই কেবলমাত্র ঈশ্বরের সমান হয়।'

অর্থাৎ, শক্তি সমান হয় না। সেইজন্য, ঈশ্বরের মত মুক্ত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারে সমর্থ হন না। এই মর্মে বিশিষ্টাদ্বৈতীরা বলেন—

এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানাম্ ঈশ্বরস্য চ।
সর্বকর্তৃত্বম্ এবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে॥

—সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনে উদ্ধৃত

'মুক্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মের সহিত সমান গুণ হয়—কিন্তু বিশেষ এই থাকে যে, একমাত্র ব্রহ্মেই সর্বকর্তৃত্ব সম্ভব।'

স্বারাজ্যসিদ্ধির কথা এখানেই সাঙ্গ করি। বিদেহ-মুক্তির কথা আগামী অধ্যায়ে বলিব।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিদেহ-কৈবল্য

যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, যিনি জীবন্মুক্ত—পূর্ব অধ্যায়ে আমরা তাঁহার স্বারাজ্য-সিদ্ধির ও নির্মাণমুক্তির কথা বলিয়াছি। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ পথে না গিয়া দেহপাতে বিদেহ-কৈবল্য লাভ করিতে পারেন। এ মুক্তিতে মুক্ত পুরুষের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—কোন দেহই থাকে না—এমন কি উপনিষদ্ যাহাকে 'দহর কোশ' বলেন—থিয়সফির 'Auric Body'—সেই অন্তরতম হৃদ্যাকাশময়ং কোশং—যদ্দ্বারা চিন্মাত্র বা Monad-এর চিদাকাশ হইতে ঔপাধিক ভেদ সিদ্ধ হয়—কৈবল্যমুক্ত সেই চরম উপাধিরও বিলয় ঘটাইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে নিঃশেষে নিমজ্জিত হন। সে জন্য এ মুক্তির সার্থক নাম 'বি-দেহ' মুক্তি। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ এই বিষয়কে 'নিধন' বলিয়াছেন—

অশব্দে নিধনম্ এতি—অথাহৈষা গতিঃ।
এতদ্ অমৃতম্ এতৎ সাযুজ্যত্বং নির্বৃতত্বম্।—মৈত্রায়ণী, ৬।২২

'সেই অশব্দে (পরব্রহ্মে) 'নিধন' প্রাপ্ত হন—নদ্য ইব সমুদ্রে লয়ম্ এতি (রামতীর্থ-দীপিকা)—ইহাই পরমা গতি, ইহাই অমৃতত্ব, সাযুজ্যত্ব, নির্বৃতত্ব (Summum Bonum)।'

ইহাই ব্রহ্মে 'অপ্যয়'—

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈব অভিপ্রৈতি—কৌষী, ১।৪
স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত-সিদ্ধি, ব্রহ্মের সহিত নিরবচ্ছিন্ন একীভাব—

বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি—মুণ্ডক, ৩।২।৭

'সে অবস্থায় এই বিজ্ঞানময় আত্মা সেই অব্যয় পরমাত্মায় একীভূত হন।'

এ কেবল মিলন নয়—মিশ্রণ, কেবল union নয়—unification,—কেবল unity নয়—identity.

তথা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি—মুণ্ডক, ৩।১।৩

'তখন পুণ্যপাপপ্রহীণ নিরঞ্জন মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের পরম সাম্য লাভ করেন।'

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'ব্রহ্মবিজ্ঞানী নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।'

নদী যেমন করিয়া নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রে মিশ্রিত হয়—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—মুণ্ডক, ৩।২।৮

—বিদেহমুক্তি সেইরূপ মিশ্রণ,—তখন নদী আর নদী থাকে না সমুদ্র হইয়া যায়। বিদেহ-কৈবল্যেও জীব জীব থাকে না, ব্রহ্ম হইয়া যায়।

যথা ইমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫

'যেমন নদীসকল সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের এই ষোড়শ কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হয়; তখন তাহাদের নাম বা রূপ, কিছুই থাকে না। তাহাদিগকে পুরুষ—এই রূপই বলা হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞানী অকল অমৃত হন।'

অন্যত্র এ অবস্থাকে ব্রহ্মে 'প্রবেশ' বলা হইয়াছে—খৃষ্টান মিষ্টিক যাহাকে

'Amalgamation with God', 'Immersion in the Absolute' বলেন।

যস্তু বিদ্বান্, তস্যৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪

'যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞানী, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মপদে প্রবেশ করে।'

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি—কৈবল্য, ৩

'সেই গুহাহিত ব্রহ্ম, যিনি পরব্যোমে জ্যোতিষ্মান্, যতিরা তাঁহাতে প্রবেশ করেন।'

সেই গীতার কথা—

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ!—গীতা, ১১।৫৪

'অনন্যা ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, দেখা যায়, এবং তাহাতে প্রবেশ করা যায়।'

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্—গীতা, ১৮।৫৫

'(মুক্ত পুরুষ) ব্রহ্মকে যথার্থরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করেন।'*

বৃহদারণ্যক এ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি—বৃহ, ৪।৩।৩২

এই সলিলের সহিত উপমা সার্থক—'the dew-drop slips into the shoreless sea'—এ অবস্থায় জীব-বিন্দু ব্রহ্ম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ আসিক্তং তাদৃগেব ভবতি—কঠ, ২।১।১৫

'যেমন শুদ্ধজলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু—জীবেরও তখন সেই দশা হয়।'

বাদরায়ণ ইহাকে ব্রহ্মের সহিত 'অবিভাগ' বলিয়াছেন—

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪

---

* ইহার সহিত সেন্ট অগাষ্টাইনের নিম্নোক্তি তুলনীয়—

By faith to love Him, by faith to be devoted to Him, by faith to *enter* into Him—to be incorporated in His members.

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধম্ * *' এবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যানি অবিভাগমেব দর্শয়ন্তি—নদীসমুদ্রাদি-নিদর্শনানি চ—শঙ্করভাষ্য

'মুক্ত-স্বরূপের নির্ণয়কারী শ্রুতিবাক্য অবিভাগের কথাই বলিয়াছেন—নদী-সমুদ্রের দৃষ্টান্তেও ঐ কথা বলা হইয়াছে।'

অবিভাগ অর্থে একাকার দশা—'a state of indiscrimination', 'non-duality'—অর্থাৎ, দ্বৈত নয়—অদ্বৈত;—খৃষ্টানেরা যাহাকে At-one-ment বলেন—Becoming *one* with God.

পুনশ্চ— অবিভাগো বচনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—

'বিদেহমুক্তিতে মুক্তের যে 'কলা-প্রলয়' হয়, তাহা কি সাবশেষ না নিরবশেষ? সাবশেষ নয়—নিরবশেষ। এইজন্য 'অবিভাগ' বলা হয়।'

স পুনর্বিদুষঃ কলাপ্রলয়ঃ কিম্ ইতরেষামিব সাবশেষো ভবতি আহোস্বিৎ নিরবশেষ ইতি। তত্র প্রলয়সামান্যাৎ শক্ত্যবশেষতাপ্রসক্তৌ ব্রবীতি—অবিভাগাপত্তিরেবেতি।—শঙ্করভাষ্য

বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নির্বাণ ও পরিনির্বাণের যে ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ ভেদও ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞার পরিপাকে অর্হতের সম্বোধি যখন প্রগাঢ় হয়, তখন এখানেই (দেহ-সত্ত্বেই) তিনি নির্বাণ লাভ করেন, কিন্তু সে নির্বাণ 'সোপাধিশেষ' নির্বাণ। দেহান্তে ঐ অর্হতের যখন পরি-নির্বাণ লাভ হয়, তখন সে নির্বাণ 'অনুপাধি-শেষ' নির্বাণ অর্থাৎ, নির্বাণ 'without any remnant of accessories'।* এই পরিনির্বাণই—বিদেহমুক্তি।

---

* The perfected Holy ones having rid themselves of all *upadhis* are submerged in the Deathless (অমৃত)—সুত্তনিপাত, V.

ইহা পরিনির্বাণের অবস্থা। কারণ, দেহসত্ত্বে (নির্বাণের অবস্থায়) 'sensations are still felt. * * We are not indeed yet free *from* them but stand *towards* them as *free* men.'—The Doctrine of the Buddha, p. 325.

আমরা বেদান্তের ভাষায় যাহাকে অদ্বৈতসিদ্ধি বলিলাম, সেই বিদেহ-মুক্তি খৃষ্টান্ মিষ্টিক্দিগের অপরিচিত ছিল না—কারণ, নিপট দ্বৈতী হইলেও তাঁহারা স্বীয় অনুভূতির, অর্থাৎ, স্ব স্ব 'temperamental reaction to the vision of Reality'-র অপলাপ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য তাঁহাদের মুখে 'Self-loss in the All', 'Absorption in the Divine Dark', 'Annihilation of Selfhood in the nudity of Pure Being' প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের কয়েকটি উক্তির প্রতি কর্ণপাত করুন।

If I am to know God directly, I must become completely He and He I : So that this He and this I become and are *one* I.—Meister Eckhart.

Perfect love makes God and the soul to be as if they both together were but *one* thing.

—Hilton's Scale of Perfection.

He disappears and loses himself in God.—Suso.

My 'me' is God nor do I know my selfhood, except in God.—St. Catherine of Genoa.

In this embrace and essential unity with God, all devout and inward spirits are one with God, by living immersion and melting away into Him…In this highest stage, the soul is united to God without means ; it sinks into the vast darkness of the God-head.—Ruysbroeck.

কোন কোন খৃষ্টান্ মিষ্টিক্ ইহারও উর্দ্ধে উঠিয়া মহামিলনের একাকারতায় অভিভূত হইয়া শূন্যতা-সিদ্ধির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

Some even go a step further and speak of the 'fathomless sinking of the soul into a fathomless Nothing' (Tauler), 'of the soul being rapt into the nakedness of Nothing' (Henry

Suso), 'of the self being annihilated in some mighty Life, that overpasses his own' (Underhill).

Hear Ruysbroeck: 'Having obtained the immediate contact of the Divine, we are immersed in *Nothingness*.'

ইহাই উপনিষদের 'অশব্দে নিধনম্ এতি'।

বিদেহ-মুক্তের যখন প্রাণের উৎক্রমণ হয় না—'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' (বৃহ, ৪।৪।৬)—তখন 'ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসি (বৃহ, ৪।২।১)—এখান হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত কোথায় গমন করিবেন'—এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞানী দেহসত্ত্বেই ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, —সেই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য, যে ব্রহ্মের পূর্ব দিক্ পূর্ব প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, সর্ব দিক্ সর্ব প্রাণ—যিনি নেতি নেতি আত্মা।

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্ধ্বা দিক্ ঊর্ধ্বাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ—স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

কিন্তু তথাপি আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মবিজ্ঞানীর পক্ষেও দেহপাতের পর তবে ব্রহ্মে অপ্যয়ের কথা বলিয়াছেন—

অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে—কঠ, ২।২।১

এষ মে আত্মা—এতম্ ইত আত্মানং প্রেত্য অভিসম্ভবিষ্যামি

—শতপথ, ১০।৬।৩।২

'সেই আমার আত্মা (যিনি জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবঃ)—এখান হইতে 'প্রেত' হইয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবেন।'

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে এতদ্ ব্রহ্ম। এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মি

—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি

—কেন, ১।২

'অতিমুক্ত ধীরগণ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।'

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্যের উপদেশ এই :—

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সংপৎস্যে—ছা, ৬।১৪।২

ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—

তস্যাস্ত্বেবমাচার্যবতো মুক্তাবিদ্যাভিনহনস্য তাবৎ এব তাবান্ এব কালঃ চিরং ক্ষেপঃ সদাত্মস্বরূপ-সংপত্তেঃ। * * কিয়ান্ কালশ্চিরম্ ইত্যুচ্যতে—যাবন্ ন বিমোক্ষ্যে ন বিমোক্ষ্যতে * * যেন কর্মণা শরীরম্ আরব্ধং তস্য উপভোগেন ক্ষয়াৎ দেহপাতো যাবৎ ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ, 'যাঁহার অবিদ্যারূপ মোহপট (bandage) তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ সংপত্তির সেইমাত্র কাল ব্যাজ—যে পর্যন্ত না উপভোগ দ্বারা প্রারব্ধক্ষয়ের ফলে দেহপাত হয়।'

ন হি দেহমোক্ষস্য সৎসংপত্তেশ্চ কালভেদঃ অস্তি যেন 'অথ'-শব্দ আনন্তর্যার্থঃ স্যাৎ।

'দেহপাত ও ব্রহ্মসংপত্তি অর্থাৎ বিদেহকৈবল্যের মধ্যে যখন কোনই অন্তরাল (interval) থাকে না, তখন মূলের 'অথ'-শব্দ 'অনন্তর'-অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে।'

এই সকল উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, জীবন্মুক্তের সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মসাযুজ্য ঘটে বটে, কিন্তু ব্যুত্থান-দশায় শরীরধর্মে প্রারব্ধ বশে পুনশ্চ তাঁহার সংসারের ভাণ হয়। কিন্তু জীবন্মুক্তের দেহপাত হইলে যখন বিদেহ-কৈবল্য সিদ্ধ হয়, তখন আর সে সম্ভাবনা থাকে না—তখন নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা হয়।

বলা বাহুল্য, কৈবল্য-অবস্থায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হয়, ত্রিপুটী

তিরোহিত হয়, বিষয়-বিষয়ী অন্তর্হিত হয়, জীবভাবের অভাব হয়—এক কথায় ব্যক্তিত্বের বিলোপ হয়। এ সম্পর্কে সুফি কবি আত্তর তাঁহার 'Colloquy of Birds'-এ এইরূপ লিখিয়াছেন—

'The questing soul ultimately, reaches the 'valley of *Annihilation of self*' where the theopathetic state is attained, in which the self is utterly merged, 'like a fish in the sea' in the ocean of Divine Love.'

'অনাদ নাদ' (Voice of the Silence)-এর গ্রন্থকর্ত্রীর বর্ণনা শ্রবণ করুন—

Where is thy individuality, Lanoo? Where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the everpresent ray become the All and the Eternal Radiance.

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া একজন প্রগাঢ় পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখিয়াছেন—

For the Indian thinker ('thinker' না বলিয়া 'experiencer' বলিলে ভাল হয়—কারণ, ইহা মননের কথা নয়, অনুভূতির কথা), the religious ascent of the soul is towards a complete mystic *identity with the All*, in which *all separate individuality is lost*. At the highest point of consummation, the soul swoons, as it were, into the One; alone with the Alone, it yet there knows itself as one with all the things, which on a lower plane of consciousness, it had distinguished from itself as other and foreign and hostile.—Prof. R. F. A. Hoernle of the Rand University, Transvaal.

এই ব্যক্তিত্বের বিলোপ লইয়া এত বিবাদ আছে যে, কথাটা একটু বিশদ করিতে চাই।

জীবের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়ের বিবরণে আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের সুষুপ্তি যখন নিবিড় হয়—তখন জীব 'প্রাজ্ঞ আত্মা' কর্তৃক

আলিঙ্গিত হইয়া (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া) স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায়, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

অর্থাৎ, সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবের একাকার অনুভূতি হয়।

সুতরাং তখন 'ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ'—সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্ এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

অত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ, ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হন, দেব অদেব হন, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

ঐ প্রগাঢ় সুষুপ্তি-অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর (subject and object-এর) দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িক ভাবে অদ্বৈতে স্থিতি হয়।

The transition is * * from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all—whereby subject and object become one.—Deussen, p. 142.

এই সুষুপ্তির উপর তুরীয় অবস্থা—তখন স্বরূপে অবস্থানের ফলে ঐ একাকার-ভাব আরও নিবিড়তর হয়।

অবস্থাত্রয়-ভাবাভাব-সাক্ষী স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্যং চৈতন্যং যদা, তদা তৎ তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যুচ্যতে—সর্বসার উপনিষদ্, ৪

অর্থাৎ, তখন 'The spiritual subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things.'

—Deussen, p. 300.

ইহাই সমাধি-অবস্থা। জীবের সুষুপ্তি স্বাভাবিক—কিন্তু এই সমাধি যোগজ—সুদীর্ঘ-সাধন-সাপেক্ষ।

ঐ অবস্থা কিরূপ?

'It is the condition, in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness.' * * In it there is no duality, no subject and object and consequently 'no consciousness in an empirical sense.'* কারণ, 'to be conscious means: there are objects for me' (Schopenhauer).

এই সমাধি সম্পর্কে অধ্যাপক হর্ণলি বলিতেছেন :—

'When the thinker has withdrawn into his innermost self—behold! all barriers melt away and the self mingles with the boundless All, with which from the first it was one.'

কিন্তু সুষুপ্তিই হ'ক আর তুরীয়ই হ'ক—সেই সেই অবস্থায় অন্তরাত্মার সহিত (with the eternal knowing Subject) জীবের যে একীভাব হয়, তাহা সাময়িক মাত্র। ঐ স্বরূপ-অবস্থান অস্থায়ী (a transient union), ঐ যোগ 'প্রভবাপ্যয়ৌ' (কঠ, ২।৩।১১),—উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেইজন্য বৃহদারণ্যকে দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য নিবিড় সুষুপ্তি বা তুরীয়ের মহিমা কীর্তন করিলে, জনক তাঁহাকে বলিলেন—অতঃ ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি (৪।৩।১৫)—'ইহ বাহ্য, পরে কহ আর'। তুরীয়ের উপরে যে অবস্থা, উহাই মোক্ষ। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে ঐ

* Deussen's Philosophy of the Upanishads, pp. 304 & 305.

স্বরূপে সমাপত্তি সুস্থিত, স্থায়ী ও অচ্যুত হয় ('becomes fixed, established and permanent')।

যাজ্ঞবল্ক্য ঐ মোক্ষের প্রতি জনকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্—বৃহ, ৪।৩।৩২

'মুক্ত পুরুষ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত, দ্রষ্টা (সাক্ষী,* sole Subject without Objects) এবং অদ্বৈত (One without a second)। হে সম্রাট্! ইহাই ব্রহ্মলোক।'

বলা বাহুল্য এ 'লোক' স্থান নহে, স্থিতি—place নহে, state—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (গীতা, ২।৭২)। সেইজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—এখানে ব্রহ্মলোক ব্রহ্মণঃ লোকঃ নহে— ব্রহ্ম এব লোকঃ।

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

'উহাই জীবের পরমা গতি, উহাই পরম সম্পদ্, উহাই পরম লোক, উহাই পরমানন্দ।'

বৃহদারণ্যকের অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট যে মোক্ষ-তত্ত্বের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা আরও গভীর, আরও অগাধ।

স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়, তান্যেব অনুবিনশ্যতি—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইত্যরে ব্রবীমি

—বৃহ, ৪।৫।১৩

'যেমন সৈন্ধবঘন (lump of salt) অনন্তর-অবাহ্য (অন্তর-রহিত ও বাহ্য-রহিত), সর্বত্র রসঘন,—তেমনি অরে! এই আত্মা অনন্তর-অবাহ্য,

---

* He (মুক্তপুরুষ) takes 'his stand as a complete stranger (উদাসীনবৎ আসীনঃ) and thereby as a free man, over against the world, including the elements of his own personality.'

—The Doctrine of the Buddha, p. 336.

কৃৎস্ন-বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ 'নুর-তামাম' (কবীর)। এই আত্মা সমুদায়-ভূত হইতে (পঞ্চভূতের সংঘাত দেহ হইতে—অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়) সমুত্থিত হইয়া, তাহাদের অনুসারে বিনাশপ্রাপ্ত হন। দেহের বিগমে (প্রেত্য), অর্থাৎ বিদেহ-কৈবল্যে তাঁহার সংজ্ঞান থাকে না।'

যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে বৈনাশিকের (Nihilist-এর) কথার ঐরূপ প্রতিধ্বনি শুনিয়া মৈত্রেয়ী চঞ্চল হইয়া বলিলেন,—'স্বামিন্! এ কি বলিলেন? আমাকে যে গভীর মোহে নিক্ষেপ করিলেন! আমি যে কিছুই বুঝিতেছি না'—

অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপিপৎ, ন বা অহম্ ইমং বিজানামি
—বৃহ, ৪।৫।১৪

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'অয়ি! শঙ্কিত হইও না—আমি মোহকর কিছু বলি নাই—ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি—এই আত্মা 'অবিনাশী অনুচ্ছিত্তিধর্মা'—অবিনাশী বা অরে অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তি-ধর্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪)—আত্মার উচ্ছেদ নাই, বিনাশ নাই—আত্মা অব্যয়, অক্ষয়, অদ্বয়। কিন্তু যে মোক্ষ-দশার কথা বলিলাম,—সে অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ অন্তর্হিত হয়, যখন subject-এ object coalesce করে, যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-রূপ ত্রিপুটী তিরোহিত হয় এবং আত্মা স্ব-রূপে (as the pure objectless knowing Subject) প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞান (consciousness) থাকিবে কিরূপে? দেখ'—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরম্ অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কম্ অভিবদেৎ, তৎ কেন কং

শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

'যে অবস্থায় দ্বৈত যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যে (বিদেহ-কৈবল্যের) অবস্থায় সমস্তই একাকার আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে স্বাদন করিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে মনন করিবে? কে কাহাকে স্পর্শন করিবে? কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে?'

অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই একটু ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন—

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে অবস্থায় অন্য যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে।'

কিন্তু যে অবস্থায় দ্বৈত তিরোহিত হয়,—'অন্য' থাকেই না, উপাধি 'সপদি গলিত' হয়—তখন আত্মার সংজ্ঞান থাকিবে কিরূপে? অতএব 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'। অর্থাৎ, বিদেহকৈবল্য-অবস্থায় 'অবিনাশী অনুচ্ছিত্তি-ধর্মা' আত্মা (the imperishable, indestructible ধ্রুব আত্মা) 'has no further consciousness of objects, because as knowing subject he has everything in himself, nothing

outside of himself'*—ঐ দশায় জীব 'অশব্দে নিধনম্ এতি',—তখন তিনি 'সোহং আপে আপ'।

ঐ যে কৈবল্য-মুক্তির অবস্থা—তাহার স্বরূপ মননের, বচনের, গ্রহণের অতীত—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—তৈত্তি, ২।৯

'যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্য মন হটিয়া আসে।'

যেহেতু, যিনি বিদেহ-মুক্ত তিনি—

এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে —তৈত্তি, ২।৭

—'সেই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (unconscious), অবাচ্য (unutterable), অনিলয়ন (অগাধ = unfathomable) ব্রহ্মপদার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

তবেই তাঁহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? সেইজন্য বুদ্ধদেব বলিতেন—অত্থং গতসস্ (নির্বাণপ্রাপ্তের) ন পমাণং (ইয়ত্তা) অত্থি। কারণ, নির্বাণ 'অনাখ্যাত' বস্তু (ধম্মপদ, পিয় বগ্‌গো, ১০)।

অতএব,

Measure not with words
Th' Immeasurable, nor sink the plumb of thought
Into the Fathomless! Who asks doth err,
Who answers, errs. Say naught.—Light of Asia.

কারণ, 'Nirvana is the land of Silence and Non-Being' (The Voice of the Silence).

অতএব এ ক্ষেত্রে, তূষ্ণীমেব বরং—Silence is golden। পরিনির্বাণ-দশা 'অস্তি-নাস্তির' অতীত অবস্থা।† সংযুত্ত-নিকায়ে দেখি, বুদ্ধদেবের

* Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 349.

† কারণ, পরিনির্বাণ is 'a kind of existence, that in our sense is no longer existence—(it is) at the portals of the uncognizable, the

পরিনির্বাণের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল—'হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত আছেন কি?' উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহা প্রকাশ করেন নাই।' তবে কি 'ন হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত নাই?' উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহাও প্রকাশ করেন নাই।' কেন করেন নাই? কারণ, 'তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয়্যো দুপ্পরিযোগাহো সেয্যথাপি মহাসমুদ্দো'—'যিনি তথাগত (পরিনির্বাণপ্রাপ্ত), তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্প্রতিগ্রহ—যেমন মহাসমুদ্র'—'He is indefinable, inscrutable, immeasurable, like the great ocean' (Grimm, p. 360). সেই প্রাচীন উপমা—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'যেমন নদী বহমান হইয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, তাহার আর নামরূপ থাকে না—তেমনি।'

সেইজন্য গ্রিম্ বলিয়াছেন—The totally-extinguished Delivered One is nowhere and everywhere. (p. 359).

বিদেহ-মুক্তি যখন অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা, তখন তৎসম্বন্ধে কোন মত বা view প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নয় কি? বুদ্ধদেব আনন্দকে এই কথাই বলিয়াছেন—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো আনন্দ! ভিক্খুং যো এবং বদেয্য 'হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকত্তং। 'ন হোতি

---

transcendental. * * Therefore no conception and consequently no word, fits it.—The Doctrine of the Buddha, p. 178.

Nothing whatsoever, absolutely nothing, can be told about it; the rest is—silence!—Ibid, p. 502.

তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্‌স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকত্তং। 'নেব হোতি ন ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্‌স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকত্তং
—দীঘনিকায়, ১৫

'হে আনন্দ! বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন,'—উহা দৃষ্টি (view) মাত্র—অকথ্য (unbecoming); যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য; পুনশ্চ যদি কেহ বলে—'দেহান্তে তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না'—উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য।'

অতএব এই অস্তি-নাস্তির অতীত বিষয়ে দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া বিতণ্ডা কেবল নিষ্প্রয়োজন নয়—বেশ অশোভন। কিন্তু বিদেহমুক্তি বা পরিনির্বাণ অতর্ক্য অবর্ণ্য অকথ্য অচিন্ত্য হইলেও—পরিনির্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, জীবভাবের অভাব ঘটিলেও—বিদেহমুক্তি নাস্তিত্ব নয়; পাশ্চাত্যেরা যাহাকে 'abyss of absolute annihilation' বলিয়াছেন, পরিনির্বাণ নিশ্চয়ই সে বিনাশ নহে।* সেই জন্য 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি' এরূপ বলায় পাছে উচ্ছেদের আশঙ্কা হয়, তাই যাজ্ঞবল্ক্য সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—বিদেহ-কৈবল্যেও 'অবিনাশী বা অরে অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪)।

বুদ্ধদেবেরও ঐ কথা। তাঁহার নিজের মুখের বাণী এই—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্‌খবে! ভিক্‌খুং সেন্দা দেবা স-ব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্‌সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণং তি। তং কিস্‌স হেতু? দিট্‌ঠে বাহং ভিক্‌খবে! ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি। এবংবাদিনং খো মং ভিক্‌খবে! * * * অসতা

---

* সেই জন্য জর্জ গ্রিম এই নাস্তিত্ববাদকে 'the nonsense of absolute Nihilism' বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। (The Doctrine of the Buddha, p. 162).

তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্‌ভাচিক্‌খন্তি—'বেনসিকো সমণো গোতমো।'

—মজ্‌ঝিমনিকায়, ২২

'হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত অর্থাৎ পরিনির্বাণপ্রাপ্ত—ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রজাপতি বা অন্য দেবতা—কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনই (Here and Now) অননুবেদ্য (untraceable)। এইরূপ বলার জন্য কেহ কেহ আমায় 'বৈনাশিক' অপবাদ দেন, কিন্তু ঐ অপবাদ অমূলক।' (অসতা তুচ্ছামুসা—wrong, erroneous, false)।

এই প্রসঙ্গে স্যার্ এডুইন্ আর্ণল্ডের উদাত্ত শ্লোকগুলি আমাদের স্মর্তব্য।

If any teach, Nirvana is to cease
    Say unto such they lie.
If any teach, Nirvana is to live
    Say unto such they err ; not knowing this
Nor what light shines beyond their broken lamps
Nor lifeless, limitless bliss.

—Light of Asia, Book VIII.

ঠিক কথা! যে নির্বাণ অস্তি-নাস্তির পরাৎপর অবস্থা—আমরা বদ্ধ মানুষ এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি মন লইয়া তদ্‌বিষয়ে কি জল্পনা করিব? এ যেন—'as though a sparrow with his limited wing-power and restricted eye-reach should titter of the eagle from his umbrageous cover'—এ যেন তিত্তিরের সমুদ্রতরণ, সফরীর সমুদ্র-শোষণ—তেমনি ব্যর্থ, তেমনি বিফল, তেমনিই হাস্যকর—নয় কি?

এ প্রসঙ্গে অদ্বৈতী ভক্ত মধুসূদন সরস্বতীর একটি প্রগাঢ় উক্তি স্মরণীয়—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

অর্থাৎ, 'ভগবান্ সমুদ্র, ভক্ত তরঙ্গ—তরঙ্গই সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সমুদ্র তরঙ্গে নয়। মহামিলনে ভক্ত-ভগবানের ভেদ অপগত হইলেও, ভগবান্ ভক্তের পরতন্ত্র হন না—ভক্তই ভগবানের পরতন্ত্র হয়।'

সেই জন্য দেখিতে পাই যে—

Those who know assure us that the mystic experience ends with the words 'I live, yet not I, but the God in me' (Racejac). So Bishop Leadbeater says: 'The dewdrop slips into the shoreless sea, but is not lost therein'—and Krishnaji: 'Liberation is not annihilation. * * It is not entering into a mere void and there losing yourself. * * True, there is no separate self, but there is the Self of all.'

অর্থাৎ, মহামিলনে 'আমিত্বের' সম্প্রসারণ হয়—স্বাতন্ত্র্যের, ক্ষুদ্রত্বেরই নির্বাণ হয়। 'It is the annihilation of selfhood—the doing away of separateness.'

এই আমিত্বের সম্প্রসারণই মুক্তি। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

অথ যত্র দেব ইব রাজা ইব অহমেব ইদং সর্বঃ অস্মি, ইতি মন্যতে। সোঽস্য পরমো লোকঃ—বৃহ, ৪।৩।২০

'মুক্ত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেবতার মত, রাজার মত মনে করেন, 'আমিই এই বিশ্ব'। ইহাই তাঁহার পরম অবস্থা।' অর্থাৎ

It is the condition, in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness.—Deussen, p. 304.

সেজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি' (বৃহ, ৪।৫।১৩) —মুক্ত দশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না (that is, he is without individual consciousness).

'দেব ইব রাজা ইব'—যাজ্ঞবল্ক্যের এ বর্ণনার সহিত বৌদ্ধের দিক্ হইতে স্যার এডুইন্ আর্ণল্ডের নির্বাণের বর্ণনা তুলনা করুন।

Until greater than kings, than Gods more glad,
The aching craze to live ends, and life glides
Lifeless, to nameless quiet, nameless joy,
Blessed Nirvana—sinless, stirless rest—
That change which never changes !

—The Light of Asia, Book VI.

পুনশ্চ—

He goes
Unto Nirvana. He is one with life*
Yet lives not. He is blest, ceasing to be. * * *
Seeking nothing, he gains all ;
Foregoing self, the Universe grows 'I'.—Ibid, Book VIII.

এ প্রসঙ্গে তত্ত্ববিদ্যাসভার ভূতপূর্বা নেত্রী ডাঃ অ্যানি বেসেণ্টের কয়েকটি মনোজ্ঞ উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

The Nirvanic consciousness is the antithesis of 'annihilation' ; it is existence raised to a vividness and intensity, inconceivable to those who know only the life of the senses and the mind. As the farthing rush-light to the splendour of the sun at noon, so is the earthbound consciousness to the Nirvanic, and to regard it as annihilation, because the limits of the earthly consciousness have vanished, is as though a man, knowing only the rushlight, should say that light could not exist without a wick immersed in tallow.

—The Ancient Wisdom, pp. 221-22.

বাস্তবিক ব্যক্তিত্বের বিলোপ অতি অকিঞ্চিৎকর—তাহাতে নাস্তিত্ব

* অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি—কৌষীতকী, ৩।৩

আসে না। আমরা যাহাকে ব্যক্তিত্ব (Individuality) বলি, সেটা অনন্ত ব্রহ্মবারিধির তরঙ্গ নয়, বীচি নয়, লহরীও নয়—নগণ্য বুদ্‌বুদ্ মাত্র —mere soap-bubble। এই বুদ্‌বুদ্-ভঙ্গে এত ভয়! আর আমাদের Personality—যাহা চিদাভাসের ছায়া—সে ত' আরও তুচ্ছ! Persona শব্দের অর্থ মুখস (mask)—যে মুখস পরিয়া প্রাচীন রোমে গ্রীসে অভিনেতারা অভিনয় করিত—এখনও তিব্বতে নর্তকেরা নৃত্য করে। বস্তুতঃ এই Personality জীবের মুখ নহে, মুখস—ঐ মুখস পরিয়া জীব ভবরঙ্গালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করে। ঐ মুখসের তিরোধানে এত সঙ্কোচ কেন? দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ শোপেন্‌হয়র যথার্থই বলিয়াছেন—

Everybody knows himself only as an individual. * * * If he were able to be conscious of what he is besides and apart of this, he will willingly let go his individuality and smile at the tenacity of his adherance to it.

শোপেন্‌হয়র তত্ত্বদর্শী ছিলেন। আর একজন তত্ত্বদর্শীর কথা শুনাইব—ইনি রাজকবি টেনিসন্।*

And thro' loss of self
The gain of such large life, as matched with ours,
Were sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow world.

—The Ancient Sage.

---

* টেনিসন্ একান্তে বসিয়া একাগ্রভাবে নিজের নাম উচ্চারণ করিলে একরূপ সমাধিদশা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার loss of personality (ব্যক্তিত্বের বিলোপ) ঘটত। ঐ অবস্থার বর্ণন করিয়া টেনিসন্ তাঁহার বন্ধু টিন্‌ডেল্‌কে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক উহা হইতে দেখিবেন, loss of personality বস্তুতঃ কিছুই নহে।

'I have never had any revelations through anæsthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone. This has

কিন্তু নাস্তিত্ব না হইলেও বিদেহ-কৈবল্যকে শূন্যতা-সিদ্ধি বলা অসঙ্গত নহে। কোন কোন উপনিষদ্ ঐরূপই বলিয়াছেন—

শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ—অমৃতনাদ, ১১

শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

বৌদ্ধের দিক্ হইতে অধ্যাপক গ্রিম ইহার সংপ্রসারণ করিয়াছেন—

Denying every predicate to our Ego—then, in that moment the Ego ceases to be the Subject (i. e. being without object), ceases from its introduction, by means of the *I*-idea, into the world of experience. It vanishes again into nothing.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 187.

অর্থাৎ 'Being all, he becomes nothing, because he ceases to have particular consciousness of anything.'

ইহাকেই বুদ্ধদেব 'শূন্যতা' বলিয়াছেন।

নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং, ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচন নত্থি

—মজ্ঝিমনিকায়, II, ২৬৩

'আমি কোন কুত্র নহি, কোন কাহারও নহি, কোন কিছুতে নহি; কোন কিছু আমার নহে, কোন কেহ আমার নহে, কুত্র কিঞ্চিৎ আমার নহে।'

---

come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being and this not a confused state but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words?'

পুন চ পরং ভিক্খবে! সারিপুত্তো! সব্বসো বিঞ্ঞানানং চায়তনং সমতিক্কম্মা নত্থি কিঞ্চীতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি।

'পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ! হে সারিপুত্র! (নির্বাণী) বিজ্ঞান-আয়তন (sphere of boundless consciousness) সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া 'কোন কিঞ্চিৎ নাই'—এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া, অকিঞ্চন-আয়তনে (শূন্যতায়—sphere of Nothingness-এ) সুস্থিত হইয়া বিহরণ করেন।'

এই অবস্থাকে 'শূন্যতা' বলা খুব সঙ্গত নহে কি? কারণ, 'Where all phenomena have ceased, naming is gone'. (Grimm, p. 180).

'শূন্যতা-সিদ্ধি', 'প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি', 'মোক্ষ দশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না, তিনি শূন্যতায় নিমজ্জিত হন'—এ সকল কথায়, যাঁহারা কোমল অধিকারী—যাঁহাদের মনের ধাতু সবল নহে, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী শ্লথ, অসংবদ্ধ—তাঁহারা যে শঙ্কিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কারণ, 'সংজ্ঞা নাস্তি' বলায় আমরা চিন্তারাজ্যের এমন তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম, যেখানে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হওয়া, যেখানে তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ কমল-বিলাসীদিগকে অধ্যাপক গ্রিম কৃপাপাত্র বলিয়াছেন—

Shallow thinkers, who are still so closely bound up with their personality, that in their brains there is simply no room left for the idea of the ultra-mundaneness of their essence.—The Doctrine of the Buddha, p. 164.

যে অবস্থায় জীবভাবের অভাব হইল, ব্যক্তিত্বের বিলোপ হইল, বিষয়-বিষয়ীর অন্তর্ধান হইল, ত্রিপুটী তিরোহিত হইল, এক কথায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হইল—সেই বিদেহ-মোক্ষের অবস্থাকে এইরূপ shallow-thinkerরা যদি 'নাস্তিত্ব' মনে করেন, তবে তাহাতে বিচিত্র কি? তাঁহাদের এই সম্ভাবিত ভ্রম অপনোদন জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আত্মা

চিরদিনই অবিনাশী—'অনুচ্ছিত্তি-ধর্মা'—অর্থাৎ, বিদেহমুক্তির অবস্থায় বৃত্তির বিলোপ ঘটিলেও শক্তির বিলোপ ঘটে না। বৃহদারণ্যকের অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এ বিষয়ের বিবৃতি করিয়াছেন :—

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। ন হি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন রসয়তে, রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে। ন হি রসয়িতুঃ রসয়তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ রসয়েৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি। ন হি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বদেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি, শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি। ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ শৃণুয়াৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন মনুতে, মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে। ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত॥ যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি। ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ॥ যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি, বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি। ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ॥—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

অর্থাৎ, 'ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না, দৃষ্টি সত্ত্বেও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ উহা অবিনাশী, কিন্তু যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি দর্শন করিবেন কিরূপে ?

'ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আস্বাদন করেন না, বচন করেন

না, শ্রবণ করেন না, মনন করেন না, স্পর্শন করেন না, বিজ্ঞান করেন না—ঘ্রাণ-শক্তির, স্বাদ-শক্তির, বচন-শক্তির, শ্রবণ-শক্তির, মনন-শক্তির, স্পর্শন-শক্তির, বিজ্ঞান-শক্তির যে বিলোপ ঘটে, তাহা নহে—ঐ সকল শক্তিই অবিনাশী ; কিন্তু সে অবস্থায় যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আঘ্রাণ বা আস্বাদন বা বচন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শন বা বিজ্ঞান করিবেন ?'

অর্থাৎ, মুক্ত আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—

এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ—প্রশ্ন, ৪।৯

বুদ্ধদেব যে বলিলেন—'He has won to the sphere of nothingness,' উপনিষদের ঋষি যে বলিয়াছেন—'অশব্দে' (শূন্যে) নিধনম্ এতি—ঐ শূন্য কি ? ঐ শূন্য উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৬)। তিঁহ সদসদ্ভ্যাং অনির্বাচ্য—ন সৎ ন চাসৎ (শ্বেত, ৪।১৮)—অতএব 'সঃ' নহেন, 'তৎ' (That)। ব্রহ্ম যখন লক্ষণের অতীত, মননের অতীত, বচনের অতীত—

অন্যত্র ধর্মাৎ অন্যত্রাধর্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—কঠ, ১।২।১৪

'ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে অন্য, কৃত হইতে ব্যতিরিক্ত, অকৃত হইতে বিভিন্ন'—এক কথায় 'সর্বকার্যধর্ম-বিলক্ষণ' (শঙ্কর)*—তখন তিনি 'শূন্য' বই আর কি ?

স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ

*** The Absolute, the Infinite, is without condition and so cannot be thought. * * The Absolute can be nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known.**

—Herbert Spencer's First Principles, pp. 73-4.

অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বৃহ, ৩।৮।৮

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন; তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষুঃ নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।'

সত্য বটে, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে তিনি পূর্ণ (plenum)—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্—কিন্তু নির্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (vacuum)—নেতি নেতি। সেইজন্য শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে—যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ—যিনি শূন্যবাদীর শূন্য, তিনিই ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।

বিদেহ-কৈবল্যের আলোচনা এইখানেই সাঙ্গ করিলাম। যদি এ আলোচনার ফলে এই অতর্ক্য অচিন্ত্য অকথ্য বিষয়ের ঘনান্ধকারে কথঞ্চিৎ আলোকপাত হইয়া থাকে, তবে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ!

সমাপ্ত

ক্রোড় পত্র

মুদ্রণকালীন অবিলম্বের আতিশয্যে, গ্রন্থস্থ কয়েকটি উদ্ধৃতির মূল যথাস্থানে উল্লিখিত হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য নিম্নে সেগুলি সন্নিবিষ্ট হইল :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	উদ্ধৃতি	মূল
২	১৪	মায়ামাত্রং তু	ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩
৭	৮	ইদং সর্বং……মায়ামাত্রম্	নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৫।২
	১৯-২০	মহামায়ং……পরমেব ব্রহ্ম	ঐ, ৫।৭-৮
	২০-১	মায়য়া এতৎ……স্পৃশতি	নৃসিংহপূর্বতাপনী, ৫।১।১
৮	৪-৫	মায়াখ্যায়াঃ…জীবেশ্বরাবুভৌ	পঞ্চদশী, ৬।২৩৬
১০	৮	অতত্ত্বতোঽন্যথা…ইত্যুদাহৃতঃ	বেদান্তসার
	১০	অধ্যাসো নাম অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ	ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১।১।১
	১৩	ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত	ভাগবত, ২।৯।৩৩
	১৫	প্রতীতিমাত্রম্…চরাচরম্	সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ১৮
	১৯	নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞানবিসহচরঃ	যোগসূত্র ব্যাসভাষ্য, ৪।১৪
১১	১	তদাস্পদং হি ইদং সমস্তং কার্যম্	ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ৩।২।২২
	১৮	বিজ্ঞানং ব্রহ্ম	তৈত্তি উপ, ৩।৫
১৫	৮	চিৎ-অচিৎ-প্রকারং ব্রহ্ম	সর্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজ-দর্শন
২৫	২০-১	বিজ্ঞানমাত্রম্……চরাচরম্	সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ১৯
২৬	১৯	স্বপ্নাদিবৎ চ ইদং দ্রষ্টব্যম্	২।২।২৮ ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য

২৮	৭-৮	বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম	বৃহ, ৩।৯।২৮
৩৫	১১	স ইক্ষাং চক্রে	প্রশ্ন, ৬।৩
	১৫	অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ	সাংখ্যসূত্র, ২।১৩
৩৬	১৪	মায়া-যবনিকাচ্ছন্নম্	ভাগবত, ১।৮।১৯
	১৫-৬	সদসদ্ভ্যাম্……সনাতনী	১।২৬ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষু-ভাষ্যে ধৃত শ্রুতি
	২১-২	অথাত আদেশো নেতি নেতি	বৃহ, ২।৩।৬
৪৬	১১-২	বায়ুরনিলম্ অমৃতম্	ঈশ, ১৭
৫৮	৪	যতঃ প্রধানপুরুষৌ	বিষ্ণু পুরাণ, ১।১৭।৩০
৭৩	১৭	নাপরিণম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠতে	১৬ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী
১১৮	৫	ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো…মহান্	৩।২৬ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য
১২৬	১৪	অগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব	বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ২।১।২০

———

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১০	পরং	পরঃ
৯	৪	লোহমণিমা	লোহমণিনা
১৩	১৭	পরং	পরঃ
২৫	২৫	সংবিদাং	সংবিদং
৩১	১৭	ব্যোম	ব্যোমা
	২৩	পরং	পরঃ
৩৬	১২	তুচ্ছকল্পেন	তুচ্ছকল্পনেন
৬২	২৬	বিশ্ব	বিশ্বম্
৯০	৩	১১।২।১-৪	১১।২।৩।১-৫
৯৩	২৫	ব্যকরোৎ	ব্যাকরোৎ
৯৮	১৫	পুনরভিরামি	পুনরাভিরামি
	১৮	অভিরামি…তং	আভিরামি…ত্বং
১১৭	২২	বিকাশ	বিকার
২৭৫	২৫	ব্রহ্মসূত্র, ৬।২।১৯	ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১১
৩৫৫	২৩	তথ	তথা
৫০৪	১৩	অধ্যায়কঃ আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ট	অধ্যায়ক হন, আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

গীতায় ঈশ্বরবাদ (পঞ্চম সংস্করণ)	২॥৽
যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ	২৲
প্রেমধর্ম	৩৸৽
রাসলীলা	১॥৽
সাংখ্য পরিচয়	২॥৽
বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা	১॥৽
অবতার তত্ত্ব	১॥৽
দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র	২৲
মেঘদূত (মূল ও পদ্যানুবাদ)	১৲
রঙ্গমত্ত। (নাটক)	১॥৽
Theosophical Gleanings	৪॥৽

বুদ্ধি ও বোধি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত)

Indian Culture (Kamala Lectures) (Published by the University of Calcutta)

যন্ত্রস্থ

কর্মবাদ ও জন্মান্তর (তৃতীয় সংস্করণ)
উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব) (চতুর্থ সংস্করণ)
বেদান্ত পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ)
...ব বর্ণাশ্রমধর্ম (প্রথম সংস্করণ)

ছাপা নাই

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব
Philosophy of the Gods

প্রাপ্তিস্থান :

১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

ও

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ,
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬